

৪২. Nc . 204. 15.

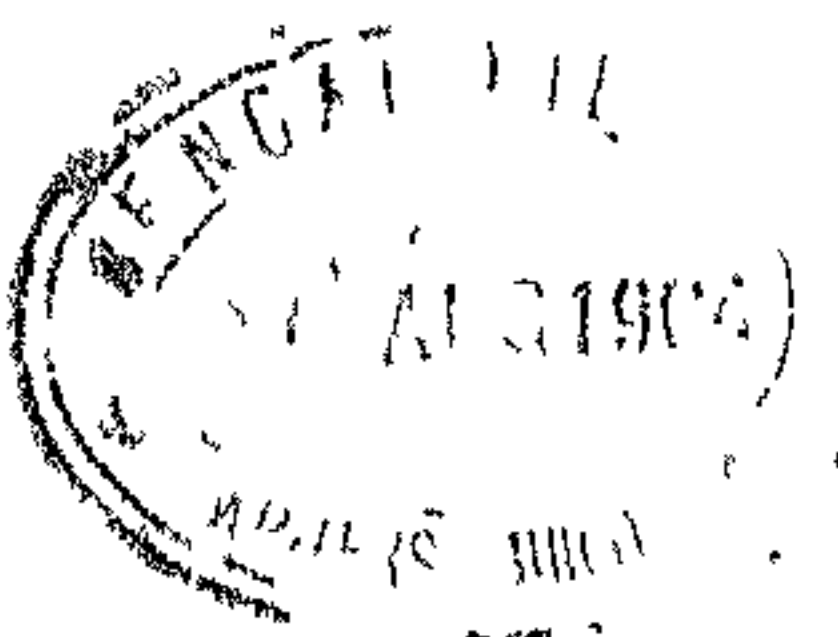
রামান্বমেধ গীতাভিনয়।

দণ্ডীপক্ষ, উত্তরাপরিণয়, তুলসীলীলা, রাই-উন্মাদিনী ও

স্বরথোক্তার প্রভৃতি গ্রন্থপণ্ডিত

শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।



কলিকাতা,

১৯০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রকাশিত

১৩১১ সাল।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা।



କଳିକାତା,

୧୭ ନଂ ନନ୍ଦକୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ୨ୟ ଲେନ,

“କାଳିକା ଯନ୍ତ୍ର”

ଶ୍ରୀମତୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ କଞ୍ଚୁକ ମୁଦ୍ରିତ

সদৃশগ্রাহী সদাশয়

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপে—

আমার কণ্ঠা

শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবীর

কুশল কামনায়

আপনাব

আশীর্বাদ মাত্র প্রার্থী হইয়া

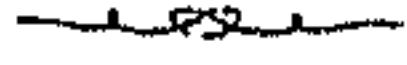
এই গ্রন্থ

আপনাব কবকমলে

অর্পণ করিলাম

—
গ্রন্থকার।

কৃতজ্ঞতা ।



আশার অবধি নাই । মনুষ্যগাত্রই আশার দাস তবে
আমার আশা বা আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে
বিস্ময়ের কারণ কি .

কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখিতে দেখিতে দুই একখানি
করিয়া সাতখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল । পাঠকগণের অনুগ্রহে
কোন কোন খানির পুনঃসংস্করণও হইয়াছে ও হইতেছে

সত্য কথা বলিতে গেলে আমার সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশে
প্রধান সহায় ও উদ্যোগী বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর
মত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ।
আমি গুরুদাস বাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-
স্বরূপ আজ আমি আমার এই “রামাশ্বমেধ গীতাভিনয়ের”
গ্রন্থস্বত্ব তাঁহাকে অর্পণ করিলাম

গ্রন্থকাঃ

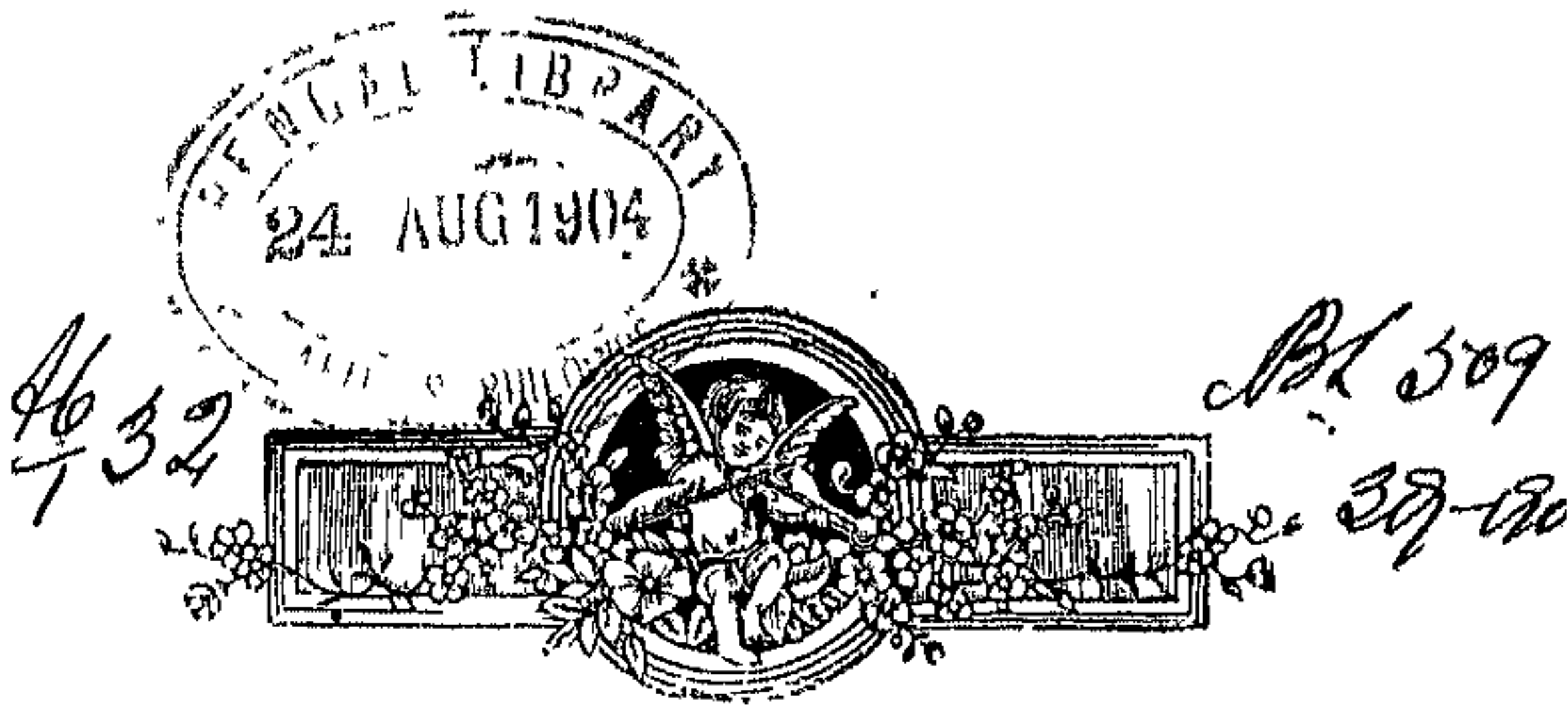
রামান্বমেধ গাতাভনয় ।

প্রস্তাবনা ।

— ৫৫৫ —

গীত

মন পুণ্য শূণ্য জন্য কেন ক্ষুণ্ণ অবিরাম,
একবার প্রকারে প্রসঙ্গে যদি বল রাম নাম ;
হবে পূর্ণানন্দ রামের কৃপায় পূর্ণমনস্কাম ॥
হৃদে জ্ঞান যোগ না জন্মিলে, প্রেমার্গবে না নামিলে,
কুপথে ভ্রমিলে যায় নারকী সানিলে ;—
অন্তে ভক্তিহীন জীবের যদি মুক্তি না মিলে,
তবে অজামিলে কেন রাম দেন মুক্তিধাম ॥
যাব নামে দশরথ নৃপতি, পান ব্রহ্মবধ পাপে নিষ্কৃতি,
ব্রহ্মহত্যা হেতু সেই রাম হন যজ্ঞে ব্রতী,
শুন শ্রীরামের অশ্বমেধ-পর্ব, অপূর্ব ভারতী,—
দিবেন অন্তে দিব্য গতি রাম দুর্বা-দল-শ্যাম ॥



রামাশ্বমেধ গীতাভিনয় ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—অযোধ্যা রাজ্যপথ

মহর্ষি অষ্টাবক্রের প্রবেশ ।

অষ্টাবক্র —এই ত সম্মুখেই অযোধ্যাধাম । সর্বগুণধাম
বাগচন্দ্রের দেশাগমনেই অযোধ্যাব পূর্বভাব পরিবর্তিত হয়েছে ।
বর্ষাপীড়িতা প্রকৃতি, শবদাগমে যেন নবীন শোভা ধারণ করে,
অযোধ্যা রাজ্যও তেগনি দুঃখের বর্ষাস্তে সুখের শরতে অপূর্ব
শোভা ধারণ করেছে । রামচন্দ্রের বনগমনে অযোধ্যা আকাশে যে
শোকের মেঘ উঠেছিল, যে মেঘে এই সুখের আধাব অযোধ্যার
সব আধার কবে রেখেছিল, যে শোকের বর্ষাতে অযোধ্যা-
বাসীর চক্ষে শতধারা বর্ষণ করেছিল, এতদিনে সে মেঘ ঘুচেছে,

এতদিনে অযোধ্যা-আকাশে অকলঙ্ক রামচন্দ্রের পূর্ণোদয়ে জগৎ
 আনন্দময় হয়েছে। চাঁদ ত উদয় হয়েছে, এখন চকে বের মাধ
 কি পূর্ণ হবে না। চাঁদ উদয় হলেই ত চকোরের বাসনা পূর্ণ হইল
 থাকে, তবে আমার নয়ন চকোর কি, সে সুধায় বঞ্চিত হবে ?
 হে জগদাভিবাস আমি তোমাদের নয়নাভিরাম যুগলরূপ দর্শন
 করব বলে অগ্রসর হয়েছি, আমার বাসনা কি পূর্ণ হবে না ?
 একবার তোমাব সেই স্থিবদাগিনী শোভিত, বাগদেব সেবিত
 নবধন শ্রাম রূপটি কি দেখতে পাব না ? আমি শুনেছি, তুমি
 সরল ভিন্ন বক্রের বাসনা পূর্ণ কব না, তবে আমার বাসনা
 কেমন কবে পূর্ণ হবে ? আমি যে বক্র শুদ্ধ যে আমার দেহেব
 অষ্টাঙ্গ বক্র বলেই অষ্টাবক্র নাম হয়েছে, তা নয়। আমার মন
 বক্র, প্রাণ বক্র, অবার এ দু'জনের সঙ্গে চক্র ক'রে ছটা রিপু
 পর্যন্ত বক্র। অন্তরের এই অষ্টজন বক্র বলেই আমার অষ্টাবক্র
 নাম হয়েছে, লোকে মিত্রকে অন্তরঙ্গ বলে, কিন্তু আমার সেই
 অন্তবঙ্গই হয়েছে খোর শত্রু। বরং যাবা বক্র বহিরঙ্গ, তারাই
 আমার অন্তরঙ্গের কার্য্য করেছে, আমার এই অষ্ট বহিবঙ্গ বক্র
 কদর্য্য হয়ে, আমাকে আত্ম রূপজ মোহে মুক্ত বেখেছে তা না
 হবে কেন ? পিতৃলোকের অভিশাপও পুত্রের পক্ষে মঙ্গলদায়ক
 হয়ে থাকে, আমি ত পিতৃশাপেই এ বক্রদেহ প্রাপ্ত হয়েছি, আমি
 যখন মাতৃগর্তস্থ, সেই সময় একদিন পিতা কহোড়, জননী সুগতিব
 সমীপে বেদ পাঠ করছিলেন, আমি সেই মাতৃগর্ত হ'তেই পিতার
 বেদ পাঠ অশুদ্ধ নির্দেশ কবেছিলাম বলেই পিতা ক্রুদ্ধ হ'য়ে এই
 অভিশাপ প্রদান করেন, "হে জড়ায়ুবাসীপুত্র। গর্ত বাস অবস্থাতেই
 তোমার মন যখন এত বক্র, তখন তোমাকে আর অন্য অভি-
 সম্পত্তি কি প্রদান ক'রব, তুমি অষ্ট অঙ্গে বক্র হয়ে ভূমিষ্ঠ হবে"
 পিতা আমার মন বক্র জেনেই দেহ পর্যন্ত বক্র করেছেন। তবে

হে সরলের সখা এ বক্রের প্রতি কি তোমার দয়া হবে ? আমি, জানি, তোমার কাছে শঠ সরল সবই সমান, সরলকে বক্র ক'রতেও তুমি, আবার বক্রকে সরল ক'রতেও তুমি পিতৃমর্ত্য পালন কবে অযোধ্যায় এনে কত জনকে কত দয়া করেছ কত অন্ধকে নয়ন দিয়েছ খণ্ডেব গমনশক্তি প্রদান করেছ । এ বক্রকে কি সরল ক'রবে না আমি ভৌতিক দেহের সরলতা চাইনে, আমার মনকে সরল করে দাও, বাহ্যিক রূপের পরিবর্তে আমার হৃদয়ে সেই রূপে দেখা দাও, যেন বিশ্বরূপ রামরূপ হৃদয়ে রেখে, এই বিষম্বরূপ সংসার-কাবাগারেব বাসনা-বন্ধন মুক্ত ক'রতে পারি

গীত ।

অনিত্য এ দেহের কি গরিমা, ওহে গুণধাম ।

বার্দ্ধক্য, জবা, মরণ যে ছার দেহের পবিধাম ।

অন্তবে রাম দাও হে সে রূপ, তোজে এ সংসার বিষ-স্বরূপ,

হৃদয় মাঝে দেখি যেন সেই বিশ্বরূপ -

সদয় ভাবে হৃদয় মাঝে উদয় হও হে আআরাম ।

অযোধ্যার রাজপথে জনশ্রোতের আব বিরাম নাই
রামচন্দ্রের লক্ষ্য সমরেব অনুবল, প্রবল প্রতাপ অগনঃ বাহন
মৈত্র্যগণ বিদায়গ্রহণ পূর্বক স্বদেশে গমন ক'রছে মহর্ষিজনক
দীর্ঘ-বনবাস-প্রত্যগত কল্যাণ সহ জামাতাকে দর্শন ক'রতে
এসেছিলেন, তিনিও স্বধামে যাত্রা করেছেন । ইতিপূর্বেই মহর্ষি
ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতি দেবীসঙ্গে ব্রাহ্মচন্দ্রের
মাতৃগণ জামাতা যজ্ঞে গমন করেছেন, স্মৃতবাং রামচন্দ্রের দেশা-
গমনে চতুর্দিক হ'তে যে অবিশ্রান্ত জনশ্রোত অযোধ্যাভিমুখে
প্রবাহিত হয়েছিল, এক্ষণে সে জনশ্রোত অনেকাংশে সামুদ্ভাব
ধারণ করেছে ব্রাহ্মচন্দ্রও এক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে সিংহাসনে

উপবেশনের উপযুক্ত সময় পেয়েছেন, এখন দেখি, রাম আমার বাগনা পূর্ণ করেন কি না। একবার আত্মারাগেব সহিত রামনাম করতে কব্ধে রামদর্শনে গমন করি।

গীত।

হে রাম ঙ্গ সিদ্ধ,

দীন জন-গতি, সঙ্জন-সংগতি,
দূরিত দলন দাশরথী দীনবন্ধু
ত্রিতাপ নিস্তারকারী, তাবকব্রহ্ম তারকারী,
রক্ষকুল অরি, হরি রঘুকুল ইন্দু
অপার কৃপা জলধি, শুকাবেনা ঙ্গনিধি,
স্বগুণে কাতরে যদি বিতর কৃপাবিন্দু।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যারাজ্য অন্তঃপুর

বাম ও সীতার প্রবেশ।

রাম।—বল বল প্রিয়ে। আমার কাছে ব'লবেনা ত আন কাষ কাছে ব'লবে। লজ্জা কি? কি সাধ হয়েছে বল। রামের দেহে জীবন থাকতে সীতার সাধ অপূর্ণ থাকবে না। কি সাধ হয়েছে বল। তবে একটা কথা, তোমার সাধ পূর্ণ করব বলতেও হৃদয় কল্পিত হয়। একদিন তোমার সাধ পূর্ণ ক'ব্ধে গিয়েই তোমাকে হারিয়ে, দুই জাতায় বনে বনে কেঁদে বেড়িয়েছি। মনে হয় কি?

সীতা।—সে কথা স্মরণ কবিয়ে কেবল প্রাণে যাতনা দেওয়া। আমি আর কোনও সাধ ক'রব না।

রাম ।—না জানকি । আমিত তোমাব অভিমান হওয়ার মত কথা কিছুই বলি নাই । তবে এজীবনে অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি—তোমাকেও অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি । এ রাম-হৃদয়-উদ্যানের সীতা স্বর্ণলতা চিরদিন ধূলায় ধূমবিতা হয়েছে সে মর্মযাতনা কি আব জীবন সঙ্গে বিস্মরণ হ'তে পারব । এখন কি বাসনা বল অবশ্যই পূর্ণ হবে ।

সীতা ।—জীবন বল্লভ । তপসন বাসিনী মুনিপত্নীগণ কেমন শরলা কেমন সদা হাস্যময়ী । যেন বসন্তের বনলতা

রাম ।—তাঁবাত সযত্ন পালিতা উদ্যানলতা নন । তাঁরা স্বভাব-জাতা বনলতাই বটেন । কেন তাঁদের কথা এখন কেন ?

সীতা ।—বনবান কালে যাদেব সঙ্গে একত্রে বাস ক'রেছি, আমাকে বনকণ্ঠে কাতবা মনে করে, যাঁরা কত ধর্মগ্রন্থে আমায় মর্কদা আনন্দিতা কববার জন্ত চেষ্টা কবতেন । এখন একবার তাঁদের দেখতে, তাঁদের সঙ্গে বন-কুসুম চয়ন ক'বতে বড় সাধ হয় । আর মুনিবালিকা গণকে বস্ত্রাঙ্কুর দিয়ে সাজাতে অনেক দিন হ'তে সাধ আছে । তাই—

রাম ।—এ'ত বসুকুলের কুল-বধুব উপযুক্ত কথাই জানকি । দান ত্রুত ধর্ম্মানুষ্ঠানে একরূপ মতি থাকাই ত উচিত । সে জন্ত চিন্তা কি । অতি সত্বরেই সে সাধ—

কঙ্কুর প্রবেশ ।

কঙ্কুরী ।—মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হ'তে অষ্টাবক্র মুনি এসেছেন ।

রাম ।—তাঁকে শীঘ্র ল'য়ে এস

[কঙ্কুরী প্রস্থান ।

রাম ।—প্রিয়ে । মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট মাতৃগণের এবং মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞের সমাচার পাব

অষ্টাবক্রের প্রবেশ

রাম ।—আসুন আসুন আমতে আজ হক দাসের প্রণাম
গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন (প্রণাম)

অষ্টাবক্র —সমুদ্র-জলেব অধার এক সমুদ্র ভিন্ন আর কি হ'তে
পাবে ?—তোমার প্রণাম তুমিই গ্রহণ কর দাশরথী রামরূপে
প্রণাম ক'রছ, আবাব আত্মারাম রূপে গ্রহণ কর তোমাদের এ
অনন্ত লীলা—অনন্ত চাতুর্য্য আমবা ক্ষুদ্রমতি হ'য়ে যদি বুঝতেই
পারব তবে আর চিন্তা কি । কিন্তু বাস প্রণত জনকে আশী-
র্ষ্যক্য প্রয়োগ না কবলে ছুরদৃষ্টে জন্মে, স্মরণ্য আশীর্ষ্যদ করাই
কর্তব্য তা রাম । তোমাকে আর অন্য কল্যাণ বাক্য কি
ব'লব ? তবে এই আশীর্ষ্যদ করি—

গীত

তারে কুলে তুলে দিও হে রাম নিরাপদে
যদি পাতকী অকুলে কাদে,
যেন মর্মে পরশে সে মর্ম বেদন,
ওহে ব্রহ্মময় এই ব্রাহ্মণের আশীর্ষ্যদে
করিলে প্রণাম মোরে হয়ে দাশরথী রাম,
গ্রহণ করহে পুনঃ, হৃদে হয়ে আত্মারাম,
ত্রিলোক প্রণাম্য তুমি, কে লবে তব প্রণাম,
(আজ) তোমার প্রণাম রাম সঁপিলাম তব পদে

বাস —দেব । বহুবংশীয়গণ আপনাদের চির আত্মাবহ দাস,
এক্ষণে দাসের নিকট কিজন্তু আগমন হয়েছে অনুমতি করুন

সীতা —দেব । আপনাবা রঘুকুলের গুরু কেবল রঘুকুলের
কেন, জগতের পূজনীয় আপনাদের রূপা দৃষ্টি হ'লে আর
জীবের ছুরদৃষ্ট থাকে না । চিরদিন বনকণ্ঠে সস্থ করে অযোধ্যায়
এনে আপনাদের পদ পূজা ক'রতে পেয়েছি । আশীর্ষ্যদ করুন
আর যেন কোনও অনিষ্ট না ঘটে—।

অষ্টাবক্র — মা । তোদের যে কিসে ইষ্ট, কিসে অনিষ্ট, কিসে সুখ, কিসে কষ্ট, আশিত্য তার কিছুই বুঝতে পারিনি, আশিত্য জানি তোরা যা করিস্ সকলই জগতের হিতব্রত সাধনের জন্য এক্ষণে আশীর্বাদ কবি যথাকালে বীরপুঞ্জ প্রাসবিনী হও । কিন্তু মা একটা কথা বলি, স্নেহ জলের ন্যায় নিম্ন গামিনী, সমতল ভূমিতে জল পতিত হ'লে, সে জল সম ভাবেই ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, কিন্তু নিম্ন ভূমি প্রাপ্ত হলে আব সমভাবে সর্কত্র ব্যাপ্ত না হ'য়ে নিম্ন স্থানকেই পূর্ণ ক'রে থাকে, অন্যস্থান শুষ্ক হয়ে শতধা বিদীর্ণ হ'লেও সে দিকে গমন কবে না । তেমনি মা । যতদিন পুঞ্জবতী না হ'য়েছে, ততদিন তে'মার স্নেহ শূন্য এ জগৎ-সমভূমিতে সম ভাবেই ব্যাপ্ত আছে, কিন্তু পুঞ্জবতী হলে আব সে স্নেহবাণি সকল ভূমিতে ব্যাপ্ত না হ'য়ে সেই অপত্য স্থানরূপ নিম্ন ভূমির দিকেই দাবিত হয়ে সেই স্থানকেই পূর্ণ কববে । তখন তোর রূপাবানি অভাবে হৃদয় ক্ষেত্র শতধা বিদীর্ণ হ'লেও পাচ্ছে রূপাবিন্দু দানে কাতরা হ'ও, সেই ভয়ে বলি মা । কালে রঘুকুলের উপযুক্ত বীরপুঞ্জ প্রাসবিনী হও, কিন্তু এ দান সম্ভানগণকে যেন বিস্মরণ হও না । আমি শুনেছি সক্ষম পুঞ্জ অপেক্ষা অক্ষম পুত্রের প্রতিই মাতৃস্নেহ অধিক হ'য়ে থাকে, সেই ভবসাংগেই বলছি, দেখ যেন এই কদাকর বিকলাঙ্গ অক্ষম পুঞ্জকে রূপাপাঙ্গ দানে কাতরা হও না ।—

রাম — তাপনশ্রেষ্ঠ । এক্ষণে জিজ্ঞাসা কবি আৰ্য্য ঋষ্যাশ্রম, আৰ্য্য শাস্ত্রা প্রভৃতি সকলে কুশলে আছেন ত ? আমাদের মাতৃ-গণের ত সর্বাঙ্গীন মঙ্গল, আরক্ত যজ্ঞের ত কোন বিষ উপস্থিত হয় নাই ?

অষ্টা । — হাঁ, উপস্থিত সমস্তই মঙ্গল । রঘুকুল-তিলক রীম-চন্দ্র যে রাজ্যের প্রতিপালক সে রাজ্যের যাজ্ঞিক গণের যজ্ঞ

কার্য্য যে নির্দিষ্টে সম্পন্ন হবে তাতে আর সন্দেহ কি ? সম্প্রতি ভগবতী অরুন্ধতী এবং অন্যান্য মুনিপত্নীগণ, তোমার প্রাপ্তি এই অনুমতি ক'রেছেন যে, সীতা সতী গর্ত্তবতী অবস্থায় যে কিছু অভিলাস প্রকাশ করবেন, তা যেন তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করা হয় । আর ভগবান বশিষ্ঠদেব এই কথা ব'লেছেন যে, “বৎস রামচন্দ্র আমরা জামাতাব যজ্ঞকার্য্যে নিতান্ত বিরত হয়ে পড়েছি, তুমি বালক, এবং অল্প দিন মাত্র রাজ্যভার গ্রহণ করেছ, অতএব প্রাণপণে প্রজা পালন এবং সর্গদা তাদের সন্তোষ সাধনে নিযুক্ত থাকবে ”

বাম —ভগবান বশিষ্ঠদেব আদেশ আমার শিবধায়া, পিতৃ-রাজ্য পালনার্থে আর প্রজারঞ্জনোর জন্ম যদি আমাকে প্রাণ-পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রতে হয়, এমন কি যদি প্রজাপুঞ্জের সন্তোষ-বিধানের জন্ম পতিপবায়ণা সীতাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রতে হয়, রাম তাতেও কুণ্ঠিত হবে না, সে জন্ম কোন চিন্তা নাই

অষ্টা —তবে এক্ষণে আমি বিদায় হ'লেম, যজ্ঞ সর্গাপনা-স্তেই তোমার মাতৃগণের সাহিত মহাশয় বশিষ্ঠদেব অযোধ্যায় আগমন ক'রবেন, তোমার মাতৃগণ বিশেষরূপে ব'লে দিয়েছেন বধুমাতা সন্তান সন্তাবিতা ব'লেই তাঁকে যজ্ঞদর্শনে আনা হয় নাই, এবং রামচন্দ্রকেও সর্গদা তাঁর চিত্তবিনোদন জন্ম রেখে আনা হ'য়েছে সে জন্ম সর্গদাই চিন্তিত আছি, যজ্ঞ রাজ হ'লে সত্বরেই অযোধ্যায় গমন ক'রব, ফলকথা, গর্ত্তবতী বধুমাতা যখন যে সাধ ক'রবেন তা যেন অপূর্ণ না থাকে

রাম —গুরুজনের আজ্ঞা শিবধার্য্য সাধ্যমত তাঁদের আজ্ঞা পালনে বাধ্য থাকলাম

অষ্টা —তবে রামচন্দ্র আমি বিদায় হই

বাম —আপনার পুণ্যপ্রমবাসী, অন্তরে আপনাদেব কই

সম্ভব তবে বনবংশীয়গণ নাকি সর্কদাই আপনাদের পদবজা-
কাঙ্ক্ষী মধো মধো এসে পদরজ প্রদানে কৃতার্থ ক'রবেন
এক্ষণে প্রণাম হই (উভয়েব প্রণাম)

[অষ্টাবক্রের প্রস্থান

চিৎ্রপট হস্তে লক্ষণের প্রাবশ

লক্ষণ — আৰ্য্য সেই চিত্রকব আগাদের আদেশ মত চিত্র-
পট প্রাপ্ত ক'বে ল'য়ে এসেছে ।

রাম — ভাতঃ, সীতা চিত্তবিনোদনের জন্তই তোমার চিত্র-
পট প্রাপ্তিতে অনুমতি দেওয়া কি উপায়ে যে সীতার মনোন্ধেশ
নিবারণ ক'রবে সর্কক্ষণেব জন্ত তুমি সেই চিত্তাতেই ব্যস্ত । ভাল
দ'য়ে আস্তে বন কোন্ পর্য্যন্ত চিত্রিত হ'য়েছে ?

লক্ষণ — দেবীর অগ্নি পরীক্ষা পর্য্যন্ত ।

সীতা — একি প্রিয় দর্শন চিত্রপট জ্ঞানুতে ব'লে এমন
বিমর্ষভাবে অধোবদন হলেন কেন ?

রাম — প্রিয়ে যান ক ছে হৃদয়েব মর্ম্মস্তম পর্য্যন্ত দেখাতে
লজ্জা বা কষ্টবোধ হয় না, তা'ব কাছেও লজ্জা পেতে হ'চ্ছে
যিনি ত'জন্ম পবিত্রা, অন্য বস্তুর দ'ব'য় ত'ব পবিত্রতা পরীক্ষ'য়
অগ্রসর হ'য়েছিলাম, তীর্থবাণি বা অগ্নি কখনও যে অন্য বস্তুর
দ্বারা শোষিত হ'তে পাবে না, সে কথা সে সময়ে ক্ষণকালের
জন্তও হৃদয়ে স্থান পায় নাই

সীতা । — আর সে কথ ব আন্দোলন কেন .

লক্ষণ — (চিত্রপট বিস্তার করিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্ব্বক)
এই চিত্রপট দর্শন করুন এই সেই মিথিলা রত্নান্ত । যে সময়
আৰ্য্য রামচন্দ্র দুর্জয় হবধনু ভঙ্গ করেন, সেই সময়ের দেহ-ভঙ্গিটী
কেমন চিত্রিত হ'য়েছে দেখুন ।

সীতা । — এই বুঝি তোমাদের চারি আতার প্রতিমূর্ত্তি ?

ইনিই বুঝি আমার পিতৃকুলের পুরোচিত গৌতম ! এই ত বিবাহ কালে আমার হস্ত ধারণ কবে নাথের হস্তেব সহিত একত্র ক'বে দিচ্ছেন দেবব এ স্ত্রীমূর্তিগুলি কাব কাব ?

লক্ষ্মণ —এইটী আপনার এইটী অর্ঘ্য মাণ্ডবীব, এইটী বধু ঋতকীর্তিব, আর এই টে —

গীতা —লজ্জা কেন ?

লক্ষ্মণ ।—দেবি । দেখুন ? এই ভগবান পরশু বামেব প্রাতিমূর্তি মিথিলা হ'তে প্রাত্যাগমন কালে ইনিই আৰ্য্য রামচন্দ্র কর্তৃক—

বাম ।—লক্ষ্মণ । চিত্রপটে দেখাবার উপযুক্ত স্থান ত অনেক আছে

লক্ষ্মণ ।—(স্বগতঃ) এই গুণেই রাম গুণসিন্ধু নাম ধারণ ক'রেছ জগতে অনেকানেক মহাত্মাই আজ্ঞা কীর্তন শ্রবণে পরিভূক্ত হ'য়ে থাকেন, কিন্তু আৰ্য্য রামচন্দ্রেব স্বভাব তার সম্পূর্ণ বিপরীত . পাছে হবধনুভঙ্গেব পব,পবশুবামকে পবাস্ব ক'বেছেন এই আজ্ঞা প্রশংসা শুনতে হয়, সেই জন্তু আমার কথায় ন্যায়া দিয়ে চিত্রপটের অন্যস্থান দেখাতে ব'লছেন এতদূর না হ'লে জগতের সকলে একবাক্য হয়ে রাম চবিত্রেব পক্ষপাতী হবে কেন (প্রকাশ্যে) দেবি । দেখুন এই সেই মন্থবা, এই আমাদের বন-যাত্রা, আর এই সেই জটাবন্ধন ব্যাপার . সূর্য্যবংশীয় রাজকন্যা রুদ্ধাবস্থায় উপযুক্ত পুত্রের করে রাজকন্যা অর্পণ পূর্ব্বক অরণ্যে যাত্রা ক'রে থাকেন, কিন্তু রঘু-কুল-তিলক আৰ্য্য রামচন্দ্র বাল্যাবস্থাতেই জটাবন্ধনধারী হ'য়ে বনচারী হ'য়েছিলেন ।

বাম —লক্ষ্মণ ! পিতৃসত্য পালনের জন্তু জটাবন্ধন ধারণ, সে ত আমার কর্তব্য ব্রত, কিন্তু তুমিও যে নবীন সম্যাসী সেজে বনবাসী হ'য়েছিলে সে কোন্ কর্তব্য ব্রত সাধনের জন্তু, কার সত্য পালনের জন্তু ভাই ?

লক্ষ্মণ — পিতৃসত্য-পালন যেমন বামের এত, রামপদসেবার জন্য বনগমন কি লক্ষ্মণের তেমনি কর্তব্য তত নয় ?

রাম ।—এই গুণেই হতভাগ্য বাম তোদেব কাছে চিবিদিনের জন্য কেনা হ'য়েছে । শত শত বার দেহ ধাবণ ক'বলেও, লক্ষ্মণের তেঁও গুণেব ধাব শোধ ক'রতে পাবব না ।

সীতা — এদিকে ইনি কে ? বোধ হয় ইনি সেই নিষাদপতি গুহক, আহা ! দেখুন কেমন মধুব ভাব কেমন আপনার পদপ্রান্তে পতিত হ'য়ে বন গমনে নিষেধ ক'রছেন ।

লক্ষ্মণ — এদিকে দেখুন, এই সেই বিক্ষাটবী প্রবেশের পথ, যে স্থানে বিরোধ নামে দুর্জয় রাক্ষস আমাদের গমনে বাধা দিয়ে ছিল, আর এই সেই পঞ্চবটী এই সেই মায়ামুগ রূপী মারীচ । এই দেখুন রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ ব্যাপার । আর ইনিই আমাদের পিতৃমিত্র পক্ষীবাজ জটায়ু, যিনি রাম কার্য সাধনের জন্য রাক্ষস হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, 'এই সেই ঋষ্যমুখ পর্দিত । আর ঐ দেখুন আপনার প্রিয়পুত্র হনুমানের প্রতিমূর্তি ।'

সীতা — দেবর এখানে এ চিত্রটি কি ? আমাদের মহোপকারী পবন পুত্রের স্তায় মূর্তি, দুটি বানবে পরস্পর যুদ্ধ করছে আর অর্ঘ্যপুত্রের স্তায় নবজলধর শ্যামসুন্দর একটি বীরমূর্তি ধনুর্ঝাঁপ ধারণ করে অস্ত্রবানে দাঁড়িয়ে আছেন, এগুলি কোনি সময়ের ঘটনা ?

লক্ষ্মণ ।—দেবি ও স্থানটি তত সুন্দর নয়, এদিকে দেখুন হনুমান কর্তৃক লক্ষ্মণ দক্ষ ।

রাম ।—(স্বগতঃ) ধন্য লক্ষ্মণ । আমি যে স্থানে অন্তায় ভাবে বানররাজ বালিকে বধ করে ছিলাম, বিদেহ নন্দিনী সেই স্থানটির কথা জিজ্ঞাসা করছেন, কিন্তু সে স্থানের কথা আন্দোলনে পড়ে আমি লজ্জিত হই, সেই ভয়ে লক্ষ্মণ সে স্থানের কথা উপেক্ষা কবে ।

অন্য স্থান দেখিয়ে সীতাকে অন্য মনস্ক কনবার উপক্রম করছে
আহা ধন্য লক্ষণ! ধন্য তোমার বুদ্ধি কৌশল।

সীতা।—দেবব! এস্থানটী কি? আমিত চিন্তে পারলেম না
বাগ।—বিদেহ নন্দীনি। এস্থানটী ত কখনও দেখা নাই, ত
কেমন কবে চিন্বে? এটী মায়্যাবান পর্তত। তোমাকে হাবা হয়ে
ছুই ভাইয়ে এই বনে কেঁদে বেড়িয়েছি এসকল স্থান আব দেখে
কাজ নাই, ববং এদিকে দেখ এই মেতু বন্ধন ব্যাপার। আব
এই দেখ যুদ্ধ ক্ষেত্র।

সীতা।—ও স্থান গুলি কি? ওগুলিও বোধ হয় যুদ্ধ ক্ষেত্রের
অন্য অংশ

বাগ।—জীবিত সর্বশ্রে। ও স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করনা,
ওস্থানে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা স্মরণ করতেও হৃদয়
বিদৌর্ণ হয়

গীত।

আমে চক্ষে জল ঐ ছঃখেব স্থান নিরীক্ষণে

বিদবে প্রাণ মনে হলে এক্ষণে,

ঐ স্থলে, শক্তিশেলে, আমি হারাই প্রাণের লক্ষণে

দেখ প্রিয়ে অপর ভাগে, এখনও অন্তরে জাগে

দংশেছে অগণ্য নাগে সমর অঙ্গণে,—

যুগল আতায়, যে দিন হেথায় ছিলাম নাগপাশ বদনে,

মনে হলে ইচ্ছা হয় প্রাণ ত্যজি বিষ ভক্ষণে

(রাগের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া সীতার শয়ন)

বাগ।—লক্ষণ! অধিকক্ষণ চিত্রপট দর্শন জন্ম পবিশ্রাস্তা হয়ে
কান্তা বুঝি নিদ্রিতা হলেন এখন আব নিজ ভক্তের প্রয়োজন
নাই চিত্রপট দর্শন এই পর্য্যন্ত থাক, ভুগি বহির্কীর্টীতে চল।

লক্ষণ।—যে আজ্ঞা—

স্বামী —একি ! সীতা নিদ্রিত বন্থায় শূন্যদৃষ্টের স্ত্রী “নাথ বক্ষা করুন, নাথ বক্ষা করুন, ঐ মেই পাপিষ্ঠ রাবণ” অক্ষুটভাবে একথা বলে চমকিত হবার কারণ কি ? বোধ হয় এইমাত্র চিত্রপট দৃষ্টে গত বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতে স্বপ্নাবস্থায় তাই দেখছেন আহা ! পতি বতা সরলা সতী রাবণ হত্যা হয়ে কত দুর্গতিই ভোগ করেছেন

(দুস্মুখের প্রবেশ)

দুস্মুখ —সহাবাজ ! অভিবাদন করি

স্বামী —কতদূর কি জানুতে পেরেছ ?

দুস্মুখ ।—কোশলবাসী প্রজাগণ সকলেই আপনার গুণগানে রত সকলেই বলে, গুণধাম রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসন গ্রহণ করিতে তাঁর সন্ধান গুণে আমবা স্বর্গগত মহাবাজ দশবথের শোক বিস্মরণ হয়েছি

স্বামী —এত গেল প্রশংসার কথা, নিন্দ বাদ কিছু শুনেছ কি ? অসম্মোচে প্রকাশ কর

দুস্মুখ —(স্বগতঃ) আর যে রসনায় বাক্য নিঃসরণ হয় না . সীতা চবিত্ত্রে প্রজা সাধাবণেব মন্দেহের কথা কেমন করে প্রকাশ করব ! দুস্মুখেব মুখ হতে এবাক্য বজ্র পতিত হলেই অযোদ্ধার সুখ-পর্যন্ত একবারে ভষ্ম হবে ! হয়ত আজ অযোদ্ধা রাম শূন্য হবে—নয় রঘুকুলের রাজকুমারীকে আজ জন্মের মত হারাতে হবে । হা হতভাগ্য দুস্মুখ ! পিতা মাতায় যে তোর দুস্মুখ নাম রক্ষা কবেছিল আজ সে নাম সার্থক কর আর চিন্তা করি কেন, আগে নিষাদের রুতি অবলম্বন করে বিহঙ্গিনী বধের বেলায় বিষাদের ভাব কেন ।

স্বামী —দুস্মুখ নিরবে রইলে যে ! যা শুনেছ অব্যাকুলচিহ্নে

ব্যক্তকর। নতুবা স্মায় ধর্মের নিকট পতিত হবে। কাবণ তুমি এই কার্যের জন্য ব্রতী আছ

দুশ্মুখ।—মহাবাজ, রামরাজ্যে প্রজামাত্রেই সুখী। তবে—
আপনার বনবাস কালে সীতা দেবী রাবণ কর্তৃক অপহৃত হয়ে
অনেকদিন পর্যন্ত দুর্জয় বাবু গৃহে বাস করেছেন, সেই জন্যই
ও জাগে তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করে থাকে

বাম।—ওঃ কি ভীষণ বজ্রপাত। (ক্ষণকাল অবনত মস্তকে
নিস্তব্ধ থাকিয়া) দুশ্মুখ। তুমি আপন কর্তব্য কার্যই করেছ,
তাব জন্য দুঃখিত হওয়া এক্ষণে বিদায় হতে পার

[দুশ্মুখের পস্থান

ওঃ পরগৃহ বাস প্রীজাতির পক্ষে কি ভয়ঙ্কর। আমি পবীক্ষাদি
বিবিধ উপায় দ্বারা সেই পরগৃহ বাসরূপ কলঙ্কেব নিরাকরণ
করলাম” তথাপি দুর্দৈব বশতঃ সেই গীতা চরিত্রের কলঙ্ক সন্দেহ
উদ্ভূত কুকুর বিষের স্মায় আমার সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইল। হায়, এখন
কি কর্তব্য অথবা আর কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনাই কি, প্রজা-
রঞ্জনকেই যখন জীবনের প্রধান ভিত্তিতে গ্রহণ কবেছি, সূর্য-
বংশীয়গণের সনাতন ধর্ম বলে জেনেছি, রাজ্যভার গ্রহণকালে
যখন প্রজারঞ্জনপূর্বক বাজ্য শাসন করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি
এইমাত্রেই যখন মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবের
আদেশ শিবধার্য্য বলে শ্রীকার কবেছি। তখন তাব অন্য বিবেচনা
কি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কবে কি অকলঙ্ক সূর্য্যকুলে কলঙ্কার্পণ করব।
যিনি আমার বিমাতা কৈকেয়ীর নিকট প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হয়ে
আমাকে বনবাস দিয়ে পুত্রশোক প্রাণ পরিত্যাগ করে-
ছিলেন, তথাপি প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেন নাই। আমি সেই
পিতাব পুত্র হয়ে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করব বাগের জীবন মত্তে
তা হবেনা, সীতা নির্দোষই এখন শেষ সিদ্ধান্ত হা। আমি কি

চণ্ডাল মাংস বিক্রেতা যেমন গৃহ পালিতা বিহঙ্গিনীকেও বধ কর্ত্তে কাতর হয়ন, আগিও তেমনি হৃদয় পিঞ্জরেব পালিতা বিহঙ্গিনীকে ছলনা ক্রমে জন্মের মত অরণ্য পাথারে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছি হ ! আমি কি অস্পৃশ্য চণ্ডালাধম ! আর আমি প্রিয়াকে স্পর্শ কব্বার যোগ্য নই ! আর চিরবিমুদ্রা সতীব দেহ স্পর্শ কবে কলঙ্কিত কব্বনা, (উকদেশ হইতে সীতার মস্তক ভূমিতে বক্ষা করিয়া কর ধারণপূর্বক) প্রিয়তমে যজ্ঞভূমি-মস্তুতে । চিব বনবাস সহচরি আজ চিবজীবনেব মত—এজন্মের মত হতভাগ্য রামকে পরিত্যাগ কব । আজ নৃশংস বাম তোমাকে চিববিষাদ সিন্ধুতে বিসর্জন দিবাব জন্ম নিশাদ রুতি অবলম্বন করেছে । আর এ চণ্ডালকে স্পর্শ ক'ব না হা মতি । হা রামগয় জীবিতে অশুভক্ষণে তুমি চন্দনতরুভ্রমে বিষরক্ষকে আশ্রয় কবেছিলে । এতদিন রত্নহাবভ্রমে যে কালসর্পকে কণ্ঠে ধারণ কবেছিলে আজ তোমায় সেই কণ্ঠস্থিত কাল ভুজঙ্গ নিদ্রিতাবস্থায় তোমার মস্তকে দংশন কব্বতে উদ্যত হয়েছে । হা মাত অরুক্ষতি হা দেব বশিষ্ঠে হা ভগবান বিশ্বামিত্র । হা তাতঃ জনক । হা মাত কোশল্যা । হা পরমোপকারী লক্ষ পতি মিত্র বিভীষক । হা মখে স্মৃগীর প্রাণামিক পবন-কুমাব । একবার এসে দেখ । আজ ছুবাঝা বাম তোমাদের কি সর্কনাশ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছে । হা জীবনদোসব লক্ষণ । তুমি যে সীতার জন্ম পূর্ণ চতুর্দশ বৎসর অনশনে অনিচ্ছায় অতিকণ্ঠে অতিবাহিত করেছ, যাব জন্ম—যে জানকীর উদ্ধাব জন্ম রাবণ নিক্ষিপ্ত শক্তিংশেল বক্ষে ধাবণ করেছ, আজ চণ্ডালাধম রাম, সেই নবুকুলেব কুল-লক্ষীকে জন্মেরমত বিসর্জন দিতে উদ্যত হ'য়েছে । হা আদিদেব আদিত্য । তুমিই নম্বুবংশের পিতা, তুমিই এ চিরপবিত্র বংশের অদি পুরুষ, তোমার এমন পবিত্র

কুলের কুল পাংশুল রামের এ চণ্ডালাধম আচরণ আর কতক্ষণ দর্শন করবে। আর এ কুলপাংশুলকে তোমার পবিত্র কুল কলঙ্কিত করতে ধরাধামে রেখনা, এখনি—এই মুহূর্ত্তে ভস্ম কর, কিম্বা দয়া কবে এই আশীর্বাদ কর। আমাকে বনবাসে পাঠিয়ে আমার পিতা যেমন প্রাণত্যাগ কবেছেন, তেমনি সীতা নির্জামনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন, এ মতী-পত্নী-ঘাতী বামের পাপ দেহেব পতন হয় !

[চক্ষুতে অঞ্চল দিয়া প্রস্থান

সীতা ।—(নিজা ভঙ্গীতে চক্ষু মার্জ্জন পূর্ব্বক) ভাল কাজ করি নাই, চিত্রপট দেখতে দেখতে তোমার উরুদেশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ছি ছি। বড় অম্মায় কৰ্ম্ম কবেছি না আর ঘুমাব না তোমার কষ্ট হবে, (উত্থান পূর্ব্বক) কৈ ? নাগ আমাকে একাকিনী রেখে চলে গিয়েছেন, এমন কেন হলো। আবার কি কোন অপরাধ করেছি, দেখি কোথায় গেলেন, ঐ যে আশুছেন, একটু বাগ কবে থাকুব মনে কল্পেগ তাও বুঝি পারলেম না

(রামচন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ ।)

রাম —জানকি। তোমাকে একটা কথা বলতে এলেম (অধোবদনে দণ্ডায়মান)

সীতা —কেন নাথ। অকস্মাৎ এমন ধাৰা অধোবদন হ'য়ে বইলে ? আমি কি কোন মন কষ্টেব কত কথা বলেছি।

রাম ।—রাম-হৃদয় বিনোদিনী। যে কথায় রামের হৃদয়ে বেদনা বোধ হবে সে কথাত তুমি কখন শেখ নাই।

সীতা —তবে এমন ধাৰা অধোবদন হলেন কেন ?

রাম —তুমি যে এইমাত্র বলছিলে যে, মনে ক'রেছিলাম রূগ ক'রে থাকুব, কিন্তু থাকতে পাল্যেগ না, জানকি। মহা তেজমার অভিমানের কারণ কিছুই স্মরণ করতে পারহিনে। তাই সেই বিষয়ই চিন্তা করছি।

সীতা ।— মনে কবে দেব ? চিত্রপট দেখতে দেখতে আমি নিদ্রিতা হ'লে কি অবস্থায় আমার রেখে গিয়েছিলে বল দেখি ?

রাম ।—হঁ, তোমাকে মে অবস্থায় একাকিনী রেখে যাওয়া অন্তায় হ'য়েছে, অবশ্য সেজন্য অভিমান ক'রতে পার, কিন্তু জানকি ! তুমি নিদ্রিতা হলে, আমি অনেকক্ষণ ধবে অনেক বিষয় চিন্তা করলাম ; আমার জীবনের কার্য্য পবম্পরা পর্য্যায়-ক্রমে আলোচনা ক'বে দেখলেম যে, আমি তোমার ন্যায় পতি পরায়ণা ধর্ম্ম-নিরতা সতীব নিতান্তই অযোগ্য পতি কণ্টক তরু কখন কল্প লতাব আশ্রয় যোগ্য হ'তে পারে না ।

সীতা ।— কেন কেন নাথ তুমি গীতাব পক্ষে অযোগ্য পতি কিসে ? আমি কত জন্ম সাধনা ক'বে তোমার ন্যায় গুণেব আধাব পতি লাভ ক'রেছি । তুমি আমার আবাধ্য ধন, ইহলোকের আশ্রয়—পরলোকের পরম দেবতা ; বাঞ্ছা ফলদাতা রাম যদি “কণ্টকতরু” তবে কল্পতরু কে ? আমি বাঞ্ছা কল্পতরু বাগ-পদমূলে আশ্রয় পেয়েছি প্রার্থনা করি জন্ম জন্ম যেন এই তরুর ছায়াতেই স্থান পাই জগদাভিরাম রাম যার পতি, তার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে ? দৈব চক্রে যা ঘটেছে তা স্মরণ ক'বে আর মনকে ব্যাকুলিত ক'রবেন না ; এখন জিজ্ঞাসা করি আমার কাছে যে কথাটি প্রতিক্ষত হ'য়েছিলেন, মনে আছে কি ?

রাম —জানকি চিত্তের চঞ্চলতা প্রযুক্ত আমার স্মরণ পথে কিছুই নাই, কেবল ভবিষ্যতের অন্ধকারগর্ত হ'তে আমার ভাগ লিপির একটা বিকট ছায়া মাত্র চক্ষের উপর নিয়তই নৃত্য কবছে সুতরাং কোন কথাই স্মরণ পথে আসছে না ; কি কথা জানকি

সীতা ।—সহস্র তোমার মন এমন অসুস্থ হলো কেন আগে মনকে সুস্থ কর তার পর বল

নাম ।—আর স্নুহ ! শিরে নর্য দংশন কবলে তার আবার জীবনের আশা ! কি ব'সনা বল জানকি ?

নীতা ।—মেই তপোবন—মেই মুনিপত্নী দর্শনে যাবার কথা । আপনি সঙ্গে যাবেন ত ?

রাম ।—হাঁ প্রিয়ে আরও হলো । তা মেজন্তু চিন্তা কি ? সম্ভবেই মে সাধ পূর্ণ হবে, তুমি মুনিপত্নীগণকে বিতরণে জন্তু মে সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার বেখেছ, মেগুলি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ কর, কল্যই তোমাকে তপোবন দর্শনে প্রেরণ করব । এখন তুমি অস্তঃপুল মধ্যে যাও ।

[সীতার প্রস্থান

সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

সুমন্ত্র —মহারাজ, আপনার চির প্রতিপালিত স্নমন্তের অভিবাদন গ্রহণ করুন ।

রাম —আর্য্য সুমন্ত্র আপনি আমার পিতার মন্ত্রী, রঘুকুলের চিবহিতাকাজ্ঞী মিত্র, আপনি আমার পিতৃ কল্প, দেব বশিষ্ঠের ন্যায় উপদেষ্টা ; আপনি শৈশবাবধি আমাকে রাগচন্দ্র বলে সম্বোধন করেছেন, আজ আবার নূতন করে মহাবাজ সম্বোধন কেন ! আপনি আমাকে পূর্বেই ন্যায় বাগচন্দ্র বা রামভদ্র বলেই সম্বোধন করবেন ।

সুমন্ত্র —(স্বগতঃ) আহা ধন্যরাম এই শুণেই তুমি জগৎকে বাধ্য করেছ । আজ আমার জীবন ধন্য—দেহ ধারণ ধন্য । এত দিনে আমার রঘুকুলের দামত্বকে চরিতার্থ জ্ঞান কবলাম ।

লক্ষ্মণ ।—আর্য্য আপনার দাম লক্ষ্মণ আপনাকে প্রণাম করছে ।

রাম —প্রাণাধিক সৌমিত্র তোমার সর্বাঙ্গিন কুশলত ? আর কোনরূপ মানসিক বা দৈহিক কষ্ট নাইত ?

লক্ষ্মণ —যে দিন পাণ্ডিষ্ঠ রাবণ বংশ ধ্বংস কবে, রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র অযোধ্যাব সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন, যে দিন চির আশা-সত্যের ফল স্বরূপ বাম গীতাব মস্তকে বাজছত্র ধারণ করে যুগলরূপেব পদপূজা কর্ত্তে পেয়েছি, সেই দিনেই লক্ষ্মণের সকল দুঃখের শান্তি হয়েছে

সুমন্ত্র —রামচন্দ্র । সম্প্রতি দুর্শ্মুখের মুখে শুনলেন যুবরাজ লক্ষ্মণকে আব এই অনুগত দাসকে নাকি কি জন্ত আশ্রয় কবেছেন ?

রাম । —আর্য্য সুমন্ত্র

সুমন্ত্র —রাম চন্দ্র “সুমন্ত্র” এই পর্য্যন্ত বলেই যে অধোবদন হলেন ?

রাম —তুমি কি বিষ বৈজ্ঞানের নিকট শোন নাই, যে সর্প উন্নতমস্তকে দংশন কবে, তাব বিষবির্যা সামান্য মন্ত্র ঔষধিতেই বিনষ্ট হয়ে থাকে, আর সে বিষেব চিকিৎসাও বিষ বৈজ্ঞান অসাধ্য হয় না, কিন্তু যে সর্প বক্রমুখে—নত মস্তকে দংশন করে, তার বিষে আর নিস্তার নাই । এ রামরূপ কালসর্পও আজ অযোধ্যাবাসী-গণকে মাংসাত্মিকরূপে দংশন কর্‌বাব জন্তই নত মস্তক হয়েছে ।

সুমন্ত্র অপরকে সুখী কবা কষ্টনাধ্য, কিন্তু দুঃখের ভাগী কর্ত্তে সকলেই সক্ষম দুর্ভাগ্য জনেব সংসর্গও সংক্রামক । কৰ্ম্ম-নাশার অপবিত্র শ্রোতে মিলিত হলে, পুণ্য তোয়া ভাগীরথী শ্রোতও যে অপবিত্র হয়ে থাকে, বাম সন্নিহিতা সীতাই তাব প্রত্যক্ষ প্রমাণ সুদ্ধ নীতা কেন ? মাতৃগণ, ভ্রাতৃগণ, স্বজন মিত্র পুরবাসী দাস দাসী এমন কি পুণ্যাশ্রমবাসী বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের পর্য্যন্ত ভাগ্য-শ্রোত এই হতভাগ্য রামেব কৰ্ম্মফল রূপ কৰ্ম্ম নাশার সঙ্গে মিলিত হয়ে অপর দুঃখের সাগরে পতিত হচে । সুমন্ত্র বড় অশুভক্ষণেই প্রজ্ঞা রঞ্জন ভ্রতে দীক্ষিত

হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ কবেছিলাম। মনে কবেছিলাম, ত্যাজ্য নির্বিশেষে প্রজা পালন কবে পিতৃরাজ্যেব সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করব। ঈর্ষন ধরা যে কলুষিত চবিত্রা বলে রাজলক্ষ্মীকে বিসর্জন দিতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নাই

সুমন্ত্র ।—রামচন্দ্র ! তুমি সূর্য্যবংশের সুমন্তান। রাজনীতি ধর্মনীতি যাব মর্কদা আলোচ্য, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ যাব উপদেষ্টা তাঁকে উপদেশ দেওয়া আগার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে বাহুল্যমাত্র। সীতা দেবী বাবণ-হতা হয়ে অনেক দিন রাক্ষস গৃহে বাস কবেছেন বলে, অযোধ্যাব প্রজাগণ সীতা চরিত্রে সন্দেহ বশতঃ আপত্য উত্থাপন কবেছে ; সেই লোকাপবাদ ভয়ে তুমিও পতি পরায়ণ। সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছ। এই কি জগদাভিরাম রামের কর্তব্য কর্ম্য। এই কি ব্রহ্মের সেই কর্ম-ব্যাপিনী বিচাব শক্তির পরিচয়। অলীক লোকাপবাদ ভয়ে কুল-লক্ষ্মী সীতাকে অকারণে পবিত্যাগ করলে, এ আনন্দের আধার অযোধ্যাব অচলা রাজলক্ষ্মীও সেই সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করবেন। সেইজন্ত মিনতির সহিত প্রার্থনা কবছি, সাধে সাধে সাধের প্রতিমা বিষাদের সাগরে বিসর্জন দিয়ে আনন্দের ধাম অন্ধকার করোনা।

গীত ।

রাম ত্যজ এ বাসনা সম্ভ্রতি

কেন সন্দেহ, হৃদে স্থান দেহ,

জানি বিদেহ কত সীতা সাধবা সতী ।

তিনি ত্রিজগৎ প্রশংসিতা,

অপাপ পরশিতা,

ধন্য গণ্যা ত্রিলোক মায়া সীতা—

সেই সূক্ষ্ম স্বর্ণ লতাবে,

কেমনে অকাতরে,

বন-পার্শ্বারে ভাসাবে রঘুপতি

রাম ।—সুমন্ত্র । তুমি অতি বহুদর্শী, সূর্য্যকূলের পুত্রাতন মন্ত্রী, যদিও বর্তমান ক্ষেত্রে কুলগুরু বশিষ্ঠদেব উপস্থিত নাই, তথাপি এ হৃদয়ের সম্পূর্ণ সাহস আছে যে, সুমন্ত্র সত্ত্বে সুমন্ত্রণা লাভে বঞ্চিত হব না । আমি এই দুর্ভাগ্য রাজ্যভার গ্রহণ কবেছি মাত্র ; কিন্তু মর্কটবিষয়ে সমদৃষ্টি বেখে, ধর্ম্মানুসারে রাজকার্য্য পরিচালনের ভাব আপনাদের উপবেই নিহিত । অর্ণব যান আবোহীগণকে বুকে ক'রে বহন করে বটে, কিন্তু উপযুক্ত কর্ণধারের সাহায্য ভিন্ন অকূলে কুল প্রাপ্ত হওয়া দূবে থাক ববং প্রতিকূল জ্যোতে পতিত হয়ে নিমগ্ন হবাবই সম্ভব । এবিপদ তবঙ্গে কর্ণধার হ'তৈ তোমরা ভিন্ন আব কেউ নাই ? সেই জন্তই আহ্বান কবেছি তুমি জান সীতা অপাপ স্পর্শীতা, সীতা নির্মল চবিত্রা, পবিত্রা সতী-কূলেব শীর্ষ স্থানীয় আমিও ত জানি, অগ্নিপবীক্ষাকালে তাব প্রত্যক্ষ পবীক্ষাও পেয়েছি । কিন্তু জনপদবাসী প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে যে মন্দেহাকুব বদ্ধমূল হয়েছে, তাব উৎপাটনের উপায় কি ? রাজ্যভার গ্রহণ কালে প্রজাবজ্ঞান পূর্ব্বক রাজ্যপালন ক'রব ব'লে সত্য বদ্ধ হয়েছে, এবং সত্য রক্ষাই সূর্য্য বংশের সনাতন ধর্ম্ম জেনে, রাজ্যভার গ্রহণ কালেই আমি সেই কুলধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছে, স্বর্গগত পিতৃদের সত্যধর্ম্ম বক্ষাব জন্ত আমাকে বনবাস দিয়ে পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করেছেন, তথাপি সত্যপথ পরিত্যাগ করেন নাই ; আমি সেই সত্যপরায়ে পিতার পুত্র হয়ে, সত্যভঙ্গ পাপে পবিত্র সূর্য্যকূলে কলঙ্কার্ণণ ক'রব । সীতা পরিত্যাগে পরাঙ্মুখ হয়ে প্রকৃতি বর্গেবনিকট অসতী-গামী জ্ঞেয় ব'লেপরিচিত হব । সুমন্ত্র । সীতা শোকে যদি জীবন পর্য্যন্ত বিগর্জ্জন দিতে হয় সেও কর্তব্য । তথাপি সীতা গৃহে রেখে জ্ঞেয়তাপবাদের সহিত সত্য ভঙ্গ জন্ত মহাপাপের ভার কখনই বহন ক'রতে পারব না । জানি, সীতা বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করে, হৃদয়

মন্দিরের চিবপ্রতিষ্ঠিত অমল স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জন দিলে, শত্রু মন্দির শীঘ্রই ভগ্ন হবে, গীতা নির্ক সনের সঙ্গে সঙ্গেই নামঞ্জীব-
নের অবসান হবে। কিন্তু সুমন্ত্র লোকাপব দ জ্ঞাত ঘোব কলঙ্কভান
বহন অপেক্ষা, সে মৃত্যুও বামের পক্ষে শতগুণে মঙ্গলজনক
এক্ষণে গীতাকে নির্কাসিত কব ই আগাব মেম সিদ্ধান্ত। তোমরা
রথ ওস্তত করে মতবে গীতাকে তপোবন দর্শায়নচ্ছলে বাগ্মিকীর
তপোবনে পরিত্যাগ করে এস, এসম্বন্ধে সদাসদ্বিচার বা মতামত
প্রকাশের প্রয়োজন নাই। শীঘ্র রথ প্রস্তুতে অনুমতি দাও

সুমন্ত্র —বাজ আজ শিবধার্য যখন অবিচার্যরূপে বাজ-
আজ্ঞা পতিপালনই ভূতাব নিত্য কর্তব্য, তখন মে সম্বন্ধে মতা-
মত প্রকাশ নিতান্তই অবৈধ। কিন্তু বাসচন্দ্র! প্রবল চিত্তবেগ
মধুরণে সক্ষম না হওয়াতে আবও কিছু বলতে বাসনা হ'চ্ছে,
ক্ষমা কববেন এক্ষণে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। প্রজা-
বঞ্জন আব সত্য পালন, এই দুইটিই সূর্য্যবংশের সনাতন ধর্ম,
আর ওক আজ্ঞা প্রতিপালন কি, কর্তব্য ভ্রত মধো পরিগণিত
নয়। প্রজাপুঞ্জের মনোবঞ্জনের জন্য গর্ত্তবতী পতিপবায়ণ বনিতাকে
বনবাসিনী ক'রে—সেই জডাধুবাসী অপাপম্পশী জীবের মহিত পতি
রতা পত্নী প্রাণে বিনাশ কবাই কি সুনির্মল সূর্য্যকুলের সনাতন
ধর্ম? এই কিছুক্ষণ পূর্বেই মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট, কোশল্যা
মাতৃগুণের—অরুন্ধতী প্রভৃতি ধর্মি পত্নীগণের এবং বশিষ্ঠাদি ধর্মি-
গণের আজ্ঞা প্রাণপণে প্রতিপালন কব ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়েছ,
নাথ্যমতে গীতার মনোবঞ্জনে—আর যখন যে সাধ ক'রবেন সেই
সাধ পূবণে অঙ্গিকার ক'বেছ, সে ঋষি বাক্য—সেই মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন
কবলে কি রাম-চরিত্র কলুষিত হবে না। বিশেষতঃ জাম ভু যজ্ঞ
দর্শনে গমন কালে, দেবী কোশল্যা তোমাকে বাবস্থাব বলে গিয়ে-
ছেন, যে কুলবধু গীতার প্রতি যেন সর্বদা দৃষ্টি থাকে, গর্ত্তাবস্থায়

শোক, দুঃখ, দুঃশ্চিন্তা যেন কোনরূপে অন্তরে স্থান না পায়, সীতা-
চিন্তা বিনোদনের পক্ষে যেন বিশেষরূপে লক্ষ্য থাকে, সে সকল
গুরুবাক্যের মর্যাদা কি এইরূপে রক্ষা করা হলো। কঠোর অরণ্য-
বাস কষ্টে যদি গর্ভবতী সতীব কোনো সর্কনাশ ঘটে—যদি সেই
নির্দে'ম জড়াব'য়ুগী জীবের কোন অনিষ্ট প'ত হয়, তাহ'লে “র'ম-
নাগে পা'পস্পর্শ করবে কি না জানি'না, কিন্তু রাম হ'তে রঘুকুলের
এ কলঙ্ককীর্তি চিরদিন অক্ষয় থাকবে। সেইজন্য বিনয় সহকারে
বলছি, সদাসত বিবেচনা পূর্বক যে কর্তব্য হয় অনুমতি ক'লেই
কৃতার্থ হই।

রাম।—সুগত। সকলই জানি—সবই বুঝি। নিবপরাধিনী
সীতাকে অরণ্য বাসিনী ক'লে, সেই কঠোর কানন-বাস-কষ্টে যে,
সতীর সর্কনাশ হবে আমাকেও যে জগতে পত্নীপুত্রঘাতী নাম
এহ' ক'রতে হবে তাও বুঝি, সমস্তই বুঝি, তথাপি সত্যপালন—
প্রজারঞ্জনই বাম জীবনের প্রধান ব্রত সুতরাং আব কোন
প্রতিবাদ উত্থাপন না ক'রে অবিচার্যরূপে আমার প্রিয় কার্য
সাধন কর।

সুগত।—(স্বগত) যতই প্রতিবাদ করি, রামের চিন্তাবেগ আর
পরিবর্তিত হবে না। তা হ'লে যে, বাক্য-বাক্য ব্যর্থ হবে। (প্রকাশে)
রামচন্দ্র। সীতাদেবীকে নির্দাসিতা ক'বা'ই যদি স্থির হ'লো, তবে
অন্তের প্রতি রথ প্রস্তুতে অনুমতি প্রদান ক'ব। এ রূক অবস্থায়
আর গুরু ভার বহনে সুগতের সাধ্য নাই চির জীবন তোমার
পিতার রথে স রথি'জ ক'বেছি, কত মহাযুদ্ধে জীবনের প্রতি লক্ষ্য
না ক'রে, লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ সেনার লক্ষ্য অস্ত্র বক্ষ বিস্তার
পূর্বক ধারণ ক'রেছি। অলক্ষ্য ভাবে রথ চালনা ক'রে অস্ত্রের
লক্ষ্য ভ্রষ্ট ক'রেছি, কিন্তু বার্ক্যবশতঃ জরার আক্রমণে আর
সে সাধ্য নাই। মনে ক'বেছিলেম যৌবনে মহারাজ দশরথের

সথে সারথি হ'য়ে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছি, আবাব বার্ককো মখন
সারথিতে অনমর্থ হব, অথচ এ দেহ রণও জীর্ণ হবে, তখন এ সার-
থি পরিত্যাগ ক'রে এ সারথীর্থ রামপদাশ্রয়ে পতিত থেকে
জীবনের শেষভাগ অতিব হিত কর'ব, আর শেষের সেই ভীষণ
শমন সংগ্রামেব দিন উপস্থিত হ'লে, এই যড়যন্ত্র যে জিত দেহ
সথে এ দাশরথিকে সারথি করে রাগনাম অগে য শব ধাবণ পুর-
সর শমন সমবে অগ্রসর হব তাই বলি, এ রুদ্ধ কালে আর
কোন গুরুভার অর্পণ ন কবে, ভার হরণ পুরসরঃ এ কর্মক্ষেত্রের
কর্মভাব হ'তে অবসর প্রদান কব

গীত ।

বার্ককো দুর্বল অসাব অতি সারথি ,
দিওনা রাম এ গুরুভার, তব ভারতী ভাব অতি ।
করিতে আব সারথিহ, সাধ্য নাই এ সারথির ত,
সার এখন এ সারথীর্থ রামপদ অগতির গতি ।
বথী হ'বে মম বথে, জিনেছ কত দৈরণে,
অন্তে যেন দেহরথে হয়ো দাসরথি রথী

বাম —(স্বগতঃ) হ বামের অায় এমন নিষ্ঠুর চণ্ডাল
জগতে আব কে আছে যে, অকাতবে সেই সবলাবালা সীতাকে
নির্কাসিতা কব্বে সম্মত হবে ? (একাশ্রে) ভাতঃ লক্ষণ । ভূমিত
এমে পর্যন্তই চিত্র পুতলিকাব অায় দাঁড়িয়ে আছ, কোন কথাই
যে শুনতে পাচ্ছিনে

লক্ষণ —লক্ষণ আবার চিত্র পুতলিকা নয় কবে ? লক্ষণ যদি
চিত্র পুতলিই না হবে, তা হ'লে যে মুহূর্তে সীতা নির্কাসনের কথা
কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে, সেই মুহূর্তেই তার পাপদেহ ভস্ম
পরিণত হ'তো বামেব ক্রীড়ান পুতুল হমে এমেকি— একা আমি

কেন, এ জগৎ সংসারই র মেন কীড়ান পুতুল এ কীড়ান পুতুল, নিয়ে কখন কীদাচ্—কখন হাসাচ্ কখন রাজ করছ—কখন পথের ভিখারী মাজাচ্। কর রাগ! তোমার মনে 'যা আছে তাই কর, এ দেহ মখম চিবদিনের গত বাগ পদে বিক্রয় ক'লেছি, ব'স দাসত্বই মখন জীবনের একমাত্র কর্তব্য ভ্রত ব'লে এ মহাব্রতে দীক্ষিত হ'য়েছি, তখন এ কীড়ান পুতুলকে নিয়ে যে ইচ্ছা খেলতে পার এ পুতুল ভাগতেও ভুগি, গড়তেও ভুগি আমি পিতা জ নি নাই—মাতা জ নি নাই, বন্ধু—ভ্রাতা—স্বজন—সম্পদ সব পরিত্যাগ ক'বে একমাত্র বামপদই ইহ পরলোকের মঙ্গল ব'লে জেনেছিলাম। রাগই এ ভূমিত চাতকের—নবীন জলধর, নয়ন ঢেকেবেন—পূর্ণসুধাকর। লক্ষণের মন চিরদিনই ঐ বাম-পদ ফুল-কমলের মধুকর হ'য়ে চিরানন্দরূপ মকরন্দ পানে আনন্দিত হবে মনে ক'রে এ বামদাসত্ব ভ্রতে ভ্রতী হ'য়ে ছিলেম, অথ্যে যদি জানুতেম যে, জীবন শুকাল পর্যন্ত এ দাসত্ব ভ্রত পালন ক'রেও রাগ হৃদয়ের অঙ্ক পাবনা, রাগ হৃদয়ে এত কপটতা,—এত চাতুরী এ যদি পূর্বে জানুতেম। তাহ'লে কি শান্তিধাম-নিলাচল জমে আগ্নেয়গিরির আশ্রয় গ্রহণ ক'রে এগন ধারা দক্ষ হ'য়ে ঐশ্বর্য হারাতেম আমি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে যে জগদ্বন্দির জনকনন্দিনীর পদ পূজার জন্ত চতুর্দশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় অতিবাহিত ক'রেও সুখের পরাকর্ষী জাত ক'রেছিলাম—যে মীতাক জন্ত বিসম নাগপাশ বন্ধন অকাতবে গছ ক'রেছিলাম, যার জন্ত বিসমর শক্তিশেলের বিসম যাতনা গছ ক'রতে কাতর হৈ নাই, সেই মীতাকে বিনাদোমে নির্কামিতা ক'রবেন—দাবদধা কুরঙ্গিনীকে খোর অধিমুখ হ'তে উদ্ধার ক'রে, আবার প্রাক্কলিত অনল রাগিতে নিম্বেপ ক'রবেন, এ যদি আত্মগো জানুতে পারতেম, সে শক্তিশেল হ'তে উদ্ধার হ'য়ে আবার এ

শক্তিশেল বক্ষে ধারণ ক'বতে হবে, এ কথা যদি পূর্বে বুঝে নেই। তাহ'লে কি আর ইচ্ছাজিৎ বধেব জন্ম পূর্ণ চতুর্দশ বৎসর কাল অনমনে অনিদ্রায় থেকে সেই সকল অসহনীয় যাতনা অকাতরে সহ্য ক'বতেম। একদিন স্বর্ণলতা জড়িত নিল চলের স্তায়—স্থির দামিনীশোভিত জলধরের স্তায়, বাগ সীতাব যুগলরূপ দর্শন করে, নয়ন যুগলেব চবিতার্থতা— জীবনের মার্থকতা সম্পাদন ক'র্ব আশাতেই, সকলদুঃখ—সকলকষ্ট—সকল যাতনা অকাতরে সহ্য ক'রেছিলাম। এতদিনে সেই চিরবোপিত আশা লতায় ফল ধারণও ক'রেছিল, কিন্তু সে সুখময়ফলভোগ লক্ষণের ভাগ্যে ঘটেবে কেন? লক্ষণের সুখ রামের প্রাণে সহ্য হবে কেন? তাহ'লে যে বৈমাত্রেয় হিংসার নামই লোপ হবে। যে দিনে বিমাতা কৈকেয়ী রামের প্রতি বৈমাত্রেয় বাদ সাধন ক'রেছিলেন, রামও সেই দিন হ'তে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন যে, বিমাতৃ পূজগণকে আর সুখী হ'তে দেব না। আজ লক্ষণকে দিয়েই তার পরীক্ষা দানে উদ্যত হ'য়েছেন। তা না হবে কেন? বৈরনির্যাতনই রাজধর্ম। এই সূর্য্যবংশে যে মহাত্মা জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, তিনিই জগতে একটানা একটা কীর্তি বেখে গিয়াছেন। সগবের কীর্তি—সাগর, ভগীরথের কীর্তি—ভাগীরথি, আর দাশবথি রামের কীর্তি—নির্ঝামনচ্ছলে গর্তুবতী সতী পত্নীর প্রাণ বিনাশ ধন্য রাম। ধন্য তোমাব চাতুরী। সূর্য্যবংশে যে মহাত্মা যে কীর্তিই রেখে জানু, কালে হয়ত সব লোপ হবে, কিন্তু এ সীতা-নির্ঝামনরূপ রাম কীর্তি জগতে চিরদিন অটল অক্ষয় ভাবে বিরাজিত থাকবে।

গীত

তোমার এযশ গীত গাবে জগৎ-জনে
সূর্য্যকুল কবিলে ধন্য যে পুণ্য অর্জনে

যে জগেছে সুপুত্র সূর্য্য কুলে,
 অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছে ভূতলে,
 সগরের কীর্ত্তি ভাবতী, (মাগররূপে জগৎ ব্যাপ্ত হে.রাম)
 ভগীরথের ভাগীরথি, তব কীর্ত্তি দাসরথি জানকী বর্জ্জনে
 - কত স'ধে বরে পূজ'র ত'য়ে'জন,
 না হ'তে অর্চনা মাপ, দিতে হবে বিসর্জ্জন,
 জগতে অকীর্ত্তি বরে, যাব অনন্ত রৌরবে,
 (মাতৃহস্তা আমার বলবে সবে) (আমার পাপের শাস্তি নাই হে রাম)
 নারকী বলিবে সবে লক্ষ্য হুজ্জনে

বাম ।—প্রাণাধিক সৌমিত্রি ! সত্য বলেছি, আমি চিরদিনই তোমাদের সঙ্গে বিবিধ প্রকারে বৈমাত্র্যে ব্যবহার করে আসছি ? আপন অদৃষ্ট গুণে রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী হয়েছি, আর সেই সঙ্গে তোমাকেও দুঃখের সমভাগী কবে সম্যাসী সাজিয়ে বনবাসের সহচর করেছি। প্রাণাধিক জাতা ভারত গৃহে থেকেও সুখ-সন্তোষ-আশ পবিত্র্যাগ পূরক জটা বকুলধারী সম্যাসী মেজে, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত করেছে। আমারই নির্লক্ষ্য তিথ্যে যদিও এবিশাল রাজ্য ভার গ্রহণ করেছিল, কিন্তু কখন বকুলবাস ভিন্ন রাজবসন পরিধান করে নাই—রাজভূষণ সঙ্গে ধারণ কবে নাই—কুশাগর ভিন্ন কখন রাজসিংহাসনে উপবেশন করে নাই। অযোধ্যার শূন্য সিংহাসনে আমার পাছুকা স্থাপন করে, দেবতার স্থায় পূজা করেছে। মিত্য পূজার সময়, ধারা-বিগলিত-চক্ষের জলে সেই পাছুকা স্নান করিয়ে, গুণনিধি জাতা আমার প্রাণিনিধি রূপে রাজ্য পালন করেছে। কিন্তু আমি এমনি দুর্ভাগ্য—এমনি বৃশংস চণ্ডালাধম যে, এমন প্রাণপ্রাতিম জাতৃগণকে একদিনের জন্মও সুখী করতে পার'লেন না। আমি এজীবনে অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি সত্য, কিন্তু কি গৃহবাসে—কি সম্যাসে, যখন—যেখানে—যে ভাবেই গত করেছি,

সে সম্পূর্ণ দুঃখের অবস্থা হ'লেও কেবল তোমার ভ্রাতৃ-
পবায়ণ ভাতাকে চিরমহত্ব পেয়েছিলেন বলেই, সে দোষ দুঃখের
দিনও স্নেহে অতিবাহিত করেছি কিন্তু লক্ষণ বড় দুঃখের
কথা জন্মাবধি যে ভাতা মুহূর্ত্তের জন্তও রামবাক্যের প্রতিবাদ
কবে নাই, যখন সে আদেশ কবেছি, সদাসত বিচার না ক'রে
শিরদার্য্যপূর্ব্বক অবিচার্য্যরূপে যে, সেই আদেশ পালন কবেছে, সে
লক্ষণ একদিন জু ৩ সেবাব জন্ত, পিতৃসেব পরিত্যাগেও পবায়ণ
হয় নাই, আজ সময় দোষে, সেই লক্ষণ রামবাক্যের বিরুদ্ধবাদী।
সীতা নির্কাসনেব সঙ্গে বায়েব মৌভাগ্য-লক্ষী ত্যাগ ক'বে, আব
সেই মৌভাগ্য-লক্ষীর সঙ্গে সঙ্গেই যে এজগৎ সংসারও রামকে
ত্যাগ ক'বে সূত্রপাতেই তা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছি, কিন্তু লক্ষণ
জন্মাবধি এজীবনে যত কষ্ট—যত যন্ত্রণা পেয়েছি “লক্ষণ রাম-
বাক্যের বিরুদ্ধাচারী” এ দুঃখ সর্ব্বাপেক্ষা মহত্বপূর্ণে গুরুত্ব

লক্ষণ — চতুর্দশবর্ষ অনাহারে—নাগপাশ বন্ধনে—শক্তিশেল
পতনে, মহীদার কত্রীক বন্ধনত্ব হয়ে বধ্য বেশে পাতাল-
পুরে গমনে, যখন যেখানে যত যাতনাই ভোগ কবেছি, আজ
শ্রমের মুখে “লক্ষণ রামবাক্যের প্রতিবাদী” এ বাক্য লক্ষণের
পক্ষে তদপেক্ষা শত-মহত্বপূর্ণে যন্ত্রণাদায়ক

রাম — তবে কেন সীতা নির্কাসনে প্রতিবাদ ক'রছ ভাই।

লক্ষণ — প্রতিবাদ করি নাই, তবে একটি আশীর্বাদ প্রার্থনা
ক'রছি, রূপা কবে এই আশীর্বাদ করুন, নিরপরাধিনী সীতাকে
সনাথার বেশে অবধ্যবাসে নির্কাসিতা কবে, আব যেন হৃৎ-
হাণ্ড লক্ষণকে এ সীতামুখ্য অযোধ্যায় ফিবে আস্তে ন হয়,
রীলা সীতার বক্ষে রাম-আজ্ঞা-রূপ বিষম বজ্র নিক্ষেপের সঙ্গে
পড়ে যেন লক্ষণের মস্তকে বজ্র পতন হয় আর প্রতিবাদ
ক'রব না। রাম কার্য্যের জন্তই দেহ ধারণ করেছি, আমার রাম

কার্যের জন্তই পতন হবে। আর সদাগত বিবেচনা কর'ব না। ধর্মাধর্ম, মায়, মমতা, শোক সন্তাপ, হিতাহিত জ্ঞান, কর্তব্য-কর্তব্য বিচার, সব ত্যাগ করলেগ। রামকর্যের জন্ত হৃদয় পাষণময় করলেগ। রাম দাগতের জন্ত চণ্ডালত্ব গ্রহণ করলেগ। এক্ষণে অনুমতি করুন যে আদেশ কর'বেন, চিবদিন যেমন বাম-আজ্ঞা শীরধার্য্য কবে অবিচর্য্য রূপে পালন কবেছি আজও তাই কর'ব।

রাম।—লক্ষণঃ তুমি যেমন রাম কাব্য সাধনের জন্য হৃদয়কে পাষণময় করলে, আমিও তেমনি লোকাপবাদ কলঙ্কার অপ-মোদন জন্ত, অন্তবেদ বেদনা অন্তবে বেথে—পাষণ হৃদয় পাষণে বন্ধন কবে, নিতাস্ত নিবপবাদিনী জেনেও, সবলা স্বপ্নপ্রতিমা গীতাকে অরণ্য পাথারে বিনর্জ্জন দিতে উত্থিত হয়েছি, আর এই নরাদম রামের পাণে যে, অনোধ্যার রাজলক্ষীও অন্তহিত হবেন, তাও জ্ঞানুতে পেবেছি, মন্দির প্রতিমাশূন্য হলে যেমন সে মন্দিরের ওতি আর মন্দির থাকেন, সুতবাং বিবিধ রক্ষ দি বন্ধমূল হয়ে অচিরেই তাকে ধ্বংস করে; এমন্দিরও তেমনি গীতা শূন্য হ'লে, শোক সন্তাপাদি বিবিধ রক্ষ বন্ধমূল হয়ে যে অচিরেই এ মন্দিরকে ধ্বংস করবে—এই গীতা নির্মাণনই যে বাম-জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক—এই অঙ্কেই যে বামের সংসার-রঙ্গভূমি ব অভিনয় ২ স্ত হবে, তাও জানি। লক্ষণনে সবই জ নি—মকলি বুঝতে পোনেছি। তথাপি সন্তোর জন্ত—অকলঙ্ক সূচ্যকূলে কলঙ্কস্পর্শ ভয়েব জন্ত—প্রজা-রঞ্জনের জন্ত—গীতা নির্মাণনই আমার শেষ সিদ্ধান্ত। এক্ষণে যাও ভাই তপোবন দশায়নচ্ছলে গীতাকে বাল্মীকের তপোবনে পরিত্যাগ করে এসগে পরে এ হতভাগ্যের ভাগ্যলিপি যু' আছে তাই হবে।

লক্ষণঃ । (অগতঃ) তবে গীতা দেবীকে নির্মাণিতা করাই

রামের স্থিরসঙ্কল্প । আজ বনুকূলে শীতা নিকর্মাগনরূপ মহাকীর্তি
স্থাপিত হবে, আর এই হতভাগ্য লক্ষ্মণকে চণ্ডাল রুত্তি অবলম্বন
ক'রে, সেই কীর্তি-স্তুস্ত গঠনের সহযোগী হ'তে হবে । চিরদিন পরমেশ্বর
দেবীর আয় পূজা করে আজ সেই বনুকূলের কুললক্ষ্মীকে জন্মের
মত বিজন-বনপাথাবে বিসর্জন দিতে হবে । ভবনে, বনে, উল্লাসে
উপবাসে চির দিন যার স্নেহরসে প্রতিপালিত হয়েছে, লক্ষ্মণের
চক্ষে দুঃখের অশ্রু বিন্দু দেখলে যার বক্ষে শত শোলাঘাতেব আয়
যাতনা হয়েছে । আজ সেই মাকে—সেই বনুকুল-কমলা—স্নেহের
প্রতিমাকে ছলনাক্রমে বিজন বনে বিসর্জন দিয়ে আসতে
হবে । হা হতবিধে এই করলে, হতভাগ্য লক্ষ্মণের দ্বারার
এই সকল লোমহর্ষণ কার্য সম্পন্ন ক'রবে বলেই কি লক্ষ্মণামের
সেই ভীষণ যুদ্ধে জীবিত বেখেছিলে এই জন্যই কি পূর্ণ চতুর্দশ
বৎসর অনশনে অনাসনে অনিদ্রায় অতিবাহিত করেও এ পাপ
দেহেব পতন হয় নাই হা দেবরাজ তুমি কোথায়, এ মাতৃ-
হস্তার পাপের ভার আব কতদিন সহ্য ক'রবে এখনও এ মহা-
পাতকীর মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ ক'লে না । দেবরাজ । আমি
কবপুটে অকপটে প্রার্থনা করছি—যত শীঘ্র পার তোমার সেই
ভীষণ অশনি প্রহাবে মহাপাতকীর পাপ দেহভন্নে পরিণত কর
দেবরাজ হে, সর্ব দেবের অধিশ্বর হয়ে, অক্লান্ত হইওনা, এই
হতভাগ্য লক্ষ্মণ দীর্ঘ অনশনে বহুকাল অনিদ্রায় কঠোর কষ্টে
থেকে তোমার পবন বৈবি মেঘনাদকে বিনাশ ক'বে, যদি কিছু
উপকার সাধন করে থাকে, তবে সেই উপকারেব প্রত্যুপকার
স্বরূপ এ মহাপাতকীর মস্তকে একবার সেই ভীষণ বজ্র নিক্ষেপ
ক'ব । কৈ দেবরাজ । বজ্রাঘাতে পাপদেহ ভন্না ক'রলে না ।
না তা ক'রনা—দেবরাজ হে বজ্র নিক্ষেপ ক'রনা লক্ষ্মণ পাবে—
বজ্রাঘাত ব্যর্থ হবে বামেব এই ভীষণ শীতা-নিকর্মাগন অ দেশ-

রূপ বাক্য-বজ্রে যে পাপদেহেব পতন হ'লনা, সে দেহস্পর্শ মাত্রই তোমার সামান্য বজ্র ব্যর্থ হবে । হা পক্ষিরাজ গরুড় । একদিন নাগপাশবন্ধনে মুক্ত ক'রে, স'মান্য নাগেব দংশনে বাঁচিয়েছিলে, আজ যে ব'স দাম্ভরূপ বিষম নাগপাশে বদ্ধ হ'য়ে, কঠোর রাগাজ্ঞ রূপ কোটী বিষধবেব দংশনে প্রাণ যায় । রক্ষা কর । হাঃ অবণ্যবাস-সহচর পরম গিত্ গারুড়ি এক দিন মস্তকে গুরুভার মহাগিরি গন্ধমাদন বহন ক'রে, বাব' নিম্নিগু শক্তিশেলে বাঁচিয়েছিলে, এখন কোথায় আছ,—বাঁচাও ।—এ বাস নিম্নিগু বিষম শক্তিশেল হ'তে বাঁচাও । গারুড়ি বে একবার এসে দেখে যাও, আজ দুর্জ্জন লক্ষ্মণ তোমাদেব কি সর্পনাশ ক'বতে উদ্যত হ'য়েছে । ওবে, যে রত্নেব মায়ায মুক্ত হ'য়ে, লক্ষা দক্ষকালে আপন মুখ দক্ষ ক'রেও কাতর হও নাই, ভীষণ সমর সিন্ধু সেচনকবে বহু কষ্টে যে রত্ন উদ্ধার ক'বেছিলে, চণ্ডালাধম লক্ষ্মণ আজ তোমাদের সেই সমর সাগর সেচন কবা রত্ন, জন্মের মত বিজন পাথারে বিনর্জ্জন দিতে যাচ্ছে । গারুড়ি বে । কোথায় আছিনু একবার আয় আজ অযোধ্যার আনন্দ পর্বতে কি বজ্রাঘাত হ'য়েছে দেখে যা । (অধোবদনে উপবেশন)

সুমন্ত্র ।—কুমার লক্ষ্মণ । গাত্রোথান কর, যখন সদাসত বিবেচন' পরিশূন্য হ'য়ে, রাম আজ্ঞা পালনই জীবনের কর্তব্যব্রত ব'লে জেনেছ, যখন সেই "রাম কার্যে অত্যাচার"রূপ মহাব্রতে দীক্ষিত হ'য়েছ, তখন আব' বাস আজ্ঞার প্রতিবাদ ক'রে কেন ব্রত ভঙ্গ কর ; আর বিলম্ব ক'র না । চল রাগাজ্ঞা শিবধার্য্য ক'রে, সীতা দেবীব সঙ্গে অযোধ্যার সৌভাগ্য লক্ষ্মীকে বিনর্জ্জন দিয়ে আসি ।

[সকলের প্রস্থান •

— ১২৩৩ * ১২৩৩ —



দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—গঙ্গাতীর ।

সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

সীতা —দেবব তপোবন দর্শনে যাত্রাকালে, প্রাণেশ্বরের
পক্ষে সাক্ষ্য ক'বে, তাঁরে প্রণাম ক'বে আস্তে পেলেম না ; হাত
গামার উপর কত অভিমান ক'রবেন দেবব নাথ ত বেশ
সন্তুষ্ট হ'য়ে অনুমতি দিয়েছেন ?

লক্ষ্মণ ।—দেবি । তাঁর অনুমতি ব্যতীত লক্ষ্মণ কোন্ কার্য
ক'রতে সক্ষম ? লক্ষ্মণ রাগাক্তা ভিন্ন পদমাত্র গগনেও সমর্থ নয় ।
অথচ জগতে এমন কার্যও নাই, যা বাগের আদেশে লক্ষ্মণের
দ্বারা সম্পন্ন হ'তে না পারে তিনি যেমন অনুমতি দিয়েছেন
লক্ষ্মণও সেই মত কার্যে ব্রতী হ'য়েছে ।

সীতা —আসবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা ন ক'রে আসা
ভাল হয় নাই, সেই জন্যই বোধ হয় মন এত ব্যাকুল হ'চ্ছে ।
প্রাণের মধ্যে কেমন ছুঁ ছুঁ ক'বুছে । তপোবন দেখতে যাব ব'লে
মনে যত আনন্দ ছিল, ততই যেন নিবানন্দ এগে হৃদয়কে অধিকার
ক'রুচ্ছে এমন কেন হ'চ্ছে দেবব

লক্ষণ ।—স্বপ্ন আর্ষা রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই ব'লে নয়, যাজ্ঞিকালে আপনার ভগিনীগণের সেই বিষাদপূর্ণ ভাব দেখে এনেছেন, অথচ মাতৃগণ যজ্ঞ দর্শনে গমন করায়, তাঁদের সঙ্গেও অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই, এই সকল ক বৎ চিত্ত চঞ্চল হ'তে পারে, চলুন মূনিপত্নীগণের সহিত সাক্ষাৎ করলেই মনের অশান্তি দূর হবে, তপোবন আর অধিক দূর নাই, এই পুণ্য মন্দির জম্ববী ; পব পারেই ঐ মহর্ষি বাম্বিকিব তপোবন ।

সীতা ।—দেবর । ঐ কি তপোবন ? তপোনের আর সে আনন্দময়ী—সে শান্তিময়ী ভাব দেখছি না কেন ? কেমন যেন সব শূন্যময় বোধ হ'চ্ছে । মনেব ভিতর যেন 'কেমন ছ ছ ক'রে উঠছে । কেন এমন হ'চ্ছে দেবর ।

লক্ষণ ।—দেবি । দেখুন ঐ সম্মুখেই ঋষি দিগের পবিত্র যজ্ঞ বেদী, আহা লতা মণ্ডিত তাপস তরুটিতে আশ্রয় কুটীবের দ্বারদেশেব কেমন শোভা হ'য়েছে । চলুন এখনি মূনিপত্নীগণের সহিত সাক্ষাৎ হ'বে

সীতা ।—দেবর । যতই তপোবন নিকটবর্তী হ'চ্ছে, ততই প্রাণ কেঁদে উঠছে । স্বদয়ের বন্ধন যেন শিথিল হ'য়ে আসছে । সর্বাঙ্গ কাঁপছে ! দক্ষিণাঙ্গ নৃত্য ক'রছে, চক্ষে জল আসছে । প্রাণকে কিছুতেই স্থির করতে পারছি নে । ওকি দেবর ! তুমিও অধোবদন হ'লে কেন ? ঐযে তোমারও চক্ষের জলে বুক ভেসে য'চ্ছে, হিমা'নি-শিঙ পদ্মের ন্যায় মুখখানি মলিন হ'য়ে আসছে : বল বল দেবর ! নাথেরত আমার কোন অমঙ্গল ঘটে নাই । আর যে আমি স্থির হ'তে পারছি না, প্রাণ গেল বাঁচাও । আমার দিব্য কি হ'য়েছে বল । আর বিলম্ব ক'র না

লক্ষণ ।—দেবি । সর্পশিশুকে সযত্নে প্রতিপালন ক'রলেও, সে সর্পেব স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম পরিত্যাগ করে না ; যে লক্ষণরূপ

কাল সপ্নকে এতদিন অপত্য স্নেহে লালনপালন কবেছিলেন, সে আজ স্বধর্ম পালনে অগ্রসর হ'য়েছে। মা গো! বলতে হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে, আপনি বহু দিন বাক্ষস ভবনে অবস্থিতি ক'রে-ছিলেন ব'লে, প্রজাগণ আপনার চবিত্তবিসয়ে দোষাবোপ করায় প্রজা বঞ্জন কঠোর ব্রতে দীক্ষিত বামচন্দ্র, সেই পিশাচ ব্রত—কি ধর্মব্রত জানিনা মা, সেই ব্রত বক্ষার জন্য রঘুকুল-লক্ষ্মী মা তোমাকে আজ জন্মের মত বন-বাসিনী ক'রেছেন। আর রাগেব সেই কঠোরাজ্ঞা পালনেব জন্য অযোধ্যাব আনন্দমঠ অন্ধকার ক'রে—টির আবাধ্যা দেবী দয়ার প্রতিমা মা তোমাকে জন্মের মত বন পাথারে বিসর্জন দিতে এসেছি মা। এই হ'তেই আপনার রাম দর্শনের শেষ—হতভাগ্য লক্ষণেরও সে স্মৃথের শেষ। আর যাবনা মা, এমন স্নেহময়ী—এমন দয়ার প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে, আন শূন্য অযোধ্যায় যাবনা। এ যাতনাময় জীবন-ভার বহন ক'রে—এ পাপমুখ দেখাতে সংসারেও আর থাকবনা। আমার ন্যায় পিশাচ—আমাব ন্যায় চণ্ডাল ধম যতদিন সংসারে থাকবে ততদিন কেবল ধবণীকে ভাবাকান্তা থাকতে হবে। যাও মা। ঐ সম্মুখেই ব ল্লিকির তপাশ্রম। যাও।—পুণ্যশ্রমে যাও! ধর্ম তোমাকে বক্ষা ক'রবেন। আর এই হতভাগ্য লক্ষণকে এই আশীর্বাদ কবে যাও, যেন এই মহাপাতক সংগ্রহ ক'রে, এ সত্য-যাতক লক্ষণকে আর সংসারে থাকতে না হয়, আর যেন জগতে এ দক্ষ মুখ দেখাতে না হয়। তুমি তোমার চিবদিনেব বন্ধু ধর্মকে আশ্রয় ক'বে শান্তিধামে অবস্থিতি কর। আমিও আমার আজীবনেব বন্ধু অমিকে আশ্রয় ক'বে আমাব ন্যায় মহাপাতকীর যোগ্যস্থান নরকের পথ পবিকাব ক'রে চ'লে যাই। এম—আমার টিরবন্ধু অসি। এত দিন তে মার কটিতে ধারণ ক'রে বিপক্ষের উপদ্রব শান্তি ক'রেছি। আজ কঠে আলিঙ্গন ক'বে টির স্মৃথের

শাস্তি করি । এস । আমার অদিগের বন্ধু ।—বিপদের সহায় ।
তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে মাতৃ-হত্যা—আত্ম-হত্যা উভয় পাপের
পাতকীর যোগ্য কি নূতন নরকের সৃষ্টি হ'য়েছে দেখিগে যা ।
দাও—ছুবাঁয়া লক্ষণকে জন্মের মত বিদায়—

(অসি নিষ্কাশন ও সীতা কর্তৃক ধারণ)

সীতা ।—দেবর ! কব কি ? আত্মহত্যা ক'বনা, আমার
ভাগ্যে যা ছিল তাই ঘটেছে । আমি হতভাগিনী আমার কপালে
অনেক দুর্গতি লেখা আছে, নইলে গাঁর তুলনা নাই—গুণের সীমা
নাই—করণাব অস্ত নাই । এমন দয়ার সাগর রামকে পতি পেয়ে,
কেন সেই হৃদয় ভরা প্রেমে—তেমন প্রাণভরা করণায় বঞ্চিত
হব ! দেবর ! এ কারো দোষ নয়, সবই এই জন্মছুঃখিনীর কপালের
দোষ । তোমার অপরাধ কি ? তুমি আমার স্নেহেব পুতুলি ।
গুণের সাগর দেবর ! আশীর্বাদ কবি, যেন তোম'র দাদার পদে
অচলা ভক্তি থাকে । আমি ভগবানের কাছে কায়মনে প্রার্থনা
করি, আবার যদি নারীজন্ম গ্রহণ ক'রতে হয়, তা হ'লে যেন
জন্ম জন্মান্তরে সেই দয়ার সাগর রামকে পতি, আর তোমার মত
গুণের সাগর দেবর পাই যাও লক্ষণ । অযোধ্যায় যাও । নাথকে
আমার প্রাণম জানাইও, তিনি যেন এ টির ছুঃখিনীর অপরাধ
ক্ষমা কবেন । মাতৃগণ গৃহে এলে ব'ল, তাঁরা যেন আমাব জন্ম
শোক তাপ না কবেন । যাও—দেবর গৃহে য ও । আমার কথা
নাথ—আমি তোমার কবে ধবে ব'লছি, শোকে অধির হ'য়ে
অযোধ্যার সর্কনাশ ক'রনা । তোমার কোন অমঙ্গল হ'লে লক্ষণ-
গত প্রাণ রঘুনাথের দেহে জীবন থাকবে না । মাতৃগণও শেষ
বয়সে শোকের সাগরে পড়ে প্রাণ হারাবেন । তাই নলি দেবব ।
আমার মত হতভাগিনীর জন্ম, বড় সাধের অযোধ্যা অন্ধকার
ক'রনা । আমার জীবনের শেষ হয়েছে—জগৎ অন্ধকার হ'য়ে

আসছে—সর্কান্ন কাঁপছে। হাঃ—নাথ। মরণ সময়ে এক—বা—র
(লক্ষ্মণের বক্ষে পতন ও মূর্ছা)

লক্ষ্মণ ।—দেবি সর্কনাশ ক'বলেন যাই - ঐ আশ্রম
তরুতলের ছায়ায় লয়ে যাই, দেখি যদি দেবীর চৈতন্য সম্পাদন
ক'রতে পারি।

[গীতাকে বক্ষে লইয়া প্রস্থান

উন্মত্ত ভাবে লক্ষ্মণের পুনঃ প্রবেশ

লক্ষ্মণ ।—হ'লো বামের কার্য্য উদ্ধাব হল। এইবার লক্ষ্মণের
কার্য্য উদ্ধারের সময় উপস্থিত কে স্মৃত্ত। স্মৃত্ত - অলুল। আজ
চিতা অলুল। শোকের চিতা—পাপের চিত — ছুঃখের চিত —
ধূধু ক'বে—হুহু কবে অলুলে' পুড়বে—এই চিতায় পুড়বে।
শোকের চিতায় রাম পুড়বে,—পাপের চিতায় লক্ষ্মণ পুড়বে,
ছুঃখের চিতায় পূববাসী পুড়বে, আব লক্ষ্মণের ক্রোধের চিতায়
রাজ্য-সুধ—গীতা চরিত্রে সন্ধি—কলুষিত চিত পাপাত্মাদের
পাপ দেহ দগ্ধ হ'য়ে ভস্মে মুক্ত হবে। আর মমতা নাই—মায়া
নাই—দয়া নাই—করণা নাই। পাষণ ।—হৃদয় পাষণ হয়েছে।
ঘাতকের হৃদয়—বৃশংগের হৃদয় হ'তে সব চপে গিয়েছে।
চল—অযোধ্যায় চল। আন—রথ স্মৃত্ত। আজ মহা প্রলয়—।
জগতে মহা প্রলয় হবে। “গীতা অমর্তী” এ কথা যার রমনা হ'তে
নির্গত হয়েছে তারই পাপ রমনা ছেদন করে অলন্ত হতাশনে
নিষ্ক্ষেপ করব, জগৎ পোড়াব—রাম রাজ্য স্থাপন করব ॥

[দ্রুত প্রস্থান

স্মৃত্তের প্রবেশ

স্মৃত্ত ।—সর্কনাশ সকল দিকেই সর্কনাশ। গীতা দেবীকে
নির্কাসিত করে, কুমার লক্ষ্মণ শোকে উন্মত্ত—ক্রোধে আত্মহারা
ওঁনি শূন্য। এ ক্রোধায়ি নির্কাসিত ক'রতে অগ্রসর হওয়া, আর

অনলে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হ'তে যাওয়া সগাম কথ যাই বতদূর সাধা
সাস্থনা ক'বে অযোধ্যায় ল'য়ে যাবাব চেষ্টা কবি ।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গঙ্গাতীর

বাগীকিব শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ ।

১ম শিষ্য — দেখ্ দেখি ভাই গঙ্গা কূলে,
উঠল কেন আগুন অ'লে ?

২য় ।— দূর্ ক্ষেপা ও আগুন নয়,
আগুন কখন শীতল হয় ?
আগুন যখন যেখানে অ'লে,
সেই খানেতেই আলো খেলে ।
এ যে দেখি গঙ্গার আগুন,
এ আগুনের একি গুণ .
অল্লো কোথা গঙ্গাতীরে,
আলো হ'লো হৃদ মাঝারে ।

১ম ।— এ আগুনেব এত গুণ ।
কিমে অ'লে ভাই এ আগুন ?

২য় — সাধন পূজন দুখান কাঠে,
ভক্তি জোরে ঘস'বি এঁটে,
বিরাগের ধূস উঠবে যখন,
জানু'বি আগুন অ'বে তখন ।

- গুরু মোদেব যে গে ব'সে,
কাঠে ক ঠে ঘনে ঘসে,
সব পুড্য়ে করলেন ছাই,
তাতেই আগুন দেখতে পাই ।
- ১ম ।— তবে কেন আয়না ভাই,
গঙ্গাতীরে দেখতে য ই
- ২য় ।— কি দেখতে যাব ভাই,
গুরুব তেমন আদেশ নাই
- ১ম — মনের আধাব ঘুচবে যাতে,
কেন গুরুব নিষেধ তাতে ?
ভোজ র মত থাকবি ব'সে,
(আর) গুরুব পাতড়া চাটবি ঠেমে ?
- ২য় — তোরা মত যে ভব ঘুরে,
সেই মরুকগে ঘুরে ঘুরে
ক্ষুদ্র জগৎ দেহের মাঝে,
দেখতে জান্লে সবই আছে
জল্ছে আগুন গঙ্গাতীরে,
তাই দেখতে চল্লি দৌড়ে ।
দেখনা কেন চক্ষু বুজে,
গঙ্গাত এই দেহের মাঝে ।
অমুন্না পিঙ্গলা ইড়া,
মহা তীর্থ নয় কি এরা ?
ইড়া নাড়ী সরস্বতী,
পিঙ্গলা যমুনা নদী
অমুন্নারে গঙ্গা বলে,
ত্রিবেণী ত্রিধারাচ্ছলে,

জ-মন্ধি দ্বিদল তলে,
 মুক্ত বেণী একেই বলে,
 এইত প্রায় গ তাঁর ধাম,
 মহা শ্রমান্ত এ বিরাগ
 কাজ কি মিছে কৰ্ম্মভে গে,
 এই শ্রমানে বসনা যাগে ।

১ম —

শুনতে ভাল মুখে কথ,
 মাং নাই তার মাথ ব্যথ
 নিত্য পূজা শিখ্ণে আগে,
 তান পরে যাম্ শ্রমানে যাগে
 মূলে হ'লনা হাতে খড়ি,
 বেদ পড়তে তানাতানি ?
 কে সা ফুধে না দিয়ে আল,
 সব খেতে মাং । হায়রে কপাল
 এখন আয়না খপর নিয়ে,
 গুরুর কাছে ব'ল্ব গিয়ে ।

২য় ।—

কি জানাবি গুরুর কাছে—
 জানতে কি তাঁর বাকি আছে ?
 নইনো দেহ ক'রে মাটি,
 মাং কি তাঁর পাত্‌ড়া টাটি ?
 খপর দিতে যাওয়া বিফল,
 যেতে ব'ল্বিস্—যাচ্ছি চল

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—বাল্মিকীর তপোবন .

(বাল্মিকীর প্রবেশ)

বাল্মিকী ।—রামচন্দ্রের জন্মপরিগ্রহের ষষ্টিমহত্ব বর্ষ পূর্বে পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে আমি বামলীলাব আদি অন্ত লিপিবদ্ধ ক'রে, বামায়াণ নামক মহাকাব্য রচনা কবি জীবের মুক্তি-তরুব ন্যায় মহাকাব্য বামায়াণ বচনার ষষ্টি মহত্ব বর্ষ অতীত হ'লে পতিতপাবন ভগবান চতুরাংশে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন তৎপরেই ভগবানের বাল্যলীলা মিথিলাযাত্রা—তাড়কা নিধন, হবকোদণ্ড ভঙ্গ পূর্ব্বক জনক-যজ্ঞভূমি সম্ভবা জগৎলক্ষ্মী গীতাব পানিগ্রহ—বাজ্যাভিষেক কালে দেবচক্রে বনগমন, রাবণ কর্তৃক গীতাহরণ, সৈন্যাহরণ, ব লি নিধন, সাগর বন্ধন, র বণ বংশ ধ্বংস, দেশাগমন, বাজ্যাভিষেক প্রভৃতি ঘটনা পরম্পরা আমার পূর্ব্বলিখিত গত পর্য্যায়ক্রমে কার্য্যে পরিণত হ'য়েছে ; এক্ষণে গীতা নির্কাসনের কাল উপস্থিত । এই ষ স্তিশূন্য তপাবণ্যকে পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত ক'রে, এই তপ-সামান বিহীন তাপসাময় বাল্মিকীর দাননা পূর্ণ করবার জন্মই পূর্ণএকসম্মী-নীতা, নির্কাসিতাচ্ছলে এই তপোবনে আগমন ক'রবেন । কিন্তু কৈ ! এখনও যে মার দেখা নাই তবে কি আমার লেখ মিথ্যা হ'লো যে কার্য্যের জন্ম বহুকালার্জ্জিত যোগবলেব ধ্বংস ক'রলাম, আমি র যে লিপি যথাকালে কার্য্যে পরিণত হবে ব'লে দেবভাৱাও একবাক্যে বরদান ক'রেছিলেন ; “যদি বেদের লিখনেও ব্যতিক্রম ঘটে, তথাপি বাল্মিকীর লিপিব বিন্দুগাত্রও ব্যতিক্রম ঘ'টবে না” ব'লে প্রয়াং জগদ্বিপাত বিধাতা পর্য্যন্ত মাকে বরদান ক'রেছিলেন আজ তার লিখন অশ্রুত হ'তে চলে .

রামের দয়া হ'ল না ? আর কতদিন ডাকব আর ডাকবারও
কথা ছিল না,—আপনি এসে দেখা দেবারই তা কথা । ভাল,
যার জন্ম বহুকালের সঞ্চিত তপোবল ধ্বংস করেছি, তারই
জন্ম নয় আবার যোগাবলম্বন করব আবার না হয় তেমনি
ধাবা বল্লিকারত হ'য়ে কীট দংশনে কায়া পতন ক'রব তথাপি
কি রামের দয়া হবে না, পুনর্দাব দেহ পলিবন্ধন না ক'রলে
কি বিদেহ নন্দিনী দেখে দেবেন না ভাল, দেখি তাঁদের দয়া
হয় কিনা । মন উতলা হইও না, ভক্তিয়োগে ডাক একদিন-
না-একদিন সেই ভক্তাধিনের দয়া হবেই হবে যে বাম, ভক্তিতে
বাধ্য হ'য়ে শাখা যুগের নখা হ'য়েছেন—ভক্তিতে নিষাদেব গিঅ
হ'য়েছেন তিনি কি অনুতাপিতেন নিষাদের অশ্রুগোচন ক'র-
বেন না ? বাম কি নামের মাহাত্ম্য নষ্ট ক'রবেন ? কখনই না,
এখন বিচারশক্তি—তর্কযুক্তি পরিত্যাগ ক'রে, স্থির ভক্তিয়োগে
মুক্তকণ্ঠে সেই মুক্তির ধন রামকে ডাক ভবান্বিত নাবিক রাম
কর্ণধার কুলে থাকতে আর ভবের ধারে ব'সে অশ্রুধারে ভাসতে
হবে না ! সময় হ'লেই রাম উদ্ধারের উপায় ক'রবেন ।

গীত

সাস্ত্রমন একান্ত কেন ভাস অশ্রুধারে
ব্রতী ত সে রাম নাবিক পতিত উদ্ধারে
যে সুধায় শাস্তি জীবের সংসার সূধা রে,
ম'জনা যেন বিষম-বিষে তাজে সে সুধা রে ;
অকাতবে যাবি ত'রে ভব সিংহ ধারে ;
যদা সকাতে ডাকরে সে রাম কর্ণধারে ॥
পড়িবে এ ভব কুপের বিষম আঁধারে,
বিষম-বাসন-পাশে থেকন বাঁধারে ;
যাওঁয়াত জঠর জালা হবে সমাধারে,
তাজে তর্ক যুক্তি, স্থির ভক্তি মুক্তি পথে ধারে

(শিষ্যদ্বয়ের পুনঃ পবেশ)

২য় — গুরুদেব প্রণাম করি

১ম — শীঘ্র ক'বে আশীষ ক'বে,
দেবি ক'র না চল দৌড়ে

বাণ্মিকী — কোথা যেতে বল্‌ছ বৎস ? এত তাবাতারি
কেন ? ঘটনা কি বল দেখি ?

১ম — সাধ কবে কি তাবাতাবি,
বল্‌তে গেলেই হবে দেবি
যা দেখলাম গঙ্গাতটে,
পাণে বল্‌ব—চল ছুটে ,

বাণ্মিকী — এমন ঘটনা কি হয়েছে যে, বল্‌বারও সময় নাই ?

১ম — সময় থাকলে এত কি কই,
সময়ই বা আব আছে কৈ ?
যে ক-টা দিন সময় ছিল,
দেখতে দেখতে ধুবিয়ে গেল ।

বাণ্মিকী — এত ব্যস্ত যে বল্‌ব রও সময় নাই ; (দ্বিতীয়ের
প্রতি) বৎস তুমি বল দেখি, এমন কি প্রয়োজন ?

২য় — বড় প্রয়োজন—বড় প্রয়োজন,
য'র মত আর নাই প্রিয়জন,
সাধন—ভজন—ইষ্ট পূজন,
যাব জন্মে এত আয়োজন,
মহাযোগে আসন পেতে,
গুণে গৌণে খড়ি পেতে,
গাছের বাকল, ভুজ্য পাতে,
যাব জন্মে লিখলে পেঁতে,

সেই এসেছে গঙ্গাতীরে,
 দেখবে গুর, চল দৌড়ে
 ১ম — কি বল্ছি মূগ্ধমাথা,
 বুঝতে নাহি ও সব কথা,
 কাজ কি শুনে পরের মুখে,
 দেখবে চল আপন চ'খে

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য



স্থান—গঙ্গাতীর অপরাংশ ।

(সীতাদেবীর প্রবেশ)

গীতা — দশ দিক শূন্য আজ এ পোড়া নয়নে,
 কোথা যাব একাকিনী, কোন দিক নাহি চিনি,
 কে দিবে অশ্রয় আর এঘোর বিপিনে
 পতি তাজ্যা পাপিনীর কে আছে ভুবনে

বাণ্মিকীর তপোবন শুনেছি অদরে,
 বিষম কঠক ভাব, মাথায় করিয়ে আব,
 কেমনে বা যাব তথা—কি বলিব তাঁবে,
 দাঁড়াবার স্থান আর নাহিক সংসারে

সংসার-গমতা-হীন মায়া-মুক্ত পিতা,
 মায়ের হবেনা দয়া, তিনিও সর্বং মহা,
 ভনয়ার তাপে যাকি হবেন তাপিতা ।
 কলঙ্কিনী হ'লে কন্যা কে কবে গমতা

তরুণঃ ভ্রাতা মোব, তারাও অচল,
চিরদিন পরাশ্রিতা, ভগ্নীগঃ বনলতা,
জড়ের আশ্রিতা ও রা জড় বুদ্ধি বল —
পরাদীনা—তাদেবই বা কি আছে সমস

অনন্তী চরিত্রা সীত কুলকলঙ্কিনী
কালিমা দিযেছে কুলে, তাই যেন ক্রোধানলে,
দহিছে দ্বিগুণ দাহে দিগু দিনমণি ।
কে হয় সদয় দেখে কল কলঙ্কিনী

নিদাঘ-তাপিতা-লতা দোলে বায়ুভরে,
দুঃখিনীর দুঃখ দেখে, তাপিতা হইয়া দুঃখে,
ছায়াতে জুড়াতে যেন ডাকিছে আমারে
সরলা বনের বালা কি জানে সংসারে ?

যাই তবে—যাই ভগ্নি তো সবার কাছে
জড়ের আশ্রয় থেকে, জব জব পরদুঃখে,
সরলা তোদের সমা কেবা কোথা আছে,
পবের দুঃখেতে তাই পবাণ কেঁদেছে
যাই তবে—— (গমনোচ্ছত ও পতন)

বাগ্নিকী ও তৎ শিষ্যদ্বয়ঃ প্রবেশ

বাগ্নিকী — কৈ বঁৎস . কি দেখাতে সঙ্গে আনুলে ?

২য় — ঐ দেখ প্রভু গঙ্গাতীরে,
যন আলো কবে ধুলায় পড়ে,

১ম — দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছ কি ছাই,
চল না কেন নিকটে যাই ।

বাগ্মিকী —অবোধ নিকটে যাই—নিকটে যাই ব'ল্ছ,
এর নিকটে যাওয়া কি সহজ কথা তবে উনি দয়া ক'রে যাকে
নিকটে স্থান দেন সেই ধন্য—তাব সাধন বলকেও ধন্য।

১ম — , আগাদেব কি কিছুই নাই ?
যাতে স্থান দেন ক'রুব তাই
(আব) নতাই যদি আগুৎ হয়,
পুড়েই এবার ম'রব নয়

বাগ্মিকী।—বৎস। তুমি যার রূপের আলোকে মুগ্ধ হ'য়ে
অনল-জ্ঞান ক'রছ ও অনলই বটে কিন্তু মাগান্ন অনল নয়
আগুনের সঙ্গে এ আগুনের গুণেব তারতম্য অনেক কারণে
আগুনের কাছে গেলে জীবমাত্রকেই ত পিত হ'তে হয় কিন্তু
এ আগুনের কাছে গেলে, পাপ তাপ এমন কি মনের দ্রিতাপ
পর্যন্ত নষ্ট হ'য়ে থাকে অগ্নিতে বারি মেচন করলে অনলই
নির্মাণ প্রাপ্ত হয় কিন্তু এ অনলে ভজিবারি মেচন ক'রলে অনল
নির্মাণ হওয়া দূরে থাক, মেচনবাবীই নির্মাণ পদ প্রাপ্ত হয়ে
থাকে অনলে কেবল জড়বস্তুই দগ্ধ হয় কিন্তু এ অনলে পাপ—
তাপ—আমা—যন্ত্রণা—মায়—মমতা, এমন কি পাপ সংসার-বন্ধন
পর্যন্ত পুড়ে যায়। একবার যে এ আগুনে পুড়তে পেরেছে
তাকে আব সংসার পোড়ায় পুড়তে হয় না ওরে। আগুন ত
কেবল বাহ্যজগতের অন্ধকার নষ্ট ক'বতে পারে, কিন্তু আন্ত-
জগতের অন্ধকার নষ্ট ক'বতে যে গুণের প্রয়োজন, সে গুণ
এ আগুন ভিন্ন আব কিছুতে নাই, এ যে কি আগুন, এখন
বুঝতে পেরেছ কি ?

২ম। — ছাই বুঝলাম মুগ্ধগাথা,
নবই তোমার মেচনের কথা।

নেবেনা আঁগুন ঢাল্লে জল

তবে কি ওটা বজ্রানল ?

বাল্মীকী — বৎস তে গাব এ অল্পম নও অযৌক্তিক নয়, যদি চপলা ব'লেই স্থির ক'রে থাক, তাও বলা যেতে পারে, তবে সে চপলা নিয়ত চঞ্চল — এ অচঞ্চল স্থির সৌদামিনী যদি বল সে চঞ্চল আব এ স্থির সৌদামিনী — অচঞ্চল কেন ? তার কাবৎ, মেঘ নিরাশ্রয় — থাকেও নিরাশ্রয়ে, আর সৌদামিনী সেই নিরাশ্রিতেই আশ্রিত। সুতরাং যাব আশ্রয়েই পর্য্যন্ত আশ্রয় নাই, সে স্থির হবে কেমন ক'বে ? সেই জন্যই চপলা স্বভাব চঞ্চল। এ সৌদামিনী ত নিবাস্রয়া নয়, এ সৌদামিনী যে মেঘকে আশ্রয় ক'বে থাকে, সেই মেঘই জগতের আশ্রয়। সুতরাং যে স্থির জলদের আশ্রিতা সে চঞ্চল হবে কেন ? যদি বল এ যদি স্থির মেঘের স্থির সৌদামিনীই হ'লো, তবে মেঘচ্যুতা দেখছি কেন ? তাবও ক'বৎ সৌদামিনী মেঘচ্যুতা হ'লেই বজ্রাগ্নিরূপে পরিণত হয়। আর সেই বজ্রানল যেখানে পতিত হয়, সে স্থানের সমস্ত পদার্থই দহন করে এ সৌদামিনীও নমসে সময়ে মেঘচ্যুত হ'য়ে বজ্রানলরূপে পতিত হ'য়ে থাকে, একবার সুরগণের শত্রু রাক্ষসকুল ধ্বংসের জন্য এই সৌদামিনী মেঘচ্যুতা হ'য়ে লঙ্কাধামে পতিতা হ'য়েছিল, এবাবে এই শরণাগত বাল্মীকীর পরম শত্রু পাণ্ড তপস্দি দুর্জয় রাক্ষসকুল বিন'শের জন্য সেই স্থির জলদের বক্ষ পরিত্যাগ ক'রে তপারণ্যে উদয় হ'য়েছেন বৎসরে বহু যুগযুগান্তকাল যোগাসনে থেকেও যে ধন হ্রদপদ্মে স্থির ক'রতে পানি নাই, আজ সেই আরাধ্য ধনে বিনা সাধনে তপোবনে বনে প্রাপ্ত হ'য়েছি। ওবে এ সাগাম্ভ সৌদামিনী নয়, সেই দয়ার জলদ রাম জলধরের হ্রদয়ের ধন গীতাসৌদামিনী এসে তপোবনে উদয় হ'য়েছেন আর

চিন্তা নাই, যখন ভক্তের হৃদয়-উদ্ভাসেব ধন চতুর্ধর্গ ফল প্রাপ্তি
সীতা-কল্ল-লতাকে পেয়েছি, তখন যার ফলেব চিন্তা কি ? যত্নেব
মহিত হৃদয়-উদ্ভাসে স্থাপন ক'রে ভক্তি মলিন মৈচন ক'রব,
তার কালে ঐ কল্ললতা হ'তে দর্শনার্থি চতুর্ধর্গের ফল লাভ কবে
ধন্য হব . যাব পদতরনী ভিন্ন, ভব বৈতবনী পাবৈব উপায় নাই ;
রূপায় যাব জগতেব জীবে উপায় পায়, নাগে যার জগৎ মাতায় ।
সকলে সেই জগন্মাতায় একবার নয়ন ভ'বে দর্শন ক'বে জীবন
ধন্য কর

গীত ।

যার নামে জগৎ মাতায় ।
নয়ন ভরে দেখ'রে একবার সেই জগৎ-মাতায়
তরিতে এ বৈতবনী, নাই যার পদ বৈ তরনী,
পেয়েছি আজ রাগ ঘবনী, সেই ধরনী স্মৃতায়
কল্ল কল্ল করে সাধন, কোটি কল্ল কল্লনার ধন,
পেয়েছি সেই কল্ললতা সীতার দরশন -
রোপিয়ে প্রেম-সিদ্ধ কুলে, ভক্তি সলিলে সিদ্ধিলে,
কালে চতুর্ধর্গ ফলে, ঐ সীতা কল্ললতায় ।

(ধবানায়িনী সীতাব নিকট গমনপূর্বক)

মা ! আব ধবানয়নে কেন ? গাত্রোথান কর অনেক দিন
হ'তে ডাকছি—অনেক দিন হ'তে মা মা বলে কাঁদছি । মার কি
দয়া নাই ? অনেক মা দেখেছি, কিন্তু তোমার মত এমন মমতা
হীনা মাতা ত কখনো দেখি নাই । সন্তানের চক্ষে দুঃখের অশ্রু
দেখা দূরে থাক, এ কটু মলিন ভাব দেখলে অন্য মাতার দুঃখের
সীমা থাকেনা, আর আমার এমনি দয়া হীন মা যে নিরাশ্রয়
অনাথপুত্র নিয়ত মা মা বলে কাঁদছে কিন্তু মার আমার দৃকপ্লাউও
নাই—কর্ণপাতও নাই । তা হবেনা কেন, যর যাতে উৎপত্তি

তাব দোষ গুণ তদনুরূপই হয়ে থাকে, তুমি ধবণীসুতা সর্কংগহা
ধরাগর্ভে তোমাব জন্ম, যার মা সর্কংগহা সে যে সহজে সব
সহ্য কররে তার আর বিচিত্র কি ? মা । অনেক ছুঃখ দিয়ে—
অনেক কঁাদিয়ে তবে দেখা দিয়েছ আর ছাড়বন এক্ষণে
গাত্রোখান কবে দাসেব কুটীবে চল, আমি চিরবাহিত ধন
মাতৃপদ যুগল পূজা কবে জীবন সার্থক করি ।

গীত

তাজ মা রোদন, কি মন বেদন, রাখ নিবেদন নির্বোধ দায়িনী ।
কত পুণো মা বে, তপাবণোব মাঝে, গোলোক ত্যজে দেখা দিয়েছ জননী ।
ধরাসুতা ধরায় লীলা প্রকাশিতে, অধরা ধরার ভার বিনাশিতে,
অমবে তুষিতে, এসেছ মা সীতে, রক্ষকুল নাশিতে মোক্ষ বিধায়িনী
শতজন্মার্জিত সাধনের গুণে, এনেছি মা তোরে বেঁধে ভক্তিগুণে,
অথবা স্বগুণে, এলে পাপিগণে পাপাগুণে নিস্তাবিতে নিস্তারিণী
যে সুদৃষ্টে তরে গো-ব্রহ্ম ঘাতকী, হবেনা সীতে সে দৃষ্টপাত কি,
হই যদি পাতকী, তাতেই ভয় এত কি, ঐ পা ত পাতকী-পারেন-তবী
ব্রহ্মাদি যার তত্ত্ব না পান যোগ ধ্যানে, সেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী উদয় তপোবনে,
ভাব্লে ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্ম পদ নিদানে, বিতরেন ঐ ব্রহ্ম সনাতনী

সীতা ।—ঠাকুর কে অ পনি ? কে নু দেবত ? পতি পরি-
তাজ্যা পাপিনীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে এ অনাশ্রয় অরণ্য মধ্যে আশ্রয়
দিতে এসেছেন আপনাব করুণাপূর্ণ প্রসন্ন মূর্তি দেখে বোধ
হচ্ছে, আপনি সাক্ষ্যাত্ ধর্মোব মূর্তি — করুণার আধার আমি
আপনাকে প্রণাম করি

বাণ্মিকী ।—তা বেশ . এমন ধবা জীবকে গায়ামুক্ত করে
কর্ম্মসূত্রে বন্ধনগ্রস্থ না ক'রলে, তোদের খেলাব পথ প্রসঙ্গ হবে
কেন ? মা অন্তর্যামিনী হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন তুমি কে ? এ এক

নুতন কণা বটে । মায়ের কাছে যে সম্ভানকে আত্মপরিচয় দিতে হয় এ হ'তে আর আশ্চর্য্য কি আছে মা । আমি যে কে, তাকি তো'ব মনে ন'ই ? ত থাকবে কেন । মন কাছে থাকলে ত মনে পড়বে । মন যে তো'র অযোধ্যায় পড়ে আছে তা মা । পতি পদে মন সমর্পণ ক'বে সতী-ধর্ম রক্ষা কবাও উচিত ; আবাব দীন হীন অনাথ পুত্রদেব স্নেহচক্ষে দেখাও মায়েব কর্তব্য . মা বহুযুগ যুগান্ত কাল বল্লিকারূত থেকে কীট দংশনে কারাপতন পূর্নক তোদেব সাধনা ক'রেছি, তোরাই দয় করে দীন পুত্রের বল্লিকী নাম রক্ষা করেছিস, পূর্বে যে মহাপাপী বড়াকর নাম ছিল, আজ মুক্তি-বড়াকর তো'র পদ যুগল প্রাপ্ত হয়ে আমার মে নামও সার্থক হ'লো ।

সীতা — ঠাকুর আপন'ব' আশ্চর্য্য ম', যোগ'বলে আপন'দের অজানিত কিছুই থাকে না, তাই বিনা পরিচয়েই এ হতভাগিনীকে চিন্তে পেরেছেন ।

বাল্লিকী — কি বলি মা । চিন্তে পেরেছি—যোগবলে তোকে চিন্তে পেবেছি ? মনক মনাতন শুক নাবদাদি সমাধি সার করেও যার পদাঙ্কুষ্ঠেব মহিমার সীমা ক'রতে পারেন নাই, আমি এমন যোগবল কি সঞ্চয় ক'রেছি যে, সেই বলে অচিন্ত রূপিনী মা তোমাকে চিন্তে পারব ? চিন্তে পারি নাই মা—পারিনাই । আর যে পারব সে আশাও নাই । তুমি যে কোথা'কার বস্তু । কি জন্ম এত দয়া হয়েছে—কি খেল র জন্ম যে এত খেলা খেলছে, যা অনন্তাদিব চিন্তার অতীত, তা'ব তত্ত্ব আমি কি কবে জানুব মা । তবে যদি দয়া ক'বে কখন পরিচয় দি' তা হ'লেই ধন্য হব ।

সীতা — পিতঃ । এ হতভাগিনী রাজর্ষি জনকের কন্যা—মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ—দয়াময় রামচন্দ্রেব পত্নী—নাম সীতা ।

নত্যাশ্রিত বামচন্দ্র প্রজারঞ্জন রূপ কঠোর এত পালনের জন্য এ হতভাগিনীকে চিবদিনেব মত নির্কাসিতা করেছেন, পিতা! যদি পাপিষ্ঠা ব'লে ঘৃণা না কবেন, অসতী অপবিত্রা সীতাকে স্থান দ'নে যদি অ'পন'র পুণ্য'শ্রম অপবিত্র হবে মনে না কবেন, তবে রূপা ক'বে কিছু দিনেব জন্য নিবাস্রয়াকে আপনাব পবিত্র আশ্রমে স্থান দিন। আপনাব দয়া ভিন্ন এ অকূল বিপদ মাগরে কূল পাবাব আশা নাই।

বাল্মিকী —না এ মন্দ কথা নয়। কুলদায়িনী মার দেখা পেয়ে কূল পাবাব আশায় এলেম, ম কোথায় কূল হাবা সন্তানের প্রতি অনুকূল হয়ে কূলে তুলে দেবেন, তা না হয়ে কূলকুণ্ডলিনী মা আমাব বল্লেন “আমি অকূলে পড়ে ভাগছি” ভক্তের সঙ্গে এত চাতুরী না করলে দয়াময়ী নামেব মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হবে কেন? ভাল মা! একটা জিজ্ঞাসা করি, অজ্ঞান শিশু যদি কোনরূপে বিষাক্ত বস্তু ভোজনে প্রাণ হাবায়, তাহলে কি লোকে শিশুর প্রতি দোষাবোপ কবে, না প্রসুতিকেই তিরস্কার ক'বে থাকে? যা পায় তাই মুখে দিয়ে উদবস্থ করবার চেষ্টা করাই শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম, কটু কষায় মধুর তিক্ত বিশ্বাদ বিষাক্ত কিছুই যাদেব জ্ঞান নাই, প্রসুতিই যাদেব নিয়ত কালের রক্ষাকর্ত্রী, সেই অবোধ বালক কোন রূপে আত্মনাশ করলে সে জন্য পাপেব ভাগী কে? বালক না প্রসুতি? শিশু পুত্র যাতে কোন রূপ পীড়া জনক বস্তু উদবস্থ না কবে, সেজন্য সর্বদা সতর্ক থাকাই প্রসুতির কর্তব্য। আর জননী মাত্রে করেও থাকে তাই এমন কি, অজ্ঞান শিশু কদাচিৎ যদি কোন পীড়া দায়ক বস্তু উদবস্থ করবাব চেষ্টা করে, তাহলে স্নেহময়ী জননী সর্ব কার্য পরিত্যাগ করে তঁড়াতাড়ি এসে বালকের মুখ বিবরে অঙ্গুলি প্রদান পূর্বক ভক্ত বস্তু অপসারিত ক'রে, প্রসারিত করে স্নেহ ভাব পল্লব

বক্ষে ধারণ করে থাকেন। তারা সামান্য মা—হৃদয়ও সামান্য, তারা সেই সামান্য হৃদয়ের সামান্য স্নেহ বশে সন্তানের প্রতি এত মমতা প্রকাশ কবে থাকে—আর তুমি এমন ভুবনভরা গায়ার প্রতিমা, জগতের মা হয়ে এত দয়ালু! অঙ্গর শিশু-দর্শন বশ-বস্তি হয়ে, কটু তিক্ত গধুর বিষাক্ত যা পাচ্ছি তাই উদরস্থ করছি, আর সংসার-বিষে নিয়ত জর্জরিত হচ্ছি তুমি স্নেহময়ী মা কোথায় নিবারণ করবে, না স্বরং ও লোভন দিয়ে স্বহস্তে সন্তানের মুখে বিষ প্রদান করছ। এই কি মায়ের উচিত কাৰ্য্য ম! একেত সংসার বিষের আলায় জলছি তাব উপর সম্মুখে এই অকুল সমুদ্র। ভীষণ তরঙ্গের সঙ্গে কুটীল স্রোতের ঘোর আবর্তন দেখে আতঙ্কে প্রাণ কাঁপছে। এই অপাব পারাবান যে কি কবে পার হবে, তার উপায় কিছুই স্থির করতে পারছি নে, তাই মা বড় ব্যাকুল হয়ে বিনয় করে বলছি এ দিগভ্রান্ত পান্থকে আর অন্ধকারে এনে অন্ধ কবিস্মনে, এখন অনুকূল হয়ে যত শীঘ্র পারিস্ কূলে তুলে দে এমন ধারা অকূলে পড়ে আর কত দিন ভাসবে মা।

গীতা — পিতঃ। আপনি প্রদীপ্ত তপোরাশির আধার, তত্ত্ব জ্ঞানের মূর্ত্তিমান দেবতা, আমি সামান্য। অবলা হয়ে আপনার কথার অর্থ কি বুঝব। আপনি ব'ল্লেন দুস্তর সাগরের তরঙ্গ দেখে পাবের চিন্তায় প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে। এখানে সাগর কোথায় দেব। কেবল এই হতভাগিনী গীতাইত দুঃখের সাগরে ভাসছে আর ছুরাঝা রাবণ যখন আমাকে হরণ ক'বে লঙ্কায় লয়ে গিয়ে ছিল, সেই সময়ে সেই বিমান পথ হ'তে তাল প্রমাণ তবঙ্গসঙ্কুল অকুল সাগর দেখে মুচ্ছিত হ'য়ে ছিলাম।

বাণ্মিকী — মা। তুমি সামান্য লবণ সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে মুচ্ছিত হয়েছিলে, আর আমাদের সম্মুখে কি অকুল সাগর পুড়ে রয়েছে একবার দেখ দেখি। একে ছুবাশা নায়ু সংযোগে মায়া

উন্মির ঘোর আবর্জন . হিংসা, দ্বেষ, কাম ক্রোধাদি বিকটাকাব
জলচবগণেব ভীষণ আক্ষালন . তাব উপর কালরূপ কুস্তীর করাল
গ্রাস বিস্তার করে অবস্থিতি করছে । দেখতে পাচ্ছ কি ?—বলি
আমাদের মস্ত্যুখে যে কি ছুস্তব মাগব পড়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ
কি ? ঘোর আবর্জনেব ভীষণ গর্জন শুনেও পাচ্ছ কি ? কর্ণ
কি আছে ? তোমাব যদি কর্ণই থাকবে তাহলে কি এত
কান্নায়—এত আর্ত্যানাদেও কর্ণপাত করতে না । তা মা কর্ণপাত
কব আব নাই কর আব ছাড়বনা—কর্ণধারেবও অপেক্ষা করব
না ; তরলী ধবেই বসে থাকব, কর্ণধাবেব দয় হয় উত্তম, নতুবা
জয় বাম জয় বাম বলে ঐ তবলী ভব বৈতবলী জলে ভাসিয়ে
দিয়ে একবাবে ভব পাবাবাবে পাব হয়ে চলে যাব ।

গীত ।

ঐ দেখ্‌গ জনধি অপার
ঐ ভয়ে অভয়ে তোব ভিখারী কুপার
কত জন জন্মাস্তবে, মা তোবে ডেকে কাঁতবে,
পেয়েছি আজ এ তপ-প্রাস্তবে ,
এলি যদি তারিতে ছুগরে, (গো —
তবে হয়োনা কাতর নিতে, লয়ে পদ তরলীতে,
ভব বৈতরলীতে এ ছুর্নিতে কর পার

সীতা ।—পিতঃ আপনি সামান্য মাগর পরের প্রার্থী নন,
ভব মাগর পারে জন্ম চিহ্নিত, তা সে জন্মই বা আপনার চিন্তা
কেন ? আপনার প্রসস্ত সাধন তবলী, অনুকূল ভক্তি শ্রোতে
বৈরাগ্য বায়ু বলে অনায়ামে কুল প্রাপ্ত হবে, আমার কাছে সে
- প্রার্থনা কেন । আপনার পারের উপায় করব এমন শক্তি আমার
কি আছে ? তবে যদি কখন সেই দিন হয়—যদি কখন গুণধাম
রামচন্দ্রের দেখা পাই, তাহলে তাঁব কাছে সব কথা বলব, যাব

নাগে সাগর সলিলে শীর্ণ ভেসেছে আমার ছায় দুঃখিনী
 অবলার জন্ত যিনি অকুল সাগরে সেতু বন্ধন করেছেন, তিনি দয়া
 করলে আপনার জন্ত ভব সাগরেও সেতু বন্ধন করে দিতে
 পারেন আপনি সেই গুণধাম বাগচয়েব কাছে প্রার্থনা করুন,
 করুণ-হৃদয় রাগের অবশ্যই দয়া হবে; আমাব কাছে সে প্রার্থনা
 কেন দেব .

বাল্মিকী ।—কি বলি মা । তোর কাছে সে প্রার্থনা কেন ?
 রামের কাছে প্রার্থনা করলে তিনি আম র ভব সাগরের সেতু
 বন্ধন কবে দেবেন । দিব্য বালক বুঝান কথা বলি ত মা । যে রাম
 আত্ম কার্য সাধনের জন্ত লব সাগরে সেতু বেঁধে ছিলেন,
 আবার স্বকার্য সাধনাতে দেশাগমন কালে, পাছে অন্য কেউ
 সেই সেতু অবলম্বন করে সাগর পাবে যায়, সেই হেতু যিনি সেই
 সামান্য সাগরের সেতু পর্য্যন্ত ভগ্ন কবে দিয়ে এসে ছিলেন, সেই
 রাম আমার জন্ত ভব সাগরের সেতু নির্মাণ করে দেবেন এ
 ছেলে ভুলান কথায় কাকে ভুলাচ্ছি মা ।

গীত ।

আর কে করিবে মাগো পাতকী উদ্ধার ।

পতিতের গতি, পথের সংগতি,
 তুমি মা জীবের মুক্তি ম্হাদার
 দাঁড়িয়ে ওবাঁকি কুণ্ডে, কোথায় ভবের নাবিক ব'লে,
 যার ডাকব সকলে
 আজ হারিয়ে যা তোরৈ, অকুল পাথারে,
 ভাসিছেন সেহ রাম কর্ণধার

(জ্ঞানানন্দ, সত্যানন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি মুনিবালকগণের পবেশ)

জ্ঞানী —আপনি প্রতিদিন সাযং সন্ধ দি সামাধার পর
 আশ্রমে বসে আমাদের কাছে যে রাম সীতার গুণ কীর্ত্তন

কবতেন, যাঁদের গুণ গান কবতে কবতে প্রোমে উন্মত্ত হয়ে “জয় সীতা রাম, জয় সীতা রাম” বলে নৃত্য করতেন, নয়ন প্রেক্ষণে পূর্ণ হ’ত সেই গীতাদেবী নাকি আমাদের তপোবনে এসেছেন ? ভাই পরমানন্দ আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আজ দাদাব সঙ্গে তেমনি ধারা “জয় সীতা রাম, জয় সীতা রাম” বলে নাচবে

বাল্মিকী — ভাই জ্ঞানানন্দ, পরমানন্দ, সত্যানন্দ আজ তোমাদের আনন্দ দেখে আমারও হৃদয়ে আনন্দ ধবুছেনা ! আহা আনন্দময়ী মা তোর আগমনে আমার তপোবন আজ আনন্দ ময় হয়েছে . ভাই এক্সানন্দ তোমরা এ আনন্দের সংবাদ কার কাছে পেলে বল দেখি ?

ব্রহ্মা । — ছকের মুখে শুনলাম, মে এসব কথা, আরও কত কি বলতে বলতে আমাদের কাছ দিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল, তারও যেন আনন্দের সীমা নাই, মে “ম এসেছেন, মা এসেছেন” বলে নাচছে, কখন হাসছে, আবার হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলেছে ! আগবা জিজ্ঞাসা করলাম, মা এসেছেন ত তুই কোথায় বাচ্ছিয়া ? তাতে নে কি কট কথা বেশ মিল কবে করে বললে— বেশ মনে পড়ছেনা—কি—তপোবনে এলেন মা—কি — তাইতে কি—

পরা — ওহোঃ হোঃ ব্রহ্ম নন্দ শিখতে পাবে নাই, আগি বলব দাদা ?

“তপোবনে এলেন মা, তাইতে সুখ আব ধরুছেননা !

পদ্ম দিয়ে যুগল পদে, করব পূজা মনেব স ধে ।

পূজার সময় হ’ল ভাই ফুল তুলতে চলেন ত ই”

এই রকম আবও কি কত বলতে বলতে ঐদিকে চলে গেল, আমরাও ছুটে এসাম ।

বাল্মিকী — ভাই যদি এসেছ, তবে সকলে ম কে প্রণাম কর

বালক সকলে —মা ! আমরা আপনাকে প্রণাম করছি .

সত্য। —দাদা ! শুধু কি মা ব'লেই প্রণাম করব ?

বাল্মিকী —ভাই ! ভক্তির সহিত মাকে যা বলে প্রণাম করবে মা তাতেই সন্তুষ্ট হবেন । ভাল আমি যা বলি তাই ব'লে আমার সঙ্গে প্রণাম কর বল—

ধবিত্রীগর্ভসন্তুতাং সাবিত্রী সর্বমঙ্গলে ।

বৈকুণ্ঠবাসিনীলক্ষ্মী নমহস্তে বাঘবপ্রিয়ে

জানা —দাদা মা আশ্রমে থাকবেন ত ? ওঁকে আমবা কি বলে ডাকব ?

সীতা —আমি বড় ছুঃখিনী, আমাকে ছুঃখিনী মা বলে ডেক ।

জানা —তুমি বড় ছুঃখিনী, আমবা দাদার কাছে সব শুনেছি ; তুমি বড় ভোগা দিতে ভাল বাস, আমরা ও ভোগায় ভুলব কি ন ।

বাল্মিকী —ভাই জানানন্দ তে সব তোমাদের মাকে যেমন মা ব'লে ডাক, এ মাকে তেমনি বড় মা বলে ডেক । (সীতার প্রতি) মা আব কেন । গাত্রোথান কবে আশ্রমে চল । এতদিন স্বর্ণ অটালিকায় ছিলে, এখন কিছু দিনের জন্য দীনের সাধ পূর্ণ করতে পর্ণকূটীবে বাস ক'রতে হবে । ভাই জানা-নন্দ । সত্য পরানন্দ । সকলে একবার পরমানন্দে মা'ব নাম কীর্তন করতে করতে মাকে আশ্রমে লয়ে চল

জানা ।—ভাই সত্যানন্দ । আমরা সেই গানটি গাই—ঐ যে তুকে আসছে ।

(পুষ্প হস্তে তুকের প্রবেশ)

তুকে —কে তুকে ? আমি তুকে ।

কিসের ছুঃখে তুকে ছুঃখে,

আব কি ছুকে ছুখে আছে,
 ছুখের দিন ত ফুবিয়ে গেছে
 (এখন) আয়না তোদের সঙ্গে মিলে,
 গাই যাব গুণ পরাণ খুলে ।

গীত

জয় জয় জননী জগৎমাতা জগৎ-বন্দিনী
 যোগমায়া, যোগীন্দ্র যামা, (জয় জননী) জনক নন্দিনী
 জনম মরণ জবা, যাতায়াত যাতনা হরা,
 ব্রহ্মময়ী সারাংসারা, (পরাং বা) পতিতপাবনী ।
 (জয় জয় সীতারাম) (জনম সফল হবে, বল জয় সীতাবাগ)

[সীতাকে লইয়া সকলের প্রস্থান]





তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যা-চিহ্নাগার

রামচন্দ্র একাকী আগীন

রাম —(স্বগতঃ)

সুখ রবি অন্ত আজ হ'ল অযোধ্যার
শূন্য প্রাণ শূন্য মন, শূন্য রাজ সিংহাসন,
সুখের ভবন আজ শোকের আধার,
একের অভাবে হ'ল জগত আধার ।

ভাঙ্গিল মর্মের অস্থি জন্মেব মতন
হৃদয়ের গ্রন্থিচয়, একে একে ছিন্ন হয়,
একে একে খসিতেছে মর্মের বন্ধন,
প্রকাশিছে জীবনের শেষ নিদর্শন ।

হুহু ক'বে কালানল জ্বলিছে অন্তরে
জ্ঞানবুদ্ধি কিছু নাই, সব পুড়ে হ'ল ছাই,
পুড়িছে মর্মের গ্রন্থি এক এক ক'রে,
মুচিল ভবন আশা । জনমেব তবে

কোটা কোটা কালকীটে কাটিছে বন্ধন
যে তীর বিষেতে হয়, সতত ঝলিছে কায়,
যে বিষম বিষধবে কবিছে দংশন,
কাবে কব—কে বুঝিবে মর্মের বেদন

শান্তিব মন্দির মোর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া ।
কেবল দুঃখেব ছায়া, পাপের নিকট কায়া,
আসিছে আসিতে যেন নয়ন বঙ্গিয়া—
সম্মুখে নাচিছে ঘোর কুকুটী ভঙ্গিয়া

হইয়া দীক্ষিত যবে প্রজ্ঞাব বঞ্চে
প্রাণের প্রাতিমা গীতা, করিয়াছি নির্ঝাসিতা,
স্বহস্তে নাথের হাট ভেঙ্গেছি যে দিনে,
জীবনের সুখ শাস্তি গেছে সেই মনে ।

পাপের ভীষণ চিতা ঝলিতেছে বুক ।
জুড়াতে যে দিকে চাই, কেবল দেখিতে পাই,
আত্মহায়া—উন্মাদিনী প্রাণ প্তলিকে,
কান্দালিনী বেশে গীতা কাঁদিছে সম্মুখে ।

মুদিলে নয়ন যদি কভু তরঙ্গা আসে
দেখি যেন সেই গীতা, অশ্রুমুখী সজ্জাসিতা,
ছিন্ন হেমলতা প্রায় আলুলিত কেশে,
লুপ্তিত হ'তেছে ভূমে উন্মাদিনী বেশে ।

কভু দেখি গোর নাম কবি উচ্চারণ ।
দেবগণে সাক্ষী কবি, গীতা গতী-কুলেশ্বরী,
বিদায় লইয়া যেন জন্মের মতন,
পশিছে জাহ্নবী জলে ত্যজিতে জীবন ।

কি কব—কি কর সতি । ব'লে সক তরে
অমনি সম্মুখে আসি, মূর্তিমান তপোরাশি,
সুধীর গম্ভীর ভাবে কত স্নেহভরে,
কে যেন বোধিছে গতি ব্যাকুল অন্তরে .

জাগ্রতে স্বপনে সব বিভীষিকাময়
হ'লো রাজ্য ছাব খার, চতুর্দিকে হাহাকাব,
কি যেন বিকট ছায়া দেখি সমুদয়
রাম-ভাগ্যে উন্মাদজ ঘটিল নিশ্চয়

(অধোবদনে উপবিষ্ট)

সুমন্ত্রের প্রবেশ

সুমন্ত্র —মহাবাজ . অভিবাদন করি

রাম —কে সুমন্ত্র সুমন্ত্র এসেছ . তুমি এলে লক্ষ্মণ কৈ ?
লক্ষ্মণ কি আর আগার কাছে আসবে না ? গতাই কি সে আর
এ মহাপাপীর মুখ দর্শন ক'রবে না ? তা করবে কেন ? পাপীকে
দেখলেও পাপগ্রস্ত হ'তে হয় । হা রঘুকুল-কুলঃপাংশুল রাম । যে
লক্ষ্মণ ছায়ার মত—ছায়ার মত কি—ছায়া হ'তেও অধিক । ছায়া
ত কেবল আলোকেই আশ্রিত থাকে, কিন্তু যে লক্ষ্মণ আধারে—
আলোকে, বিষাদে—পুলকে নিয়ত তোব পদাশ্রিত থাকত,
তোর পিশাচাধিক আচরণের জন্য সেও আজ তোকে পরিত্যাগ
কবলে হ' নিধাতঃ এ মহাপাপী ব'মেব ভবিষ্য-ভ'গ্যপটে যে
কি ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করে রেখেছ তা তুমিই জান ।

সুমন্ত্র —মহাবাজ নিয়ত চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে অগ্রসর ভাবে
কালযাপন করলে, ক্রমে চিন্তার রন্ধি বৈ ভ্রাম হবে না, সুতরাং
তাতে স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্পূর্ণ সম্ভব

রাম —আব স্বাস্থ্য । সুমন্ত্র । স্বাস্থ্য থাকলে ত ভঙ্গ হবে ।
এ দেহে আব আছে কি । বিমের জ্বালা—অনলের দাহ—আর

পাপ পিশাচের বিকট অভিনয় । বিষে স্থল্ছে—আগুনে প্রড়ছে
তথাপি যে পাপ দেহের ধ্বংস হচ্ছে না , এই বিচিত্র ।

সুমন্ত্র ।—ধৈর্য্যাবলম্বন করুন । আপনি রঘুকুলেব কীর্ত্তিবান
পুত্র, যে সাধু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই কঠোর ব্রত অবলম্বন
করেছেন, এক্ষণে অধৈর্য্য হ'লে সে সাধু উদ্দেশ্য সাধিত হবে না—
অথচ ব্রত ভঙ্গ হবে চিত্তকে আযত্ন করুন এতদূর অধৈর্য্য
হওয়া কি আপনার ন্যায় কুলধ্বজ বৈর্য্যশীল কীর্ত্তিবান পুত্রের
কর্তব্য ?

বাস —সুমন্ত্র । বাস যে বহু বংশেব কীর্ত্তিবান পুত্র তা
মিথ্যা নয়, এই পবিত্র কুলে জন্ম গ্রহণ ক'বে অনেক মহাত্মা
অনেক পবিত্র কীর্ত্তি রক্ষা কবে, অনন্তধামে গমন কবেছেন । তাঁদের
নাম স্মরণেও পাপের শাস্তি হয় আর আমি এমনি মহাকীর্ত্তিবেধে
চল্লম যে, আর কেউ কাছে আসবে না—নাম করবেনা—মহাপাপী
রঘুকুলের কুমন্তান ব'লে আর কেউ কুশাগ্রেও স্পর্শ কববেনা ।
রাজ্য অবাক হবে বলছ । কি করব—উপায় নাই । আমার
সাধ্য নাই—শক্তি নাই—জ্ঞান, বুদ্ধি, সব গিয়েছে—সুমন্ত্র সব
গিয়েছে । আমি দ্বাবা তোমাদেব কোন উপকারেব আশা নাই—
বাজ্যের কুশল প্রত্যাশা নাই । বেক্সপে পার, হয় বাজ্য রক্ষাকব—
নয় সব যাক্, যে পথে বহুকুলের কুল-লক্ষ্মীকে বিসর্জন দিয়েছি,
অযোধ্যাব রাজলক্ষ্মীও সেই পথে যাক্ । কৈ লক্ষ্য এলোনা ।
কেমন করে—কি ব'লে সীতাকে জনেব মত নির্দাসিতা করে
এলো একবার বলো না ?

সুমন্ত্র ।—আব কি শুনবেন দেবীকে অরণ্যে পরিত্যাগ
করার পর হতেই, কুমার শোকে কেমন আত্মহাবা প্রায় হয়ে
উঠেছেন । আর চিত্তের স্থিতি নাই—কোন কথার অর্থ নাই । কি
অসম্বন্ধ প্রলাপ বলছেন ; তাঁব নিকটে যাওয়ার সাধ্য আমার

নাই অসি নিক্ষেপিত—নয়নদয় প্রাতঃ সূর্য্যের স্নায় ! দৃষ্টিব-
স্থিরতা নাই। তাঁর নিকটে অগ্রসব হওয় আমার স্নায় শত শত
সুমন্ত্রেব অসাধ্য নেই জন্ম কুমার ভবত শত্রুঘ্ন সর্কদা তাঁব
স'স্বন'ব জন্ম আছেন অ'পন'র ত'দেশ বিদিত কব'য, তাঁবা
উভয়ে বহুকষ্টে' তাঁকে বাজ সভায় লয়ে আস্ছেন

(উন্মত্ত প্রায় লক্ষণকে ধারণ করিয়া ভবত শত্রুঘ্নেব প্রবেশ)

লক্ষণ —হলো—রামেব কার্য্যোদ্ধাব হলো এইবাব লক্ষণেব
কার্য্যোদ্ধাবের সময় সুমন্ত্র—আন বণ। ছেড়ে দাও—শত্রুঘ্ন।
ছেড়ে দাও যাবনা—আব যাবনা—সুমন্ত্র—চল। অযোধ্যায় চল
সীতা চরিত্রে সন্দিগ্ধ-চিও কে আছে আমার চিব*ক্র—মাতৃ-
বৈব কে কোথায় আছে—দেখ। পাপ রসনা ছেদন কব—চিতা
জ্বাল—আছতি দাও শত্রুঘ্ন ছাড়। যেওনা—রামের কাছে লয়ে
যেওনা। তা হলে হযত নির্কাসনের পরিবর্তে গাকে আমার
হুতাশনে নিক্ষেপ কর্তে বলবে। যাবনা—যাবনা ছেড়ে দাও—
ঐ দেখ। বিকট মূর্তি। প্রতাবণা—পাপ বিকট মূর্তিতে অগ্রসর
হচ্ছে। ঐ দেখ—অগ্নি রাশি পর্কত প্রমাণ অগ্নি রাশি। পুড়ুক—
অযোধ্যা পুড়ুক, পাপেব প্রায়শ্চিত্ত হ'ক। ছেড়ে দাও—সব
পোড়াও। খণ্ড খণ্ড করে সতী শত্রুমেধ মহাযজ্ঞে আছতি দাও।

সুমন্ত্র ।—কুমাব স্থির হও। সকলেই এমন ধারা শোকে আত্ম-
হারণ হ'লে যে সকল দিকেই সর্কনাশ হবে। দেখদেখি এই অল্ল-
কালের মধ্যে প্রভু বাগচন্দ্রের কি অবস্থা ঘটেছে। হৃদযেব*শান্তি
গিয়েছে—দেহের কান্তি গিয়েছে—নব দুর্কাদলশ্রাম কলেবর
যেন শরতের ছিন্ন মেঘের স্নায় কেমন মলিনভাব ধাবণ কবেছে।
এখন যাতে সীতাকোক বিস্মবণ কর্তে পাবেন, তার উপায় করুন।
একবার মহাবাজেব কাছে চলুন।

লক্ষণঃ —কোথা যাব সুমন্ত্র যে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করে
এলাম তাবই সংবাদ দিতে ? চল—হৃদয় । পাষণ হও ।—

রাম —এলে লক্ষণ । গীতাকে নির্ঝাসিতা কবে এলে ?
বল—বল প্রাণাধিক । কেমন করে সে স্বর্ণ প্রাতিমা বিসর্জন
দিয়ে এলে ?

লক্ষণ ।—কেমন করে ।—কেমন কবে বনে দিয়ে এলাম ।
ব্যাধে যেমন পালিতা বিহঙ্গিনী পক্ষ ছেদন কবে অক্ষত অগ্নি
বাশিতে নিক্ষেপ কবে । পাষণে হৃদয় বেঁধে বাম যেমন সতীব
প্রাতিমা গীতাকে নির্ঝাসিতা করতে অনুমতি দেয় । আজ অকা-
তবে নেই ক্ষীণপ্রাণা কুবঙ্গিনীকে স্থাপদ শঙ্কল বিজন বনে পরি-
ত্যাগ কবে এসে লক্ষণ তাহতেও মহাবীরত্বের পরিচয় দিয়েছে ।
আস্রাব সময় দেখলাম, সেই সন্তুষ্টিদিতা স্বর্ণ-লতা ধরাশায়িনী
হয়ে, অ'পন'র মঙ্গল ক'মনা কব'তে ক'রতে ম'তৃগ'ণের প'দে—
অ'পনার প'দে—গুরুজনের পদে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রতে কর্ত্তে জন্মা-
ন্তরে আপনাকে পতি প্রাপ্তির কামনা কব'তে কর্ত্তে সেই রঘুকুল-
লক্ষ্মী—সেই স্নেহময়ী জননী—সেই সতীব প্রাতিমা মা আমার,
পাপ তাপময় সংসারের সকল যাতনার শেষ করে চলে গেলেন ।

বাম ।—কি হলো । গীতা নাই ? বন-বাগের সঙ্গে সঙ্গেই
সতী-কুলেশ্বরী গীতা এ আলায়ন্ত্রণায় সংসার হ'তে চলে
গেলেন ? হলো—লক্ষণ । রাম জীবন নাটকের অভিনয় মাঞ্চ
হলো । হা সিতে । হা প্রিয়ে হা প্রাণাধিকে ।—(পতন ও মুচ্ছা)

লক্ষণ ।—বেশ হ'লো—গীতা গেল রাম গেল সব শ্মশান
হলো । এইবাব লক্ষণেবও সময় হয়েছে । পাপ সংসার শ্মশান-
কূবে সবজু জলে এ পাপ জীবনের শাস্তি কবিগে । দাঁও সুমন্ত্র—
ছেড়ে দাঁও ।

(প্রাণানোন্ত ও ভরত স্তম্ভ কতক ধারণ)

সুমন্ত্র —মহারাজ । গাত্রোথান করুন । সীতা দেবী মূচ্ছিতা হয়ে ধরাশায়িনী হয়ে ছিলেন, লক্ষ্মণ, দেবীকে মূচ্ছিতা দেখেই উন্নতের স্থায় সে স্থান পরিত্যাগ কবেছিলেন, সুতরাং চৈতন্য-লভ দর্শন করেন নাই । আপনি লক্ষ্মণকে শাস্ত করুন, নতুবা আজ লক্ষ্মণেব হাতেই সংসার শাস্তান হবে । সকল দিকেই সর্কনাশ ঘটবে ।

বাম ।—(গাত্রোথান পূর্বক) লক্ষ্মণ . সীতাকে হাবিয়েছি— স্ত্রী হত্যা কবে মহা পাপ সংগ্রহ কবেছি । আর কেন পাপেব ভার বৃদ্ধি কর ? ভাইরে ! কাবও দোষ নাই, সকলই হতভাগ্য রামেব কর্ম-ফল মাত্র তুমি স্থিব হও আর অযোধ্যাব সর্কনাশ ক'বনা । আমার সঙ্গে চল । ভাতঃ । ভরত-শক্রয় । তোমরাও আমার সঙ্গে বিশ্বাস ভবনে এস ।

(উন্নত প্রায় লক্ষ্মণকে লইয়া সকলের প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যা —রাজপথ ।

দশাশ্বশখের প্রবেশ

দশাশ্ব —(স্বগতঃ) আমি অনেক মহাত্মাব নিকট শুনেছি, এ সংসার জীবের কর্মক্ষেত্র, আর সেই কর্ম জনিত ফল ভোগের স্থানের নাম “স্বর্গ” এই কর্মক্ষেত্রে এসে যে যে রূপ কর্ম-বীজ রোপন কববে, পরকালে সে সেইরূপই ফল ভোগেব অধিকারী হবে । কিন্তু আমার ত সে মহাজন বাক্যের প্রতি বিশ্বাস হয় না । আমার বোধ হয় জীবের কর্মফল ভোগের আর দ্বিতীয় স্থান নাই, সংসারই জীবের কর্ম-ক্ষেত্র, আবার সেই কর্মফল

ভোগের স্থানই এই সংসার । নতুবা সংসার যদি সূক্ষ্ম কৰ্মক্ষেত্র, আর ফলভোগের স্থান অন্ত্র হ'ত, তাহলে এই কৰ্মক্ষেত্রে এসে সকলেইত সুখ দুঃখ সমভাবে ভোগ ক'রে, কৰ্ম্মান্তে কেউ স্বর্গে কেউ নরকে গিয়ে কৰ্ম্মানুসারে ফলভোগের অধিকারী হ'তে পারত, সে ভোগাভোগের ব্যবস্থা কৰ্ম্মক্ষেত্রে হ'ত না । একজন ধর্ম-অটালিকা-বাসী অতুল ধনবাশির অধীশ্বর, আর একজন উদরায় শূন্য পর্ণকুটির-বাসী নিতান্ত নিরাশ্রয় পথের ভিখারী । কেউ অকাতারে অগম্য অর্থ-রাশি অথবা অপব্যয় ক'বে বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ ক'বছে, আর কেউ নিরাশ্রয় হীন-যোত্র—কেবল ভিক্ষা-পাত্র মাত্র সম্বল ক'রে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণের পর, দিনান্তে অন্ধাশনে বা অনশনে অতিবাহিত ক'রছে । কেন ? সংসার যদি কৰ্ম্মক্ষেত্রই হয় আর ফল ভোগের স্থান যদি অন্ত্রই হয়, তবে ভোগাভোগের স্থান স্বর্গ বা নরকের কার্য্য এই কৰ্ম্মক্ষেত্রেই ভোগ করতে হয় কেন ? সেই জন্য বলি স্বর্গ নরক কল্পনা মাত্র, সংসারই কৰ্ম্মক্ষেত্র, আর এই সংসারই পূর্বজন্মার্জিত ফল ভোগের স্থান । পূর্বজন্মে যে যে রূপ কৰ্ম্ম বীজ রোপণ ক'বে এসেছে, পরজন্মে এই কৰ্ম্মক্ষেত্রেই এসে তার ফলভোগ ক'রছে ; আমি পূর্বজন্মে এই কৰ্ম্মভূমিতে এসে বিষমক্লেব বীজ রোপণ ক'বে গিয়েছিলাম, এ জন্মে এসে তারি বিষময় ফলভোগ ক'বছি, মুষ্টিগেয় অমের জন্য লালায়িত হয়ে অন্ত্রের দ্বারে ভিক্ষা প্রার্থন ক'রতে হচ্ছে এই সমস্ত দিবা গত হতে চলে, এখনও জলবিন্দু মাত্র উদবস্থ হয় নাই । এ কার দোষ ? অনেকেই বিধাতার প্রতি দোষারোপ ক'রে থাকেন, কিন্তু আমি বিধাতার দোষ দিই না, তিনি ত জীবের সুখ দুঃখের কাবণ নন, কৰ্ম্মই জীবের সুখ দুঃখের কারণ ; তিনি কেবল কৰ্ম্মানুরূপ ফলদাতা মাত্র ; আমি আত্মকৃত কৰ্ম্মের জন্য আপনাকেই তিরস্কার করি, আর জীবের সুখ দুঃখের বিধাতা ।

সেই কর্মকেই নমস্কাব কবি পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে দ্বারে
দ্বারে ভিক্ষা কব্ছি, আবার এ জন্মে যে বীজ বোপণ করে চন্ডেম
সেই বীজোৎপাদিত রক্ষে যে, পরজন্মে এ হ'তে শত সহস্র গুণে
বিষময় ফল ধারণ কব্বে তাও বুঝতে পার্ছি, প্রভাতে শয্যা
পরিত্যাগের সময়ে যে একবার ভক্তিপূর্বক ভগবানকে স্মরণ
ক'রব এ দরিদ্রতানল দক্ষ-ভাগ্যে তা ঘটে উঠা দূরে থাক, অধিকন্তু
শ্রী পুত্রের পূর্বদিনের অনশন জনিত ক্ষুধাক্লিষ্ট মলিন মুখ দেখে
ভগবৎ চিন্তাব পরিবর্তে উদরান্নেব মহাচিন্তা এসে উপস্থিত
হয় প্রভাতে জীর্ণ কুশ-শয্যা পরিত্যাগেব পবেই সেই ক্ষুধিত
বালককে কথঞ্চিৎ শাস্ত্রনা পূর্বক এই যন্ত্রণাময় দরিদ্র জীবনকে
ধিকার দিতে দিতে ভিক্ষার্থে বহির্গত হয়েছি স্মরণ্য এবারক র
কর্মক্ষেত্রের কার্য্য ভিক্ষা অব উদবাস্ত্রের চিন্তাতেই গত হ'ল
হা ভগবান! তুমি ত জীবের কর্মফলদাতা, আমাব স্বরোপিত
কর্মরক্ষে যে ফল ধারণ কবেছে, তুমি আমাকে সেই ফলই
প্রদান করেছ, ভাল, কর্মফলে না হয় দরিদ্র কবলে, কিন্তু
শ্রী পুত্র দিয়ে আবার সংসার-মায়ায় বদ্ধ ক'রলে কেন? যদি
সংসারী না ক'বতে, যদি সেই ক্ষুধিতা পত্নীর মলিন মুখ দেখে
কাতর হ'তে না হ'ত, যদি সেই দুঃখপোষা বালকের মায়ায়
মুগ্ধ না হ'য়ে, এই দক্ষ উদর পোষণের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা
ক'রতে না হ'ত, তাহ'লে আমার কর্মরক্ষে যে দাবিদ্র ফল ধারণ
কবেছে, তাকেই অমৃতময় জ্ঞান ক'রতে পারতাম, বোধ হয় এই
হতভাগ্যকে আরও কতকগুলি দুর্গতি রাশি ভোগ ক'রতে হবে
বলেই দরিদ্রতার সহিত সংসার পাশে বদ্ধ ক'রে পাঠিয়েছ
হা দারিদ্র্য! জগতে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তুমি সংসার-
ত্যাগী সাধকের সৎপথের সহায় আবার সংসারীর পক্ষে অসৎ
পথেরও পথপ্রদর্শক। তুমি সাধকের মিত্র, সংসারীর শত্রু, তুমি

একবার যে সংসারীকে আশ্রয় করেছে, সে মানব হয়ে পশুত্ব পবিত্র হয়েছে । সে পণ্ডিত হয়ে মূর্খ, জ্ঞানি হয়েও ঘোর অজ্ঞান । সাধু হয়েও অসাধু, এমন কি, সে একেবারে সংসারের অগ্রাহ্য,— বন্ধুবান্ধবের পরিত্যক্ত বন্ধুবান্ধব স্বজন মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে আদব অভ্যর্থনা লাভ দূরে থাক, পাছে কিছু অর্থ প্রার্থনা করবে ব'লে কেউ বাক্যালাপ পর্যন্ত ক'রতে চান না । ভোগ্য আশ্রিতজনের যে কি দুর্দশা, আমিই তাব পরীক্ষা স্থল—আমিই তাব জীবন্ত দৃষ্টান্ত । স্বাপদ সেবিত অরণ্য মধ্যে বাস কিম্বা উপবাসে দেহনাশও মঙ্গল, তথাপি ধনহীন হয়ে কেউ যেন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বাস না করেন, দরিদ্রতা যে কি যন্ত্রণা—দরিদ্র-জীবন লয়ে বন্ধুবান্ধব মধ্যে বাস যে কি নরক ভোগ । তাঁর স্বভা এই দরিদ্র-বিষ-বিদগ্ধ হৃদয়ই জানুতে পেরেছে । “ববং বনং ব্যাঘ্র গজাদি সেবিতং, জলেন হীন বহু কণ্টকাক্রান্ত তৃণাদি শয্যা, পরিধান বঙ্কলং, ন বন্ধু মধ্যে ধনহীন জীবিতং” এই মহৎ বাক্য যে মহাত্মার রসনা হতে নির্গত হয়েছে, আমি তাঁর পদে নমস্কার কবি জীবিকা-যোত্রহীন দরিদ্র জীবন লয়ে স্বজন মিত্র মধ্যে বাস কবা, কিম্বা ধন গর্ভিত বন্ধুব অনুগ্রহ প্রার্থনা । যে কি নরক ভোগ, ধন গর্ভিত বন্ধুব সেই ঘৃণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি দরিদ্র-হৃদয়েব সেই যন্ত্রণাময় নরকাগ্নির যে কি ঘোরতর আছতি, তা যিনি জানুতে পেরেছেন, সেই মহাত্মাই বোধ হয় বলেছেন, “ববগপি ধবা তুর-তলে বাসং, বরমপি ভিক্ষা বরমুপবাসং ; বরমিহ ঘোরে নরকে গমনং, ন চ ধনগর্ভিত বান্ধব শরণং” ধন্য সেই মহাত্মা । যদি তিনি দরিদ্র হন, তাহ'লে তাঁর দরিদ্র-হৃদয়ের অলস্তাগ্নিশিখা হতে স্ফুল্লিত অক্ষরে এই কয়েকটি বাক্য লিখিত হয়েছে । আর যদি তিনি দরিদ্র না হয়ে, কেবল দরিদ্র-হৃদয়ের সঙ্গে আপন পবিত্র হৃদয়কে মিলিত ক'রে পরদুঃখ জন্ত অশ্রুজলে এই স্নর্গভেদী বাক্য

প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে এ সংগারে তিনিই ধন্য—তঁাব
পবিত্র-কাতর হৃদয়কে ধন্য তিনি গানব হলেও তাঁর হৃদয়েব
সেই দেবভাবকে নমস্কার করি জগতের মঙ্গলের জন্মই সেই
মকল মহাপুরুষের জন্ম পবিগ্রহ, ধিক নিধনের জীবনে—ধিক
দরিজের দেহ ধাবণে। নিধন হয়ে জীবন ধারণ করা অপেক্ষা
নিধনই শতগুণে মঙ্গল

গীত ।

ধিক জীবনে তার কিবা ফল
হৃদয় গাঁবে যাব, জলে অনিবার, বিষম দারিদ্র্য অনল
এহ-চক্রে যারে নাচায়,
বন্ধুগণে ফিরে না চায়,
চক্রে ধাবা কেউ না মুছায়, সে অভাগার কি স্থখ বাঁচায়,
নিধন জীবন হতে নিধন মঙ্গল

দিবা ত প্রায় অবসান হতে চলো, ভিক্ষাও অদ্ভুত এই পর্য্যন্ত।
গত কল্যাকার দিন স্ত্রী পুত্রের সহিত অর্দ্ধাঙ্গনে গত কবে, প্রভাতেই
সেই ক্ষুধিত বালকেব আর্তনাদ শুন্তে শুন্তে ভিক্ষার্থে বহির্গত
হয়েছি, এখন কুটীরে গিয়ে যে সে ক্ষুধাতৃষ্ণাক্লান্ত বালককে কি
দিয়ে শান্ত করব, কিছুই স্থির করতে পারছি না, মনে কবেছিলাম
রাম-বাজ্যে সুখী হব, দারিদ্র্য দুঃখের অবসান হবে! আঁব অনেক
মহাত্মার মুখে শুনেওছিলাম যে, রামচন্দ্রের রাজত্বকালে দুঃখের
দৌরাত্ম্য দূর হয়ে সুখের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হবে, ক্ষুধা তৃষ্ণা দীন
দরিজের আর্তনাদ আর শুন্তে হবে না, দয়াময় রামের রূপায়
কোশল রাজ্যের কুশল ভিন্ন আর অনাময় ঘটবে না। রামচন্দ্রের
দেশাগমনে সে আশালতা অনেকাংশে বন্ধমূল হয়েছিল,
রামচন্দ্রের বাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই অযোধ্যা নগরী কি যেন

এক অপূর্ণ কাঙ্ক্ষা ধারণ করে শান্তিরাজ্যে পবিত্র হয়েছিল, রাজদ্বারে ভিক্ষার্থে গমন করা দূরে থাক, রাজপথেও দণ্ডায়মান হতে হতো না, রাজ-ভৃত্যগণ নিত্য নিত্য দীন দরিদ্রের গৃহে গৃহে গমন ক'বে, অকাতবে আশাতীতরূপে অশন বসনাদি দান করে আসত, কিন্তু এ হতভাগ্য দীন দরিদ্রের ভাগ্যে সে স্নানসন্তোষ স্থায়ী হবে কেন? আমার স্মায় চিব-দরিদ্রের নিবাস স্নেহে কমলা সে রাজ্যে অবস্থিতি ক'রবেন না বলেই, বামচন্দ্র নির্দাসন ছলে অযোধ্যা-লক্ষ্মী সীতাদেবীকে নির্দাসিতা করলেন, আর সেই সীতা-নির্দাসনের সঙ্গে সঙ্গেই অযোধ্যাব এই অভাবনীয় দশা সংঘটিত হয়েছে দিক্ মহাপাতকীর জীবনে। এক্ষণে কুটীরে যাই, যে পরিমাণে ভিক্ষা পেয়েছি, এতে আর কার উদর পূর্ণ ক'রব, এ ভাগ্যে উপবাস ত অবধারিত অব সেই হত ভাগিনীর ভাগ্যও যখন এই ভাগ্যহীনের ভাগ্যধীন, তখন তার ভাগ্যেও উপবাস; এখন এই মুষ্টিমেয় ভিক্ষালব্ধ অম্নে সেই ক্ষুধিত বাসকের তুষ্টিসাধন ক'রতে পারলেই যথেষ্ট। একি! মহা বামাদ্গ স্পন্দিত হলো কেন? বাম নয়নের উর্ধ্বপক্ষ নৃত্য ক'রে উঠল। শুক্ররক্ষের ভগশাখায় বসে বায়সপর্ণও কর্ণশব্দে চীৎকার ক'রছে। মহা এই সকল দুর্লক্ষ্যে দর্শন করছি কেন? হা ভগবান! আমার আবাব দুর্গিমিত। ভিক্ষাজীবির আবার শুভাশুভ। তুমি সঙ্গলময় বিধাতা, তুমি যা কর জীবের মঙ্গলের জন্ত। এক্ষণে কুটীরে যাই, দেখি বিধাতার মনে কি আছে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—দশাশ্বশেখবের কুটীরোশ্রম

(তাবাবতীর প্রবেশ)

তাবা ।—(স্বগতঃ) আহা ! বাছা আমার কাল হ'তে কিছুই খেতে পায় নাই, আজ আবাব এই সমস্ত দিন যায় যায় হয়েছে, সারাদিন উপবাসে কাতর হয়ে “মা আর থাকতে পারি না, বড় ক্ষুধা পেয়েছে” বলে কাঁদতে লাগলো দেখে সকালে দুটি ক্ষুদ ভিক্ষা কবে এনে সিদ্ধ করে দিয়েছিলাম, সোনার বাছা আমার সোনা পানা মুখ কবে সেইগুলি খেয়ে বললে “মা ! আর আমি খাবার জন্য কাঁদব না” এতেই এখন আমার পেট ভবেছে, এখন ভিক্ষায় যা পাবে তোমবা খেও, কাল হতে দুজনেই উপস করে আছ, আজ তোমাদের খাওয়া হলে যদি কিছু থাকে আমাকে দিও, না থাকে তবে চাইব না, খাবাব জন্যও কাঁদব না, এখন আমি খেলা করিগে” এই বলে পাঁচ ছেলের সঙ্গে খেলার ভুলে আছে, পিতামাতা যে দীনদুঃখি মুষ্টি ভিক্ষাব জন্য লালায়িত, বাছা আমার তা জানতে পেরেছে, তাই ক্ষুধার যাতনা আমাদিগে সহজে জানতে দেয় না, ক্ষুধায় অধৈর্য্য না হলে আব কাঁদে না বাছা আমার ক্ষুধায় কাতর হলে পাছে সেই মেঘ-ঢাকা চাঁদের মত মলিন মুখখানি দেখে আমবা প্রাণে ব্যথা পাই, সেই ভেবে অতি কষ্টে ক্ষুধার যাতনা সম্বরণ করে, দুঃখেব চক্ষে একটু প্রফুল্ল ভাব দেখিয়ে আমাদেব দুঃখের বেগ লাঘব করিবার চেষ্টা করে, এই সারাদিনের উপবাসে বাছা আমার ক্ষুধায় কাতর হ'য়েছে, কিন্তু পাছে আমরা জানতে পারি সেই ভেবে এখনও ঘবে আসে নাই, এখনও পাঁচ ছেলের সঙ্গে খেলার ভুলে আছে

(শশীবিন্দুর প্রবেশ)

শশী — মা ! আমি এসেছি, বাবা কি এখনও ভিক্ষা হ'তে আসেন নাই মা ?

তারা — না বাপ ! এখনও তিনি আসেন নাই, তবে আসবার সময় হ'য়েছে—এলেন ব'লে, তোমার বড় ক্ষুধা হ'য়েছে নয় ?

শশী — মা ! আমি রত্ন তত ক্ষুধা হয় নাই, তুমিত সকালে ভিক্ষা করে এনে আমাকে খাইয়েছ, কিন্তু মা ! বাবা যে আজ দুদিন ধরে উপবাসী আছেন, তুমিও যে মা কাল হ'তে কিছু খাও নাই ! আজ বাবা ভিক্ষা থেকে যা কিছু আনবেন আগে তাঁকে দিও পরে তুমি খেও । আহা ! বাবা আজ দুদিন ধ'রে বড় কষ্ট পাচ্ছেন, একে উপবাস তার উপর ভিক্ষার জন্য পথে পথে বেড়াতে হ'চ্ছে, মা ! কাল হ'তে আর বাবাকে ভিক্ষায় যেতে দেবনা, আমি ভিক্ষায় যাব, কেন মা ! আমি কি ভিক্ষা ক'রতে পারব না ? এখনত আমি বড় হ'য়েছি, কি ক'রে যে ভিক্ষা ক'রতে হয় তাওত মা বুঝতে পেরেছি

তার ।—ভিক্ষকের ছেলে ভিক্ষা ক'রতে শিখবে বৈকি ! যখন এমন অভাগিনীর গর্ভে জন্মেছ, তখন ভিক্ষায় ভিন্ন আর জীবন ধারণের উপায় কি ? হা ভগবান ! আর যে সময়না পাপ কর্ণে এও শুনতে হল, বাপ ! তুমি দুধের ছেলে হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে এনে দেবে, আব সেহি অন্ন এ পাপ উদর পূর্ণ ক'রতে হ'বে ?

শশী ।—কেন মা ! মা বাপ যদি কাঙ্গাল হয়, তা হ'লে ছেলে ভিক্ষা ক'বে এনে তাদের খাওয়ায় না ? আমি যদি এখন হতে ভিক্ষা ক'রতে না শিখি, তা হ'লে যে বাবা বড় কষ্ট পাবেন । বাবার কষ্ট যে আর দেখতে পারি না মা !

তারা — কি ক'রবে বাবা ! সোনার চাঁদ আমার, তুমি বেঁচে থাক, ভগবান কি চিরদিনই আমাদের এমনি দিন রাখবেন ?

শশী —মা ! বাবাত এখনও এলেন না ? তবে আমি আর একটু খেলা করিগে, খেলায় ভুলে থাকলে ক্ষুধা-তৃষ্ণার যাতনা তত জ নুতে পারবিনে, এখন যাই, বাবা এলে আমাকে ডেক । নয় একটু পরে আমি আপনাই আসব

[প্রস্থান ।

বাবা —অ হা বাছা আমার যেমন কাঙ্গালের ছেলে, পুড়াবটিও তেমনি কাঙ্গালের মত হয়েছে, অন্তেব ছেলে খাবার জন্ত কত কাদে, ভাল গন্ধ দেখে নেবাব জন্ত কত আখুটী করে, বাছাব আমার কোন ল্যাঠা নাই, মা বাপেব যেমন ছুঃখের দশা, বাছাও আমার তেমনি ছুঃখের ভাগী হ'য়েছে, আগ দেব ছুঃখের সংসার, ভিক্ষা ভিন্ন প্রাণবক্ষাব উপায় নাই, বিধাতা কোন দিন সাপান, কোন দিন বা অনাহাবেও কাটাতে হয়, এত ছুঃখের উপব চক্ষের জল সম্বরণ করে কেবল ঐ আঁধারের দীপ সোনার বাছার মুখখানি দেখে জীবন ধারণ ক'রে আছি, আহ বাছার আগার কত জ্ঞান, মা বাপেব ছুঃখের দশা হ'লে ভিক্ষা কবে এনেও যে, অক্ষম পিতা মাতাকে প্রতিপালন ক'বতে হয়, সোনার টাদের আমার মে জ্ঞানও হ'য়েছে, এখন ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা যেন অনাগ জানাথার অন্ধের যষ্টিটি অক্ষয় হয়

(শিবিন্দুব পুনঃ প্রবেশ)

শশী —মা আর আমি খেলা ক'রতে যেতে পারলাম না

তারি —কেন কেন বাবা । অগম কবে কাদতে কাদতে ফিরে এলি ? নোঁটা ছেড় পদেব মত মুখখানি আবও যেন মলিন হয়ে গিয়েছে, চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, কেন বে কাঙ্গালিনীর দন কেউ কি তোকে কোন অপমানের কথা

রলেছে ? না কোনরূপ অসুখ হয়েছে ? মোনাব চাঁদ আমার ।
বুকের মানিক আমার এগন ক'রে কেঁদে এলি কেন বাপ ? কি
হয়েছে বল ।

গীত ।

ওরে অগ্নেব বল, জীবন সম্বল, বল কিসেব তরে, কঁাদ কাতবে ।
কে দিলে তোর মর্মে বেদন, কিসের তরে বিরস বদন,
ওবে বন্ধের রতন, কে অযতন ক'বেছে তোর
শিশির-শিক্ত যেন বজ্র-শতদল, কি বিষাদে কেঁদে রাঙ্গা ক'রেছ অঁখি যুগল
অশ্রুধারা তোর চক্ষে, (একি মাগের প্রাণে সগবে চাঁদ)
শেলসম বাজে বক্ষে, বড় ছুঁথের ধন আমার তুই রে সংসার

শশী — না মা আমার কেউ কিছু বলে নাই, আমি ত মা
কখন কারও সঙ্গে বিবাদ করিনে, আমাকে কেউ কখন একটা
অপমানের কথাও বলে না, যাদেব সঙ্গে খেলা করি, তারা
আমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে

তাবা — তবে খেলা ক'বতে যেতে যেতে এগনধারা কঁাদতে
কঁাদতে চলে এলি কেন ?

শশী — মা পথে যেতে যেতে মাথাটা কেমন হঠাৎ টনটন
করে উঠলো, বড় যাতনা হতে লাগলে, তাই আর যেতে
পারলাম না, যাতন যেন ক্রমেই বাড়ছে আর দাঁড়াতে
পাচ্ছি নে । আমাকে বাবাব সেই কুশাগনখানি এখানে পেতে
দাও, আমি একটু শ্বই

তাবা — আহা বাছ আমার সারাদিনেব ক্ষুধাতৃষ্ণার
যাতনায় কাতর হয়ে পড়েছে, ক্ষুধার যাতনায় মাথা ধরেছে,
ছুধেব ছেলের প্রাণে আর কত সহবে ? ব বা . তুমি এই কুশা-
সনে শোও আমি তোমার কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিই ।

শশী ।—না মা তোমরা আজ ছুদিন ধবে কিছু খেতে পাও নাই, তার উপর আর আমার জন্ম তোম কে কষ্ট পেতে হবেনা ; বাবার আশুবার সময় হয়েছে, আমি শুই, বাবা এলে তাঁর খাবার উদ্যোগ করে দিও, তাঁর খাওয়া হওয়ার আগে আমাকে ডেক না, আমার অমুখের কথাও তাঁকে বল না, তাহলে তাঁর খাওয়া হবে না। (শয়ন)

তারা ।—আমাদের যেমন দুঃখের ঘরকন্না, তেমনি দুঃখের দুঃখি ছেলেও পেয়েছি ভগবান কাঙ্গালের ঘরে এমন বড় কেন দিয়েছেন, কেনই ব এমন ননী ব খুতুলকে দুঃখের আগুনে গলাচ্ছেন, তা তিনিই জানেন ঐ ত নাথ আমুছেন, একে নিরশু উপবাস, তার উপর আবাব ভিক্ষার জন্ম পথে পথে বেড়ান, জীর্ণ শবীরে আর এ কষ্টে কত গইবে মুখখানি মলিন হ'য়ে গিয়েছে, দেহ যষ্টি যেন ভেঙ্গে পড়েছে ; হা পোড়া অদৃষ্ট । পতিব এত কষ্টের ভিক্ষায়েও পাপ উদব পূর্ণ ক'রতে হচ্ছে, ধিক্ সংসাবে ধিক্—পোড়া জীবনে ।

(দশাশ্বশেখরের প্রবেশ)

দশাশ্ব ।—আজ তোমাদের বড় কষ্ট হয়েছে, গতকল্যকার সেই উপবাস, আজও দিনমান গত হতে চলো । কিন্তু কি করি । ভগবান কষ্টে দিলে কে তাব প্রতিবিধান ক'রবে । এখন যাও অদ্যকার ভিক্ষায় যা কিঞ্চিৎ পেয়েছি, এরই দ্বারায় অন্নাদি প্রস্তুত ক'রে, অগ্রে বালকের প্রাণ রক্ষা কর, পরে আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে এই লও ভিক্ষাপাত্র ; দ্বিমুষ্টি পরিমিত তুল—কিঞ্চিৎ সৈন্ধব । এ হতেই যা হয় প্রস্তুত কর ওকি, অমনধারা কুশাসনে নিদ্রিত কে ?

তারা ।—এ কাঙ্গালের কুশশয্যায় আর কে শোবে, তোমার কাঙ্গালের ধন সারাদিনের উপবাসে ক্লান্ত হ'য়ে কুশশয্যায় শয়ন

করেছে, এখন আর ওকে উঠিয়ে ক'জ ন'ই, গাজ আর তোমার আগে থাকবে না, তোমার খওয়া হ'লে ত'ব পরে খাব ব'লে শুয়েছে

দশাশ্ব ।—হা হীন বুদ্ধে ! তাও কি কখনও হয় ? এই দুধের বালককে উপবাসে রেখে পাণ উদর পূর্ণ ক'রিতে হবে ! ক্ষুধা তুষায় কাতর হ'য়ে কুশলযায় পড়ে লুপ্তিত হবে, আর আমি এই ক্ষুধাতুর বালককে রেখে বিষ অন্ন গ্রহণ ক'বব . এখন মাও, যা আছে প্রস্তুত ক'বগে, আমি নদীতীরে সায়ংসন্ধ্যাদি সমাধা ক'রে আসি

[প্রস্থান

তারা ।—যাই, দুটো বনের শাক পাত তুলে ভিক্ষার চাঁল কটি মিক্র ক'বে দিইগে . আহা . বাচ্চা আমার ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে ঘুমিয়েছে, এখন আর উঠাব ন

[তারাৱতীর প্রস্থান

(যমদূতদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম দূত —তুকে পড়'রে তুকে পড়—এই বেলা তুকে পড় ভোর সন্ধ্য বেলা—ঠিক সময় হয়েছে, এই বেলা চল দেখিগে সে আগে গিয়ে কত দূর কি ক'বলে ?

২য় —কে আগে গিয়েছেবে ?

১ম —সেই যে বে, সেই কনকনানি ঝনঝনানি টনটনানি , (শিরঃ প্রদর্শন) সেই শিরঃপীড়া মশাই, এতক্ষণ সে নিজের কাজ হাঁসিল ক'রে তুলেছে, চল আমরা নিজের কাজ সারিগে, এখন তুকে পড় ।

২য় ।—কোন্ বাড়ীতে চুকতে হবেবে ? আমি ত চিনিনে, এই বড় বাড়িতেতে চুকতে হবে ? এই ধপ্পপ্প ক'রছে ।

১ম —দূর বোকা, ওদিকে কি এখন ঘেঁসে-বাব মো আছে
ওদের যে এখন বাড়তির মুখ, একটু ভাংট পড়ে আশুক তার
পব দেখিন্ গোটা গোটা পাব ক'রব ?

২য় —তবে এখন কোন্ বাড়ীতে ঢুকবি বল্ দেখি ?

১ম —ঐ যে—ঐ বনের ধ'বে ভাঙ্গা কুঁড়ে, বাতাসে যাচ্ছে
পাতা উড়ে, ঐ কুঁড়েতে এক বামুন বামনী আব ওদের একটা
বছর দশের ছেলে আছে ছুয়ারে ছুয়ারে ভিক্ষা ক'বে খেয়ে
ঐ ছেলেটিকে সম্বল ক'বে সংসারে পড়ে আছে, আজ ঐ ছেলে
টাকে নিয়ে যেতে হবে

২য় —নেকি রে । ঐ গবিব বামুনের সর্কনাশ ক'রতে হবে,
সংসারের সম্বল একটি ছেলে, ওটিকে হারালে কি, কাপাল ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণী প্রাণে বাঁচবে ? এ ভাই বড় অনায়াস বিচার

১ম —কেন এ বিচার কি নুতন নাকি ? যমের বিচারই
এই রকম অন্ধের নড়ীটি কেড়ে নেওয়া, আধাবের প্রদীপটি
নিবিয়ে দেওয়া, এই ত তাঁর কাজ আগরা ছকুগের চাকর,
যেমন ছকুম পেলেম, তেমনি ত কাজ ক'রতে হবে ? আব কি
সেদিন আছে ? আগে যেমন ছিল, এখন আবার তেমনি হলো
দিন কতক শুন্লেম যে, রামরাজা হ'য়েছেন, বাগরাজ্যে অকাল
মরণ হবে না, বাগ রাজা হওয়ার পব সেট বন্ধও হয়েছিল,
তার পর শুন্লাম, গীতাকে বনে দিয়ে পর্যন্ত রাম আব বাজকর্ষ
দেখেন না, কাজেই চাবিদিকে পাপের বলও বেড়ে উঠেছে, আব
যম মশায়ও নিজমূর্তি ধরে বসেছেন

২য় —কি মজাব বিচার বে পারিস্ চল্ ঐ বড় বাড়ী-
টেতে ঢুকে পড়িগে

১ম —কোন্ বাড়ীতে রে ? ঐ সাদা পাথরের মত কোটা
বালাখানা ধপ্ ধপ্ ক'রছে, পং পং ক'রে নিশানা উড়ছে,

ডগ্ ডগ্ ক'বে দগডবাজছে, গুড গুড ক'বে গুডগুড়িতে গুড়, ক
গারছে, ঐ বাড়ীটে ত ? আগেই 'ত ব'লেছি, ওখ নে এখন আমা-
দেব ছেড়ে যমেরও চোকবাব যো নাই এখন ওবা চচ্চড় ক'বে
বাড্চে, —আব আগবাও তদড় ক'রে কাপছি যখন হড্গড্
কবে ভেঙ্গে পড়বে, তখন গিয়ে গড্গড্ করে বেঁধে ফেলবো।
এখন কি এখানে এগোবাব যো আছে ?

২য় —তা ও বামুনের গিয়ে এখন সর্কনাশ ক'রবি, ওরা
ছুদিন উপবাস কবে আছে তার উপব এ সর্কনাশ ক'রলে কি
ওদের আঙ্গ খাওয়া হবে ? দুটো খেতেও কি দিবিনে ?

১ম —এমনি ধারা মুখের গ্রাম কেড়ে নেওয়াই যে আমাদের
কাজরে খেপা হা হা হা, এমন স্নেহের চাকরী কি তার
কেউ পায়

গীত ।

আমাদের স্নেহের চাকরী ভাই, এমন পায় কি সবাই
ধর্ম যে থাকে খাঁটী, তাবই চালি ভিট মাটী,
বাছিনে চাঁদা পুঁটী, গুটী গুটী করি জবাই ।
মা বাপ যার বুড় বুড়ী,
তাবই বাড়ে আগে চড়ি,
কেড়ে নিই অহর নড়ী, আঁধারের দীপ আগে নিবাই

১ম ।—এখন আয় ছোঁড়াটা পড়ে আছে, অ গবা ঐ কুঁড়ের
পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ে কাজ সেবে ফেলিগে ।

২য় ।—আমাব ত ভাই দেখে শুনে মায়া হচ্ছে মাইবি । না
আমার কামা পাচ্ছে, তুই যা হয় কর আগি একটু সরে দাঁড়াই ।

১ম —তাই হবে এখন চল ।

[প্রস্থান ।

(তারাবতীব প্রবেশ)

তার। —আহা। ব ছা আম ব ক্ষুধার যাতনায় মাথা ধরেছে ব'লে ছিন্ন কুণশয্যার উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে, দুধেব ছেলের প্রাণে আর কত সহিবে? তাঁর সক্ষ্যা আত্মিক ক'বে আস্তে এখনও বিলম্ব আছে, বাছ কেন কষ্ট পায, যাই তুলে দুটি খাওয়াইগে (পুএকে, অন্ধে ধারণ করিয়া) বাব ওঠ, আহ মুখখানি যেন কালীমাথা হ'য়ে গিয়েছে, ক্ষুধার যাতনায় চক্ষে জল পড়েছে, বাছা আমাদের তাও জানতে দেয় নাই, চখেব জগ চখেই শুকিয়েছে বাপ আমার, যাক আম ব ওঠ তোমার জন্ত খাবার এনেছি, উঠে খাও, (উত্তেজন ও অঙ্গের শিথিলত দর্শনে) আহা সমস্ত দিন গিয়েছে, ক্ষুধার অবসাদে বাছার আমাব সর্কনারী যেন নিখিল হ'য়ে গিয়েছে (পুএবকে হস্ত-দান পূর্বক) একি একি সন্দনাশ। বাছ আমার এমন হিমাল হ'লো কেন? নাকে নিশ্বাস পড়ছে ন কেন? ওমা ওমা আমার কি সর্কনাশ হলে, ওগো কোথায় আছ দৌড়ে এস, আমার সর্কনাশ হয়েছে পোড়া কপাল বুঝি পুড়ে গিয়েছে, বাপরে সোনার চাঁদ আমাব অন্ধের নয়ন, কান্ধালের সন্দনাশ দন। এমন হলি কেন বাপ? বাব তুমি যে এখনি ব'ল্লে "মা কল হতে আমি ভিক্ষায় যব, তোমাদের কষ্ট অব দেখতে পারিনে, ছেনেয় কি ভিক্ষা ক'বে এনে মা বাপকে খাওয়ায় ন? এমনি এমনি যে কত কথা বলি, এখন সে সব তুলে যাচ্ছ কেন বাবা? তে মার সে কথাগুলি চিবকাল শক্তিশেলের মত বুকে ক'বে রাখতে হবে বলেই কি বলেছিলে? বাপ তুমি যে আজ সমস্ত দিন কিছু খাও নাট, একবার ওঠ, একবার তেমনি ক'রে হতভাগিনীর গলা জড়িয়ে ধলে, মা আমার বড় ক্ষুধ হয়েছে ব'লে খেতে চাই বাবা। সংসারে আমাদের কি সুখ আছে? কেবল তে বই

মুখখানি দেখে—তোকেই সম্বল ক'রে এ পোড়া সংসারে পড়ে
 আছি তুমি এমন ক'রে ফাঁকি দিলে আর কার, মুখ দেখে এ
 পাপ প্রাণ রাখব ? বাপবে আমার, একবার ওঠ বাপ । এক-
 বাব মা ব'লে ডাক বাপ ওবে আমি যে অনেকক্ষণ তোকে
 বুকে কবিনি, একবার আয়—একবার আয় বাপ, আয়বে
 সোনার চাদ আমার, তেমনি ক'বে মা মা ব'লে হতভাগিনীর
 কোলে এসে তাপিত প্রাণ শীতল কব

গীত

মা ব'লে চাদ একবার কোণে আয়রে
 কি বিষাদে, নয়ন মুদে,
 অচেতন ধরায় রে
 এই হ'তে কি সাঙ্গ তোর সংসারের সাধ,
 আর কি মা বলিয়ে কোলে আস্বিনেরে সোনার চাদ ;
 তুই যে বে সংসারের সম্বল,
 (আমার অধাবেব দীপ অনের নয়ন)
 জগতে আর কে আছে বল,
 পুত্র এ সংসারে কেবা আছি তোর মায়ায় রে ॥
 এখন যে ব'লি রে প্রাণধন,
 ভিক্ষা ক'রে দারে দারে মা তোদের ক'র্ব পালন,
 আমার বড় কান্দাল পিতা মাতা,
 (আমি ভিক্ষায় গিয়ে ব'লব সব) দেখতে নারি তাঁদের ব্যথা,
 শেল হ'য়ে তোর এ সব কথা, থাকবে এ হিয়ায় রে

কৈ বাপ এখনও কথা কইলে না ? ওরে বুকের মানিক ।
 কান্দাল কান্দালীব সর্বস্ব ধন । এমন ক'রে ফাঁকি দিলি কেন ।
 হ' পাপ প্রাণ আর কাব মায়ায় এ পাপ দেহে আছিমা ? দাব
 মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে—যাব মুখপানে চেয়ে কোন দিন অন্ধাশনে, কেন

দিন উপবাসে থেকেও এ পাপ দেহে বাস ক'রেছি, এখন ত মে
ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, তবে আর কেন। আর কার মায়ায়
আছি? পোড়া দেহের মায়া কি ত্যাগ করবিনে? বাপবে!
দাঁড়া—যাস্নে! তোর হত ভাগিনী জননীকে সঙ্গে নে, পাপ
প্রাণ। আর কি স্মৃতি দেহে আছি? আমার হৃদয় পিঞ্জর ভেঙ্গে
প্রাণের পাখী কোথায় চলে গেল—তাব তত্ত্ব করতে বহির্গত
হলিনে? যাবিনে—পাপ প্রাণ সহজে যাবিনে? (বন্ধে কবাঘাত)
যা—নিষ্ঠুর প্রাণ! এখনি যা—এখনি— (মুচ্ছা)

দশাশ্বশেখরের প্রবেশ।

দশাশ্ব —সায়ং সন্ধ্যাদিত সমাধা কবলাম, এক্ষণে আর
বিলম্ব করা উচিত নয়, যাই—কুটীবে যাই, সেই সমস্ত দিনেব
ক্ষুধার্ত্ত বাক হয়ত এতক্ষণ কতই আর্তনাদ করছে, কিম্বা
অনশনে ক্লান্ত হয়ে সেই কুণাগনেই পড়ে আছে, যাই
আর বিলম্ব কব বিহিত নয়, (কুটীরে প্রবেশ পূর্বক) কুটীব
যে নিস্তক। এই যে, পাকাদি প্রায় সমাধাও হয়েছে, কিন্তু এ সকল
একপ অধঃ-বক্ষিতাবস্থায় বিপর্যস্ত ভাবে পতিত কেন? অগ্নি
নির্কণ হয়েছে, অথচ পাকস্থলীর অন্ন পাকস্থলীতে অঙ্গিসিক্ত অবস্থায়
পতিত, ও কে। ঐষে ব্রাহ্মণীও ক্ষুধাতুরা হয়ে ধবাণয্যা শ য়িনী
উপযু্যপবি দিবসদ্বয় প্রায় উপবাসে অতিবাহিত হয়েছে। অত্য়কার
দিবাও গত। অবলার দুর্কল দেহে আর কত সহ্য হবে? দুষ্ক
পোষ্য শিশুর ত কণাই নাই। হা মঙ্গলময় বিধাতঃ জানি তুগি
যা কর সকলই জীবের মঙ্গলেব জন্তু কিন্তু এই ভিক্ষান্নজীবী দরিদ্র
ব্রাহ্মণকে এত মর্মে যাতনা দিয়ে যে কি মঙ্গল বিধান ক'রবে
তাত কিছুই বুঝতে পারছি নে, হা দাবিড্যা। এ হতে আর কত
বিকট মূর্ত্তি পাব ক'রবে? (ব্রাহ্মণীর কব ধারণপূর্বক) প্রিয়ে,
আর কেন? ক্ষণকালের জন্তু ধৈর্য্য ধারণ কর, সন্ধ্যা গত হয়েছে,

অশ্রুকার মত বিধাতা যা বিধান কবেছেন তাতেই সমুপ্ত হয়ে, ঐ অর্ধসিদ্ধ অঙ্গে অগ্রে কোমল-প্রাণ বালকের প্রাণ রক্ষা কর । ওঠ কি কব্বে বল বিধাতা যতদিন দুঃখের ভার বহন কব্বেতে দিয়েছেন, তত দিন বহিতেই হবে একি ! একবারে যে সংজ্ঞাহীন . মুচ্ছা নাকি ? হা দারিদ্র্য জগতে যত কিছু যজ্ঞা আছে—যে কোন ব্যাধি আছে, সকলই তোমার অনুগামী । সংসারবাগীর পক্ষে তোমার স্তায় সংক্রামক ব্যাধি আব কিছুই নাই অমকষ্ট যে কি মহাকষ্ট, অমহীনেব যে কি যাতনা, তা আমিই জানুতে পেরেছি . জগতে যে চিব-শত্রু, সেও যেন কখন অমকষ্ট না পায় । আজ এক মুষ্টি অমের অভাবে চিব-দবিদ্রা নাক্ষী পত্নী মৃতপ্রায় ধরাশায়িনী—দুঃখপোষ্য শিশুমণ্ডল ধূলায় লুপ্তিত—নিজের জীবনও কণ্ঠাগত প্রায় . একমুষ্টি উদরামের অভাবে তিনটি মহাপ্রাণী যায় যায় হয়েছে এ যে ভগবানের কি লীলা ত অন্তে কি বুঝবে কৈ এখনও যে প্রিয়ার সংজ্ঞা নাই, তবে কি অসম্ভাবে ভ্রাক্ষণী প্রাণত্যাগ করলেন প্রিয়ে আর উঠবে না ? এ দরিদ্র-জীবনের যাবতীয় যাতনাতার এই হতভাগ্যেব উপর অর্পণ কবে তুমিও অবসর গ্রহণ কবলে । ভাল অগ্রে দেখি বালকের কোন সর্কনাশ ঘটেছে কিনা ? (বালকের হস্ত ধারণপূর্বক) বাপ নিজা ত্যাগ করে আমার কোলে এস, সমস্ত দিন উপবাসে আছ, উঠে কিঞ্চিৎ অ'হ'র কর ' অ'হ' ' বস্ত্র চ্যুত কমলদলের স্তায় মুখখানি মলিন হয়ে যেন কালিমাচ্ছাদিত হয়েছে ; একি সর্কশরীর স্পন্দহীন । একবারে হিমাপ্ত স্বাস প্রাণসংকট অনুভূত হচ্ছে না, এ যে সম্পূর্ণ মৃতের লক্ষণ । হাঃ আমি কি হতভাগ্য এক মুষ্টি উদরামের অভাবে স্ত্রী পুত্রের প্রাণ বিনাশ করলাম ? কি পরিতাপ । কি ভীষণ দৃশ্য । হা দারিদ্র্য ! এমন ধারা ভীষণ হ'তে ভীষণতর আর কত মুষ্টি ধারণ ক'ববে ? এক্ষণে প্রার্থনা—যে মুষ্টিতে এই

হতভাগ্যের জী পুজকে দর্শন দিয়েছ, সেই মূর্তিতে—সেই শান্তিময়ী মূর্তিতে এ মহাপাতকীকে আলিঙ্গন কর, আগি চিরদিন তোমার আশ্রিত, আশ্রয়দাতার কাজ কর—আগি যাতনার হস্তে মুক্ত হই

তারা —একি এ কাব কণ্ঠস্বর ? নাথ এসেছ ? দেখ দেখ আগাব সোণাব টাঁদ—আগাব বুক ভব টাঁদ আজ কেমন কবে নীকি দিয়ে যাচ্ছে দেখ, ওগো তোমাব সক্ষ্যা আহ্নিক ক'বে আস্তে বিলম্ব দেখে, তাড়াতাড়ি বাছাকে তুলিয়ে খাওয়াব মনে ক'বে কোলে তুলে নিতে গিয়ে দেখি, বাছার আগাব সোণার অঙ্গ কালি হয়ে গিয়েছে, ভেগন হাসি মাখা মুখখানি যেন বাসী পদ্মফুলের মত শুকিয়ে মলিন হয়ে গিয়েছে ওগো ঐ দেখ বাছা আগাব দেখতে দেখতে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে বাপবে কেন এমন হলি বাপ ? হা নাথ আব কি দেখছ ? আর তোমাকে ভিক্ষায় মেতে হবেনা, আব কাব জন্তু ভিক্ষা করবে। যাব জন্তু ভিক্ষা—যাকে সম্বল কবে ভিক্ষা, তোমার সেই ভিক্ষার ঝুনি আজ নির্দয় যম কেড়ে নিয়েছে।

দশাখ —হাঃ কি পবিত্রাপ। শিশুপুত্র অস্বাভাবে প্রাণ হারালে! ক্ষুধা তুষার যাতনার রুদ্ধকণ্ঠে ক্ষণে ক্ষণে মুখ ব্যদন কবেছে, আগি এগনি মহাপাতকী যে, মৃত্যুকালে সেই শিশু পুত্রের মুখে এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত দিতে পারলাম না, এ শেল চিরদিন বুকে থাকবে, হা বাপ আগি তোর আহারের জন্তু দ্বারে দ্বাবে ভিক্ষা কবে যা আহরণ করলাম, সেই ভিক্ষার তোর মুখে অর্পণ না করে কি, সেই অমে তোর প্রোতাত্মার তর্পণ করতে হবে। হারে আগি যে বড় আশ কবেছিলাম, অর্ধাশনে হক অনশনে হক, এ যাতনাগয় জীবন ভার বহন করেও যদি তোকে লালন পালন কবতে পারি, তা'হলে মৃত্যুর পব পুত্রের হস্তে

জলপিণ্ড পেলেও এ দ্বিভুজ-জীবনের পরিণাম সার্থক হবে, আমার
 সে আশা লভায় কি শেষে এই ফল প্রাপ্ত ক'রলে পুঞ্জের হস্তে
 পিণ্ড প্রাপ্তিব পবিতর্কে আজ ব্রহ্মকালে সেই দুঃখপোষ্য পুঞ্জের
 ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতে হবে হা, কৃতান্ত ! শেষে
 এই করুণে তোমাকে লোকে ধর্ম্মবাক্য বলে, শুনেছি ধর্ম্মের
 বিচারে পক্ষপাত নাই, তবে এই ভিক্ষানুজীবী দীন ব্রাহ্মণের প্রতি
 এমন নির্ভুল বিচার বিধান ক'রলে কেন ? আমার বোধ হয়
 সবলের সহায়তা, আর দুর্জলের সর্জনশ করাই দেবত্বের পরিচায়ক,
 অগ্নিকে লোকে বায়ুমখ্য বলে, কিন্তু বায়ু কার্য্য কি—না, সবল
 অগ্নিশিখাকে প্রদীপ্ত করেন আর দুর্জল দীপ শিখাকে নির্জ্বল
 করে দেন । তুমি ধর্ম্মবাক্য সকলের প্রতিই তোমার সমদৃষ্টি, তুমি
 সকলেরই বন্ধু এ অনাথের আশ্রয়ের দীপটি নির্জ্বল কবে দিলে
 তোমার নামের মাহাত্ম্য নষ্ট হবেনা।

তাবা —ওগো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ । আমার
 সোণার টাঁদকে বাঁচাও, আমার হৃদয়ের টাঁদ উদয় হয়ে
 কোণায় অস্ত গেল বলে দাও—আমি সেইখানে যাই ।

দশাখ্য ।—টাঁদ উদয় হলে অস্তাচলে গিয়ে অদৃশ্য হয় তাকি
 জাননা . তবে যে তোমার এ টাঁদ উদয় হয়েই অপূর্ণ অধস্থায়
 অস্তগত হল, তাব কারণ কি বুঝতে পার নাই । এই দুঃখের
 অগ্নিশিখার জ্বলন্তের পবেই তোমার হৃদয়কণ্ঠে টাঁদ উদয়
 হয়েছিল, কাজেই সে টাঁদ সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত হয়েছে ।
 অমাবস্যার পর যে টাঁদের উদয়, সেত প্রতিপদের টাঁদ । সে
 টাঁদ আর কতক্ষণ থাকবে ; শুনেছি টাঁদ যে স্থানে অস্তগত হয়,
 সে অস্তাচল সমুদ্রের পর পারে, তোমার হৃদয়ের টাঁদও যে
 অস্তাচলে গিয়ে বিলীন হয়েছে, সেও এ পারে নয়—সমুদ্রের পর-
 পাবে, এ পারে থেকে আর সে টাঁদের দেখা পাবেনা, যদি কখন

পরপারে যেতে পার, তবেই আবার টাঁদের দেখা পাবে—নইলে এ পারে থেকে কেবল এই দুঃখের অন্ধকাবে পড়ে হাহাকার করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই, এক্ষণে চল, মৃতপুত্রকে বক্ষে ধারণ করে জাহ্নবী-জলে জীবন পরিত্যাগ করিগে । (ব্রাহ্মণীর কোল হইতে মৃতপুত্রকে বক্ষে ধারণপূর্বক) চল এবারকার কার্য্যত এই রূপেই সমাধা হ'ল দেখি বিধাতা মৃত্যুব পব কি বিধান করেন

[মৃতপুত্র-সহ উভয়ে গ্রস্থানোচ্চত

(নারদেব প্রবেশ)

নারদ ।—কে তোমরা—স্থি হও স্থির হও করোনা—আত্ম-হত্যা করোনা , কি সৰ্বনাশ কি সৰ্বনাশ (নিকটস্থ হইয়) দেখছি ব্রাহ্মণ, অজ্ঞান ব'লেও বোধ হচ্ছে না, তবে এ মতিভ্রম কেন ? আত্মহত্যা যে কি মহাপাপ,—আত্মহত্যাকারীর পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর, তাকি জাননা ? ছি ছি । এমন পাপ রামনা পরিত্যাগ কর, বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ হয়ে এ মহাপাপের অনুষ্ঠান কেন । কারণ কি ?

ব্রাহ্মণ —তপঃপ্রদীপ্ত দেবকাস্তি, কে আপনি ?

আগি আপনাকে প্রণাম ক'রছি ।

নারদ ।—ওকি—কব কি ? তুমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্যদেব তোমাব প্রণাম গ্রহণ করুন, এক্ষণে ব্যাপার কি বল দেখি, এ মৃতপুত্র কার ?

ব্রাহ্মণী —(নারদের পদতলে পতিত হইয়া) প্রভু । আপনি কোন্ দেবতা ? এ হতভাগ্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীব সঙ্গে আর বঞ্চনা ক'রবেন না আপনি অন্তর্ধ্যামি অন্তবে যা হচ্ছে—এ পোড়া হৃদয় যে ক'রে পুড়ছে, তা আপনি সবই জান্তে পারছেন • আর ছলনা ক'রে যাতনাব উপর যাতনা দেবেন না, আগি আপনার কন্যা—আগি আপনার দাসী, দাসীর প্রতি দয়া ক'রে

বলে দিন আমাব এ সৰ্গনাশ কেন হলো ? কি পাপে এমন বুক
ভরা চাঁদ হারালোম বলে দিন

নারদ ।—মা আমি যে হই পবে পবিচয় পাবে, এক্ষণে
উভয়ে আত্মহত্যা বাননা পবিত্যাগ কর বোধ হচ্ছে এ শিশু
পুত্রটি তোমাদের একমাত্র সংসারের সম্বল, —বান্ধিকের একমাত্র
অবলম্বন । অকালে এই অমূল্য রত্নটি হারিয়ে আত্ম-বিমর্জনে
উদ্ধৃত হয়েছ অবশ্য তুমি স্ত্রীজাতি মহজেই অধীরা, তুমি যে
শোকে আত্মহাবা হবে সে অসম্ভব নয়, কিন্তু তোমার স্বামীকে
জ্ঞানবান্ দীবাশ্রুতি বলেই বোধ হচ্ছে পুত্র কলত্র কে কার
মা ? আত্মকার্য সাধনেন জন্মই সকলের সংসারে আশা—আবার
কার্যান্তে প্রস্থান এই ত নশ্বর সংসারের নিদৃষ্ট নিয়ম তবে
যে কয়েক দিনের জন্ম কর্মক্ষেত্রে বসবাস নির্দিষ্ট, সেই কয়-
দিনের জন্মই পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্র, বন্ধুবান্ধব কপে সকলেই
পবম্পর মায়ী-সূত্রে আবদ্ধ । কিন্তু আপনাপন কার্য শেষ হলে,
আর কেউ কাবও মুখাপেক্ষা করবে না ; সঙ্গে সঙ্গেই মায়ার
কাঁস ছেদন করে চলে যাবে নদীতীরে ভাসমান তুণ কাষ্ঠাদি
যেমন ক্ষণকালের জন্ম সংযুক্ত হয়ে পরক্ষণেই বিযুক্ত,—আবার
অন্য বস্তু সংযোগে ভাসতে ভাসতে সংযোগ বিয়োগের সঙ্গে,
ক্রমে অনন্ত নাগবে গিয়ে পতিত হয়, এ সংসারে পুত্র কলত্রাদির
সঙ্গে সম্বন্ধও সেইরূপ সকলেই এই কালতীরে ভাসছে,
এখনি যে পুত্ররূপে তোমার সহিত সংযুক্ত হয়েছিল, আবার পর-
ক্ষণেই বিযুক্ত হয়েছে এইরূপে অন্তর সহিত সংযোগ বিয়োগ
ক্রমে অনন্ত-কাল-নাগবে পতিত হবে, তোমার পুত্রশোকে আত্ম-
হত্যা করলে পুত্রের মায়া ভুলতে পারবে, পবম্পরের সম্বন্ধও
মিটবে, কিন্তু আত্মহত্যা জন্ম মহাপাপের সঙ্গে সম্বন্ধের শেষ
যে শত জন্মেও হবে না । তাই বলি, আত্মহত্যার বাসনা পরিত্যাগ

ত্যাগ ক'রে অযোধ্যা ধামে গমন কব আমি মহাআগণের।
 নিকট শুনেছি যে, রামবাজ্যে অকাল মৃত্যু হবে না, উভয়ে গিয়ে
 তাঁর অভয়পদে শরণ গ্রহণ করবে, দয়াময় রামের কৃপায় অবশ্যই
 উপায় হবে। যদি রামচন্দ্র এ অকাল মৃত্যুব—শমনের এ অযথা
 অত্যাচারে প্রতিকার ন করেন তবে আর জাহ্নবী জলে না
 এসে, সেই জাহ্নবী জন্মদ রাম-পদ মহাতীর্থে মৃতপুত্র সমর্পণ ক'রে,
 উভয়ে জয় রাম জয় বাম ব'লে সেই নরক তীর্থের নিদান মহাতীর্থ
 রাম পদে পুজ্য কলত্রসহ আত্মসমর্পণ ক'রো। প্রতিকারের উপায়
 নত্রে অপ্রীতিকর আত্মহত্যায় উদ্বৃত কেন? যাও ঐ মৃত নন্দন
 বক্ষে ধারণ ক'রে সেই রঘুনন্দন রামচন্দ্রের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ
 করবে, আমিও যথাসময়ে রাম দর্শন উপলক্ষে অযোধ্যা ধামে
 গিয়ে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রব; এক্ষণে আমি চলেম।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য ।

অযোধ্যাব রাজসভা ।

রামচন্দ্র আগীন

সুগত ।—মহারাজ . আপনাকে নিতান্ত ব্যাকুল চিত্ত ও রাজ-
 কার্য উদ্দেশ্যে দেখে, কুশাব ভরত সংবাদ পোষণ কবাতে মহর্ষি
 ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞস্থল হ'তে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব অযোধ্যায় আগমন
 ক'বেছেন।

রাম —মহর্ষি বশিষ্ঠ কোথায়? তাঁকে সঙ্গে লয়ে এস।

সুগত ।—কুমার লক্ষণ ভবত শত্রুকে সঙ্গে ক'বে তিনি
 রাজসভাতেই আগমন ক'রছেন

(লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও বশিষ্ঠের প্রবেশ।)

বশিষ্ঠ।—মহা রাজ বাগচন্দ্রের জয় হ'ক।

বাম।—আমুন আমুন আগুতে আজ্ঞা হ'ক, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞ ত নিবাপদে সম্পন্ন হয়েছে? আমাদের মাতৃগণের ত কুশল?

বশিষ্ঠ।—হাঁ যজ্ঞ নির্কিঙ্কেই সম্পন্ন হয়েছে, আর তোমার মাতৃগণের কুশলের কথা কি জিজ্ঞাসা করছ? মহারাজ দশরথের স্বর্গানোহণের পব থেকেই সকলে কুশল্যাশায়িনী হয়েছিলেন, এক্ষণে তোমা কর্তৃক রঘুকুলের লক্ষ্মীকপিণী কুলবধু সীতা নিরপবাধে নির্কামিতা হওয়াব কথা শ্রবণে, সে কুশল্যাও ত্যাগ করেছেন, সকলেই অনশন ব্রতে ধরাশয়াশায়িনী। আর তাঁরা গীতাশ্রুত অযোধ্যায় আসবেন না, জীবনের অবশিষ্ট দিন ক-টা তপারণ্যেই অতিবাহিত ক'বে, সেই শাস্তিধামেই দেহ ত্যাগ ক'রবেন পিুর ক'বেছেন তা করুন, জীবনের শেষভাগ তপারণ্য থেকে, ইষ্ট সাধনায় অতিবাহিত করাই পুণ্যবংশের মনাতন ধর্ম। এক্ষণে তুমি যে গুরুভাবমস্তকে গ্রহণ পূর্বক প্রজারঞ্জন ব্রতে দীক্ষিত হয়েছিলে, সে ব্রত কি এইরূপেই উদ্ব্যাপিত হবে? রাম! প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জনের জন্তু অপাপম্পর্শিতা জেনেও গীতাকে পরিত্যাগ ক'রতে কাতর হও নাই, এ—রাম-হৃদয়ের দৃঢ়তাব—স্থির প্রতিজ্ঞতাব অতীব উচ্চতম পরীক্ষা। কিন্তু সেই দৃঢ়ব্রত রাম-হৃদয়ের সহিষ্ণুতায় পরিচয় কি এই?

রাম।—প্রভু সকলই জানি, কিন্তু কি করি, চিত্ত আব আয়ত্ত ক'রতে পারলাম না, চির প্রতিষ্ঠিতা মতীর প্রতিমা গীতাকে বিনর্জ্জন দেওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই আমার ধৈর্য্য-সেতু ভগ্ন হয়েছে। আমার শাস্তির মন্দির হৃদয়ও ভগ্ন হয়েছে, এ ভগ্ন মন্দিরের ক্ষীণা-লোক জীবন-দীপও যে অচিরেই নির্কামিত হবে, তাও বুঝতে

পেরেছি, যদি সীতাব শোকে আমাকে জীবন পরিত্যাগ ক'রতে হয়, তাতেও আমি দোষী নই। আমার পিতামহ মহাত্মা অজ, ইন্দুমতীর শোকে প্রাণত্যাগ ক'বেছিলেন, আমাকে বনবাস দিয়ে পিতাও রাম! রাম! ব'লে প্রাণত্যাগ ক'বেছেন। আমি ত সেই বংশের সন্তান—সেই পিতাব পুত্র। শোকে প্রাণত্যাগ ক'বা আমাদের কুলধর্ম। যে কুলের কুলবধু মহাদেবী ইন্দুমতী, দেবর্ষি নারদের বিনায়ক-চ্যুত মন্দার মালাব আঘাতে, প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন, আমি সেই কুলের কুলবধুকে বিজন অরণ্য পথে বিসর্জন দিয়ে এখনও যে জীবিত আছি এই বিচিত্র!— এই বাম হৃদয়ের সহিষ্ণুতার চরম পরীক্ষা। আপনি আমার উপদেষ্টা, আপনার উপদেশে সকলই জেনেছি, হৃদয়েব ধৈর্য্য-সেতুও যথাসাধ্য দৃঢ় ক'রেছিলাম, কিন্তু সীতা শোকেব প্রবল উচ্ছ্বাস নষ্ট ক'রতে সক্ষম না হওয়াতেই সে সেতু ভগ্ন হ'য়েছে, যা হ'কৃৎ এক্ষণে যতদূর সাধ্য কল্পব্য পালনে যত্নবান হব

(নেপথ্যে—ব্রাহ্মগণগণ ।—মহারাজ রামচন্দ্র রক্ষা করুন)

ব্রাহ্মগণের সভায় প্রবেশ

১ম ব্রাঃ ।—মহারাজ! বক্ষা করুন, এই কথটি বনফল দিয়ে আশীর্বাদ করি, রাজলক্ষ্মী অচলা হন

রাম ।—আমি রাজলক্ষ্মী অচলা! শ্রদ্ধেই সে প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছি।

২য় ব্রাঃ ।—(তোতলাধবে) দোহাই মহারাজ! এই গিয়ে—প্রতিমে আবাব হবে, ভাল ভাস্কর আনিয়ে গড়ে দেব, আমাদের রক্ষা করুন, এই গিয়ে—তিন সন্ধ্যা আশীর্বাদ ক'রব

৩য় ব্রাঃ ।—মহারাজ রামচন্দ্র! তুমি সূর্য্যবংশের রাজা, দেব দ্বিজ ভক্ত,—দুষ্টের দণ্ড দাতা—শিষ্টের প্রতিপালক—দীনের

আশ্রয়—অনাথের বন্ধু ইদত্যাভয়ে শরণাগত ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা কর

বাম ।—আপনারা স্থির হউন, চিন্তা কি ? এ রাজ্যই ব্রাহ্মণ-গণের বসতি রাজ্য নয়—সেই ব্রাহ্মণগণের দায় আপনাদের আত্মা পালনের জন্যই বাগেব দেহ দাব্য, আপনাদের বিপদের কারণ বলুন, প্রাণপণে তাব প্রতিবিধান প্রস্তুত হবে

৩য় ব্রাঃ ।—মহাবাজ মধুবাব নিকটবর্তী যমুনাকূলে—মহর্ষি ভার্গব, চ্যবন প্রভৃতি মহাত্মাগণের আশ্রম সমীপে আমাদের বাস আমাদের গৃহ নাই, প্রতি নাই, পর্নকটীবে বাস আর যথাসাধ্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করাই আমাদের কার্য কিন্তু দুরাত্মা দানবের অত্যাচারে যজ্ঞাদি নির্বিলম্বে সমাধা হওয়া দূরে থাকুক, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই এসে অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হয়, দুবাজা লবণ স্রবৎ ঘোর অত্যাচারী, অনুচরবর্গও ততোধিক

২য় ব্রাঃ ।—(চোতলা শব্দ) বেট দড়ি বড় ছুটে, সেদিন এই গিয়ে—আম'র হাত থেকে এই গিয়ে—কোয়াকুম্বী কেড়ে নিয়ে এই গিয়ে—ব্রাহ্মণীকে কামড়াত্তে গিয়েছিল । দোহাই মহাবাজ এই গিয়ে—বেট দেব মেয়ে ফেলে দ ও, আশীর্বাদ ক'র'ব চিবজীবী হবে, বেরামুভনের আশীর্বাদ এই গিয়ে—তে রাস্তিরে ফলবে, তে বাতিরের মধ্যে চিরজীবী হবে

৩য় ব্রাঃ ।—অতি ভীষণ অত্যাচার মহারাজ । ব'লতে কি, সময়ে সময়ে আশ্রমকুটীরের দ্বারে - বজ্রবেদীতে পশু শোণিত, অতি অস্পৃশ্য গবাদির অস্থি, নবকঙ্কাল নিক্ষেপ ক'রে ঘোর অত্যাচার প্রকাশ ক'রে থাকে

বাম ।—যাক আর বলবার প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই তার প্রতি-বিধান হবে

৩য় ভ্রাতাঃ ।—আঃ ধন্য মহাবাজ ! বড়ই আশ্বাসিত হ'লেম, আশীর্বাদ কবি দীর্ঘজীবী হও

বামা ।—(স্বগতঃ) রাম আন মে আশীর্বাদের প্রার্থী নয়, এক্ষণে যাতনাময় জীবনের অবসানই একান্ত প্রার্থনীয় সব দিয়েছে সব বিসর্জন দিয়েছি, তবে যতক্ষণ দেহে বিন্দুমাত্র শোণিত সঞ্চাবিত থাকবে, ততক্ষণ সূর্য্যকুলের সনাতন ধর্ম ব্রাহ্মণের উপকার সাধনে পরাধীন হব ন

শুমন্ত্র ।—উপস্থিত যেকোন মনোবাবস্থা, শবীরের যেকোন ভাবান্তর, তাতে দৈত্যযুদ্ধে অগ্রসর হওয়া ব পক্ষে কি একটু বিবেচনা করা উচিত নয় ?

রাম ।—শুমন্ত্র ! বাগ বাজকার্যে নিভান্ত উদাসীন, গীত নির্কামনেব সঙ্গে সঙ্গেই রামের ধৈর্য্য-সেতু ভঙ্গ হয়েছে, আন নেই সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যমধ্যে দুর্নিবার্য দুর্নিস্ত মকল সংঘটিত হ'চ্ছে, প্রজাবর্গ বিবিধ প্রকারে উৎপীড়িত হ'চ্ছে এ হৃদয় নীতা-শোকাগ্নিতে নিরন্তর দগ্ধ হ'চ্ছে ব'লে, হৃদয়ের বল যদিও দুর্বল হ'য়েছে কিন্তু এখনো রামের বাহুবল দুর্বল হয় নাই আগি অতাই লবণদৈত্যের উপদ্রব শাস্তির জন্য যুদ্ধগজ্জা ক'রব, তুমি রথ প্রস্তুত কর, আমার প্রত্যাগমন কাল পর্যন্ত জাতঃ লক্ষণ প্রাণাধিক ভরত শকুনি ভোমর দেব বশিষ্ঠের মন্ত্রণানুসারে অতি সতর্কতায় সজিত বাজ্য রক্ষা ক'রবে যাও শুমন্ত্র তুমি আন বিলম্ব ক'র না শীঘ্র অস্ত্র শস্ত্রাদি সহ বথ প্রস্তুত ক'রতে অনুমতি দাওগে, ব্রাহ্মণগণ আপনাবা আশ্বস্তিতে অবস্থিতি করুন, পাদচ্যরে গমনে প্রয়োজন নাই, আমার সহিত বথের গমন ক'রবেন ।

লক্ষণ ।—প্রণমে চরণে দাম চির আজ্ঞাধীন—

বামনা কিঞ্চিৎ নিবেদিতে রাজপদে ।

বাম — প্রাণ দিয়া পরাইব বাগনা তোম র—

জীবন দোগব । কর কি বাগনা তব ?

লক্ষ্য — চিব পদাশ্রিত দাম চির আজ্ঞাবহ,

এ দেহ ধারণ বাম তব কার্য্য হেতু

কটাক্ষে সক্ষম দাম যে কার্য্য সাধিতে

সে কার্য্যে প্রভুব গজ্জা — লজ্জা দেওয়া দামে

সবিনয়ে মাগি ভিক্ষা দেহ আত্মা মোবে

মুহুর্তে বিনাশি দৈত্য ফিরিব সত্তরে

বাম — শুভক্ষণে বীরত্বে দীক্ষিত লক্ষ্য

অচলা বিজয়-লক্ষ্মী তার ভাগ্য পটে—

অবাধে ত্রিলোক তার কব-তল-গত—

হেন জাতা নেতা যাব অরাতি বিগ্রহে ।

ত্রিলোক বিখ্যাত ভাই বাহুবল তব,

বড় বর্ষ অনাহারে নিদ্রা পবিহরি

লক্ষ লক্ষ রক্ষ রিপু নাশি রণাঙ্গণে

বামব-বিজেতা-জেতা যে বীর লক্ষ্য

কি ছার লবণদৈত্য তুচ্ছ তার কাছে ?

তথাপি দানব যুদ্ধে পাঠাইতে তোরে

না চাহে পরাণ মোব, পরাণ পুতলি

চিরদিন চীববাস চির অনাহাবে,

অনেক যন্ত্রণ ভাই পেয়েছ কাননে

শক্তিশেলে—মহীতলে মহীর বন্ধনে—

নাগপাশে, যে যন্ত্রণা পেয়েছ লক্ষ্য ।

এখন বিদবে প্রাণ—হইলে স্মরণ ;

যদি ও শেলের চিহ্ন হয়রে বিলীন,

রাগের হৃদয়ে শেল রবে চিরদিন ।

তাই বলি থাক রাজ্যে ভ্রাতৃগণ সহ,

স্বয়ং সাজিব আগি দানব বিগ্রহে

ভরত —অলঙ্ঘ্য মার্গের পারে রক্ষ রিপু মারো—

পেয়েছে অনেক দুঃখ লক্ষ্যে স্মৃতি,

নহে যুক্তি প্রাণাধিকে পাঠাতে মগরে,

মার্থক হ'য়েছে দেহ বাম-কার্য্য সাধি

কিন্তু প্রভু চিব খেদ দামের অন্তবে

না সাধিনু রামকার্য্য,—রুথা দেহ ধবি ।

রাম —কে আছে তোমার সম মৌজাও বৎসল

প্রাণের প্রতিম ভাই আদর্শ মূবতি ।

পিতৃ মতো বদ্ধ হয়ে বনবাসী আগি,

ভ্রাতৃ প্রেমে সন্ন্যাসী যে তুই বে ভবত ।

কাননে বঙ্কল ধাবী আগিও যেমন

ভবনে সন্ন্যাসী তুই তুমিও তেমতি ।

রাজ পাটে স্থাপি মগ পাছুকা যুগলে

অশ্রুধাবে ধোয়াইয়া নিত্য পূজাকালে

কোথা রাম বলি কত কবিতে রোদন

পাছুকা করিয়া রাজা শূন্য সিংহাসনে

গুণনিধি ভাই মগ ! প্রতিনিধি হ'য়ে

করিয়াছ রাজকার্য্য, সূর্য্যকুলমণি ।

আত্মসুখ ত্যজে সদা পুত্র নির্দিশেমে ।

সদা বাঁধা রাম তেঁই তোর ভক্তিপাশে

শক্রপ । —হয়েছেন ধন্য সবে ধরিত্রী মণ্ডলে,

সাধি দেব তব কার্য্য, সূর্য্যকুলমণি

শুভক্ষণে লক্ষ্যণেবে দিয়ে পদাশ্রয়

করিয়াছ ধন্য তারে গণ্য বীরকূলে

বহু বর্ষ অনাহারে যদি মেঘনাদে
 লভেছে অনন্ত গণ অক্ষয় সুনাম
 বাসব-বিজ্ঞেতা-জ্ঞেতা তোমার প্রসাদে ।
 রাম কার্যে শক্তি শেল ধবি বক্ষপাতি
 ধবেছে পবিত্র চিহ্ন জদয় মাঝারে,
 বীবের গৌনব চিহ্ন বীব বাঞ্ছনীয়
 স্বার্থক জনম তাঁর স্মিত্রা উদরে —
 স্মিত্রা রূপেতে স্থান দিয়েছেন মানে—
 ভাষামগ চিরদিন চবৎ আশ্রয়ে
 জগৎ আশ্রয় রাম , ধন্য সে লক্ষ্মণ
 আগারও জনম ধন্য । সার্থক জীবন
 বাসদাম লক্ষ্মণের জন্ম বে জঠরে
 আগারও জনম সেই পবিত্র উদরে ,
 তে কান্দে এ জীবন ধন্য ব'লে মানি
 কিন্তু প্রভু আছে কিছু দামের প্রার্থনা,
 নিবেদিতে বাজপদে ,— মৎ কি অসৎ —
 না জানি বিচাব প্রভু , হ'লে অপরাধি—
 ক'ববেন ক্ষমা দানে— চিব ক্ষম'পদ
 মৎ প্রভু কাছে ভৃত্য নিত্য অপরাধী
 রাম — অচ্ছেদ্য প্রণয় পাশে নৈধেহিস্ গোরে
 চিরদিন বদ্ধ রাম তোদেব নিকটে ।
 প্রাণাধিক বল বল কি বাসনা তব ?
 অপূর্ণ রবেনা সাধ রামের নিকটে
 শত্রুগ্ন ।— দুর্ব্বাব কর্কর কুল সংহারি সংগ্রামে
 রাখিলে অক্ষয় কীর্তি ধবিত্রী মণ্ডলে
 তোমারি প্রসাদে ধন্য সৌমিত্রা কেশরী —

বিনাশি বিষম বৈবি বীৰ মেঘনাদে
 লীরকুল বাঞ্ছনীয় বীৰেন ভূষণ—
 জয়-লক্ষ যশ-রত্ন স্থির কীৰ্ত্তি আদি
 বাহুবলে ক'রে নিজ কব-তলগত
 কবিয়াছেন সূর্য্যকুল উজ্জ্বল পুণ্ডে
 কিণ্ড প্রভু যশ যদি সকলি গণ্ডিবে
 না রাখিবে কিছু যদি এ দাসেব তরে
 কিসে পবিচি ন তবে হব বীরমাঝে,
 কেমনে লোকেব কাছে দিব পবিচয় ?
 রামেব অশ্রুজ বণি, সূর্য্য কুলোদ্ভব
 কর পুটে তেঁই ভিক্ষা মাগি পদযুগে
 দলিতে দানবদল দেহ আজ্ঞা দাসে

রাম — শ্রয়ঃ সাজিতে বণে বাসনা যে মোর
 জয়-লক্ষ-যশস্পৃহা নহে হেতু তাব !
 দানবেব অত্যাচাবে উৎপীড়িত সবে
 ক্রিয়াহীন দ্বিজগণ যজ্ঞ বিঘ্ন হেতু
 আতঙ্কে শরণাগত, সেই হেতু মম
 সমর বাসন ভাই চিন্তা-ব্রিষ্ট দেহে
 সমর কুশল ভূমি স্নানক্ষিত রণে—
 জানি প্রাণাধিক আমি বাহুবল তব !
 লক্ষ্মণে অশ্রুজ ভূমি, লক্ষ্মণের মম—
 কপ গুণে বাহুবল মমর কৌশল—
 কি ছাব তোমাব কাছে ডুচ্ছ সে দানব
 কিন্তু ভাই এক চিন্তা অন্তবে আগাব
 শুনিয়াছি শিব বরে বলী সে দানব
 শিবদত্ত শূল সদা সহ য় তাহার

তপ-স্বাক্ষ দৈববলে দুর্দম দানব
 তেঁই তোবে পাঠাইতে নাহি সরে মন ।
 নগীর পুতলি তুই,—নয়নের মণি
 সর্বস্ব রতন তোরা স্মৃতিয়া মাতার,
 প্রাণেব মোদব মোব জীবন মোসর ।
 চিরদিন রাখবের দুরদৃষ্ট বশে
 বহু কষ্ট সহিয়াছে তোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
 জীবন সর্বস্ব ভাই লক্ষ্মণ স্মৃতি ।
 বহু পুণ্যে অর্পিয়াছি মাতৃ স্থাপ্য ধন
 মাতৃপদে—প্রাণাধিক লক্ষ্মণ রতনে,
 তুমিও তেমতি, তেঁই না সবে বাগন
 হরিতে সে মাতৃধন, ভাগ্যহীন আমি

শত্রুস্ব ।—(অধে বদন)

রাম —কেন কেন প্রাণাধিক বিষন্ন বদন
 সঘর বাগন কিবে এত বলবতী ?
 আর না বোধিব তোর এ বাগনা প্রেত,
 উচ্ছলিত সিদ্ধবেগ কে পারে রোধিতে ?

শত্রুস্ব —সত্য বটে বা কহিলে রত্নকূলমণি,
 দুর্দম সে সিদ্ধবেগ উচ্ছলিত যবে ।
 কিন্তু প্রভু সিদ্ধ বারি যতই উথলে—
 যতই উঠয়ে উর্দ্ধি হয় উচ্ছলিত,
 বেলাভূমি আতিক্রম নাহি করে কভু,
 সঘর-বাগনা প্রেত বহিছে হৃদয়ে
 উচ্ছলিছে উৎসাহের যাত-প্রতিঘাতে
 কিন্তু প্রভু । রাম-আজ্ঞা সিদ্ধ বেলাভূমি
 লজ্জে কি শক্তি ? দাম চির পদানত

রাম — সমর বাসনা যদি একই প্রবল,
 যাও বৎ দ্বিজগণ সহ প্রাণাধিক ;
 দানব সমবে আজ বরিণু তোমাবে
 ধর দ্বিজগণ, আজ তোমাদের কবে
 অর্পিতাম জাত ধনে দানব বিগ্রহে

গীত

কবোনা কাল হরণ, যাওবে গৌর বরণ,
 করিলাম বরণ রণে তোমারে
 মিটাও রণ প্রবৃত্তি, নাথ অতুল কীর্তি
 ধন্য আজ হও ধরিত্রী মাঝাবে ।
 শুনেছি সে পামবে, নব কিরণ অমরে,
 সমরে সদ্ধা করে সকলে—
 বধিলে সে দানবে, কীর্তি কুসুম-সৌরভে
 গৌরবে পূর্ণ হবে সংসারে

মৃত পুত্র কক্ষে লইয়া ব্রাহ্মণ ও বান্ধবী প্রবেশ

বাস — জাতঃ লক্ষ্যঃ প্রাণাধিক ভবতু । দেখ দেখ অগ্রে
 একটি চৌর-বাস পরিহিত শীর্ণকায় ব্রাহ্মণ, পশ্চাতে মলিনবেশা
 অবগুষ্ঠিতা একটি স্ত্রীলোক, কক্ষে একটি নিদ্রিত শিশু, অতি বিষম
 ভাবে নীচপদবিক্ষেপে এই দিকে আগমন করছেন, যাও লক্ষণ
 তুমি অগ্রসর হয়ে ওঁদের সমাদবেব সহিত সভায় লয়ে এস ।

লক্ষ্যঃ — (যে আঙুর

[প্রস্থান

উভয়কে সঙ্গে লইয়া পুনঃ প্রবেশ ।

ব্রাহ্মণী — কৈ নাথ আর কত দূর ? আর কত দূর গেলে
 রাম রাজার দেখা পাব ?

ব্রাহ্মণ — প্রিয়ে আমবা বাম বাজার নিকটই এসেছি, এই দেখ আমাদের সম্মুখেই সেই চতুর্ভুজের আরাধ্য মন দয়াল রাম দণ্ডায়মান একবার নয়ন ভরে এই শাস্তিময়ের শান্তি-ময়ী-মূর্তি দর্শন কর, এই রাম রাজার দয়া হ'লে সকল দুঃখের শান্তি হবে

বাম — (প্রণামান্তর) প্রভু বাম এরা জ্যেষ্ঠ রাজা নয়, এ বাজ্যে ব্রাহ্মণগণই রাজা, বাম তাঁদের আজ্ঞাবহ ভূত্য মাত্র । এক্ষণে আসন পবিত্রাহ পূর্বক কিজন্য আগমন আদেশ করুন, আমি ভূত্যের কর্তব্য ত্রুত পালন কবে কৃতার্থ হই, আপনার কোথায় বাস ? এই অবগুষ্ঠিতা দেবী—আপনার সম্বোধন শ্রবণে সহধর্মিণী নলেই অনুমিত হচ্ছে, উনিই বা কিজন্য রাজসভায় আগমন করেছেন, জানবার জন্য ঠেচ্ছা বড়ই বদাবতী হয়েছে আর এই অকস্মিত শুণ্ড বালকটি—বোধ হয় আপনার দেব গৃহ উজ্জ্বল করা বড়

ব্রাহ্মণ — রামচন্দ্র হে আমার গৃহ নাই, পর্ণকুটীর মাত্র সম্বল, আর এই রত্নইটাই সেই পর্ণকুটীর উজ্জ্বল কবেছিল মনে জান্তেম, যে রত্নটি বুনি আমাদেরই, তাই এতদিন যত্নপূর্বক বুকে কবে রেখে ছিলাম, কিন্তু রত্ন যে আমাদের নয়, দুদিনের জন্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই কেড়ে নিয়ে, যেমন আঁধার কুটীর তেমনি আঁধার করবে তা অগ্রে জান্তেম না

লক্ষণ — কি কি । তবে কি ওটি মৃত পুত্র ? কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য ঠাকুর কি ব্যাধিতে বালকটির মৃত্যু হয়েছে ?

ব্রাহ্মণ । — ব্যাধি—দাবিঙ্গা, অসম্ভাবে মৃত্যু ।

লক্ষণ — আহা বড়ই দুঃখের কথা (স্বগতঃ) হাঃ মাতঃ অযোধ্যা নক্ষি । তোমার বনবাসই অযোধ্যার সর্বনাশের কাবণ, লক্ষ্মী-হীন রাজ্য যে নক্ষী ছাড়া হবে, অসম্ভাবে যে শত শত জীবন এইরূপে অকালে কালগ্রাসে পতিত হবে, এই তাব প্রথম

মৃতপাত, (প্রকাশ্যে) মহাশয় আপনি জ্ঞানবান, অবশ্যই জানেন, যে, জীবের কাল পূর্ণ হলে কেউ তাকে বক্ষা ক'রতে সক্ষম হয় না। এক্ষণে মৃতপুত্র বক্ষে ধারণ কবে বাজসভায় আগমন কেন? হাবান বড় আর কি পাবেন?

ব্রাহ্মণ — লক্ষণ: — যে বড় হারিয়েছি তা আর পাবনা, যে দীপ নির্ক্ষাণ হয়েছে তা আর জ্বলবে না, এখন ঐ আঁধারে দীপ নির্ক্ষাণের সঙ্গে সঙ্গে, এই তৈল বিহীন জীবন দীপের অন্তর্দাহেরও অবসান করতে যাচ্ছিলাম, এক মহাত্মা আগাব সে সঙ্কল্পে বাধা দিয়ে, কতকগুলি সাবগর্ভ উপদেশ প্রদানের পর বল্লেন, এখানে আত্মঘাতী হয়ে মহাপাপ সংগ্রহ করবে কেন? গঙ্গাজলে আত্ম হত্যা করলে কি, হাবান বড় কিবে পাবে? রাম বড়াকরের কুলে যাও যদি হারাণ বড় পাও—উত্তম, নতুবা সেই বামপদ মহাতীর্থে মৃত পুত্রের সঙ্গতি ক'বে, পবে উভয়ে মিলে সেই পবন তীর্থে প্রাণত্যাগ পূর্বক পুত্র শোকানল নির্ক্ষাণ ক'রবে, আমবা সেই মহাত্মাব উপদেশেই এই মহাতীর্থেও উদ্দেশে এসেছি, গুণনিধান রাম এখন যা হয় প্রতিবিধান কর।

লক্ষণ: — আপনারা পুত্র শোকে অত্যন্ত কাতব হয়েছেন ব'লে কোন কথা বলতে সাহসী হচ্ছি না, অথচ যতক্ষণ পর্যন্ত বালকের শব দেহ স্থানান্তরিত না করবেন ততক্ষণ পুত্রহারা শোকাভুরা জননীর শোকেও উচ্ছাস রুদ্ধিই হবে। তাহ বলি, স্বহস্তে এর প্রতিবিধান করুন। জাতি সত্ত্বে শব দেহ স্পর্শে অন্তের অনধিকার, যদি স্বয়ং মৃতপুত্রের সংস্পর্শ ক'বতে সক্ষম হন, তা হ'লে শব দেহ গঙ্গাতীরে লয়ে চলুন।

ব্রাহ্মণ: — হাঁ হে লক্ষণ একি ছলন কবছ না সত্য সত্যি তোমার আন্তি উপস্থিত হয়েছে তা তোমার আন্তি হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ তুমি যে ঐ আন্তি হারীর সহচর,

বাঁচাতে পারলে না ? আমরা প্রাণত্যাগে উদ্ভূত হ'লে এক মহাত্মা বলে ছিলেন যে রামের কাছে গেলে—দয়ার সাগর রামের দয় হলে, তোমাদের সোনার বাছা প্রাণ পাবে—সকল শোকের—সকল দুঃখের শান্তি হবে, তা কৈ হলো নাথ ! দয়ার সাগর বামেব ত দয় হ'লে না ? কাঙ্গালে কপাল দোষে কি সাগরও শুকিয়ে গেল ।

ব্রাহ্মণঃ —না শ্রীযে সাগর শুকায় নাই, তোমার অঞ্চলবদ্ধ ১ নী অশেষণেব জন্ম যে সাগর কুলে এসেছে । এ অতল স্থির সমুদ্র, একি শুকাবার সাগর ? এব নাম প্রশান্ত রাম-রত্নাকর এ সাগরেব তলও নাই—তবঙ্গও নাই গাব মগ হতে না পাবলেও ত তল পাওয়া যায় না তা নিমগ হতে পাবলাম কৈ ? জল অপেক্ষা ভাবের গুরুত্ব ন থাকলে ত সে পদার্থ নিমগ হয় না । এ সাগরে নিমগ হতে, যে গুরু-দত্ত গুণ পদার্থের গুরুত্বের প্রয়োজন, এ পাপ দেহে তা কৈ ? একে ত গুরুত্ব মাত্র নাই, তাব উপর করী-ভুক্ত কপিথবৎ অন্তর্সার শূন্য হয়েছে এ দেহ নিমগ হবে কেন ? ভেসে গিয়ে যে কুলে লাগবে তাবও উপায় নাই এ স্থির সাগরে পড়ে তলও পেলাম না কুলও পেলাম না, যেখানে, পড়েছি সেই খানেই ভাসছি

ব্রাহ্মণী ।—তবে কি আর কুল পাব না । কুলের তিলক কোলে করে এমন ধাবা আর কতদিন অকূলে ভাসতে হবে বাম অনুকূল কি হবে না কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীর কোলের গাণিক কি আর ফিবে দেবে না ? যদি এমন ধাবা দিয়ে নিধি হবে নেবে মনে ছিল, তবে কাঙ্গালের কুটীবে এমন বণ কেন দিয়েছিলে বাম

ব্রাহ্মণঃ তা সে জন্ম আর অক্ষণ কেন ? যার বস্তু সে যদি গ্রহণ করে তাতে দুঃখ কেন ? এক্ষণে এস উভয়ে

যোগ সনে বসে ঐ রাম পদ মহাতীর্থে প্রাণত্যাগ কবে পুত্র
শোকের শাস্তি করি

(নাবদের প্রবেশ)।

নাবদ ।—কে তুমি—রামপদ মহাতীর্থে প্রাণত্যাগ কব্বে
উদ্ভূত হয়েছ ? দেখছি ব্রাহ্মণ, বাকপটুতাতেও অজ্ঞান বলে বোধ
হচ্ছে না । তবে এরূপ অবোধের ন্যায় আত্মহত্যা উদ্ভূত কেন
রাম পদে মহাতীর্থ এ যাব জ্ঞান আছে, অত্মহত্যার পরিণাম
কি তাব জ্ঞান নাই ? তীর্থে আত্মহত্যা করলে মঙ্গল লাভ
হওয়া দূবে থাকে বরং সেই আত্মহত্যার পাপে তীর্থ ক্ষেত্র পর্যন্ত
অপবিত্র হয়ে থাকে, কি আশ্চর্য্য কি যোর জ্ঞান

বাম ।—আমতে আজ্ঞা হক । দাসের প্রণাম গ্রহণ করে
কৃতার্থ করুন

নাবদ —তা বটে পাণীর নিকট নত মস্তক হয়ে অভয়
প্রদান কবাইত বামেব কর্তব্য কার্য্য । কাবং তোমর নামই
ভুভার হাবী । জগতের ভার হরণের জন্মই যখন তোমার অবতার
গ্রহণ, তখন এ পাপাধম নারদের ভার ত নিতেই হবে তা
অন্তের মস্তকের ভার নিজ ১ শ্রুকে গ্রহণ কব্বে হতেই বিধি
নত মস্তক হতে হয়, তাই বুঝি পাপাধম নাবদেব পাপ ভার
গ্রহণের জন্মই নত মস্তক হচ্ছ বাম । তুমি যেমন প্রাণমের
ছলে আমার ভার গ্রহণ কব্বে, আমিও তেমনি তোমায় আশীর্বাদ
প্রয়োগ ছলে আমার পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম আত্মকৃত কর্ম্মফল
তোমাতেই অর্পণ কবে এই প্রার্থনা করছি, যেন ভবে এসে ভুভার-
হাবীনাগের গুণ প্রকাশ কর্তে ভুলনা ।

লক্ষণ —দেবর্ষি । দাস লক্ষণ আপনাকে প্রণাম করছে

নাবদ —কে লক্ষণ তুমি আমাকে প্রণাম করছ, তা লক্ষণের
প্রণামের কারণও আমি বুঝেছি, লক্ষণ না-কি স্বয়ং অনন্ত

দেবেব অবতর ধরংকে শিবৈ ধবংই লক্ষণৈব কার্য্য লক্ষণে যে, কি বস্তু, পাছে আমি না চিন্তে পাবি, তাই ধবায় শিব স্পর্শন ছলে জানিয়ে দিচ্ছেন—“আগিই অনন্তরূপে গনন্তাকে শিবৈ ধাবণ কবে আছি অথচ জগতেব ভার সমস্তকে স্বমস্তকে ধাবণ কবাই আগাব কার্য্য। আগি বর্তমানে পাপের ভার বাগকে স্তম্ভ কর্তে হবে কেন, আগিই সে ভাব গ্রহণে প্রস্তুত” লক্ষণ—এক প্রণামেব ছলেই রামভক্তি এবং ভক্তানুরক্তি, সকলগুলিই ব্যক্ত কবলেন ধন্য অনন্ত দেব তোমাদেব অনন্ত লীলা সাগরেব ক্ষুদ্রবিশ্ব নাবদ এ খেলার অন্ত কি বুঝবে? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি বোরদ্য মানা ব্রাহ্মণ পত্নী ধরালুষ্ঠিতা পুত্রশোকাতুর ব্রাহ্মণ প্রাণ পবিত্র্যাগে উদ্যত, এসব কি কাণ্ড?

রাম —প্রভুব অজানিত কিছুই নাই, মৃত পুত্রের পুনীজবন আশায় শোকাতুর ব্রাহ্মণ দম্পতি রাজসভায় উপস্থিত কিন্তু প্রভু। যে কার্য্য জীব সাত্রেবই সাধ্যাতীত, রামেব এমন কি অমানুষীক দৈব শক্তি আছে যে সেই শক্তিবলে ব্রাহ্মণ কুমারকে পুনর্জীবিত ক'বে

নারদ —কেন সে শক্তি নাই? একটি মৃত ব্রাহ্মণ কুমারেব জীবন দান করা কি রামের পক্ষে অসম্ভব হলো? পদরজঃ দানে অহল্যার পাশাণ দেহ উদ্ধার ক'রতে পেরেছ, নাবিকেব কাষ্ঠের নৌকা অষ্টাপদে পরিণত কব্তে পেরেছ, মিন্ধু মলিলে শীলা ভাসাতে পেরেছ, আঁব এই অকাল-মৃত ব্রাহ্মণ শিশুর জীবন দান ক'রতে পারবে না? তোমাব জন্ম পবিত্রহেব পূর্ক হতেই বিধিবদ্ধ আছে যে, রামচন্দ্রের রাজত্ব কালে অনারুষ্টি—অনকষ্ট—তপ-বিল্ল—অকাল মৃত্যু প্রভৃতি কোন অনাগম সংঘটিত হবে না, আজ, কি তোমা হতে সেই বিধিবাক্য মিথ্যা হবে? নিকলক্ষ সূর্য্যকুলের সহিত বাগ নামে কলক স্পর্শ করবে? তুমি প্রজাবঞ্জন ব্রতে

দীক্ষিত হয়ে, সূর্যাকুলের সহিত বাগচবিত্ত নিকলন্ত বাধ ব'লে
অপাপ স্পর্শিতা সীতা দেবীকে নির্কাসিত করলে, কিন্তু সেই
সীতা নির্কাসনেব সঙ্গে সঙ্গেই কোশল সিংহাসনের অবনতি, মায়
শামনেব পক্ষেও পূর্ণ ব্যাঘাত সংঘটিত হয়েছে । আমি জানি
পাপেব অধিকার ভিন্ন বাগ বাজ্য অকাল মৃত্যু সংঘটিত হবে না,
এক্ষণে কোথায় কিকপে পাপেব অধিকার হয়েছে অনুসন্ধান
পূর্বক প্রতিকার ক'বে, যাতে অনাথ ব্রাহ্মণ দম্পতির অন্ধকার
হৃদয়েব ধব তাবাটির পুনরুদয় হয়, যাতে অনাথ ব্রাহ্মণ শিশু
প্রাণ পায়, তাব উপায় কর আব রূপা কাল হবে কবো না

গীত

কেন বাম বৃথা কালহরণ

কর তব অনিমিত ঘটে কি কাবণ ,

জ্ঞান হয় বাম তব বাজ্য ঘটেছে কি পাপাচরণ

অবিতে হে গুণনিধান, ব'বে পাপেব প্রতিবিধান,

কর পূ এব জীবন প্রদান, দ্বিজের শোক কব নিবানন ।

কালর অধিকার অকার্য, ববেনা বাম বাজ্যকালে, জানে সকলে,—

তোমা হ'তে আজ অবধি, মিথ্যা হবে বিধির বিধি,

বামবাজ্য গুণনিধি, ঘটে যদি অকাল মরণ

বাম —প্রভু আপনি জগজ্জনেব উপদেষ্টা জগজ্জনকে
জ্ঞান দান ক'বে নাবদ নামেব সার্থকত সাধন করেছেন । এক্ষণে
আদেশ করুন—যাতে ব্রাহ্মণপুত্র পুনর্জীবিত হয় তাব উপায়
বলুন, আমি অবিচার্য কপে সে কার্য সাধন করব ।

নারদ —বামচন্দ্র অন্য কিছুই নয়, তোমাব অধিকার কালে
জীবের অকাল মৃত্যু হবে না এইটিই স্থির বাক্য কিন্তু উপস্থিত
ঘটনা দৃষ্টে নিশ্চয় বোধ হচ্ছে কোনস্থানে কোনরূপ পাপাচার সং-
ঘটিত হয়েছে । এক্ষণে অয়ং মশস্ত্রে তার অন্বেষণার্থ বহির্গত হও ।

তোমার প্রাত্যাগমন কাল পর্যন্ত, মৃত ব্রাহ্মণকুমারকে তৈলপূর্ণ কটাহে রক্ষা কর হ'ক লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আজ দিবসত্রয় উপবাসী। ওদের অন্তঃপুর মধ্যে লয়ে যাও যাও মা। পতি সঙ্গে অন্তঃপুরে যাও, এক্ষণে আমিও চলেম, আবার যথাসময়ে এসে সাক্ষাৎ ক'রব। বামচন্দ্র। আর বিলম্ব কেন, কর্তব্য কার্য সাধনে প্রস্তুত হও, (স্বগতঃ) মধুক নামক শূদ্র ইন্দ্র ত্র্যম্বক বাসনায় ঘোরতর তপানুষ্ঠান ক'রছে, তার তপঃপ্রভাবে ইন্দ্রাদি সকলেই ত্রাসিত হ'য়ে উঠেছে ব্রাহ্মণেব আচরিত তপাচাব শূদ্রের দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে, সেই জন্তই দ্বিজ পুত্রের অক'ল মৃত্যু। সেই শাপজ্ঞেয় শূদ্র তাপস রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হ'য়ে স্বদেহ লাভ ক'রবে, বাসবও ইন্দ্র-চ্যুতির আশঙ্কা হ'তে নিশ্চিত হবে, আর এ সব আয়োজনও সেইজন্ত এক্ষণে বামচন্দ্রও তাব প্রতিবিধানে গমন করুন, আমিও একবার মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে গমন করি। শুন্যাস তথায় সীতাদেবী শুভক্ষণে দুটি যমজ সন্তান প্রসব ক'রেছেন ভাল, বামদর্শন ত হ'ল, একবার যুগল বামাত্মজ দর্শন ক'রে নয়ন যুগল সার্থক ক'রে যাই।

[প্রস্থান।

রাম —জাতঃ লক্ষ্মণ। লবণদৈত্য বিনাশেব জন্ত যুদ্ধযাত্রা কালে শক্রপুত্র যে সকল সৈন্য সঙ্গে ল'য়ে গিয়েছে, তাদের প্রাত্যাগমনেব এখনও বিলম্ব আছে; স্মরণ্য অবশিষ্ট সৈন্যাদি সহ সর্কদিকে সমদৃষ্টি বেখে সতর্কতাব সহিত রাজ্যরক্ষা ক'র, আর আমার প্রাত্যাগমন কাল পর্যন্ত, দেবর্ষির আদেশ মত শবদেহ তৈলপূর্ণ কটাহ মধ্যে বক্ষা ক'রে সর্কদা স্বয়ং তার তত্ত্বগ্রহণ ক'রবে। সুমন্ত্র। আমার বর্ম, চর্ম অসি, ধনু, সগন্ত রথ সজ্জিত কর, আমি এখনি পাপাচরণের অনুশরণের জন্ত বহির্গত হব, যাও—শীঘ্র প্রস্তুত হও। আর বিলম্ব ক'র না। জাতঃ

লক্ষণ, ভরত, শক্রপ্প । সর্বদা সঙ্গীত সতর্ক থাকবে, সাবধান ।।
'আগি চলেগ ।

[প্রস্থান ।

গীত ।

রবে সবে সতর্ক সতত সঙ্গীত ।
পাপী অঘেষণ তরে, ভ্রমিব সর্বত্র রে,
নগরে, চত্বরে, কান্তারে, প্রান্তরে, ভূধার, ভূগর্ভ, অরণ্যে ।
নিত্য নিত্য সবে ভূত্যাগণ সনে,
মৃত্যু-দেহের তত্ত্ব লবে সদা সাবধানে,
দেখ যেন অপরে সে, মৃতদেহ না পরশে,
না প্রবেশে পুরে যেন অগ্নে





চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—গঙ্গাতীর

সীতা

সীতা —না আব না, আর এ প্রাণ বাখব না, যে পাপের আশঙ্কায় এতদিন যাতনাময় জীবন বেখেছিলাম, এখন ত সে পাপের ভয় গিয়েছে এতদিন পিতা বাল্মীকির উপদেশে প্রাণকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বেখেছিলাম, প্রাণের কষ্ট প্রাণে চেপে বেখে অনেক সময় অন্য চিন্তায় ভুলে থাকতে পারতাম, কিন্তু আব ত তাও পাবি না অভিন্ন পিতৃ মূর্তি বাছাদের নীল-পদ্ম ভূল্য প্রফুল্ল মুখ দুটি দেখলে আমাব যে, মনের আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে জ্বলে উঠে যেদিন বাছাবা আমার ভূমিষ্ঠ হলো, শুনলাম সেই দিনে দেবব শক্রস্ব, লবণ দৈত্য বিনাশের জন্তু মথুরা যাত্রা করেন দিবা অবসান হওয়াতে আমাদের তপোবনে রাত্রি যাপন ক'রেছিলেন, পিতা বাল্মীকির নিকট বাছাদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদও শুনেছিলেন, কিন্তু পাছে রাগের বিরাগভাজন হ'তে

হয়, সেই ভয়ে একবার দেখে যেতেও পারেন নাই আহা যে বনু-কুলের একটি দাম দামীর পুত্র সন্তান হ'লে, আনন্দ উৎসবের নীমা থাকে না, আজ সেই বনু-কুলের কুলতিলক যুগল কুশ-শ্যায়্য প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে । যাদের নামকরণ উৎসবে জগৎ আনন্দিত হবে, আজ কি না বনবাসী ঋষি তপস্বিগণের মত তাদের নামকরণ সমাধা হলো । বাছাদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পিতা বাল্মীকি কুশ-মুষ্টিব অগ্রভাগ দ্বারা শাস্তি-জল প্রদান ক'রেছিলেন ব'লে কনিষ্ঠের নাম "কুশী" আর মূল ভাগের দ্বারা শাস্তিজল প্রদান ক'রেছিলেন ব'লে জ্যেষ্ঠের 'লব' নাম বক্ষ্য ক'রেছেন । বাছা বা আমাব, পিতা বাল্মীকি যেন কত আদরের ধন । তাঁর তপস্বত এক দিকে, আর বাছাদের লালন পালন এক দিকে । আর আমি বাছাদের জন্ম চিন্তা করিনে, যদি তাদের মতী গর্ভে জন্ম হ'য়ে থাকে, যদি ঋষি-বাক্য মিথ্যা না হয়, তাহ'লে ভগবান তাদের মঙ্গল কব'বেন এখন আর কেন এ রাগত্যাগ্য দেহ-ভার বহন ক'রে বসুন্ধরাকে ভাবাক্রান্ত করি । এই ত সম্মুখেই সেই পাপ তাপ-নাশিনী পতিতপাবনী গঙ্গা, যার নামে জীবের সকল পাপ তাপের শাস্তি হয়, সেই শান্তিময়ীর কূলে এসে আর শাস্তি লাভের জন্ম চিন্তা করি কেন ? ওম জগজ্জননী জাহ্নবি । বড় বাতনায় অ'লে জন্মদুঃখিনী জানকী তোর পবিত্র জলে জীবন জুড়াতে এসেছে মাগো । পাতকিনী ব'লে কেউ দয়া ক'রলে না, কলুষিতা ব'লে হতভাগিনী সীতাকে কেউ স্থান দিলে না, তাই মা । অবশেষে তোব কূলে এসে শরণ লয়েছি তুই যে মা পতিতের গতি, পাতকের আশ্রয় পতিতপাবনী গো । পতি-পরিত্যক্তা পতিতা সীতা আজ তোব পাদপদ্মে পতিতা, গঙ্গে গো । একবার রূপাপাঙ্গে চেয়ে এই পতিতা সীতাকে তোর পবিত্র তরণে স্থান দে ।

গীত।

চাও মা করুণ অপাঙ্গে

বড় ছুঁখে তাপে জলে, (মাগো) এসেছি বিমলে,

জুড়াতে য'তন' তব তরঙ্গে

ওমা মাধবামাহিনী, মকববাহিনী

শিব সোহাগিনী রঙ্গে

শিব শ্রবত রঙ্গিনী, দ্বর তরঙ্গিনী

ত্রাহিমে জননী জাহ্নবী গঙ্গে

জানি ব্রহ্ম শাপোদ্ধার, হেতু ম তোমাব,

মিলন সাগর সঙ্গে

আজ পতি ব্রহ্মরূপ, দাসীরে বিরূপ,

উদ্ধার জননী রূপা ক্র ৩ঙ্গে

ছিল লিপি ভাগ্যপটে, তাই অকপটে,

রটে কলঙ্ক বৈরঙ্গে

হলেম কুলটা সমা যে, পতিতা সমাজে,

তাই ত্যজে সব অন্তরঙ্গে

আমার যে ছুঁখে অন্তব রহে নিবস্তব,

যে অনল জলিছে অঙ্গে

আমার সে মবমের বাণী বুঝিবে কে কোথা

ছুঁখের কথা আব কব কার সঙ্গে

তুমি অনন্তরূপিনী, অম্বব যামিনী

শুনি পুরাণ প্রসঙ্গে

অন্তে পদ-কোকনদে, দিও স্থান সারদে,

ভীত ভূষণ মানস-ভঙ্গে

(গঙ্গা ও মুরলার প্রবেশ।)

গঙ্গা —সখিরে সহসা আজ একি ভাবান্তব .

তীরভূমি আলোকিত, প্রাণ মন পুলকিত

কেন প্রোমানন্দে আজ পরিল অন্তব ?

মুরলী ।—কি হেতু কি ঘটে কোথা কহিব কেমনে ।

তব ব্যাপ্তি চবাচব, কিবা তব অগোচব,

অন্তর যাগিনী তুমি কিনা জান মনে ?

গঙ্গা ।—তবে মখি চল দেখি যাই দুই জনে,

পুলকে পুরিল হিয়া কি কারণে দেখি গিয়া,

তীর-ভূমি আলোকিত কিমের কারণে ?

মুবলী ।—কে তব বোধিবে গতি গতি-বিধায়িনি ।

চল হব মন রমা, পদাশ্রিতা ছায়া সমা,

আছে ত এ দাসী তা মতত মদিনী

(গমন পূর্বক)

গঙ্গা ।—মবি মবি মবি, কিরূপ মাধুবী, দেখ সহচরি,

দেখলো ভরায় ।

মুবলী ।—তাজি মেঘমালা, বুঝি বা চপলা, হয়ে অচঞ্চলা,

লুটায় ধরায় ॥

গঙ্গা ।—ত নয় তা নয় মখি । তা নয় তা নয়,

কুল আলোকিত যাব রূপে ব আলোকে

প্রোমানন্দে প্রাণমন পবিল পুংকে

এ রূপ একদিন দেখেছি গোলোকে

পলকেব তরে আসি ভুলোকে উদয় ।

মুবলী ।—তবে কি ও মেঘচ্যুতা ক্ষণপ্রভা নয় ?

গঙ্গা ।—ক্ষণপ্রভা এত প্রভা পানে মা কোথায় ?

সামান্য জলদ কোলে খেলে যে দামিনী,

ও নয় সে ক্ষণপ্রভা জলধি কামিনী ।

বাম-জলধব বামে, খেলিত অযোধ্যা ধামে,

সেই মেঘচ্যুতা ঐ গীতা-সৌদামিনী ।

মুরলী ।—জনকের যজ্ঞ-ভূমে জনম হইতে,

বাল্মীকির তপাশ্রমে বনবাগাবধি—
 শুনেছি মা জানকীব জীবনী যতেক ।
 তাঁর আগমনে তব তীব আলোকিত
 অবশ্য সম্ভবে তাঁর রূপের আলোক
 অলোক-সামান্য। সীতা ত্রিলোক সুদরী ।
 কিন্তু দেখি কতরূপ, তার আলোকে ত
 প্রাণানন্দে পুলকিত হয়না পবাণ
 তাই মা সুধাই তোবে সুধাংশু বদনি
 কি সুবাদ সীতা সহ সুর-তবঙ্গিনী ?

গঙ্গা —হের গধি । শোক মোহে হইয়া মূচ্ছিতা
 চৈতন্য বিহীন সীতা চৈতন্যদায়িনী
 চেতন কবিয়া মাকে ল'য়ে চল গৃহে
 পাবে পরিচয় পরে পরাণ সজনি ।
 (সীতার পদধারণ পূর্বক)
 অনন্ত সমাধি যোগে যে পদ আরামে
 বিরিঞ্চি বাগব, মাধে শঙ্কর শ্রশানে,
 নাহি জানি পূর্বার্জিত কি সাধন ফলে
 পাইলাম অবাধে সে অতুল চরণ
 এত দিনে জাহ্নবী বধন এ জীবন
 উঠ মা গোলোক লক্ষ্মি । ত্রিলোক-পালিকে
 ভুলেছ কি সব হ'য়ে ভুলোকবাসিনী ?
 অকূলে লভিতে কুল আকুল হৃদয়ে
 কার কূলে এসেছ মা কুলকুণ্ডলিনী ?
 সীতা । —কে তুমি মা বন মাঝে কোন মহাদেবী ?
 পতিত্যাগ্য পাপিনীরে দেমা পদধূলি ।
 (পদধূলি গ্রহণোত্তর)

গঙ্গা - -কিকব করুণাময়ী কল্যাণদায়িনি
তাক'বণে অকল্যাণ ক'র না দাসী
কাষ্ঠ-তরি অষ্টাপদ, পাষাণ মানবী,
পতিত পাবনি । যাব চরণ পরশে
ভাসে শিলা গিঙ্কুজলে যে বামেব নামে,
তাব জায়া তুমি, সীতে । জগৎজননী ।
কে তা'বে বিতবে পদ, অযোনি-সম্ভবা ।
পদ্মযোনি পদ যাব ভাবে নিবস্তর

সীতা —কে তুমি মা মারী আগি নাবিনু চিনিতে,
ক'বোমা বধনা কহ করুণা বিতরি,
সহজে অবলা আগি অবোধ মানবী,
মানব-ললনা সহ ছলনা কি মাজে ?
দেব-বালা তুমি নতি । কহ সত্য করি
কোন মহাদেবী তুমি দয়ার প্রাতিমা ?

গঙ্গা ।—তো'র কাছে নহি দেবী, দাসী আগি তো'র,
কুপায় দিয়েছ স্থান ও বাঙ্গা চরণে
দাসী ব'লে, তেই সব বলে মহাদেবী,—
হরিপদে জন্ম মোর বাস ব্রহ্মলোকে,
স্বর্গে মন্দাকিনী নাম, মর্ত্যে ভাগিরথি,
ভোগবতী নাম মোর বসাতল পুরে,
ত্রিলোকে ত্রিবিধ নাগ মা তব দাসীর ।

সীতা ।—কে মা গঙ্গে ।—

গতি-বিধায়িনী গঙ্গে । হ'য়েছে কি দয়া ?
না থাকিলে এত দয়া পতিতেব প্রাতি,
পতিতপাবনী কেন বলিবে ত্রিলোকে ?
শুভক্ষণে ধ'বেছ মা দয়াময়ী নাগ

শুনৈছি মা ব্রহ্মশাপ উদ্ধারের হেতু
এসেছ ভুলোক মাঝে ত্রিলোকপাবনি ।
বিরূপ দাসীব প্রতি পতি ব্রহ্মরূপ
ভাগ্য দোমে পতি-কোপে পতিতা অভাগী,
তঁই মা শবণ তোর ল'য়েছি চরণে
পতি-কোপে উদ্ধার মা পতিতপ বনী

গঙ্গা —একি লীলা লীলাময়ি । কেন এ ছলনা ?
তুমিই দিয়েছ পাপী উদ্ধারের ভার
স্বপ্নে করুণাময়ী, তোমারি প্রসাদে
পতিতপাবনী দাসী বিদিতা ত্রিলোকে
পতিব চরণে তব জনম আশ্রয়
হরিপদ-বিহাবিণী নাম মে কারণে,
তনয়া তোমার দাসী খ্যাত চবাচরে
দন্য কন্যা ব'লে মনে পড়ে নাকি সতি ।
মে সব কি ভুলেছ মা কেশব বাসনা ?
সগর-সন্তানগণে উদ্ধারের ছলে,
যে অবধি পাঠাইলে মর্ত্যে এ দাসীরে,
তদবধি মাতৃপদ-সেবায় বঞ্চিত
দাসী তব, তঁই এবে বড় সাধ মনে
সযতনে রাখি তোবে নিজ নিকেতনে
পুলকে পূজিয়ে পদ পূরায় বাসনা ।
দাসীর ভবনে এবে চল দয়াময়ী ।

(গীত)

চল চলমা, ও রাম মনোরমা চল মা দাসীর ভবনে ।
কেন দেখি মা অধীর (সঙ্গো) কেন এমন ধীর
বহে ধারা মা তোর ছ'নয়নে (ধরা ভাসাইয়ে)

কুমা'ব যুগলে মো'র পালিবেন পিতা
 বাঁস্মীকি , স্নেহময় জনকের মত ।
 একটি বাঁসনা মো'ব পু'বাস্ জাহ্নবী
 মা'বো মা'বো দেখাস্ মা বাছাদের মুখ
 গঙ্গা ।—কেন চিন্তা কব সতি কুমা'ব যুগলে
 যাচিয়া লইয়া যাব মুনী'ব নিকটে,
 দয়া'ব সাগ'ব ঋষি দিবেন ছাড়িয়া
 জাতুদয়ে, সবতনে পালি জাতুস্নেহে
 শিখা'ব বিবিধ অস্ত্র সমর-কৌশল,
 সুদুর্লভ যাহা সতি । মহারথি কূলে ।
 মাতৃ অঙ্কে তপোবনে তবঙ্গিনী বুকে
 যখন যেখানে সাধ খেলিবে দুজনে,
 তুমিও খেলিবে মাগো যখন বাঁসনা,
 থাকিবে মুরলী সখি সঙ্গিনী তোমা'র
 দাসীও আসিবে সঙ্গে পদছায়া সগ ।
 দেখাইব তপবন মুনী ঋষিগণে,
 দেখাব তাপস তরু আশ্রম কুটী'ব
 সাজে যথা মুনীবালা ফুল ফুল সাজে
 আশ্রম পাদপ মূলে দেখাব যতনে,
 মৃগশিশু সহ স্নেহে বাঘিনীর খেলা ।
 সকলি দেখিবে তুমি , মম মস্ত্র বলে
 তব অঙ্গ কেহ সতি না পাবে দেখিতে
 চল লো মূবলে । মা'কে রাখিয়া যতনে
 যাচিবারে যাই মা'র কুমা'র যুগলে ।

সীতা ।—সকলি সম্ভবে তোবে শঙ্কু-সিমস্তিনী,
 সকলি দেখিতে পাব তোমা'র কল্যাণে

কিন্তু আর এজন্যে — অভাগিনী আগি
 পাবনা দেখিতে সেই রাতুল চরণ
 সীতা-সর্বজের রবি অতুল জগতে
 গঙ্গা ।—অচিরে পূরিবে মাধ, তাজ চিন্তা সতি !
 তাপস সংহার হেতু রঘুকুল-ববি
 পিতা মোব , আগিবেন যবে এ কাননে,
 সঙ্গে ক'বে সেই দিন আনিব মা তোবে
 দেখিবে পতিব পদ পতিত পাবনি ।
 একাসনে রাম মনে বসায় তোমায়,
 মাতৃপদ পিতৃপদ যত্নে পূজা করি
 হেবিব যুগল রূপ নয়ন ভরিয়া,
 ধন্য হবে জাহ্নবীর জন্ম সেই দিনে

সীতা ।—আতঙ্কে কাঁপিল প্রাণ । কি কহিলি সতি !
 তাপস সংহার হেতু আগিবেন নাথ ?
 দয়াব সাগর তিনি সদা শান্তিপ্রিয়
 হেন নাথ রত আজ তাপস নিধনে ?
 শুনে যে শিহবে অঙ্গ , অসম্ভব কথা
 বিশেষ বারতা সতি । কহ সত্য করি

গঙ্গা ।—আচরে দুষ্কর তপ ঘোর বনাশ্রমে
 মধুক নামেতে শূদ্র ইন্দ্র প্রিয়ামি
 সে কারণে বাম রাজ্যে দ্বিজ পুত্র হত
 অকালে কালেব গ্রাসে পাপাচার হেতু
 পতি তব ব্রতী এবে প্রতিকারে তার
 নিত্য সত্যপ্রিয় রাম অমিছেন সদা
 পাপীর সন্ধান হেতু নিভীক হৃদয়ে,
 সতত সশস্ত্র পাণি , বন-বনাস্তরে

সীতা ।—দ্বিজ আচবিত তপ আচবয়ে পাণী
 বিজন বিপিন মাঝে কেমনে মা তবে
 পাবেন সন্ধান তার বনুকুল-গণি ?
 না জানি কতই কষ্টে পাবেন কাননে

গঙ্গা ।—বুঝা চিন্তা ত্যজ সতি অচিন্তরূপিণী
 পদ্মা সহ বাণি তোরে যতনে ভবনে,
 যথা কালে যাব আমি উড়ি শূন্য পথে—
 আপন বিস্মৃত রাগে কহিতে বাবতা,
 উর্দ্ধপদে অধঃশিবে অগ্নি বাণি মাঝে—
 তাপস সম্বুক শূদ্র যথা মগ্ন তপে
 তোমার ক্রপায় সতি অজানিত কিবা ?
 কহিব পতিবে তব দৈববাণীচ্ছলে,
 চিন্তা পবিহরি এবে চল দয়াময়ি

[সীতা গঙ্গা ও মুরলার প্রস্থান

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম —সাগর-সৈকত, শৈল, ভূগর্ভ ভূধর—
 জন স্থান, পান্থশায়া প্রাগ্ভাব প্রান্তর
 পাঁতি পাঁতি অশ্বেষিণী অবনীমণ্ডল,
 না পাইবু কোন স্থানে পাণীর সন্ধান ।
 যথা যাই তথা নাই অন্য আলাপন,
 বাক্যচ্ছলে—উপহাসে—বিষাদে—হরিষে'
 বালক, বণিতা, বৃদ্ধ, যুবকমণ্ডলে
 কেবল জল্পনা মাত্র রাগের দুর্নাম
 “ন্যায়-যুক্তিহীন রাম নির্দয় পামাণ
 তা'বি পাঁপে ঘটে রাজ্যে ঘোর অমঙ্গল
 তা'বি দোষে—তা'রি পাঁপে রাজলক্ষ্মী সমা—

অপাপ স্পর্শিতা গীত কানন-বাসিনী ।”

মনে হয় আবও কত কঠোর দুর্নাম

হ’তেছে জ্ঞানী বাজো নগবে প্রাসবে ।

পঞ্চ মাস গর্ভবতী নবমী গীতানে

অবাধে দিয়েছে মনে যে বাগ নির্দয়,

• তাব মম মহাপাপী কে আছে ত্রিলোকে

মম পাপে ঘটে বাজো এত অমঙ্গল ।

বাগ মম মহাপাপী পাকিতে জীবিত

রথ্য কেন কবি অশ্রু পাপীব সন্ধান,

এ পাপ জীবন দানে কবির এখনি—

জীবিত অকাল মৃত ব্রাহ্ম কুমারে ।

আত্মহত্যা মহাপাপ ভাবুক অপবে

পাপে সঙ্কোচিত যাবা—ধার্মিক সুধীব,

• অকাতবে অবাধে যে নির্দয় ব্রাহ্ম ম,

গর্ভবতী দয়িতাবে দিয়ে বনবাসে,

অনায়াসে বিনাশে মে গাত্ৰজাত মনে

কবে ভীত সে চণ্ডাল আত্মহত্যা পাপে ?

(দৈববাণী)

জালিয়া অগ্নিরাশি বে, উর্দ্ধপদে অধোশিবে

কবে তপ শূদ্র তপোধন

যাও রাম চিন্তা তাজে, নৈমিস অরণ্য মানো

জ্বা কব তাপস নিধন

রাম ।—কি, নৈমিসারণ্য মধ্যে উর্দ্ধপদে অধঃমস্তকে প্রাজ্বলিত

• অগ্নিরাশির মধ্যে শূদ্রতাপস তপে মগ্ন যাই—যাই নৈমিসারণ্যে ।

নিষ্কোমিত অমি হস্তে গ্রাহ্যন

—❦❦❦❦❦❦❦❦—



পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যা—রাজসভা ।

বশিষ্ঠ । —কৈ এখন পর্য্যন্ত ত রামচন্দ্র প্রত্যাগত হলেন না।
পুত্র শোকাভুব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকেই বা আব এমন ক'রে কতদিন
প্রবোধ দিয়ে বাখ'ন। আর ত কোনরূপেই সান্ত্বনা করতে
পারি না, উভয়েই আহার নিদ্রা নাই, নিয়তই কেবল
তৈল কটাহস্থ শব দেহের নিকট বসে অবিবল ধাবে অশ্রু-
বিসর্জজন ক'ব্ধে, রামচন্দ্রের বন-গমনের পর মহারাজ দশরথ
পুত্র-শোক প্রাণ পরিত্যাগ ক'বলে, তাঁর শবদেহ তৈল কটাহ
মধ্যে রক্ষা করা হ'য়েছিল। পরে ভবত মাতুলালয় হ'তে এসে
তাঁর সৎকার্য্য সাধন করেন। আবার এই অকাল মৃত ব্রাহ্মণ
কুমারের শবদেহ তৈলকটাহ মধ্যে রক্ষা করা হ'য়েছে, এখন
রামচন্দ্র এসে জীবিত ক'বেন কি সৎকার্য্য সাধন ক'বেন তাই
কিছুই বুঝতে পারছি'নে, দেবর্ষি নারদের বাক্য কি মিথ্যা হ'বে ?
ভাল একবার ধ্যানস্থ হয়েই দেখি (ধ্যানস্থ) এই ত রামচন্দ্র শূদ্র
তাপনের অনুসন্ধান ক'রে তার বধ সাধনে অগ্রসর হ'য়েছেন,

অতঃপর ত্র্যম্বকঃ কুমার পুনর্জীবিত হ'বে । এক্ষণে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে তৈল কটাহস্থ শবদেহ সহ সভায় আনয়ন করাই কর্তব্য, তাঁদের চক্ষের উপর সর্পসংক্ষেপে মৃত পুত্র জীবন লাভ করুক আর সভাস্থ সকলেই বামের অলৌকিক কার্য্য দর্শন ক'বে (প্রমোদিত হইয়া বাম জয় বাম ধ্বনিত্তে নগর প্রতিধ্বনিত করুক (লক্ষণের প্রতি) কুমার লক্ষণ শীঘ্র পুত্রশোক-সংহত ব্রাহ্মণ দম্পতিকে মৃত পুত্র সহ সভায় আনতে অনুমতি প্রদান কর, অতঃপর ব্রাহ্মণ কুমার পুনর্জীবিত হ'বে.

লক্ষণঃ —প্রভু । ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কি আন স্মৃতির আছেন ? আপনার সভায় আগমন শ্রবণে মাত্রই ব্যস্তভাবে এই দিকেই আগমন ক'ব্ছেন, এক্ষণে শব দেহ কি অস্ত্রের দ্বারা আনয়ন কর' হবে ?

বশিষ্ঠ ।—না, জীবিত না হওয়া পর্য্যন্ত অস্ত্র স্পর্শ করার প্রয়োজন নাই, ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী উভয়ের যে কেহ হ'ক মৃত পুত্রকে সভায় আনয়ন করুক

লক্ষণ । যে আজ্ঞা

[প্রস্থান ।

(মৃতপুত্র বক্ষে তাবতী ও দশাশ্বশেখর সহ লক্ষণের পুনঃ প্রবেশ)

তব । —ঠাকুর আর কতদিন এমন ধারা কাঁদিতে হবে ? আর কতদিন এমন ধাবা আশা দিয়ে জীবিত রাখবেন ? রামচন্দ্রের আসাব আশায় এ জীর্ণ দেহে আর কত দিন প্রাণ থাকবে ? রামের কি দয়া হলো না ?

দশাশ্ব —প্রিয়ে সকল কুলই হাবালাস । এক মহাত্মার উপদেশে এখানে এসেছিলাম, তিনি বলেছিলেন “রামচন্দ্রের কাছে যাও, রামের ক্রপায় উপায় হয় উত্তম, নতুবা উভয়ে তাঁর

অভয় পদে প্রাণত্যাগ ক'বে" এই ব'লে গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগে, বাধ দিয়েছিলেন, তাহ'লো । মৃত পুঞ্জের উপায় ৩ যথেষ্টই হ'লো, লাভে হ'তে গঙ্গাও হাবালাগ—রামপদ তীর্থেও বঞ্চিত হ'লাম । এখন এস । বামকে ত হাবায়েছি, এখন নামকে সম্বল ক'বে জয় রাম জয় বাম ব'লে সবযু জলে যাওনাময় জীবনের শেষ কবি ।

লক্ষণ — মহাশয় আর শোকে অধৈর্য্য হ'বেন না, একবার আপনার মৃত পুঞ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, শরীরের লাবণ্য কিছুমাত্র হ্রাস হওয়া দূরে থাক, ববং জীবিত দেহের লক্ষণ সকলই ক্রমে প্রকাশ হচ্ছে

বশিষ্ঠ ।—মা । আব অশ্রুবর্ষণ ক'বে পুঞ্জের অকল্যাণ ক'রো না, ঐ দেখ শরীর স্পন্দিত হ'ছে, শীত্র মুখে বসনাচ্ছাদন মুক্ত ক'বে অন্ধে ধাবণ কর ।

(শূন্যে দৈববাণী)

বামবাজ্যে যে নিমিত্ত, সংঘটিত অনিমিত্ত,

হইল সে পাপ তিবোহিত ;

হত শৃঙ্গ তপোপন, নিষ্পাপ বাজ্য এখন,

দ্বিজপুঞ্জ হউক জীবিত ।

বশিষ্ঠ ।—মা । ঐ দেখ ঐ দেখ—তোমার পুঞ্জ নয়ন উন্মীলন ক'বেছে, দেখ । সকলে দেখ ।

সকলে — হাঁ হাঁ চেয়েছে । চেয়েছে ॥

বশিষ্ঠ — সকলে একবার রঘুকুল-যশকেতু রামচন্দ্রের জয়শব্দ উচ্চারণ কর

সকলে ।—জয় দয়াময় রামচন্দ্রের জয়

দশাশ্ব — আহা কি আনন্দ । কি আনন্দ । পরমানন্দময় রামচন্দ্রের কি বিচিত্র লীলা । সকলে একবার রামচন্দ্রের শ্রীতীর্থে হরিবোল হরিবোল বল

তারা — বাপ, যুগ কি ভেঙ্গেছে । মোনার চাঁদ আমাব ।
হাবান ধন—বুকেশ মাণিক । আর ধুলায় পড়ে কেন ? বাপরে,
বড় ঝলে যাচ্ছে । একবার মা ব'লে হতভাগিনীর কোলে এমে
তাপিত প্রণ শীতল কব ।

গীত ।

আর কি ছুঃখে বঞ্চেব ধনরে ভুতলে
প্রাণ জলে যায়, কেন আর ধবা-শয্যাগ,
একবার চাঁদমুখে মা ব'লে চাঁদ আর কোলে
রামের কুপায় আবাব যদি, পেলাম তোরে হারানিদি,
বদন ভ'রে নিববদি ডাক জয় জয় বাম ব'লে

শশী — মা । আমি বড় দুঃমিয়ে ছিলাম নয় মা ? বাবা, কি
ভিক্ষা হ'তে এমেছেন ? হাঁ মা । আমরা এখানে কেন ?
আমাদের মে কুঁড়ে ঘর কৈ ? বাবার মে ভিক্ষার ঝুলি কৈ ?

দশাশ্ব ।—এই যে বাপ আমার ভিক্ষাব' ঝুলি । যে ভিক্ষার
ঝুলি সম্বল ক'রেই এতদিন সংসারে ছিলাম, আজ, সেই ভিক্ষার
ঝুলি হাবায়েছিলাম ব'লেই মে ভগকুটীর ত্যাগ ক'বে এমেছি
এখন আয়, আমাব ভিক্ষাব ঝুলি আমাব কক্ষে আয়, আমি এই
ঝুলি কক্ষে ক'রে, দয়াময় রামেব কাছে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি,
আর যেন এ ঝুলিটি হারাতে না হয় যেন এই পর্ণ কুটীবের ধন
পর্ণ কুটীবে বক্ষা ক'বে যন্ত্রণাময় জীবন পবিত্যাগ ক'রতে পারি

শশী — বাবা । ভুগি কখন ভিক্ষা থেকে এলে ? বেলা ত
গিয়েছে, তবু কি ভিক্ষা সমাধা হয় নাই ?

দশাশ্ব ।—বাপ । আমাব বেলা গিয়েছে তা জানি, কিন্তু
ভিক্ষা সমাধা ক'রতে পারি নাই, আজ বোধ হচ্ছে যে

আমার ভিক্ষা সমাধা হ'য়েছে তাই আজ ভিক্ষাব বুলি তোমাকে .
কক্ষে ক'বে বাম কল্পরক্ষের মূলে এসেছি, এখন আমার কোলে
এসে প্রাণ ভবে জয় বাম জয় বাম ব'লে ডাক (পুত্রকে বক্ষে
গ্রহণ পূর্বক) আব ধরাসনে কেন বাপ . আয় ! বুকে বেখে প্রাণ
জুড়াই ।

গীত ।

জুড়াই জীবন বঙ্গে ধবে

ঘুচাও বাপ, মনস্তাপ,

একবার পিতা ব'লে চাঁদ ডাকবে চন্দ্রাধরে ।

অপাব কৃপাসিন্ধু রাম-গুণনিধি, সদয় হ'য়ে আজ তোবে হাবানিধি,
মিলালেন যদি ;—

তবে কুড়ুলে, ব'হুলে জয় জয় রাম বল্লব বন্দন ভরে ”

শশী —বাবা ! রাম কে বাবা ? আমি তাঁকে দেখব ।

দশাশ্ব —যাঁর কৃপায় আজ হারান নিধি তোমাকে পেয়েছি
তাঁরই নাম বাম, তিনিই জগদভিবাম—তিনিই আমাদের এ
ছদ্দিনের বন্ধু, তিনিই আমাদের অদিনের আশ্রয় ।

শশী —বাবা, আমাদের কি কেউ বন্ধু আছে ? কৈ তুমি
ভিক্ষায় গেলে মা যখন কুটীবে বসে কাঁদতেন, কৈ কেউত এসে
সে সময় দেখা দিতনা, বাম যদি আমাদের বন্ধু, তবে আমাকে
তাঁর কাছে নিয়ে চল, আমি তাঁর কাছে গিয়ে ব'লব “রাম হে ।
আমার পিতা মাতা বড় কান্দাল, তাঁদের দুঃখের শান্তি কর, আব
যেন তাঁদের এমন ধারা ভিক্ষা ক'রতে না হয়

দশাশ্ব —বাপ ! রামের কাছে প্রার্থনা ক'র, বালকের
কথায় রাম অবশ্যই করুণাত ক'রবেন । বামদর্শন না ক'বে আব
কুটীরে প্রাত্যাগমন ক'রব না ।

বশিষ্ট —তোমরা সকলেই এই স্থানে অবস্থিতি কর, রামচন্দ্র
শীঘ্রই প্রত্যাগত হবেন কুমার লক্ষ্মণ । রামচন্দ্রের প্রত্যাগমন
কাল পর্য্যন্ত এঁদের যত্নপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ ক'রবে এক্ষণে সকলে
বিশ্রাম-ভবনে গমন কর

[সকলের গস্থান





ষষ্ঠ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নৈমিষাবণ্য

(শূদ্র তাপসেব ছিন্নমুণ্ড হস্তে বাগচোদ্র প্রবেশ)

রাম —রামের ন্যায় বৃশংসের পক্ষে এই উপযুক্ত কার্য্য ,
মহর্ষি বিশ্বশ্রাবার ঔরসে বাবণাদি বান্ধসগণের জন্ম, এক সীতাব
জন্ম 'মেই সকল ব্রহ্মবংশ-জাত বান্ধসগণকে অকাতরে বিনাশ
ক'রে ব্রহ্মহত্যা পাপ সংগ্রহ ক'বেছি পবন হিতাকাজক্ষী মিত্র
বিভীষণেব একমাত্র পুত্র তরুনীকে বিনাশ ক'বে তার চির-
সুখেব তবনী দুঃখেব সাগরে নিমগ্ন ক'বে দিয়েছি ।--আজ
আবাব একটি মহাত্মার বিনাশ সাধন ক'রে রাম চবিত্তেব চণ্ডা-
লত্বেব উৎকর্ষ সাধন ক'রলাম চণ্ডাল-রুত্তি-অবলম্বী রামেব এ
অতুল কীর্তি চিরদিন অটল থাকবে

(দিব্য পরিচ্ছদধারী স্বদেহ পাণ্ডু যক্ষের প্রবেশ)

যক্ষ —প্রভু রামচন্দ্র ! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন

রাম ।—কে তুমি । এ দুর্গম বন-ভূমিতে ভ্রম্যপমারিত
অগ্নির ন্যায়, মেঘচ্যুত শশধবের ন্যায় সহসা উদয় হ'য়ে বনভূমি
আলোকিত ক'রলে ? যথার্থ আত্ম-পরিচয় প্রদান কর

যক্ষ ।—প্রকৃত অ'ত্মপরিচয় কেমন ক'রে দেব প্রভু । যদি যথার্থ আত্মপরিচয় প্রদানে সমর্থ হ'তাম, যদি এ পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাতা আত্মা রামকে চিন্তে পাবতাম, তাহ'লে আব আত্মপরিচয় দিতে হবে কেন ? রামকে আত্মীয় বলে আপনাকে পাদপদ্মে স্থান দিতেন, তাহ'লো কৈ ? আপনাকে আপনি চিন্তে পাবলাম না, আত্মপরিচয়ও দিতে পাবলাম না । রামের হস্তে দেহ পতন ক'বে, অদলিত সবদুর্কীদলকাস্তি শাস্তিসাগর বাসরূপ দেখতে দেখতে দেহ ত্যাগ ক'বে কোথায় অনন্ত শাস্তি-ধাম লাভ ক'বে, তা না হ'য়ে আবার ভাস্তি পন্থায় পতিত হ'য়ে জঘন্য যক্ষদেহ ধারণ ক'বতে হলো । আজ যদি অচিন্তরূপকে চিন্তে পাবতাম, আব চিন্তা ক'বতে জানতাম, তাহ'লে আর চিন্তা ছিল কি ? অস্ত্রে স্ব'রে'প্য লাভ ক'রে অনায়'সে অনন্তধামে গমন করতাম, সামান্য তৈলকীটও অন্য কীট কর্তৃক ধ্বংস হ'য়ে সেই কীট মূর্তি চিন্তা ক'বতে ক'বতে শেষে অদেহেই তার প্রাবোপ্য লাভে ক'বে থাকে, কিন্তু আমি এমনই কীটাদম যে রাম-কর্তৃক আকর্ষিত হ'য়ে পাপময় দেহ পতন ক'রলাম, কিন্তু একান্তিকী চিন্তাব অভাবে চিন্তাব ধন তে থাকে চিন্তে পাবলাম না । সামান্য কীটের কাছে প্রাবোপ্য লাভের জীবন্ত উপমা প্রত্যক্ষ ক'রেও মোক্ষলাভেব পরিবর্তে আবার যক্ষদেহ ধারণ ক'বতে হ'লো । বাস, দয়া হ'লো না ? যদি দয়া ক'রে শাপজ্ঞে দেহ মুক্ত ক'রলে, তবে এ পাপজ্ঞে যক্ষদেহ মুক্ত ক'বে দাও । আমি মুক্ত-কণ্ঠে তোমার গুণকীর্তন ক'বতে ক'বতে নিত্যধামে চলে যাই

রাম ।—তোমার মঙ্গল হ'ক, তোমার সাধুচিত্ত সদাঙ্গাপে সম্পূর্ণরূপে সন্তোষ লাভ ক'রলাম, এক্ষণে অকপটে আত্মপরিচয় দানে আমার উৎকণ্ঠা দূর কর ।

যক্ষ —রাম ! আমি অন্য কেউ নই, যাব পাপাচার জন্ত

পুণ্যময় রামরাজ্যে আজ অকাল মৃত্যু সংঘটিত হ'য়েছে, যার, অশেষঃ জন্ম জগৎশরণ্য বাম আজ অরণ্যপথে বিচরণ ক'বছেন, যাব ছিন্ন মস্তক আজ ঐ বামদেব সেবিত বামচন্দ্রের বাম হস্তে শোভা পাচ্ছে, আমি সেই শাপভ্রষ্ট তাপস মন্থক, সম্প্রতি তোমার রূপায় শাপভ্রষ্ট দেহ পরিত্যাগ ক'রে পূর্নদেহ লাভ ক'বেছি। তোমার শাপভ্রষ্ট দেহ ধ্বংসেব সঙ্গে সঙ্গেই অকাল মৃত ব্রাহ্মণ পুত্র জীবনলাভ ক'বেছে, এক্ষণে আপনি অযোধ্যায় গমন করুন এই বনভাগ বা গিরিশঙ্করের দুর্গমপথ দাঁসেব অজানিত নাই, চলুন কিয়দূর আমি সঙ্গেও যাব, কিন্তু বাম আজ এই গিরিশঙ্করের সামান্য পথে আমি তোমার পথদর্শক হচ্ছি, তুমি যেন সেই শেষের দিনে শমন-শঙ্করের দুর্গম পথের পথদর্শক হইও

গীত

শুনেছি সেই গোলোকের ধন রাগরূপে অবতরি,
অকূলে নিস্তারেন সে রাম হস্তেব কৃপা বিতরি
(বলেন আয়ি আয়ি কূলে পাবি তবি)
(যদি এতুফানে যাবি তরি) (ও পাতকী জীব)
যে পদে হরে বিপদ, হবের চির-সম্পদ।
পরশনে সে বাম-পদ, অষ্টাপদাকাষ্ঠতরি,
(আমি শুনেছি শুনেছি) (ও পদের মহিমা)
ঐ পদ পদে মুক্ত পাম্বনী (গৌতম-নাথী,
যে পায় পাণ্ডবে পায় মানবী কায়
সে পায় কাতরে যাব মন বিকায়
সেত সকায় যায় বৈকুণ্ঠপুরী
(চলে যায় রাম যায় রাম) (জয় রাম ব'লে মুখে)
কালকে ফাঁকি দিয়ে, সেত সকায় যায় বৈকুণ্ঠপুরী
বাধ্য নও রাম অস্ত রসে, প্রেমহীন ব্রত সময়সে
যে তোমাবে ভালবাসে, রাগ তুমি হও হে তারি—

(কিছু চাও না চাও না) (ভক্তের প্রেম বিনে)
 চণ্ডালের প্রেমেতে মেতে মিতে ব'লে কৈল দিয়েছ হরি ।
 (সে যে রামা ব'লে সম্ভাষিত)
 তার প্রেমে হনয়নভাগিত, দিয়ে তুখিত উড়িধানের মুড়ি
 (বন্ত থারে রামা)
 (চাঁদমুখ স্থথায়োছে ধব থারে রামা) অগ্নি নিতে ছবাহ প্রস বি ।
 (সীতা আসীনা, গঙ্গা ও মুরলার প্রবেশ ।)

গঙ্গা —মা দাসী জাহ্নবী তোমাকে প্রণাম ক'ব্ছে ।

মুরলা —তোমার দাসী দাসী মুরলা প্রণাম ক'ব্ছে
 এসেছে

সীতা —কে মা, জাহ্নবী ? এসেছ ? বাছা মুরলা এসেহিন্ ?
 অনেক দিন যে বাছা তোদের দেখি নাই, মাঝে মাঝে এক এক
 বাব কি আসতে নাই ? এমনি ধাবা কি ভুলে থাকতে হয় ?

গঙ্গা —সেকি মা, আমরা ত তোমার কাছে সর্বদাই আছি,
 ছায়া আর পদাশ্রয় ছাড়া কবে মা ? তবে তুমি নাকি সর্বদাই
 পতিপদ-চিন্তায় অন্তরঙ্গনা, যখন আসি তখনই দেখি অধোমুখী হ'য়ে
 ধবা দর্শন ক'রছ । কখন দাবাবিগলিত চক্ষে গাতুবক্ষে শয়ন
 ক'রে অশ্রুধাবায় পরাগিত ক'ব্ছ, চিন্তিতের পক্ষে নির্জীনতা
 বড় প্রিয় বস্তু, কাছে গেলে পাছে তোমার নির্জীনতা ভঙ্গ হয়,
 চিন্তায় বাধা পড়ে, তাই অন্তরালে থেকে তোমাকে দেখি, তবে
 আজ নাকি আম্বাব নিতান্ত প্রয়োজন, তাই এসে তোমার পতি-
 চিন্তায় বাধা দিয়েছি, এখন ছুঃখের আশুন চেপে বেখে আমার
 একটি কথা শুনবে কি ?

সীতা —কেন শুনব না মা । কি ব'লবে বল ।

গঙ্গা ।—মা । এক রামপদ-চিন্তাতেই তুমি জগৎ সংসারের
 সকল চিন্তা ভুলেছ, তাই আজ লব কুশীব কুশলানুষ্ঠানের জন্ত

আমাকে এসে মনে ক'বে দিতে হ'চ্ছে, নইলে সন্তানের শুভানু-
ষ্ঠানের কথা কি মার কাছে এসে অন্যকে বলে দিতে হয় ?

সীতা ।—কি মঙ্গলানুষ্ঠান ক'রব মা । আমার ত কিছুই মনে
নাই, কিছুতে মনও নাই, আমি বামপদ চিত্ত ক'বছি, রাম রাম
ব'লে কঁাদছি, সর্ষদা চক্ষের জলে তাঁর পূজা ক'রছি এই আমার
মহাব্রত—এই আমার মঙ্গলানুষ্ঠান . বাছাদেব আমার এতেই
মঙ্গল হবে ।

গঙ্গা ।—তা জানি মা জগতে সতী-ধর্ম শিক্ষা দেবার জন্যই
সতী-কুলেশ্বরী তোমার জন্মগ্রহণ, আব রাজধর্মের কঠোরব্রতের
পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যই বামচন্দ্র কর্তৃক তোমার নির্কাসন, তাত
সবই জানি মা । তবু লে কাচার, কুলাচারও যে নিতান্ত অত্যজ্য ।
তুমি কুল-লক্ষ্মী, কুলধর্ম বক্ষাত তোমাকে ক'রতেই হবে ।

সীতা ।—কি কুলধর্ম মা আমার সঙ্গে কুলধর্মের কি সম্বন্ধ
গাছে মা ?

গঙ্গা ।—মা এ ত নিজের মঙ্গলের জন্য নয়, তোমার লব
কুশীর মঙ্গলের জন্য বসুবংশের চিব-পদ্ধতি, সন্তানের ষষ্ঠ বর্ষ
বয়স্কম-পূর্ণ-দিনে সহস্রে পুষ্পচয়ন ক'বে এনে কুল-দেবতার পূজা
ক'রতে হয়, সন্তানের হস্তে বক্ষাবন্ধন ক'রতে হয়, সেই জন্য
তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তপোবনে পুষ্পচয়নে যাব বলে এনেছি,
আমাদের সঙ্গে চল, আপন হাতে ফুল তুলে তপনদেবের পূজা
ক'রবে ।

সীতা ।—মা । আবার আমাকে তপোবনে যেতে হবে ?
আবার লোকের কাছে এ মুখ দেখাতে হবে ?

গঙ্গা ।—তার জন্য চিন্তা কি মা ? আমি ত পূর্বেই ব'লেছি-
যে, আমার মন্ত্র-প্রভাবে কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না, তবে
তুমি সকলকেই দেখতে পাবে চল মুরলা ।

মুরলা —আমি গেজে গুজেই বসে আছি, ঐ দেখ দেখি
মা সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই সুরবালাগণ তোমার পবিত্র জলে স্নান
ক'রতে এসেছে, তাবা কেমন মধুর গান ক'রতে ক'রতে ফুল
তুলে বেড়াচ্ছে, আমিও ওদের সঙ্গে সুর মিশিয়ে গান ক'ব্ব না .

(প্রস্থান)

(দেববালাগণের গান কবিত্তে কবিত্তে প্রবেশ)

(গীত)

সমীর মৃদলে, ছলে ছলে ছলে, ফুল ফুলে অলি ভ্রমিছে মৈ ।
গেম-অসুরাগে, মজিয়া পবাগে মোহাগে মধুপ মজিল ঐ ॥
নধর পল্লবে রূপের রাশি, ফুল অধরে ফুলের হাসি,
সুরভি গরবী দেখে অভিলাষী, কুসুম জনম নৈ—
ফুল মান, প্রসূনের মনে, কুসুম হইয়ে দৈ,
বসের গুণের বসিক অমরে মজায় রাখি জনম মৈ

১ম সুরবালিক —ফুল হ'তে মাধ কেনলো এত ?
২য় সুরবা —দেখনা ফুলের গুণব কত ?
১ম সুরবা —এত গুণব কি দেখলি ফুলে ?
২য় সুরবা ।—দেখনা সূখে প'ড়েছে চলে, মৃদুপবনে ফুটেছে
কলি, আপনি এসে জুটেছে অলি ।
৩য় সুরবা ।—ওলো টাটকা কলি যতই ফুটুক,
মৌবভের বব যতই ছুটুক,
যতই এসে অলি জুটুক
যতই হ'ক না বশ ।
ফুলের হাসি, রূপের বাশি, বাসি হলেই বশ ।
তখন সব যায় লো সবাই পলায়
কেউ থাকেনা ছুঃখের বেলায় ।

কেউ আসেনা স্মৃথ না পেলে,

হাস চরেনা শুকনা খালে,

বসন্তেই কোকিল জোটে বর্ষা পলেই পলায়

২য় স্রঃবা — ধীর পবনে ছুলে ছুলে হাসছে কুসুম বনে,

৩য় স্রঃবা — ওলো ! যত হাসি তত কান্না বাসনমা ভাঙে ।

২য় স্রঃবা — তা'জানি, চিরদিনেব কিছুই নয়,

তবুত ভ্রমর বাঁধা রয় ।

৫য় স্রঃবা — তানয় লো তানয় ।

ফুলেব গুমর দেখে ভ্রমর, ব'লছে কাণে কাণে ।

ছুদিন বাদে সব যাবে ফুল কাঁদতে হবে বনে

মুরলার নেপথ্য গীত ।

অলি ত রয়না ফুলে কাণে কাণে ব'লে যায়

এরাপের গুমর কুসুম ক'দিন আর রবে বজায়

অলি কার প্রেমে বাঁধা নয়,

বক-বকুলেব রাথেনা প্রণয়,

সুখের আশে, আপনি আসে,

মজে না কেবল মজায় ।

৩য় স্রঃবা — (গঙ্গাদেবীকে দেখিয়া) ও কে মা জহুবী এ যে
বড় ভাগ্য মা । আমরা ত এ বনে প্রত্যহই ফুল তুলি, প্রতিদিন
ঐ ত্র্যম্বে'এসে এইস্থানে স্নান কবি, কৈমা একদিনও তোমাকে
দেখতে পাইনে ?

২য় স্রঃবা — ইনি কে মা ? পঙ্কিল জলেব পদ্মের মত—অসংক্লত
মণির মত মলিন বেশা, অথচ যেন শাস্তিব প্রতিমাখানি । ইনি
কে মা ?

৩য় স্তম্ভা ।—সেকিলো, চিন্তে পারিস্ নাই ? এই জাহ্নবী-
পুলিনে, বাল্মীকির বনে কতদিন ৬ দেখেছিম্, কত সাস্ত্রনা
ক'রেছিম্, আজ চিন্তে পারছিম্নে উনি যে সেই নখকুণ-
কমল —সেই বাম-মনোরমা বনবাসিনী সীতা দেবি ।

২য় স্তম্ভা —মা এমন হয়েছ শবতের পদ্ম যেমন হেমন্তের
শেষে চিন্তে পাবা যায় না, তেমনি তোমাকেও যে মা আর
চিন্তার যো নাই এমন অশ্চিচর্ম্ম-সার দেখ নিয়ে বনভ্রমণে
কেন এসেছ মা ।

গঙ্গা ।—(সুরবালাগণের কর্ণে মুখ রাখিয়া) আজ এ বনে
রামচন্দ্র এসেছেন, আজ দেবীকে বাম দর্শন করাব ।

২য় স্তম্ভা —(সীতার অজ্ঞাতে গঙ্গার প্রাতি) তাতে যে হিতে
বিপরীত ঘটবে মা । সীতাকে দেখলে হয়ত রামচন্দ্রও শোকে
অধীর হয়ে উঠবেন

গঙ্গা ।—তিনি সীতাদেবীকে দেখতে পাবেন না ।

২য় স্তম্ভা —কেন ?

গঙ্গা —আমাব মঙ্গ-প্রভাবে ।

৩য় ও ১ম স্তম্ভা —এত কথা কি হবে আমরা কি শুনতে
পাইনে ?

২য় স্তম্ভা ।—(উভয়ের কাণে কাণে)

৩য় স্তম্ভা —তবে মা আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাব,
ছুকথা শুনিয়ে মনের খাল মিটাব ।

গঙ্গা —সমক্ষে পতিনিন্দা মতীর প্রাণে ব্যথা লাগবে ।

৩য় স্তম্ভা ।—যাতে তা না লাগে তাই ক'র্ব্ব, আগোদেরছলে
ছুকথা ব'ল্ব, একটু প্রাণে ঘাদিয়ে ।

সীতা —তোবা কি কথা বলছিস মা, আগিত কিছুই বুঝতে
পাবছিনে ?

গঙ্গা। অন্য কথা কিছুই নয় গা। তোমার লব কুশীর আজ ষষ্ঠ বার্ষিকী জন্মোৎসব, কুল-প্রাধান্যগাবে অহস্তে পুষ্পচয়ন ক'বতে হবে, সেই পুষ্পে কুল-দেবতার পূজা ক'বে কুমারদেব হাতে বক্ষা-পুত্র ব'সিতে হবে, সুবকচ'দের ক'ছে সেই সব কথা বলছিলাম এখন চলো সকাল সকাল ফুল তুলে পূজার আয়োজন করিগে

২য় স্রুংবা —আমবাও তবে যাই এখন

৩য় স্রুংবা —আজ বনদেবীর কাছে যাবিনে, বনদেবী আমাদের বড় ভালবাসেন, কেমন নিত্য নূতন বকমের মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দেন

১ম স্রুংবা ।—আজও কি মালা না নিয়ে যাব ? তবে আজকার মালা আর নিজে পরবনা, গঙ্গাদেবীর সঙ্গে বাম বাজাকে দেখব, আর সেই সময় গীতাদেবীকে তাঁর কাছে দাঁড় করিয়ে দু'জনকে মালা পরিয়ে দেব

২য় স্রুংবা । বেশ কথা বলেছিলাম ভাই চল বনদেবীর কাছে যাই ।

(সকলের প্রস্থান)

(বনদেবীর প্রবেশ ।)

ব, দেবী ।—আজ বনে বড় শোভা হ'য়েছে গালতী লতাটি এতদিন ভুতলে লতয়ে লতয়ে বেড়িয়ে শেষে অশোক তরুটিকে আশ্রয় কবাত্তে ছুটিরি যেন দ্বিগুণ শোভা হয়েছে । বাতাসেব সঙ্গে ছুটিতে গলাগলি ক'রে কেমন তুলছে—কেমন হাসছে—কেমন প্রাণ ভরা প্রেমের সাগরে ভাসছে বনের তরু, বনের লতা, এদের কাছেও যেন প্রেমের পূর্ণ বিকাশ বাকুশক্তি হীন, গতি শক্তি হীন, জড়প্রকৃতি হ'য়েও যেন পবিত্র প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা কথা নাই, গতি নাই, আহার নাই, বিহার নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কেবল

প্রোমেই বিভোর, প্রোমেই মাতোয়াবা। জগতে যেন প্রেম ভিন্ন কিছুই নাই, যাকিছু আছে সবই প্রোমে। প্রোমেই সুখ, প্রোমেই শাস্তি, প্রোমেই সম্পদাপদ, প্রোমেই ব্রহ্মপদ। প্রেম শিখলেই ব্রহ্ম লাভ। আশা যায়, চিন্তা যায় ক্ষুধা যায়, তৃষ্ণা যায়, সংসারের মঞ্চে সম্বন্ধ যায়, থাকে কেবল প্রেম আন উজ্জ্বল। জগতের লোককে তাই দেখাবার জন্য তরুলতার গব ছেড়েছে, যেন প্রেমের যোগে প্রেমের ধ্যানেই ধ্যানস্থ। প্রেম কথাটি ছোট, কিন্তু স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সর্বত্রই প্রোমেব কারবার, এ জিনিষের বেচা কেনা অনেকেই ক'বতে যায়, কিন্তু জিনিস কেউ চেনেনা, মূল্য জানেনা, আদব জানেনা। যার বিতরণ বই বিনিময় নাই—দান বৈ প্রতিদান নাই, যাতে স্বার্থের ছায়া একটু পড়লেই খাঁটি জিনিস মাটি হয়ে যায়, তার আদব কজনে জানে? প্রেম আছে সর্বত্রই, কিন্তু পবিত্র জিনিস কোথায়ও মেলেনা। স্বর্গে মেলেনা, মর্ত্যে মেলেনা, পাতালে মেলেনা, জীবলোকের কোথাও মেলেনা, মেলে কেবল বনে তরুলতার কাছে। ঐ মহকাব তরুলটিকে একটি ম ধবী একটি মল্লিকা, দুটি লতা দুদিক থেকে আশ্রয় ক'রেছে। দুটিতেই ফুল ফুটেছে, দুটিতেই এক প্রাণ হ'য়ে প্রোমে হাসছে, প্রোমে ভাগছে, প্রেমের হাতে প্রেমের খেলা খেলছে। স্বার্থের ভাব নাই, মতিনীর দ্বेष নাই, কেবল প্রেমের হাসি। কেমন সুখ! কেমন প্রাণ ভরা প্রেম। বনে প্রেমেরও যেমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত, বিরহেরও তেমনি অলস ছবি। ঐ যে মহকাবের দক্ষিণে দেবদারু তরুলটি আগে কত শোভা ছিল, একটি বনলতাকে আশ্রয় ক'রে কত ফুল ফল প্রসব ক'রত, বনহস্তীদের গাত্রাঘর্ষণে লতাটি ছিন্ন হ'য়ে শুকিয়ে গিয়েছে, তরুলটিও শ্রীহীন হ'য়েছে, বনলতাটি যে ভাবে যে অঙ্গে জড়িয়ে ছিল সেই অঙ্গে বনলতাবন্ধনের দাগগুলি কিছুমাত্রও বিলীন হয় নাই, সে চির-বিরহের চিহ্ন অঙ্গে দাবণ ক'রে শ্রীহীন দেবদারু তরুলটি শাস্ত

মনে, জগৎ শূন্য জ্ঞানে, কেবল শূন্যের দিকেই ধাবিত হচ্ছে ।
আহা এমন প্রেমিক, এমন বিবহী আব কোথায় আছে ? লতা
ছিন্ন হ'য়েছে, শুকিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তরুর বৃক্কেব চিহ্ন চিরদিনই
থাকবে

(বাগচর্জ্বেব প্রবেশ ।)

রাম — আহা ধন্য প্রেমিক প্রেমিকা তরু লতাগণ জগৎ
যেন তোমাদের কাছেই প্রেম শিক্ষা কবে । অশোক তরু !
তুমি দুটি লতাকে সমান প্রেমে সমান আদরে আশ্রয় দিয়ে
সুখের হিল্লোলে ছুলে ছুলে প্রেমের খেলা খেলছ, আর আমি
এমনি হতভাগ্য যে, একটি চিব-দুঃখে জীর্ণশীর্ণ লতা কত প্রেমে—
কত আদরে এই রাম রূপ কণ্টক তরুকে বেঁধে ছিল, কিন্তু আমি
তার ভাবও বহন ক'রতে পারলাম না ! হাঃ দেবদারু তোমাব
অঙ্গে জড়িতা বনলতাটি মাতঙ্গের গাত্রঘর্ষণে ছিন্ন হ'য়েছে । তুমি
সেই বিবহেব চিহ্ন অঙ্গে ধারণ ক'বে জগৎ শূন্য জ্ঞানে কেবল
শূন্যের দিকেই উন্নীত হচ্ছ, আর এই হতভাগ্য রাম এমনি
অপ্রেমিক যে, বিমল প্রেমের বন্ধনে জড়িতা সুবর্ণ ব্রততীকে
স্বহস্তে ছিন্ন ক'বে এখনও এই সংসার-কাননে শাখা পত্র বিস্তার
ক'রছি । কুসুমালঙ্কৃত বনদেবীর কথাগুলি শুনে বোধ হচ্ছে যেন,
এই পাপাত্মা বামকে তিবক্ষার ক'রবার জন্যই বৃক্ষলতাদেব
উপলক্ষ ক'বে আমাকে শুন্যে শুন্যে কথাগুলি বজ্রেন
(প্রকাশ্যে) দেবি ! এ নির্জল বনভূমিতে, একাকিনী কে আপনি ?
আকার প্রকার সর্দাঙ্গে পুষ্পালঙ্কার দেখে বোধ হচ্ছে, আপনি
এই তপোবনের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী, বনদেবী নাইলে এভাবে
বনে বনে ভ্রমণ ক'ববেন কেন ?

ব, দে । — অায়বিচার-বিহীন নির্দয় রাজার বাজ্যে, নগর
অপেক্ষা বনবাসই মঙ্গল

বাস ।—(স্বগত) এই ত তিবক্ষাবের প্রথম সূত্রপাত, (প্রকাশ্যে) দেবি এ রাজ্যের রাজ্য কে ?

ব, দে —অমি যেমন স্পর্শে শীতল, কিন্তু তার দর্শ্য অতি কঠোর, এব জ্যেব বর্তমান রাজ্যও তেগনি নামটি অতি কোমল, কিন্তু তাঁর কাহ্য অতি নিষ্ঠুর। মিনি নিরপরাধিনী পত্নীকে নির্দাশিতা ক'বে, জগৎ জুড়ে, অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন ক'বেছেন, সেই সূর্য্যবংশের সু-সন্তান, “বাস” এবাজ্যেব রাজ্য, আপনি কি মে কীর্ত্তিবান, দয়াময় বাজার নাম শোনেন নাই ?

বাস —(স্বগতঃ) হ দক্ষ হৃদয় ! আর কত শুনবে ? (প্রকাশ্যে) দেবি ! ত্রায়বিচার-বিহীন বাস যদি এবাজ্যেব রাজ্য, তা হ'লে ত বনও সেই নির্দয় রাজ্যের অধিকার ভুক্ত, এখানেই বা কি সুখ আছে ?

ব, দে —যথেষ্ট আছে ; বনে দয়া, দর্শ্য, সুখ, শান্তি, প্রেম সহানুভূতি সবই আছে। বৃক্ষেরা অকাতবে ফল দেয়, ছাঃ। দেয়, মতারা কুমুম-পরিমলে প্রাণ প্লবিত করে, পশু পক্ষীরা প্রেম জানে, স্নেহ জানে, বজ-নিয়মের বাধ্য নয়, যদি দেখতে চাও, তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ঐ বৃক্ষশাখায় দেখ

বাস —বৃক্ষশাখায় কি দেখব দেবি ? ঐত দুটি পক্ষী, একটি কুলায় নির্মাণ ক'রছে আর অপরটি বসে আছে

বনদেবী ।—বুঝতে পারলে না ? তা বুঝবে কেন ? যে রাজ্যের রাজ্যে বাস, তাতে বুঝেও না বোঝার সম্ভব। দেখ পক্ষীদ্বয়টি পূর্ণগর্ভা, প্রসবকাল নিকটবর্তী দেখে পক্ষীটি বাসা নির্মাণে ব্যস্ত হ'য়েছে ; জীর্ণ বাসায় প্রসব ক'রলে পাছে প্রসূত ভিষ্মগুলি প্রতিভ হ'য়ে ভগ্ন হয়, পাছে আত্মজ পদার্থের কোন অনিষ্ট ঘটে, সেই ভয়ে নূতন নীড় নির্মাণে নিযুক্ত, ওরা বনের পক্ষী হ'য়ে আত্মজ পদার্থ রক্ষার জন্ত বৃক্ষের শাখায় নূতন বাসা নির্মাণ ক'রছে—

আব সূর্য্যবংশের শিক্ষিত, দীক্ষিত, গুণবান, জ্ঞানবান, রাজা হ'য়ে.
রাম কিনা গর্ভবতী সতীপত্নী সীতাকে নিতান্ত নির্দয়েব ন্যায়
নির্কামিতা ক'বেছেন সেই নির্মম বাজাব রাজ্যের নগর হ'তে বন
কি শান্তিধাম নয় ? বনের পশু পক্ষীর হৃদয়ে যা আছে এ বাজ্যের
রাজাব হৃদয়ে যে তাও নাই

রাম — (স্বগতঃ) হাঃ দক্ষ প্রাঃ । এই সকল ভীষণ বজ্রাঘাত
অকাতরে বিনা বাক্যব্যয়ে রক্ষের ন্যায় বক্ষে ধারণ ক'রে মর্মে
মর্মে দক্ষ হ'তে হবে ব'লেই কি এখনও পাপদেহ পরিত্যাগ কব
নাই ! আর কত শুন্বি, আর কত সহ্য ক'বি ? (প্রাঃ) দেবি !
ক্ষমা করুন, যথেষ্ট হ'য়েছে, আর এ তীব্র হলাহলে দক্ষ ক'রবেন
না এ চণ্ডালাধম আত্মপরিচয় দানের যোগ্য নয়, আমি
আত্মদোষে বাজ্য অপবিত্র ক'রেছি, আজ পুণ্যাশ্রমকে অপবিত্র
ক'রতে এসেছি

বনদেবী ।—তুমিও কি সেই পত্নী-পুত্রঘাতী নির্ভুব রাজা রামের
মত কোন মহাত্মা নাকি ? যদি তা হও, তবে শীঘ্র এস্থান হ'তে
প্রস্থান কর এ তপাবণ্য, পুণ্য-ভূমিকে কলুষিত ক'বনা, এখনি
এই মুহূর্ত্তে এস্থান পরিত্যাগ কর

রাম — (স্বগতঃ) আব নয়না ।—সব গেল, সব ভস্ম হ'য়ে গেল .
অনুতাপের অনলে, এই তীব্র শ্লেষেব আছতিতে সব পুড়ে গেল ।
হাঃ প্রিয়ে হাঃ জানকি । হাঃ পতিবতে ।—(কম্পিত ভাবে
পতিত প্রায় ও বনদেবী কর্তৃক ধারণ)

বনদেবী —ও কি । তুমি কাঁপছ কেন ? তুমিই কি তবে সেই
নিষ্ঠুর রাম ? তুমিই কি সেই পত্নী-পুত্রঘাতী দাশরথি রাম, রাম ?
ধন্য তুমি, শুভক্ষণে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ ক'বে, জগতে সতী হত্যা
রূপ মহাকৌর্তি রক্ষা ক'রলে, রাম . কার জন্ম জনক-পুরে হরধনু
ভঙ্গ ক'বেছিলে ? কার জন্ম বিনাপরাধে বালিকে বিনাশ ক'রে .

তারার চক্ষের ধাবায় ধনাসিক্ত ক'রেছিলে ? কাব জন্ম বনে বনে
কৈদে বেড়ায়েছিলে ? কাব জন্ম বানব সৈন্য সংগ্রহ ক'বে অকূল
মাগরে সেতুবন্ধন ক'রেছিলে ? বল ! বল মহারাজ ! বল মিথুব
রাজা ! কাব জন্ম তেমন প্রাণের ভক্ত বিভীষণের বক্ষেব নিধি
চক্ষের তাবা তবণীকে বিনাশ ক'বে একপুত্রা সরমার মাধের
তরনী চির-ছুঃখেব মাগরে ডুবিয়ে দিযেছিলে ? বল বল, অধো-
বদন কেন ? এ ত উপযুক্ত কার্য্য বীর ভূমি—ন্যায়বিচাবক,
ক্ষত্রিয় রাজা ভূমি, মীতাকে বনবাস দিয়ে বীর-হৃদয়ের পরিচয়
দিয়াছ প্রজারঞ্জন—ন্যায়বিচাবের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছ
বাম । যে মীতাব পায়ের ধুলার কণামাত্র পেলে জগতের রমণীরা
নাবিদ্রী হ'তেও শতগুণে মতী-কুলেব শীর্ষস্থানীয় হয়, যে মীতা
মতীকুলের আদর্শ প্রতিমা ।—যার ধ্যানে রাম—জ্ঞানে রাম—জগত
যার রামময়, যে রাম-জলধরের চাতকিনী—রামসুধাকরের চকো-
রিণী—রাম-শশধরের কুমুদিনী—রাম-রবির পদ্মিনী, সেই মীতাকে
—সেই মতীকুলেশ্বরীকে ভূমি প্রজারঞ্জনের জন্ম বনব সিনী ক'রে
কুলগৌরবের স্বাক্ষি ক'রেছ ধন্য রাম ধন্য তোমার বিচার আর
তোমার কোন কথা শুনতে নাই, বাক্যলাপ ক'রতে নাই,
তোমার রাজ্যে বাস ক'রতে নাই, শিক রাজা শিক তোমাকে ।

রাম —কি ঘোর লাঞ্ছনা ! কি তীব্র গঞ্জনা ছুরাত্মা বাম ।
এখনও তোব পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই ক্রমে
এ হ'তে শত সহস্র গুণে বিষময় গঞ্জনা সহ্য ক'রতে হবে । শত
সহস্র শৃগাল কুকুরে তোর জীবিত দেহেব মর্মান্বি চর্কণ ক'রবে .
শত শত গৃধ্রনীরে জীবিতে হৃদপিণ্ড ছিন্ন ক'রবে । জীবিতে নরক
ভোগ হবে । হাঃ কি পবিত্রাপ ।—নরকের কি ভীষণ চিত্র ।—সব
গেল । সব গেল । অনুতাপের জ্বলন্তচিতায় সব পুড়ে গেল । দেবি,
শান্তিময়ী বনদেবি । বক্ষা করুন হা প্রিয়ে জানকি ।—(মূর্ছা)

বনদেবী —একি ! মহারাজ মুর্ছিত হ'লেন ? কি সর্বনাশ !
এখন চৈতন্য ক'ব'তে হলো । ও কে দেবি জাহ্নবী সীতাদেবীকে
সঙ্গে ক'রে এই দিকে আসছেন নয় ? একটু অন্তবালে থাকি, দেখি
ওঁরাই এসে কি কবেন

(প্রস্থান)

(গঙ্গা ও মুরলার প্রবেশ)

গঙ্গা —আজ নিবানন্দের উপর আনন্দের দিন ! শূদ্র তাপস
বিনাশের জন্য আজ রাগচন্দ্র এই অবশ্যে আগমন ক'বেছেন,
আজ সীতাদেবীকে বাসদর্শন ক'বাব—আমরাও ঘটনাক্রমে রাগ
সীতার যুগলরূপ দেখে ধন্য হব ।

সীতা —জাহ্নবী চলনা মা । ফুল ত অনেক তোলা হ'য়েছে,
আমাব কিছুই ভাল লাগছে না

গঙ্গা —মা, দেখ দেও এই বনটীতে কেমন ফুল ফুটেছে এস
আরও চাটি ফুল তুলি .

রাগ ।—হাঃ আবার আমার চৈতন্য হলো, আমি অচেতনে
যে অপার আনন্দ সাগরে স্তব্ধ ক'র'ছিলাম, বিধাতা আমার সে
সুখসিক্ত শুকায়ে দিলেন—সে বিমল সুখেও বাদ সাধলেন
এখনি যেন দেখলেম, প্রিয়ে আমার নবদূর্জাদল-কাণ্ডি দুটি শিশু
সন্তানের ক'র ধারণ ক'রে সজল নয়নে মা কৌশল্যাব করে করে
সমর্পণ পূর্বক মার পদধূলি গ্রহণ করিতে করিতে চির-বিদায়
প্রার্থনা ক'রেছেন, মা কৌশল্যা ধারাবিগলিত চক্ষু বনবাসিনী
বধুকে বক্ষে ধারণ পূর্বক শিরচুম্বন ক'ব'ছেন কৈ কোথায় সে
দৃশ্য ?—সে প্রাণভরা আনন্দময় দৃশ্য কোথায় গেল ?—সে বন-
বাসিনী সন্ন্যাসিনীর শান্তিময়ী মূর্তি কোথায় অন্তর্হিত হলো ? হা

চৈতন্য । তুই এসে আমার সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে দিলি । এই সঙ্গে কেন
এ যাতনাগয় জীবনেরও শেষ করি না

(পতন)

গীতা ।—মা জাহ্নবী এ কি শুনি মা । এ কার কণ্ঠস্বর ? ধবা-
মনে ও কে ? সেই হৃদ পদ্মের মধুকর—নয়ন-চকরের স্পন্দ কব—
হৃদয় তাকাশের নবজলধর ধবামনে । হৃৎভাগিনী গীতাব মর্দঙ্গ-
ধন বিজয়বনে ধবামনে জীবিতেশ্বর । গীতাব কণ্ঠহার ধবামনে
কেন নাথ । মা জাহ্নবী গো, আমার মর্দঙ্গনাশ হ'য়েছে । মা গো
এতদিনে হৃৎভাগিনী গীতাব কপাল ভেঙ্গেছে

(ধরাশায়ী রামের পার্শ্বে উপবেশন গাএ মার্জ্জন ও বাজন)

রাম ।—কে ? কে তুমি এ বিজয় বনে ধরাশায়ী রামের
পাপদেহের ধূলি মার্জ্জন পূর্বক বাজন ক'রছ ? এ সুখময়—এ
পবিত্রতাময় স্পর্শ-সুখত এক গীতার অঙ্গ স্পর্শ ভিন্ন কখন
অনুভূত হয়নি । পদ্মের রূপ, পদ্মের রস, পদ্মের গন্ধ, এক পদ্মেই
সম্ভবে বল কে তুমি দয়ার প্রাতিমা এ সতী-পত্নীস্বামী মহা-
পাপীর পাপদেহ স্পর্শ ক'রে তোমার পবিত্র দেহকে অপবিত্র
ক'রছ ?

গঙ্গা ।—মা । আর না, তবে এস, চৈতন্য হ'য়েছে

(গীতার দূরে গমন)

রাম —কৈ ? কোথায় গেল ? সে অমৃতরসমস্পৃক্ত পবিত্র
সুখময় স্পর্শ কোথায় গেল ? মনে হয়, যেন একদিন বহুদিনগত
পূর্বস্মৃতির স্মার—সুখস্বপ্নের আংশিক স্মরণের স্মার, মনে হয়—
একদিন যেন এই স্বর্গীয় সুখময় স্পর্শ অনুভব ক'রেছিলাম
এই ভাস্করাশিপূর্ণ হৃদয় আগ্নেয়-গিরিতে একদিন যেন শান্তি-তটিনী
প্রবাহিত হ'য়েছিল । এ মরুক্ষেত্র একদিন যেন কল্ললতার শান্তি-

কুঞ্জ ছিল। আজ একেব অভাবে সব গিয়েছে—হৃদয় শ্মশান হ'য়েছে। এক সীতার অভাবেই এ পাপ হৃদয়ে শ্মশানের চিতা জ্বলছে। হা সীতে হা বাসময় জীবিতে। হা পতিগত প্রাণা সবলে, আজ তুমি কোথায়? একবার এসে দেখে যাও, আজ তোমাব অভাবে হতভাগ্য বামের কি দশা হ'য়েছে আমি অন্ধ! বড় চিনি নাট, অনল ভ্রমে অমূল্যনিধি দূবে নিষ্ক্ষেপ ক'রেছি, দয়াময়ী সতীর প্রতিমা স্বহস্তে বিসর্জন দিয়ে আপন শাস্তিমন্দির আপনি ভঙ্গ ক'বেছি এখন ত চিবজীবনের মত অশান্তির অগ্নিময় অন্ধেই আশ্রয় নিতে হবে। অনুতাপের জ্বলন্ত চিতায় এ পাপ হৃদয় ভস্ম না হ'লে আব এ মহাপাপেব প্রায়শ্চিত্ত হবে না, এ জন্মে আব সে রঘুকুল কমলাব দেখা পাব না।

সীতা —মা জাহ্নবী, আর যে শুন্তে পাবিনে মা। পতিব ছুঃখে যে সতীর বক্ষে কি শেল বাজে তা কি মা তোমাকে ব'লে জানাতে হবে? যাই মা নাথের পদে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা চাই গে।

গঙ্গা —আমাব মন্ত্রপ্রভাবে বামচন্দ্র ত তোমাকে দেখুতে পাবেন না, তুমি যা ব'লবে শুন্তে পাবেন মাত্র কণ্ডপবও বুঝতে পারবেন, কিন্তু তাতে মনে শান্তি পাওয়া দূবে থাক, দৈবী মায়া বা অন্য কিছু মনে ক'বে আবও উদ্বিগ্ন হবেন। তোমাকে সঙ্গে এনে ভ ল কবি নাই

সীতা ।—কেন মা তুমি ছুঃখিত হ'চ্ছ, তোমার গুণে আমার বড় আশাব ধন পতির দর্শন হ'ল, তোমার এ গুণের দ্বার কি শুধুতে পাবব।

গঙ্গা ।—মা। তোমাকে রাম দর্শন কবালেম ব'লে যদি দয়া হ'য়ে থাকে, তবে এই সময় আমাদের একটি মাধ পূর্ণ কর

মা । একবার এই পবিত্র বনান্ত্রমে বামেব বামে দাঁড়াও, আমি একবার পিতামাতার চরণ দর্শন ক'রে, তা র প্রাণ ভ'বে ভক্তি-উপচারে মাতৃ-পিতৃপদ পূজা ক'রে জীবন সার্থক করি ।

গীত ।

দাঁড়াও মা রামের বামে জানবী
হ'ক জনম সফল জননী গো নয়ন ভ'রে যুগলরূপ নিরখি
দল্লী কল্যা ধল্লী আজ তার পুণ্যেব কি আর বাকি,
কৃপা ক'রে দিলেন দেখা বাম কমল অঁখি
(চরণ ছাড়বনা ছাড়বনা) (শিবের সর্বস্ব ধন)
পূজিব আজ হৃদয় মাঝে বাখি
(যদি পেয়েছি পেয়েছি) (পিতামাতাব দেখা)—
যে হ'তে পাঠালে ভবে তরিতে পাতকী,
তদবধি হ'য়ে আছি তুমিতা চাতকী,
(সে তো দেখি নাই দেখি নাই) (মেঘের কোলে স্থির বিজলী)
আজ জুড়াব প্রাণ সে যুগলরূপ দেখি
(জনম সফল আজ হ'ল মা) (দেখে জনম স্থান)

সীতা ।—তোমাদেব সাধই পূর্ণ হ'ক । কিন্তু মা এ মিলন আমার স্মৃথের মিলন নয়

সীতাদেবীর রামচন্দ্রের বামে দণ্ডায়মান এবং গান করিতে করিতে
ফুলমালা হস্তে দেববাণীগণের প্রবেশ এবং অ নন্দে নৃত্য
করিতে কবিত্তে কণ্ঠে অর্পণ ।

গীত ।

গেথে ফুল হার, দিতে উপহার, আমলো সখি আয় ।
যদি পাখাণ রামের পাখাণ হিয়া কোমল হয় ফুলের হাওয়ায়
ভালবাসা প্রেমের বিধি, ফুলের কাছে শিথুত যদি,
পুণ্য হ'ত পরশ নিধি, স্মৃথের নদী বৈত ধরায় ।
[বাম সীতার কণ্ঠে কুসুমদাম অর্পণ পূর্বক সকলের গম্বান

বাম ।—দৈবীলীলা । বিচিত্র দৈবীলীলা । সেই তীর ভৎসনাব
 পর বনদেবী কোথায় অন্তর্হিতা হ'লেন ? অতন অবস্থায় স্বপ্ন-
 দৃষ্টেব ত্যায় প্রাণাদিকা গীতাব সেই অনুভূতপূর্ব সুখময় স্পর্শ,
 সেই পতিপ্রাণা প্রিয়বাদিনীর পরিবাদিনী নিন্দিত মধুব কণ্ঠস্বর,
 কোথায় চ'লে 'গেল . দেববালাগণ নৃত্য কবিত্তে কবিত্তে এসে
 আমার কণ্ঠে কুসুমহার উপহার প্রদান পূর্বক সংগীতচ্ছলে যেন
 উপহাস ক'রতে ক'রতে কোথায় অন্তর্হিত হ'ল বনদেবীর সেই
 অনুতাপপূর্ণ ভৎসনা, গীতাব সেই সুখময় স্পর্শ, সেই বীণাবিনিন্দিত
 কণ্ঠস্বর, দেববালাগণেব সেই সংগীতচ্ছলে উপহাস, সেই নৃত্য সব
 নীরব— নিস্তরু । স্বপ্নেব কুহকের ত্যায়—গায়ার ছলনাব ত্যায়, কোথায়
 মিশিয়ে গেল । একি সতাই দৈবীলীলা, না গায়ার প্রত্যাবণা ? নিশ্চয়
 —নিশ্চয় কোন গায়াবীর ছলনা বাম শোকাতুর, গীতাশক্তি অভাবে
 শক্তিহীন, দুর্বল-হৃদয় আত্মহাবা তাই কোন্ দুবাত্মা গায়াবী সময়
 পেয়ে ছলনা আবস্ত ক'বেছে কোন্ দুবাত্মার দুর্মতি উপস্থিত ?
 যে হও শোন । এখনো প্রস্থান কব, বাম এখনো এত দুর্বল হয়
 নাই যে, গায়ী-জাল বিস্তার ক'রে নিস্তার পাবে, বধুকুলেব অশ্রু
 চিবকাল অব্যর্থ । এখনি শাস্তি পাবে । (অগ্নি নিক্ষেপিত পূর্বক)
 এই অঞ্জে—এই মুহূর্তে মায়াজাল ছিন্ন হবে .

বনদেবীর প্রবেশ

বনদেবী —(রামচন্দ্রের হস্তধারক পূর্বক) আত্মবিস্মৃত বাম-
 চন্দ্র । কব প্রাতি অঞ্জ প্রয়োগে উত্তত প্রভু । অঞ্জ সম্বরণ করণ
 বনে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হ'য়েছে কিছুই মায়া-কল্লিত নয় ।
 আমি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী, মাযাকল্লিতা নৈ, যদি মাযাকল্লিতাই
 হই সেত প্রভু তোমারি মাযাকল্লিত । আমিত কোন ছাব, এ জগৎ
 ব্রহ্মাণ্ডই যে তোমাব মায়ায় কল্লিত নতুবা গীতাদেবীর অঙ্গ-
 স্পর্শ, সেই কাননবাস-কাতবা বধুকুল-কমল র করণ কণ্ঠস্বর,

দেববালাগণের সমাগম, কিছুই মায়াব প্রতারণা নয়, সকলই মত্যা
নির্ঝাসিতা হওয়ার পব সীতাদেবী কখন বাগ্মীকির আশ্রমে,
কখন বনে, কখনও গঙ্গাদেবীর পবিত্র ভবনে অবস্থিতি পূর্বক
উপাস্তা দেবতা তোমাবি পদ পূজা ক'রে থাকেন আজ
পুষ্পচয়নেব জন্ত বনে এসেছিলেন, আপনাব অচেতন
অবস্থায় স্মরণ্য ক'রেছেন, আপনাকে দর্শন ক'বে পূজা ক'বে,
গঙ্গাগর্ভে প্রস্থান ক'রলেন, দেববালাবাও সেই সঙ্গে চ'লে গিয়েছে ।
তবে সীতাদেবীকে যে আপনি দেখতে পান নাই সে কেবল
জাহ্নবীদেবীর সঙ্গের প্রভাব মাত্র এক্ষণে বাগ্মীকির আশ্রমে
আপনাব ম ভূগণেব সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে অযোধ্যায় গমন করুন ।
অচিবেই সীতাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তবে মিলন—স্বধামে ।

রাগ ।—আর সাক্ষাৎ । পেয়ে হাবালেম একবার চক্ষের
দেখা তাও ভাগ্যে ঘটল না বাগের ভাগ্যে সীতা-সম্মিলনের আশা
এজন্মের মত শেষ হ'য়েছে সে অর্গেব দেবী এ প প চক্ষে দৃশ্য
হবে কেন ?

গীত ।

আর কি পাব দেখা সেই বধুকুল-কমলাব
এ হৃদি মরুভূমিতে ফুটিবে কি সে কমল আব
যে কনক নলিনীরে, কল্পিত কলঙ্ক-নীরে,
চির-জীবনের তবে বিসর্জন দিয়েছি এবাব ।
হৃদয় বেঁধে পাখাৎ, বিষ সম বাক্যবাৎ,
ব্যথ দিয়ে কোমল প্রাৎ, বধেছি প্রাণ যে সরলার
[রাগচঞ্জের প্রস্থান]

বনদেবী —আজ গঙ্গাদেবীর গুণে এক নূতন ভাবে বাম-
সীতাব যুগলরূপ দেখলেম, নূতন ভাবেব নূতন মিলন ।

গীত —এত সুখের মিলন নয় মা অপোর মিলন আজ

কোথায় অযোধ্যাব সিংহাসনে নাথের বামে বসে, তা না হ'য়ে
তরুতলে ধরাসনে তাঁর অলক্ষ্যে, কেবল চক্ষেমাত্র দেখে স্বপ্নে
আয় সব হাবাতে হ'লো ! মা কৌশল্যাব স্নেহ, লক্ষ্মণেব সেই হৃদয়
ভরা ভক্তি, কুলদেব বশিষ্ঠেব ইষ্ট উপদেশ দাসদাসী পূর্ববাসীগণের
প্রাণভরা ভালবাসা, সব হাবিয়ে নির্ঝাঁপীতা হয়ে জীবনযাপন
ক'রতে হ'লো । এর নাম কি মিলন, এ ৩ একটি দুঃখপূর্ণ স্বপ্নে
খেলা মা

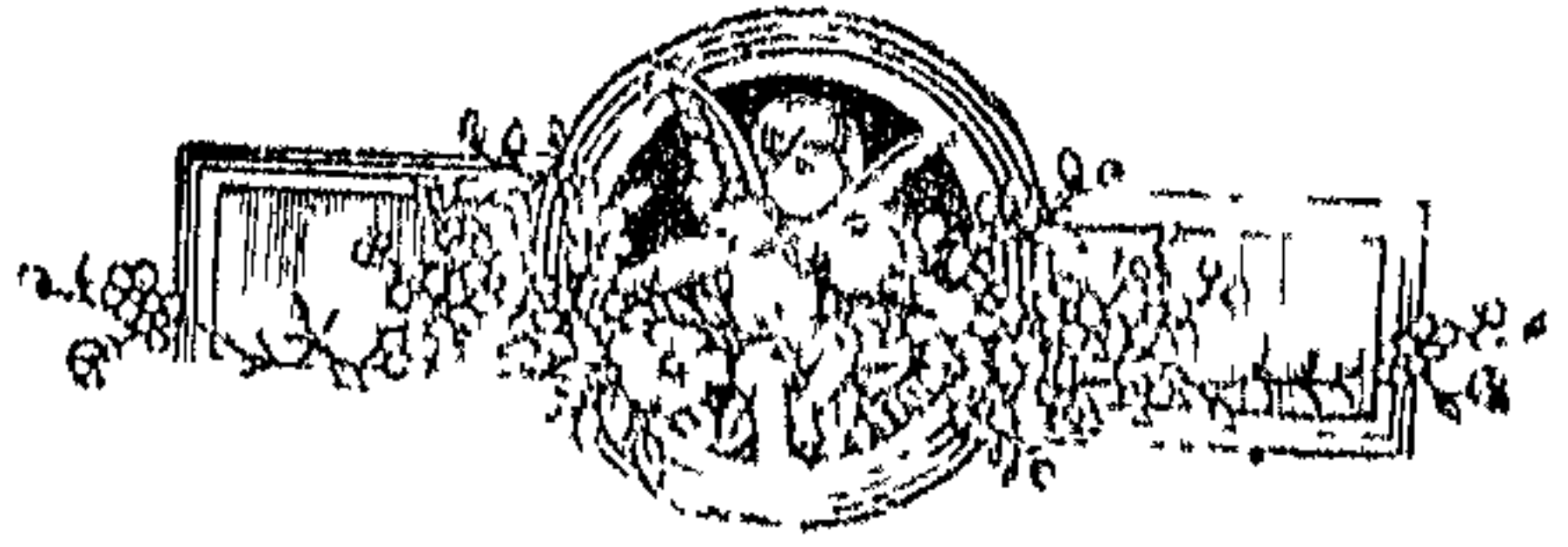
বনদেবী —মা অযোধ্যাব সিংহাসনে বামেব বামে ব'সলেই
যদি সুখী হও, যদি কৌশল্যাব স্নেহ—লক্ষ্মণেব ভক্তি—বশিষ্ঠের
উপদেশোক্তি, দাসদাসীসেবানুরক্তি পেলেই তোমাব দুঃখেব
শান্তি হয়, তবে শান্তিময়ী, এস অযোধ্যার সিংহাসনেই এস,
বশিষ্ঠঋষি, দাসদাসী পূর্ববাসী সকলকেই পাবে এস একবার
আমার দেহ-অযোধ্যাধামে এসে আত্মা-রাগের বামে ব'স, আমি
চিবদিন তোদেব যুগলরূপের পদধূলি পেতে সাধ ক'রে, হৃদয়-
সিংহাসন পেতে বেখেছি, আয় মা বিদেহ বাজুহিতে । একবার
এ দেহ-অযোধ্যাপ্রবীতে এসে আত্মাবামের বামে ব'স

গীত

আয় মা বিদেহ স্নতে এদেহ-অযোধ্যাধামে ।
এসে হৃদ-সিংহাসনের মাঝে বস আত্মারামের বামে
মম অপাব মমতাবাশি, হবে কৌশল্যামহিষী,
জ্ঞান হবে বশিষ্ঠঋষি, ভক্তি হবে প্রিয় দাসী,
ধ'ববে দাস্ত্যভাব সৌমিত্রি আসি, সাধনচ্ছত্র সীতারামে ॥

সখি সহ সরযুকূলে, ভ্রমিতে সীতে কুতুহলে,
(আমার) প্রকৃতা সখি সহ মিলে, ভ্রম প্রেম সরযুকূলে,
বস আশ শান্তি তকমূলে, শ্রান্ত হ'লে পথপ্রমে
[বনদেবীর সহিত সকলেব প্রস্থান





সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অযোধ্যা—রাজমন্ডা

সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ —আর্য্য। অকান-মুক্ত ব্রাহ্মণ-কুমাণের জীবন প্রাপ্তিব পব সপুত্র ব্রাহ্মণ দম্পতি আপনাকে দর্শন ক'র্ব্ব ব বাসনায় এ পর্য্যন্ত অযোধ্যায় অবস্থিতি ক'র্ব্বছিলেন, অজ্ঞ আপনাব দর্শন লাভে আনন্দিত হ'য়ে বিদায় প্রার্থনা ক'র্ব্বছেন, তাঁদের প্রতি সম্প্রতি কি বিদায়াজ্ঞা প্রদত্ত হবে ?

রাম —স্বস্থানে গমনেব জন্ত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ ক'র্ব্বলে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, তাঁদের সন্তোষজনক অশন বসন এবং প্রার্থনা মত ধন-রত্নাদি প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দাওগে। সুমন্ত্র। তুমি রাজকোষ হ'তে যথেষ্ট প্রমাণ দান ক'বে তাঁদের বিদায় করগে তবে এক কথা—সীতা নির্কাসনের সংবাদ শ্রবণে বধুমাতাগণ আর অযোধ্যায় আসেন নাই। কিছুদিন অযাশ্রয়ে

আশ্রমে অবস্থিতির পর এক্ষণে মহর্ষি বাল্মীকির তপাশ্রমে বাস ক'রছেন, গীতাশূন্য অযোধ্যায় আর আসবেন না—এই তাঁহাদের স্থির সংকল্প ছিল কিন্তু আমার অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি প্রদান ক'রেছেন অযোধ্যায় আসবেন। কিন্তু কোন যজ্ঞাদির উদ্যোগ ভিন্ন অকারণে আব আসতে ইচ্ছা নাই একথাও ব'লেছেন এক্ষণে তাঁদের অযোধ্যায় আনয়ন জন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান ক'র'ব, তুমি তাঁদের অযোধ্যায় ল'য়ে এস, শীঘ্র শিবিকাগহ বাহকগণকে ল'য়ে বাল্মীকির তপাশ্রমে যাএা কব।

সুমন্ত্র --যে আজ্ঞা

[প্রস্থান।

বাগ --ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ । এ চিরদুঃখপূর্ণ দেহভাব ধাবণ ক'রে কার্যক্ষেত্রে অবতরণ কাল হ'তে এ পর্য্যন্ত বাগ জীবনের প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে যেভাবে গত হ'য়েছে, তা তোমার অজ্ঞাত নাই। জগতে একমাত্র তুমিই এ রাম-হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ। এ হৃদয়ে যখন যে ভাবের উদয় হ'য়েছে, যখন যে ভাব ধারণ ক'বেছে, তার প্রতিবিশ্ব তনুহূর্ত্তেই তোমার হৃদয় মুকুবে প্রতি ফলিত হ'য়েছে, তুমি আমার বিপদের বন্ধু—জীবনের সহচর—ভ্রান্তি পন্থায় সংপথ দর্শক। অনেক সময়ে অনেক ভ্রম সংশোধন ক'বেছ, অনেক কুট তর্কের মীমাংসা পূর্ব্বক সংশয়চ্ছেদ ক'বেছ। চিবদিন তোমাদেব মন্ত্রণার অনুসরণ ক'বেছিলাম ব'লেই, এতদিন এ চিব-নির্ম্মল সূর্য্যকূলেব অতুল গোবর বক্ষা ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিলাম, কিন্তু পবিশেষে আপন অদৃবদর্শিতা দোষেই হ'ক বা ভাগ্যালিপির অপ্রতিবিদ্যেয় বিধানের বশবর্ত্তী হ'য়েই হ'ক, গুরুজনের উপদেশ উপেক্ষা ক'বে, সুমন্ত্রীগণের সংপরামর্শে কর্ণপাত ন ক'রে, তোমাদেব চক্ষের জলে ঞ্ক্ষেপ না ক'রে

কেবল প্রজাবঞ্জন মহাত্ম্য বক্ষার জন্য অপাপপ্ৰাপ্তিতা গীতাকে অনাধীনীর বেশে অবগ্যবাসিনী ক'রেছি। আর সেই গীতা-নির্কাসনের সঙ্গে সঙ্গে আগার মৌভাগ্য-লক্ষ্মীকেও বিমর্জ্জন দিয়েছি। সেই হ'তে কার্যে উৎসাহ—বাজের কুশলচিন্তা—অস্তরের শান্তি,—*রীরের কান্ধি সব হারিয়েছি। সেই হ'তে সুখেব আশ্রয় অযোধ্যাবও শান্তিভঙ্গ হ'য়েছে। ব্রাহ্মণ-কুমারের অকাল মৃত্যুই অযোধ্যার অমঙ্গলের অন্ত দৃষ্টান্ত। আবার সেই ব্রাহ্মণ কুমারের পুনর্জীবনের জন্য সহস্র একটী সাধকেব বিনাশ সাধন ক'বে আত্মজীবনেরও ঘোর দুর্নিমিত্তের পথ পরিষ্কার ক'বে রাখলাম। এক্ষণে কিমে যে এ মহাপাপ হ'তে মুক্তিলাভ ক'রব, তাব কিছুই স্থির ক'বতে পারছিনে। শুদ্ধ ভোগ্য বিনাশ কেন? জিজ্ঞাসে গীতাকে চির-নির্কাসিতা ক'বে অবাতরে জীবনধারণ ক'রে গাছি, সেই গীতার জন্য লক্ষ্য-সমরে রাক্ষসগণকে বিনাশ ক'বে ব্রাহ্মহত্যা মহাপাপ সংগ্রহ ক'রেছি। এক্ষণে যথাযোগ্য যজ্ঞাদি দ্বারা দৈবানুগ্রহ লাভ ভিন্ন আর পাপের শাস্তি নাই; সেই জন্য অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'ব্ব মনস্থ ক'রেছি, এ সম্বন্ধে তোমার মত কি বল দেখি?

সুমন্ত্রের পুনঃ প্রবেশ

সুমন্ত্র —দেবর্ষি নারদ বশিষ্ঠাশ্রম হ'তে বশিষ্ঠদেবকে সঙ্গে ল'য়ে আপনাব সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্য অযোধ্যাদাগে আগমন ক'রেছেন।

রাম।—যাও লক্ষণ। তাঁদের উভয়কে সমাদরের সহিত সভায় লয়ে এস, আর আমার উপস্থিত অভিলাষ তাঁদের কাছে বিশেষরূপে ব্যক্ত ক'রতে বিশ্রবৎ হও না, কারণ এ সম্বন্ধে

তঁাদেব যুক্তি উপদেশই সর্বোপরি শিবোধার্য যাও ভাই,
সত্বে তঁাদেব সত্য ল'য়ে এস।

লক্ষণে যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রাম —সুমন্ত্র বাল্মীকিব তপাবণ্য হ'তে সাত্ত্বগণকে
আনয়নের বিরূপ ব্যবস্থা ক'রলে ?

সুমন্ত্র —আজ্ঞে শিবিকা সজ্জিতকবতে অনুমতি দেওয়া
হ'য়েছে, তত্বেই গমন ক'ববে

লক্ষণের সহিত ধর্মদায়ের প্রবেশ

বাম ।—আম্মুন আম্মুন আম্মতে আজ্ঞা হ'ক প্রণাম কবি
মধ্যে মধ্যে যে পাদপদ্ম দর্শন পাঠে, এ পবন সৌভাগ্য

নাবদ ।—দীর্ঘায়ুঃ ভব বাসচন্দ্র সম্প্রতি কুমা'র লক্ষণেব
নিকট যা শুন্লেগ, সেটাই কি সম্পূর্ণ বাসনা ?

বাম —আজ্ঞা হাঁ। এক্ষণে যে কর্তব্য হয় সচুপদেশ দানে
কৃতার্থ করুন

নাবদ ।—এ সম্বন্ধে আব সদসদ্ যুক্তি কি ? এ ত সূর্য-
কুলের সুসন্তানের পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য কার্য লক্ষা সমরে
রাবণ, কুস্তকর্ণাদিকে সংহার ক'বেছ, তারা মহর্ষি বিশ্বাম্বার পুত্র,
ব্রহ্মবংশজাত, সূতবাং তাদের বিনাশ জন্য ব্রহ্মহত্যা পাপ সংগ্রহ
করা হ'য়েছে, এক্ষণে যথাযোগ্য স্বস্ত্যনা দ্বারা শান্তিবিধান
অবশ্যই কর্তব্য—দেববাজ ইন্দ্র ব্রতাসুব বধ হেতু ব্রহ্মহত্যা পাপের
শান্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হ'য়েছিলেন, তুমিও সেই
মহাযজ্ঞ অশ্বমেধেব অনুষ্ঠান কর কিন্তু রাম একটা কথা
জিজ্ঞাসা ক'রছি, যজ্ঞেব অন্যান্য আয়োজন ত, অন্ত্রের দ্বারা

অনায়াসে আয়োজিত হবে, কিন্তু এ যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর নির্বাচন ক'বে কাকে ? অল্পে যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে তোমাকেই যজ্ঞেশ্বর ক'বে, যজ্ঞশেষে কর্মফল তোমাকেই অর্পণ ক'রে থাকে । আজ তুমি যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে কাকে যজ্ঞেশ্বর বলণ ক'রবে, যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে তারক কর্মফল সমর্পণ ক'রবে ? যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর হ'য়ে যজ্ঞফল গ্রহণ ক'রবে, এমন যোগ্যপাত্র জগতে আর কে আছে বাম ?

(গীত)

বাসনা করিতে যজ্ঞ যদি সম্ভ্রান্তি
বহু হে যজ্ঞেশ্বর হবি, কি যজ্ঞ আজ হবে ব্রতী ।
যে যেখানে যজ্ঞ করে, অগ্রভাগ রাম দেয় তোমারে,
তুমি অত্র দিবে কারে, করিয়ে মঙ্গলারাত ।
যারে সাধন নিরবধি, বিধি মহেশ্বর,
তীব্র যজ্ঞে বলাহে কে হবে যজ্ঞেশ্বর,
যজ্ঞ সাজ ক'বে পরে, কর্মফল সঁপে তোমাবে,
তুমি সমর্পিবে কারে দিয়ে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি ।
যার নাম উচ্চারণে পূর্ণ মনোরথ,
ব্রহ্মহত্যা পাপে মুক্ত রাজা দশবথ,
তঁার পাপ মুক্তি যোগ্য, কি আছে রাম হেন যজ্ঞ,
চরণে যাঁচ চতুর্ভুজ, চরম জীবেষু সদগতি

রাম ।—হৃদয় যাঁচ ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণ, বাহ্যে স্মিয়গণ পর্যন্ত যার ব্রহ্মানন্দ-নীবে নিগগ, তিনি জগৎকেই ব্রহ্মসয় দর্শন করেন । এক্ষণে দানের প্রার্থনা, আমার পুর্নগত পিতা পিতামহগণ বাজসুয়, অশ্বমেধাদি বহুযজ্ঞ সমাধা ক'রে পুর্নগত হ'য়েছেন, এবং তাঁরা যেরূপ নিয়মে যজ্ঞকাণ্ড সম্পন্ন ক'রেছেন, আমার

সংকল্পিত অশ্বমেধও সেইরূপে সম্পন্ন হবে কুলদেব বশিষ্ঠ এবং প্রভু স্বয়ং উদযোগী হ'য়ে যাতে সংকল্পিত যজ্ঞ নির্বিন্দে সুসম্পন্ন হয়, সে পক্ষে মনোযোগী হন এতঃ লক্ষণ, আর্ধ্য সুমন্ত্র যাও, যজ্ঞ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন জন্ম যথাযোগ্য ব্যক্তিগণকে তৎ তৎ কার্যে নিযুক্ত করগে—একি! উভয়েই যে অধোবদন তবে কি লক্ষণ যজ্ঞারম্ভ সম্বন্ধে তোমার সম্মতি নাই?

লক্ষণ —যাব কার্যে বাধা জন্মাতে স্বয়ং বিধাতার সাধ্য নাই, তাঁর কার্যে অনস্মৃতি প্রকাশ ক্ষুদ্রমতি লক্ষণ বা বৃদ্ধ সুমন্ত্রের সাধ্য কি?

রাম —তবে এ সংসংকল্পে সন্তুষ্ট না হ'য়ে বিষমভাব কেন?

সুমন্ত্র - -কুণ্ডাব লক্ষণের লক্ষণ দেখে কি বিষাদের কাবণ এখনো বুঝতে পাবেন নাই? আজ অযোধ্যাব বাজবাজেশ্বর বামচন্দ্র অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে ব্রতী হবেন শুনে, কোথায় লক্ষণের হৃদয়ে আনন্দের স্থান হবে, না, তা না হ'য়ে আজ বামযজ্ঞের কথা শুনে লক্ষণের চুঃখের সাগরে হৃদযভেদী তরঙ্গ উঠে চক্ষের জলে বক্ষ প্রাবিত হ'ছে, এ বিষাদের কাবণ কি এখনো বুঝতে পাবেন নাই? এ যজ্ঞে লক্ষণ বাধা না দেন, লক্ষণের প্রাণ যে বাধা দেবে তার আর সন্দেহ নাই

বশিষ্ঠ —অবশ্য, শুধু এ যজ্ঞে লক্ষণ কেন,অনেকেই বাধা দিতে বাধ্য, কারণ সস্ত্রীক হ'য়ে যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়াই যজ্ঞকর্তার নিত্য কর্তব্য আজ, যে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী সহধর্ম্মিণী সহ ধর্ম্মাচাবণে ব্রতী হবে, সে কুললক্ষ্মীকে ত চিরদিনেব মত নির্বাসিতা ক'বেছ, এখন কোন্ সহধর্ম্মিণীকে ল'য়ে যজ্ঞ সমাধা ক'বেবে? দ্বিতীয় দ্বার পরিগ্রহই মনস্থ?

লক্ষণ —আর্ধ্য! রামেব কার্য্য-চাতুর্য্য কি এখনও বুঝতে

পারেন নাই ? চির-পবিত্রা সতী-কুলেশ্বরী সীতাকে পরিত্যাগ ক'রে দ্বার পবিগ্রহই রাগের বাসনা, যজ্ঞ কেবল উপলক্ষ মাত্র । তা করুন রামের মনে যা আছে তাই হ'ক । কিন্তু অ'র্য্য ! আজ রামযজ্ঞে সকলেই উৎসাহিত হবে, জগৎবাসী সকলেই এ রাম-যজ্ঞে যোগদান ক'রবে, কেবল সেই জগৎলক্ষ্মী'জানকী এ যজ্ঞক্ষেত্র দেখতে পাবেন না, আর দুটি ক্ষুদ্র জীব জীবনযজ্ঞে এ যজ্ঞে যোগদান ক'রবে না । এ রামানুষ্ঠিত যজ্ঞে যোগদান দবে থাক, বামযজ্ঞের কথা যে বাজ্য পর্য্যন্ত ঘোষিত হবে, সে রাজ্যও থাকবে না । আজ হতভাগ্য লক্ষ্মণ অযোধ্যা পবিত্যাগ ক'বে চির-জীবনের মত বিদায় হ'লো । তার সেই দুর্ভাগ্য পশু যে চিরদিনের মত রাম সীতার পদে জীবন বিক্রয় ক'বেছিল, যে মাথায় ক'বে রুম্ব প্রস্তর এনে দুস্তব লবণসিদ্ধিতে মেতুবন্ধন পূর্ব্বক সীতা উদ্ধারের জন্য জীবন সংকল্প ক'বেছিল, সেই হতভাগ্য পবনপুত্র, এ সীতা শূন্য অযোধ্যায় আসবে না । স্নেহময়ী সাক্ষাৎ সতীজ্ঞেব জীবন্ত প্রতিমা সীতাকে পরিত্যাগ ক'রে বাম অশ্রু সহধর্ম্মণী গ্রহণ ক'রবেন । যে জলধরের কোলে শিব দামিনীকে দর্শন ক'রে নয়ন মার্থক ক'রেছি, আজ সেই নবজলধরের কোলে খদ্যোতিকা পুচ্ছজ্যোতি বিস্তার ক'রবে । শুকেব পিঞ্জর পেচকের অশ্রয় হবে ? পবিত্র দেবী-মন্দির পিণাচীতে অধিকার ক'রবে । সীতাপদে বিক্রীত, সীতা সর্কশ মারুতি সেই দৃশ্য দেখবার জন্য অযোধ্যায় আসবে ? বাম সীতা পরিত্যাগ ক'বে, যজ্ঞ পূরণার্থ ভার্য্যান্তর গ্রহণ ক'রেছেন একথা শুনলে রুদ্ররূপী হনুমান যে কি মহারুদ্ররূপ ধারণ ক'রবে, রামযজ্ঞের যে কি বিপর্য্যয় ঘটাবে, তা কিছুই বুঝতে পার'ছিনে, হয় সীতা শূন্য এ শ্মশান তুল্য অযোধ্যা উৎপাটিত ক'রে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ ক'রবে, কিম্বা স্বয়ং জলে বা অনলে আত্মবিসর্জন ক'রে হতভাগ্য

পশু বাম-যজ্ঞে আছতি দানের পূর্বেই জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাছতি প্রদান করবে তাই বলি সুগন্ধ দেব বশিষ্ঠ । আব না,—আর অযোধ্যায় থাকব না, তোমরা যজ্ঞের আয়োজন কর, আগি যাতনাময় জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাছতি দিতে চলো । কোন্ অলক্ষীর দ্বারা লক্ষ্মী স্থান পূর্ণ হবে তাই দেখতে—সেই বিষ মদুশ বিনমুশ দৃশ্য দেখতে লক্ষ্যে আবার অযোধ্যায় থাকবে ? লক্ষ্যেব সঙ্গে অযোধ্যার এই শেষ সাক্ষাৎ (প্রশ্নান উত্তর ও রাম কর্তৃক ধৃত)

রাম লক্ষ্মণ । বামের কার্য যদিও চণ্ডালের আয় ঘণিত, কিন্তু তথাপি হৃদয় এখনও চণ্ডাল হ্র প্রাপ্ত হয় নাই যে মন্দির সতীর প্রেমময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠায় পবিত্র ক'বেছি, সে মন্দিরের সে আগনে আব অন্নে স্থান পাবে না, যতদিন সংসারে থাকতে হবে,—এ যাতনাময় জীবন-ভাব যতদিন বহন ক'বতে হবে, ততদিন এ শূন্য মন্দিরে সেই সতীর প্রতিমা গীতাব কল্পনাময়ী মূর্তিই বিরাজ করবে । তেমন পতিপ্রাণা সতীর প্রতিমার প্রতি নিগ্রহ ক'রে আবার দারপরিগ্রহ । পৌষ পবিত্যাগ পূর্বক পুরীষ ভোজন । পবিত্র সূত্র-গ্রন্থিত অপার্শ্বিক বস্ত্র অতল জলে বিনর্জ্জন দিয়ে উপলব্ধ কণ্ঠে ধারণ করব ? লক্ষ্যে রাম এখনও ততদূর পশু হ্র প্রাপ্ত হয় নাই, বাম আপন কার্যদোষে চণ্ডালের অধম হ'য়েছে, বিবিধ পাপে কলুষিত হ'য়েছে, কিন্তু এহৃদয়—এ পবিত্র সতীমন্দির এখনও অপবিত্র হয় নাই লক্ষ্যেবে, অধিক কি বলব, যতকাল—যতদিন যাতনাময় জীবন-ভাব ল'য়ে সংসারে থাকব, ততদিন সীতার সেই প্রেমময়ী প্রতিমা হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন ক'বে অশ্রুজলে পূজা করব, অনুতাপের অগ্নিকে হোমাগ্নি রূপে স্থাপন ক'রে, সেই অনলে এ জীবনের সুখ—শান্তি—আশা—ভরসা—সমস্তই আছতি দিয়ে শেষে এ পাপ-দেহ পূর্ণাছতি দানে সতীপ্রেম মহামন্ত্র পূর্ণ ক'বব ।

গীত ।

লক্ষণরে । সেই দিনে এজনমের মত, ভুলিব মেধনে ।
 যাবে মর্শের ব্যথা, নিব্বে শোকের চিত্ত,
 এ রাগের চিতা যেদিন জ্বলিবে শাশানে ।
 এ জীবনের মত ক'রেছি এই পণ,
 সে প্রতিমা হৃদে করিয়ে স্থাপন,
 মতী পেম যজ্ঞ ক'রব উদ্বাপন,
 শোকানলে দেহ আত্মি প্রদানে
 প্রাণেব প্রতিমা দিয়ে বিসর্জন, এ মন্দিরে করে করিব স্থাপন,
 কল্ললতিকায়ে, উৎপাটিতা ক'রে,
 বিষলতা কবে বোপিব উজ্জানে

বশিষ্ঠ । রামচন্দ্র সীতাময়া লক্ষ্মীকপিলী সহধর্ম্মীণীকে
 পবিত্যাগ ক'বে পুনর্জীব দাবপবিগ্রহ বিষয়ে কেউ পবাসর্শ প্রদান
 ক'রবে না, তবে সহধর্ম্মীণীসহ ধর্ম্মাচরণে নিতান্ত কর্তব্য বলেই
 যাহ'ক

নারদ । আর দাবপবিগ্রহ ক'রলেই বা দোষ কি ? রাজা
 বাজুড়াদের ত ওটা কর্তব্যেব মধ্যেই পরিগণিত । তোমার পিতা
 যে ত্রিশতাদিক দাবপবিগ্রহ ক'রেছিলেন, তুমি তেমন শত শত
 ক'রতে যাচ্ছনা, একটা পবিত্যাগ ক'রে তার স্থলে আর একটা
 ক'বে, এ আর বেশী কথা কি ।

রাম প্রভু আমি আত্মকৃত অপরাধেব ক্ষমা অনুক্ষণই
 অনুতাপাণ্ডনে দগ্ধ হচ্ছি । তার উপর আর এ তীব্র তিরস্কার
 কেন ? সীতাময়া গুণবতী মতীপত্নীকে পবিত্যাগ ক'রে
 ভার্য্যাণ্ডর পবিগ্রহ, রাগেব স্থায় চণ্ডালের পক্ষে অধিক নয় কিন্তু
 প্রভু । পাবিজাত তরু উৎপাটিত ক'রে গেম্বানে আর কোন্

পুষ্প-তরু রোপিত হওয সম্ভবে ? পারিজাতেব স্থল এক, পারিজাতেই পূর্ণ হ'তে পাবে, আমি সীতাব কল্পনাময়ী মূর্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা ক'বেছি, যজ্ঞকালেও সেই লাবণ্যময়ীর সুবর্ণময়ী প্রতিমা বামে ল'য়ে যজ্ঞ পূর্ণ ক'রব ।

বশিষ্ঠ — (স্বগতঃ) আহা ধন্য বাম । ধন্য তোমার অপার্থিব পেম ! আজ প্রজাবঞ্জন হেতু পবিত্রাঙ্গা সীতাব পরিবর্তে, সেই পরিবর্জিতা পত্নীর প্রতিমা নির্মাণ পূর্বক যজ্ঞ পূর্ণ ক'রবার বাসনা ক'বেছ, এ হ'তে বাম-চরিত্রের পবিত্রতাব পবাকাষ্ঠা,—পবিত্র প্রেমের চরম পবীক্ষা আব কি হ'তে পাবে ? (প্রকাশ্যে) বামচন্দ্র ! দেবর্ষি তোমাব চিত্ত পবীক্ষার জন্য দাবপরিগ্রহেব প্রস্তাব ক'নে-ছিলেন, পরীক্ষাও যথেষ্ট পেলেন, এক্ষণে গীতাদেবীর সুবর্ণময়ী প্রতিমা প্রস্তুত ক'বে যজ্ঞে ব্রতী হওয়া আমাবও অভিপ্রেত ।

বাম — বক্ষণ । তুমি স্বয়ং কৃতবিদ্য সুবর্ণকাবগকে ল'য়ে এসে ভাণ্ডার হ'তে আবশ্যক মত সুবর্ণ প্রদান পূর্বক সীতাব মর্কাজ সুন্দরী প্রতিমা প্রস্তুতে অনুমতি দাও । দেবর্ষি আপনারাও মর্ক বিষয়ে দৃষ্টি বেখে প্রয়োজনাধিক জব্যাদিব আয়োজনের জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্মাচন পূর্বক কার্য্যে অনুগতি প্রদান করুন ! মর্কত্র নিমন্ত্রণেব ভাব যথাযোগ্য পাত্রে চ্যুস্ত করা হ'ক । স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোকের মধ্যে কেহ যেন অনাচ্ছত না থাকে । গোমতীতীরে নৈমিষাবণ্যে যজ্ঞভূমি নির্মাচিত হ'ক ।

নারদ — সে জন্য চিন্তা নাই ; নিমন্ত্রণেব ভাব আমি স্বয়ংই গ্রহণ ক'ল্লোম

রাম । —তবে এক্ষণে ক্ষণকালের জন্য আমি বিদায় হ'লেম, মাতৃগণকে বাল্মীকির আশ্রম হ'তে অযোধ্যায় আনুবার জন্য শিবিকাদি প্রেরিত হ'য়েছে, তাঁদেবও আনুবার সময় হ'লো ।

বশিষ্ঠ । —তবে তুমি পূবমধ্যে গমন ক'রে তাঁদের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করণে । আমিও সময়াস্ত্রে দেখা ক'রব স্মৃত্ত । শুন, স্বর্গধামে, পাতালে বা কৈলাসে নিমন্ত্রণার্থে দেবর্ষি স্বয়ং গমন ক'রবেন

স্মৃত্ত —মর্ত্যের নিমন্ত্রণ কি ঘোষণা দ্বারা সম্পাদিত হবে ?

বশিষ্ঠ —না, স্থান বিশেষে উপযুক্ত পাত্রের দ্বারা, কোন স্থানে পাত্রের দ্বারা এবং অবশিষ্ট স্থলে ঘোষণা দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হবে ।

বাম ।—যথাযোগ্য সম্মানেব ক্রটি না হয়, পবিত্রিত আত্মীয়, গুরুজম, বন্ধু ও সূহৃদবর্গকে যজ্ঞ দর্শনার্থে কোথাও যোগ্য পাত্র, কোথাও বা যোগ্য পত্র প্রেরণ দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হক্ ।

বশিষ্ঠ —অবশ্য তা'ত হবেই আব এক কথা, অশ্বমেধ উপযোগী সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব শিবে জয়পত্র ধারণ পূর্বক বহির্গত হ'লে, তার রক্ষার ভাব কার হস্তে অর্পিত হবে ?

বাম —সে নির্ধাটনের ভাবও আপনাদের উপর । ভবত লক্ষণ, শত্রুগ্ন, যাকে মনোনীত ক'রবেন, তার উপবেই সে তার স্তম্ভ ক'রবেন, তবে শত্রুগ্নই বোধ হয় সেজন্ত অধিক আগ্রহ প্রকাশ ক'বে, এজ্ঞে বিদায় ।

[প্রণাম ও প্রস্থান ।

নারদ ।—আজ মহাবাজা বামচন্দ্রের অশ্বমেধ মহাযজ্ঞারম্ভ, এ যজ্ঞে যেন ত্রিলোকে কেহই অন'হৃত না থাকে । এই মুহূর্ত্তেই সর্বত্র নিমন্ত্রণার্থে যথাযোগ্য দূত প্রেরিত হ'ক, ঋষিগণের তপোশ্রমে—বিভীষণের নিকট লক্ষাধামে—শৃঙ্গবের পুবে গুহক আশ্রমে—মিথিলায় জনকালয়ে—কোশলপুরে—নন্দীগ্রামে—কিক্কিয়ার সূত্রীবের নিকটে—কদলীবনে রামচন্দ্রের শিয় সেবক হনুমানের কাছে, কুত্রাপি যেন সমাদরের ক্রটি না হয় । স্বর্গ

নিমন্ত্রণে ত স্বয়ংই প্রস্তুত হ'য়েছি, স্মরণ, লক্ষণ, কুমার ভবত
শক্রঘ্ন। আর বিলম্ব ক'রোনা শীঘ্র প্রস্তুত হও—

গীত ।

বিলম্বে কিবা প্রয়োজন (আর)

পাণ্ড রাজ আজ্ঞা সবে, পবন উৎসবে,

কব যজ্ঞেব আরোজন।

নিমন্ত্রণ পত্র লিখে নামে নামে, কিকিঙ্করা মিথিলা ওহক আশ্রমে,

দুত পাঠাও নন্দীগ্রামে

(হে স্বর্ণ লক্ষ্যধামে, যথ বন্ধু প্রিয়জন)

[সকলের প্রস্থান





অষ্টম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

১. মিমাবণ্য ।

(হনুমানের পোষণ)

হনু —আজ আমার বিভীষণের সেই কথা স্মরণ হচ্ছে, যেদিন গা জানকী আমাকে “চিবজীবী হও” বলে অমর বর দিয়েছিলেন, সেই দিন বিভীষণ রামচন্দ্রের কাছে আক্ষেপ ক’বে বলেছিলেন যে “হে দীনবন্ধু রাম ! এ রাক্ষসাদম বিভীষণকে ত মিত্র গিএ বলে কর্মসূত্র প শে চিবদিনের মত বন্ধ ক’রেছ, আব মোক্ষলাভের আশা নাই, এ বক্ষদেহ চিবকালই বহন ক’রতে হবে। আজ আবাব হনুমানের পশুদেহেরও মুক্তির পথ রোধ ক’বে অমর বর প্রদান কলে ।” এখন একবার সেই বিভীষণের সঙ্গে দেখা হ’লে বল্ব, বক্ষরাজ, একদিন যে দেহের পতনের জন্তু কামনা ক’রেছিলে আজ সেই দেহের যতনের জন্তু বাসনা হয় কিনা বল দেখি ? রাম-কল্ল-রক্ষমূলে শীতল ছায়ায় ব’সে

মোক্ষফলের বনাস্রাদন হ'তে আব মধুর কি আছে ? সুবাদকেব, হস্তে বাদিত হ'লে বাজ-যন্ত্রেব মধুর বব শ্রে তাবই প্রাতি-সুখকর, বাজ-যন্ত্রেব তাতে সুখ দুঃখ কি ? এতদিন যদি বিভীষণের বাক্ষনদেহেব পতন হ'তো, কিম্বা এ পশু দেহের ধ্বংস হতো, তা হ'লে কি আজ' মেই যজ্ঞেশ্বরেব যজ্ঞধ মে, যজ্ঞেশ্বরের বামে যজ্ঞেশ্বরীকে দর্শন ক'রে জীবন ধন্য ক'ব'ত পাবতেন ? অ'হা ! আজ কি আনন্দেব দিন ! আজ যজ্ঞেশ্বর বামচন্দ্র আমাকে যজ্ঞদর্শনে নিমন্ত্রণ ক'বেছেন, মা যজ্ঞভূমি-মস্তুতে যজ্ঞেশ্বরী ! আজ তোদের যজ্ঞদর্শন উপলক্ষে অ মাব চির-সংকলিত মহাযজ্ঞ পূর্ণ ক'রব, সেইজন্য আজ পদ্য তুলে এনেছি ! যখন দুজনে যুগলবেশে যজ্ঞস্থলে যজ্ঞাসনে বস'বি, তখন মা পদ্যালয়ে ! আগি যুগল করে পদ্য ল'য়ে তোদেব যুগল রূপেব পাদপদ্ম পূজা ক'বে জীবন গার্থক ক'রব

গীত

মনের সাধে যুগলপদে অর্পিব নীল পদ্য ল'য়ে
 যজ্ঞধামে বামের বামে বস'বি যখন পদ্যালয়ে
 যুগল কবে মনেব সাধে, পদ্য দিয়ে যুগল পদে,
 ধ্যান যুগল নয়ন মুদে, যুগল কণ দেথিব হৃদে,
 ক্রমস্তঃ বলিয়ে পদে লুটাব দণ্ডবৎ হয়ে
 বজ্রাসন পবিহবি, যজ্ঞাসনে বস'বেন হরি,
 যজ্ঞভূমি আলা করি, বামে বস'বেন যজ্ঞেশ্বরী,
 জ্ঞানচক্ষে মে মাধুবী দেখিব হৃদ-পদ্যালয়ে

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য ।



নৈমিষ বন্য—যজ্ঞভূমি-দ্বারদেশ ।

লক্ষণের প্রবেশ ।

লক্ষণ ।—আজ প্রায় ত্রিলোকবাসী সকলেই নৈমিষারণ্যে উপস্থিত, এখন হনুমান আব লক্ষ্মণাথ বিভীষণ এই দু'জনেব আমবার কালবিলম্ব হেতু চিন্তা, আবাব আগত প্রায় ভ ব্তে গেলেও ঘোব চিন্তা । ঐনা আস্ছে, আচা । মারুতি আজ বড় আনন্দেই অযোধ্যায় আস্ছে, হস্তে দেখ্ছি কতকগুলি বিনশিত পদ্ম, পদ্মালয়া গীতা সন্মিলিত পদ্মপলাশলোচন বাগচন্দ্রাব পাদপদ্ম পূজা করবাব মানসে পদ্ম চয়ন ক'বে আন্ছে । এদিকে যে তাব হৃদ পদ্মেব চির-মেবিত ধন মতীকুলেশ্বরী গীতাকে চির-নির্কামিত। ক'বে রামচন্দ্র আনন্দের অযোধ্যা অঙ্ককাব ক'বেছেন, মারুতি এখনো তার কিছুই জানুতে পারে নাই,এখনি এসে অগ্রেই জিজ্ঞাসা ক'রবে -লক্ষণ,আমার মা কুশলে আছেন ত ? তখন কি উত্তব দেব । সূর্যকুলেব কুসম্ভান লক্ষণ মেই কোশল রাজ্যেব কুশলরূপিণী মাকে সহস্তুে কুশ কটক পূর্ণ অরণ্যপাথ বে বিমর্জ্জন দি়য়ে এসেছে. এ কথা শুন্লেই হয়ত মেই গীতাগত-জীবন পবনপুত্র শোকে উন্মত্ত প্রায় হ'য়ে ঘোব অনর্থ উপস্থিত ক'রবে, কিন্তু আত্মহাবা হয়ে আত্মহত্যায উদ্যত হবে, হা দেব বামচন্দ্র । আজ কোথায় সুখের যজ্ঞে আনন্দেব সহিত আছতি প্রদান ক'রে যজ্ঞাগি নির্কাম ক'ববেন, তা না হ'য়ে শোকেব যজ্ঞে অঙ্গপাবা আছতি দি়বে দুঃখেব আগুন, নির্কামেব চেষ্টা ক'রতে হবে । (অধোবদনে দণ্ডায়মান)—

(হনুমানের পবেশ ।)

হনুমান —এই ত যজ্ঞধাম ! নৈমিষাবণ্যে আজ বড় ধুমধাম,
 গুণধাম বামচন্দ্রের মহাযজ্ঞে আজ জগৎ নিগলিত, উৎসবের
 কোলাহল পূর্ণ জনশ্রোত যজ্ঞভূমির দিকেই প্রবাহিত সকলেই
 যেন রাম সীতার যুগলরূপ দেখবার জন্য ব্যগ্র আজ বড়
 আনন্দেব দিন ! অঞ্জলিপূর্ণ পদ্ম ল'য়ে পূর্ণানন্দে সেই পূর্ণানন্দধাম
 যুগল রূপের পদ পূজা করে বাসন পূর্ণ ক'রব, (হস্ত হইতে পদ্ম
 পতন) একি ! হাত হ'তে পদ্ম পড়ে কেন ? তবে কি রাম সীতার
 পদ পূজা আগাব ভাগ্যে ঘটবেন নয়ং মহাকাল সংহাব মূর্তিতে
 সমবে সম্মুখীন হ'লেও যাব অঙ্গের কেশাগ্র মাত্র কম্পিত হয় না,
 আজ তাব হাত কাঁপল ! পূজার ফুল ধুলায় পতিত হলো হর্ষে
 বিষাদ মজলে অমঙ্গল দেখা দিলে ! মা মঙ্গলময়ী জানকী !
 আমি যে বড় আশা ক'রে তোদের যুগলরূপের পূজা ক'রবার
 বাসনায় অযোধ্যায় এসেছি আমার বাসনা কি পূর্ণ হবেনা মা !
 দেখি তোদের মনে কি আছে । ও কে যজ্ঞবাটের দ্বাবে ? লক্ষ্মণ !
 যজ্ঞস্থল পবিত্যাগ ক'রে এসন অধোবদনে একাকী দ্বারে দাঁড়িয়ে
 কেন ? (লক্ষ্মণেব নিকট গিয়া) খুলতাত লক্ষ্মণ ! তোমাদের
 দাসানুদাস হনুমান প্রণাম ক'রছে, (প্রণাম) খুলতাত ! এমন
 ধারা অধোবদনে দ্বাবদেশে দণ্ডায়মান কেন ? আমিও জানি
 অযোধ্যায় এসে চিরদিন বাম সীতার সম্বন্ধে ছত্র ধারণ ক'রে
 অষ্টপ্রহরই যুগলরূপেব পদ দর্শন ক'রবে, এই তোমার বাসনা,
 আজ আশাব প্রহরী হ'য়ে দ্বাববন্ধা করার সাধ হলো কেন ?
 রাম সীতার অভয় পদ—যা ভক্তের সর্বস্বধন, তাত একরূপ নিজস্ব
 ক'রেই নিয়েছ একস্থানে রাখলে পাছে অন্যে অধিকার ক'রে
 তোমার পূর্ণাধিকারে ব্যাঘাত জন্মায়, সেই ভয়ে চিরদিন যাকে
 কখন পঞ্চবটীর বনে—কখন চিত্রকূট পর্বতে—কখন তপোবনে,

নানা স্থানে ভ্রমণের পর দেশে এসে আবার ভক্তের রাম দর্শন আশা-গহবী রোধ ক'রবার জন্য গ্রাহবী সেজে দ্বাব বক্ষায় নিযুক্ত হ'য়েছ ? সে সুধাব স্বাদ কি একাই উপভোগ ক'ববে, অন্যের সাধ পূর্ণ হ'তে দেবেনা ? তই হনুমানের সাধ বুঝতে পেরেই বুঝি এমনধারা বিষাদপূর্ণ বদনে ধাবাগলিত চক্ষে ধবা দর্শন ক'বছ ? লক্ষণ ! আমি তোমার সে সাধে বাদী হ'তে আমি নাই তুমি সাধ পূর্ণ ক'রে, সে সুধার স্বাদ উপভোগ কব, আমি কেবল তোমার প্রসাদভিখারী মাত্র কি দেশে—কি বিদেশে, সর্বত্রই রাম ভক্ত মাত্রেই যে তোমার বিদেষে পতিত, তা আমি জানি । আমি শুনেছি তোমাদের চিত্রকূটে অবস্থান কালে ভবত মাতুলালয় হতে এসে যখন বাগ দর্শনে বনে গমন করেন, তখন তুমি প্রকারে তাঁর প্রতি দোষাবোপ ক'রে তাঁকে বিনাশে উদ্যত হ'য়েছিলে । বনগমন কালে শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হ'য়ে পরম রামভক্ত গুহবের প্রতিও বাণ নিক্ষেপের উপক্রম ক'রতে ছাড় নাই, তাই বলি জগতে আব বাম-পদমেবায় কারু অধিকার না রাখবাব বাসনায়, নিষাদপতির প্রতি, যে আচরণে উদ্যত হ'য়েছিলে, এ প্রসাদভিখারী পশুব সঙ্গেও কি তাই ক'ববে ? ওকি ক্রমেই যে বিষাদের কালীগায় মুখপদ্ম গলিন হ'য়ে উঠছে কারণ কি ?

লক্ষণ ।—মারুতি আব কি বলব ! আজ সুদৃক লক্ষণের মুখপদ্ম গলিন হয় নাই, এতদিনে অযোধ্যার সুখ-পদ্ম চিরদিনেব মত মুদিত হ'য়েছে । আব অযোধ্যার সে সুখ, সে শান্তি, সে আনন্দ, সে উৎসব কিছুই নাই, একদিন যে অযোধ্যায় সুখের প্রস্রবণ প্রবাহিত হ'য়েছে, আজ সেই সুখের অযোধ্যা শ্মশানভূমি । কেবল সীতা-বিচ্ছেদ-চিতাগি ছছ ক'রে জ্বলছে । আনন্দের আধার অযোধ্যা আজ সত্য সত্যই আঁধার হ'য়েছে । আজ

যে ম, “আমার অতি স্নেহেব ধা মারুতি এসেছে” ব’লে, সাদরে বক্ষে ধ’বে পুত্রাধিক স্নেহে কুশল জিজ্ঞাসা ক’রবেন, সে মা আব অযোধ্যায় নাই হনুমানবে ।—এতদিনে আনন্দের হাট ভেঙ্গেছে সুখেব নন্দন বন শ্মশানে পবিণত হ’য়েছে ।

হনু — কেন, কেন লক্ষ্মণ কেন ম অযোধ্যায় নাই ? তিনি অযোধ্যা পরিত্যাগ ক’বে কোথায় বাস ক’রছেন ?

লক্ষ্মণ ।—বাল্মীকিব তপোবনে । বদুকুল লক্ষ্মী গীতা আজ নির্মাণিতা ।

হনু — নির্মাণিতা কেন, মা নির্মাণিতা কি জন্ম ?

লক্ষ্মণ — দীর্ঘকাল বাবঃ গৃহে বাস হেতু . মারুতি, সে কথা উচ্চাবগেও বসনা পাপাগিতে দক্ষ হয় . সেই অপাপল্লান্তিতা গীতা-চরিত্রে প্রজাগণের সন্দেহ, সেই জন্ম, আর প্রজারঞ্জন ব্রত পালন উদ্দেশে রামচন্দ্র মাকে বনবাসিনী ক’রেছেন

হনু — কি বলি লক্ষ্মণ জগৎলক্ষী গীতা নির্মাণিতা হ’য়েছেন । জগৎপ্রসূতি গীতা অমতী অপবাদে অরণ্যবাসিনী ! তবে সংসার এখনো রামশূন্য হয় নাই কেন ? পাপ অযোধ্যা এখনো মহাপাপের ভাবে রমাতল গর্ভে প্রবেশ কবে নাই কেন ? আর এই মহানরকেব দ্বারপাল লক্ষ্মণই বা এখনও মবে নাই কেন ? সামান্য শক্তিশেলে যাব মরণ হ’য়েছিল, আজ আদ্যাশক্তিরূপিণী গীতার শোক মহাশক্তিশেলে তার পতন হলো না ? ইঁয়ারে ! কুসুমমাঘাতে যাব মূচ্ছা হ’ল, সে বজ্রাঘাত সহ্য ক’রে জীবিত থাকুল কেমন ক’রে ? তবে বোধ হয় তুই সে লক্ষ্মণ না হবি যে লক্ষ্মণ গীতা-শোক-শক্তিশেল অকাতবে সহ্য ক’রতে পাবে, রাবণ নিষ্কিণ্ত শক্তিশেলত তার পক্ষে পাষণের উপর তুষাব কণা মাত্র । তাই বলি, হয় তুই সে গীতা-পদসেবক লক্ষ্মণ নয়, কিম্বা অযোধ্যায় এনে দাসত্ব ভাব পবিত্যাগ ক’রে, বৈমাত্রৈষ

স্বভাব প্রাপ্ত হ'য়েছি। কিন্তু শোনা লক্ষ্য যদি সত্যই প্রাজ্ঞ-
রঞ্জনীর জন্ত নির্দিষ্ট বাগ মাকে আমার নিবপরাধে নির্দোষিতা
ক'রে থাকেন, তাহ'লে নিশ্চয় জেন, আজ অযোধ্যার অস্তিত্ব লোপ
হবে, রাম-যজ্ঞ আজ দক্ষযজ্ঞে পরিণত হবে। জগৎ মাতা সীতা
অমতী? আমবা অমতীর পুত্র? একথা যে পাঁপাত্মাদের রমণা
হ'তে নির্গত হ'য়েছে, আজ সেই নরকের ক্রমিকৌটদের জীবিত
দক্ষ ক'ব্ব — লক্ষ্য দক্ষের মত পাঁপ অযোধ্যা পুড়িয়ে ভস্মে
পরিণত ক'ব্ব। আজ ত্রিলোক একপক্ষ হ'ক — জগৎ লক্ষ্যময় হ'য়ে
অযোধ্যা-নবকেব দ্বারপালরূপে অযোধ্যা রক্ষায় প্রস্তুত হ'ক,
তথাপি সীতা বিরুদ্ধাচারী — আমার মাতৃচরিত্রে দোষারোপ করা
বাম রাজ্যের প্রজা নামধারী এক পাঁপাত্মাকেও জীবিত রাখব না।
সব পোড়াব — তেমনি ক'বে লক্ষ্য পোড়ানব মত পাঁপ অযোধ্যা
পোড়াব। — সব ছারখার ক'ব্ব। একবার লক্ষ্য পুড়িয়ে
মাকে অশোক বন হ'তে উদ্ধার ক'বে, শেষে রামের বামে
বসিয়ে যুগলরূপ দেখেছিলাম, এবাবে অযোধ্যা পুড়িয়ে বাল্মীকির
বন হ'তে মাকে উদ্ধার ক'বে এনে হৃদয় চিবে আত্মবামের
বামে চির-প্রতিষ্ঠ পূরক প্রাণ ভ'রে অবিচ্ছেদ রূপ দর্শন ক'ব্ব,
দেখি কার মাথা আমার সংকল্পে বাধা দেয়? কৈ সে নিষ্ঠুর রাম?
বুঝি যজ্ঞবাটে, দেখি তাব অধমেধযজ্ঞ আজ নবমেধযজ্ঞে পরিণত
ক'ব্বতে পারি কি না।

[বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্য — (স্বগতঃ) আগিত ত পূর্বেই জানি, সীতা-নির্দোষ-
মন সম্বাদ প্রবণে আত্মহারা হ'য়ে হনুমান কোন না কোন অনর্থ
উপস্থিত ক'বেই ক'বে। এখন যাই, সকলে একত্র হ'য়ে আত্মহারা

পবন-পুত্রকে সাধাস্ত সাধুনার চেষ্টা করিগে । সীতাহীন রাম-
যজ্ঞ যে নির্নিরলে সম্পন্ন হবে না, এই তাব সূত্রপাত ।

লক্ষ্মণের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—যজ্ঞস্থল

পটুবাগ পরিহিত বামচক্র

(বশিষ্ঠাদি মুনিগণ, বথাস্থানে উপবিষ্ট, মন্ত্রপাঠ,
স্তুতিবাচন সংকল্প, অগ্নিহোপন ইত্যাদি)

বশিষ্ঠ —স্বমন্ত্র । পটুবাগ আববিত সুরবর্গময়ী সীতামূর্তি
বামচক্রের বামভাগে স্থাপন কর

নারদ —সংকল্প পূর্বক স্বর্ণ সীতাব প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর হ'ক

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু —প্রাণপ্রতিষ্ঠা, সে ভারটা আমিই নিচ্ছি যে যজ্ঞে
মতীর অপমান, সে মতীশূন্য যজ্ঞে যিনি যিনি লিপ্ত আছেন—
যিনি এ রাম যজ্ঞেব উপদেষ্টা, আজ তারই প্রাণ যগালে
প্রতিষ্ঠা কর'ব । আগে দেখি লক্ষ্মণের কথা কতদূর সত্য, (রাম-
চক্রের বামভাগে সীতামূর্তি দর্শন পূর্বক) ওকে ? ঐ যে পীত
কৌশেয় বাস পরিহিত প্রভু বামচক্র বামভাগে বামদেবাবাধ্য
সীতাদেবীকে ল'য়ে যজ্ঞবেদীতে উপবিষ্ট । সম্মুখে বশিষ্ঠ নারদাদি
ঋষিগণ হৃষ্টমনে যেন নিবিষ্ট চিত্তে জগদিষ্ট যুগলরূপের পদ-
যুগল দর্শনে তন্ময় । তবে কি লক্ষ্মণ এতক্ষণ অথবা মিথ্যালাপ

দ্বাবা আমার চিত্ত পবীক্ষা ক'বছিল ? মাতৃচবিত্রে দোষারোপেব কথা ।—য শ্রবণে মহাপাপ—উচ্চারণে অনন্ত নবক, সেই কথা ল'য়ে পরিহাস । উন্মাদ—লক্ষণ নিশ্চয় উন্মাদ । কিম্বা মিথ্যাবাদী—ঘোর মিথ্যাবাদী । এখনি বল্লে 'মা আযোধ্যায় নাই, তপাবণ্যবাসিনী ' ' এই যে পটুবজ্র আব'রিতা হে'লত', ব'গ নীল'চর্কে'ব অঙ্গে শিব-দামিনী জলধবের কোলে শোভা পাচ্ছে । যাই যুগল করে পদ্ম ল'য়ে এই পদ্মযোনিব হৃদপদ্মের ধন রাম সীতাব পাদপদ্মে অর্পণ পূর্বক পাপ পশুদেহ ধন্য করি । (পদ্মাজলী গ্রহণ পূর্বক পাতিত জানু হইয়া) ইদং অঞ্জলী পূর্ণ নীলকমল কমলা শোভিত কমল লোচন রামচন্দ্রায় নমঃ ।

রাম ।—(বিস্মাদিত নেত্রে) এম বৎস মারুতি ! তোমার সর্ক্সঙ্গিন কুশল ত ?

হনু ।—যার পিতা স্বয়ং মঙ্গলময়, মা যার সর্ক্সমঙ্গলা, তার আবার অমঙ্গল কোথায় প্রভু ? মা সর্ক্সমঙ্গলময়ী । আজ তোমাব অধম পুত্র হনুমানের বড় আনন্দের দিন । আজ জননী যজ্ঞেশ্বরী'ব সহিত স্বয়ং পিতা' যজ্ঞেশ্বর মহাযজ্ঞে দীক্ষিত, আর সেই যজ্ঞে হনুমান নিগমিত . মা বড় শুভক্ষণেই এ অধম পুত্রকে অমর বর দিয়েছিলি । যে দেহেব পতন হবে না ব'লে একদিন ভূঃখ প্রকাশ ক'রেছিলাম, এখন প্রার্থনা ক'বছি আমাব সেই পশুদেহ অক্ষয় হক্, আমি ইন্দ্রভ, ব্রহ্মভ চাইনে, শিবভেবও প্রার্থী নৈ কেবল এই প্রার্থনা, চিরদিন যেন এমিধাবা এই পশু দেহেই তোদের এই পশুপতি সেবিত যুগলরূপেব দাম'ত্ব ক'রতে পাই, তাহ'লেই আমাব পশুভ্ব নার্থক হবে, তা হ'লেই আমি কৃতার্থ হব এখন কৃপা ক'রে পদধূলি দে, আমি পিতা মাতার পদবজ মাথা'ব মণি কবে ধন্য হ'ই । কেন স' এমন ধারা নীববে শিবভাবে থাকলে ? কি দোষে দাসের প্রতি এরূপ বিরূপ হলি মা ? কি অপবাদ

ক'বেছি বশ, এখনি এই মুহূর্ত্তে তোদের পদতলে প্রাণ পবিত্যাগ
ক'বে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রব

লক্ষণ—হনুমান । তুমি কাকে গাভ সন্মোদন ক'রে পদধূলি
প্রার্থনা ক'বেছ ? লক্ষণ মিথ্যাবাদী নয়, সত্যই মা অযোধ্যায় নাই,
বনুকুল লক্ষ্মী আজ সত্য সত্যই অনাথিনী বেশে বনবাসিনী ।
মা অযোধ্যায় থাকলে কি তোকে পদধূলি প্রার্থনা ক'বতে হতো ?
তাড়াতাড়ি এসে কোলে নিয়ে আশীর্বাদ ক'রতেন, পুত্রাদিক
স্নেহে কুশল জিজ্ঞাসা ক'রতেন

হনু —তবে লক্ষণ যা বলেছিলি সত্যই তাই । সত্যই সে সতী
কুলেশ্বরী মা আমার অযোধ্যায় নাই ? কার বিচাবে—কার
মঙ্গলায় মা আমার অসতী অপবাদে অবণ্যবাসিনী, বাম তুমি
এ রাজ্যের স্থায়বান ভূপতি ? তবে তোমারি বিচারে অসতী
অপবাদগ্রস্তা হ'য়ে জগৎলক্ষ্মী মা আমার অনাথিনীব মত অরণ্যে
বসতি ক'রছেন ? বশিষ্ঠ ! তুমি না বনুকুলের ইষ্ট উপদেষ্টা ? তবে
তোমারি মঙ্গলগুণে জগত জননী মা আজ যন্ত্রণা সাগবে ভাসুচেন ?
সতীকুলেশ্বরী সীতা অসতী ।—জগতমাতা অসতী ! আমবা অসতীর
পুত্র । এই রামের বিচার—এই তোমার ইষ্টমঙ্গল ? শোন বশিষ্ঠ ।
জারজ আখ্যা তোমার পক্ষে দোষেব নাই'তে পারে, কারণ
যে রূপ ক্ষেত্রে তোমার উদ্ভব, তাতে জারজ আখ্যায় তোমার
ব্যখ্যা ভিন্ন গৌরব লাঘব নাই'তে পারে অথচ যেমন মুখ্য ক্ষেত্রে
তোমার জন্ম তেমনি মূর্খের মত কার্য্যও কবেছ, মঙ্গল দিবে
রাজলক্ষ্মীকে বনবাসিনী ক'রে, রামকে লক্ষ্মী ছাড়া ক'রে, আবার
যে কোন্ ভাগ্যলক্ষ্মী লাভেব জন্ম বামকে যজ্ঞে ব্রতী ক'রেছ,
তা তুমিই বলতে পার, আমার বোধ হয় রাজপরিণয় উপলক্ষে
কিছু ধন রত্ন পাবার প্রত্যাশায় পরামর্শ দিয়ে সীতা বর্জন
করিয়ে বামকে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়েছ, আব তোমাদের

মত স্বার্থপর মহামূর্খের মন্ত্রণায় মুগ্ধ হ'য়ে নির্দয় রাম রঘুকুল-
লক্ষ্মীকে ছুঃখের সাগরে বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু শোন বশিষ্ঠ।
যে রাজ্যেব পাণ্ডা প্রজাবর্গ সতী-চবিত্রে অযথা কলঙ্কারোপ
ক'রেছে—যে রাজ্যের মহামূর্খ মুখ্য পাত্রগণ যে পায়ণ প্রজাদেব
পাপ আন্দোলনে অনুমোদন ক'রে নির্দয় রাজা বামকে সীতা
পরিভ্যাগে পরামর্শ দিয়েছে, আজ সেই সকলকেই যমালয় পাঠাব,
পাপ অযোধ্যা শ্মশানে পবিত্র ক'ব্ব। যতদিন জগতে সীতা
বিদেয়ীর অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন হনুমান মহা প্রায়স্কারী সংহার
মূর্তিতে ব্রহ্মাও দক্ষ ক'ববে। হও দেখি—কে আছে—কার সাধা
পাপ অযোধ্যা রক্ষায় অগ্রসর হও? আজ জগত শুদ্ধ সকলে
একএ হক্ তথাপি অযোধ্যাব ধ্বংস অনিবার্য। (রামচন্দ্রের
পার্শ্বস্থ স্ত্রী মূর্তিকে লক্ষ্য পূর্বক) কে তুমি? নির্দয় বাগ ত
দ্বিতীয় পরিণীতা—আমার বিমাতা? যে বিমাতার জন্তু ঐ
নির্দয়—ঐ সতী পত্নীঘাতী আমাব মাতৃহত্যা রাম জটা-বাকলধারী
পথের ভিখারী। তুমি আমাব সেই বিমাতা? লও বিমাতা লও
তোমাব সত্যপ্রতিজ্ঞ পতির কাছে কি বব নেবে লও মপত্নী
পুত্রকে বনে দেবে? সন্ন্যাসী সাজাবে? তা আমার ত বনেই বাস,
সন্ন্যাসী হতেও সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীর ববং কদাচিত্ আশ্রয় থাকে
আমাব আশ্রয় তরুতল, আশ্রয় বৃক্ষপত্র, করপুট পানপাত্র, আহাৰ্য্য
বক্ষণ মাত্র, এ হ'তে আব সন্ন্যাস কি আছে? এ সন্ন্যাসী ত
মাতাতেই সাজিয়েছেন তুমি বিমাতা এ অপেক্ষা আর কি সন্ন্যাসী
সাজাবে? যদি কিছু বাকী থাকে বল, তাও ছাড়ব,—কেবল ছাড়ব
না আমাব অতুলসম্পদ মা জনকনন্দিনীর পদাশ্রয়। তুমি আমাকে
সেই সম্পদে বঞ্চিত ক'ব্বার জন্তু আমার মাতৃস্থান অধিকার ক'রে
বসেছ, কিন্তু এখনও বলছি—আমার সম্মুখ হ'তে প্রস্থান কর, হনুমান
রামসীতার যুগলরূপ দেখবার জন্তু এসেছে, রাগের বামে—আমাব

মা জগজ্জননীব আগনে অন্য বসনীকে দেখতে আসে নাই ,
 শুকের পিঞ্জবে পেচকেব অভিনয় দেখতে আসে নাই তুমি যে
 হও, স্ত্রীজাতি, তাতে আমাব মাতৃস্থানে উপবিষ্টা, স্মৃতবাং অবধ্যা,
 তাই বলি শীঘ্র আমাব সম্মুখ হ'তে প্রস্থান কর, নতুবা স্ত্রী হত্যা
 অনিবার্য্য। আমি অনন্তকালের জন্ম সে যুগল মূর্তি হৃদয়-মন্দিরে
 প্রতিষ্ঠা ক'রেছি, আমি কি বাহিরে -কি অন্তবে চিবিদিনের তরে
 যেরূপ অপবিবর্তনীয় দেখা সংকল্প ক'বেছি, কার সাধ্য আমাব
 সে সংকল্প ভঙ্গ করে ; শুন নির্দয় রাম ! তুমি যত চাতুরীই কর,
 যতই মায়াজাল বিস্তার কর, হনুমান তোমাব সে কুহকে ভুলবে
 না, সে মায়া-ফাঁদে পড়বে না। আমি স্থিব-সংকল্পে বাগ সীতার
 দামত্বব্রতে দীক্ষিত হ'য়েছি, স্থিব সংকল্পে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, আজ
 আবার তোমাব সমক্ষেও মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করছি, বাগ সীতাব
 যুগলরূপ ভিন্ন কখন অন্তরূপ ইষ্টভাবে দেখবেনা, হনুমানের এ মন্তক
 কখন রাম সীতাব পাদপদ্ম ব্যতীত এ জগত-ব্রহ্মাও মধ্যে ব্রহ্মার
 কাছেও নত হবেনা। তুমি যে মূর্তিই বা যে ভাবেই ছলনা
 কর, যে অলক্ষীকে এনে বামে বসাও, হনুমানের কাছে
 সেই জগত লক্ষী সীতা শোভিত বামরূপ অটল ভাবেই থাকবে।
 একবার বুক চিবে তাব পরীক্ষাও দেখিয়েছি, আজ আবার
 বুক চিরে তোমাকে দেখাব ! আব তোম ব এই নরকের
 কীট প্রজা নামধারী পিশাচদের বুক চিরে দেখাব কি ঘোঁব
 নরকাগ্নি তাদের হৃদয়ে झলছে, মহাপাপের কি ভয়ানক
 অভিনয় হচ্ছে, সব পোড়াব তেমনি কবে, লক্ষা দগ্ধ করার মত
 পোড়াব।

লক্ষণ ।—সারুতি । শোকে, অভিমানে আত্মহারা হ'য়ে কাকে
 অলক্ষী নম্রোদনে অযোধ্যা-লক্ষী সীতার আগন হ'তে অন্তর্হিত
 হ'তে ব'লছে ? সারুতি । এখনো ততদূর ঘটে নাই মাকে হাবিয়েছি

আর সেই সঙ্গে অযোধ্যার সীতাগা লক্ষ্মীকেও চিবদিনেব মত বিদায় দিয়েছি মত্য ; কিন্তু তুমি যে ভয় ক'বছ অযোধ্যায় এখনো সে মর্মভেদী চিত্র অঙ্কিত হয় নাই, সুবর্ণময় শুকেব পিঞ্জব এখনো পেচকে অধিকার করে নাই, পবিত্র দেবী-মন্দির এখনো পিষাচীর আশ্রয় হয় নাই, তাহ'লে এতদিন অযোধ্যায় থাকতেন না, বাস হৃদয়ে সে অপবিত্রতা প্রবেশ কলে—রাম-হৃদয় রূপ সগী-মন্দির হ'তে মীতা প্রেমের স্বর্গীয় মোহভ তিবোহিত হ'লে, এতদিন অযোধ্যায় থাকতেন না, এ যজ্ঞও নিশ্চয় হতেন না, বাস-দামত্রে জলাঞ্জলি দিয়ে—জলন্ত চিতায় এখাতনাময় দেহ আত্মা দিবে জীবনযজ্ঞেব শেষ ক'বতেন। বামচন্দ্র প্রজাবজ্ঞনত্বে পালনেন জন্ম, কঠোর কুলধর্ম আন রাজনীতির নশবর্তী হ'য়ে সীতাদেবীকে নির্দামিতা ক'রেছেন মত্য ; কিন্তু সেই সত্যীশ্বরী মীতাব স্বর্গীয় প্রেমময়ী মূর্তি রাম হৃদয়ে পবিত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে এ সুবর্ণময়ী মূর্তি তাঁব সাক্ষী মাত্র, আন এই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পেয়েই এখনো দুঃখপূর্ণ অযোধ্যায় আছি। তুমি সম্মুখে যে মূর্তি দর্শন ক'বে বামচন্দ্রের দ্বিতীয় পরিণীত পত্নী জ্ঞান ক'রেছ, ও তা নয়, আমাদেব সেই বনবাসিনী মায়ের সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্তি মাত্র সঙ্গীক ব্যতীত যজ্ঞ দীক্ষিত হ'লে যজ্ঞফল অপূর্ণ থাকে ব'লেই যজ্ঞ সম্পূর্ণেব জন্ম স্বর্গমীতা নির্মিত হ'য়েছে।

হনুমান ।—লক্ষণ । আমি হীন বুদ্ধি বনের পশু, আন তোরা রাজপুত্র, তোদেব বাজবুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম, স্মৃতবাং আমার মত মূর্খকে বুঝাবার শক্তি তোদের যথেষ্টই আছে। বামচন্দ্র মীতাকে বনবাস দিয়ে তাঁব পবিত্র প্রেম বিস্মবৎ হন নাই, তাই তাঁর সোণ র মূর্তি গড়িয়ে যজ্ঞে ত্রুতী হ'য়েছেন, স্মৃতবাং রাম যে অপাব দয়াব সাগর, তাবই পরীক্ষা দিয়েছেন, আর লক্ষণ তাতেই সেই সাগরে ভেঙ্গে বেড়াচ্ছে শুনে আমিও চরিতার্থ হ'লেম—সকল দুঃখ দূর হলো।

এখন, সীতা বলে ই থাক বা কেঁদেই বেড় ক বাম যে সোণাব সীতা
 নির্মাণ ক'রে পবিত্র প্রোমেব পলীকা দিয়েছেন এতেই ব্রহ্মের প্রাণ
 বুঝেছে -- প্রবোধ পেয়েছে, এ অবোধ পশুকেও বেশ বুঝিয়ে দিলে।
 বলি রামকে সোণাব সীতা নির্মাণ ক'বে কে যুক্তি দিয়েছিল ?
 সোণা শ্রেষ্ঠ পদার্থ মূল্যবান স্মৃতিবাং তদ্ব বা মূর্তি নির্মাণ
 ক'লে সীতাব গৌরব যুক্তি কল হবে এই বোধ হয় সেই মন্ত্রণা-
 দাতা মহাত্মাদেব বিশ্বাম হারে ৩৭৭ ব্রহ্মাও, এমন কি সৃষ্টিকর্তা
 ব্রহ্মাও য'ব সৃষ্ট পদার্থ; ব্রহ্মাব সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠ পদার্থ
 কি আছে যে তদ্বাবা পবন পদার্থ পবনপদার্থদায়িনী ব্রহ্মময়ী সীতার
 মূর্তি নির্মিত হ'তে পাবে ? এ সব বোধ হয় ঐ বশিষ্ঠ, গৌতম, মন্বীচি
 নারদ প্রভৃতি মহাত্মাদেব পরামর্শ। সে গাব সীতা ল'য়ে যজ্ঞ
 সমাধা হ'লে শেষে সকলে গিলে সোণা ভাগ ক'রে, উপাসনার ধন
 ব্রাহ্মণীদেব জন্ম স্বর্ণ অলঙ্কার নির্মাণ ক'বেবন, এই বোধ হয়
 প্রভুদেব মনোহর বামন। তা নে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আব কি।
 স্বর্ণকার ডেকে ব্রাহ্মণীদেব জন্ম অলঙ্কার গঠনে আদেশ দিলেই হয়।
 আর নিজেরাও এক একটা সোণার লাজুল গড়িয়ে নিয়ে অপূর্ণ
 দেহেব পূর্ণতা সম্পাদন করুন। আমরা বনের বানব -- অধম পশু,
 আমাদের স্ত্রী লাজুল ধবণ ক'লে তাপনাদের অপমান হ'তে
 পাবে, এমন সব ব্রহ্ম-বানবদেব সে গাব লাজুল হওয়াই উচিত,
 নাবদ। তুমি দেবর্ষি, মহাজ্ঞানী, তুমিও বিষয়াশক্তিহীন, অক্লান্তদাব,
 তুমি সোণা নিয়ে কার বামনা পূর্ণ করবে ? আগাব বোধ হয় এ
 তোমার মন্ত্রণা নয় ? যাবা পূর্ণ আশ্রমী, রাজ-যজ্ঞে যথেষ্ট ধনরত্ন
 এনে মন্ত্ৰ ক'ব'ব ব'লে ব্রাহ্মণীদেব আশা দিয়ে এসেছেন, এ
 সেই সকল অর্থলোলুপ স্বার্থপর যাজকগণেব মন্ত্রণা, যত অনিষ্টের
 মূল বশিষ্ঠ, আব ঐ জাব মী- মন্বীচি -- অঙ্গীরা প্রভৃতি ব্রহ্মকুলা-
 দাবগণ। আপন চেষ্টেসিক্রিব জন্ম এমন নিকৃষ্ট স্থিতি নাই যে তোমরা

লোভেব বশে তা ক'রতে অক্ষম । পবের যজ্ঞে গিয়ে লোভে
 পড়ে হোমের দ্বত চুবি ক'বে বসে থাক, কিন্তু শেষে যমের বাড়ী
 গিয়ে যে তাব ফল ভোগ ক'রতে হবে, তা বোধ হয় ভুলেও ভাব
 না । কিন্তু শোন জাবালী—মরীচি । আমিও মরীচি, ব্রহ্মশাপ
 আমার কপালে নৃত্য ক'বছে, তা বুঝতেও পেরেছি । কিন্তু এখানে
 যে আগুন জ্বলছে, তার কাছে ব্রহ্মশাপানলত, বজ্রের কাছে ক্ষুদ্র
 দীপালোক হ'তেও সামান্য । আমি তোমাদের কর্মোচিত ফল
 দান ক'রে অকাতবে ব্রহ্মশাপানলে দগ্ধ হব । এ বজ্রানলে—
 এ মাতৃশোক বজ্রানলে, এ বাস মেঘ হ'তে পতিত বজ্রানলে
 মরণ অপেক্ষা ব্রহ্মশাপানলে মরণই মঙ্গল । আমি জানি ব্রহ্ম-
 শাপে পতিত হ'লে, সে অন্তে রামপদলাভে বঞ্চিত হয় না, মগর-
 বংশ কোপিল-শাপে ধ্বংস হ'লে, বিষ্ণুপদ বিহারিণী গঙ্গা এসে
 তাদের উদ্ধার ক'বেছিলেন । গৌতম শাপে অহল্য পাষাণী
 হ'লে, শেষে রামপদস্পর্শে উদ্ধার হ'য়েছিল, তাই বলি ব্রহ্মশাপে
 মরণ হ'লে শেষে সদ্ধতি লাভ ক'রব । কিন্তু এ বজ্রানলে পতন
 হ'লে চিরদিন প্রেতাত্মাকে পর্য্যন্ত জ্বলতে হবে । আজ গৌতম,
 মরীচি, বশিষ্ঠ, যিনি বাসযজ্ঞে উপদেষ্টা—গীতা নিকাগনের মন্ত্রণা-
 দাতা, অগ্রে তাদেরই সংহার ক'রব । শুন বশিষ্ঠ । এ রাম-যজ্ঞে
 তোমার যে কি লভ্য হবে, তা বোধ হয় এখনও বুঝতে পার নাই,
 দক্ষের সতীশূন্য যজ্ঞে ভৃগুর যেরূপ ফললাভ হ'য়েছিল, বামের
 নীতানশূন্য যজ্ঞে বশিষ্ঠেরও সেই গতি হবে তা নিশ্চয় জেনো, দক্ষ-
 যজ্ঞে পশুপতির জটা হ'তে বীবভদ্র উৎপত্তি হ'য়ে ভৃগুর দুর্গতি
 ক'রেছিল, রামযজ্ঞে এই পশুর হৃদয় থেকে ক্রোধরূপ বীবভদ্র
 উৎপত্তি হ'য়েছে—আব তোমাদের ভদ্রস্থ নাই । শোন রাম ।
 তোমার এ যজ্ঞ—এ সতীশূন্য যজ্ঞ পূর্ণ হবে তা মনে করোনা,
 অনধিকার ব্রতে কখনই শুভ ফল লাভ হয় না । অশ্বমেধ বাজযজ্ঞ,

যাঁদের বাজলক্ষ্মী অচলা, এ যজ্ঞে তাদেরই অধিকার। তোমার মে, রাজলক্ষ্মী কৈ? যেদিন কুল লক্ষ্মী গীত কে নির্কামিতা ক'রেছ, তোমার রাজলক্ষ্মী সেই দিনেই বিদায় হ'য়েছেন। এখন ত তুমি লক্ষ্মীছাড়া। লক্ষ্মী ছাড়াব অশ্বমেধ আবার কবে পূর্ণ হ'য়ে থকে। এখন ত অযোধ্যায় অলক্ষ্মীর পূর্ণ আবির্ভাব, স্মৃতবাং অলক্ষ্মীর আবির্ভাবে তোমারও পূর্ন ভাবের তিবোভাব হ'য়েছে, নৈলে ছাব সোণাব গীতা নির্মাণ ক'বে যজ্ঞে ব্রতী হবে কেন? কাঠের তরণিতে তোমার পাদস্পর্শ হওয়াতে যে সোণাব উৎপত্তি হ'য়েছিল, সেই সোণা দিয়ে সেই সনক সনাতন দির উপাসনার ধন, সীতার মূর্তি নির্মাণ। ছার সোণার সঙ্গে সেই সনাতনীর উপমা।

গীত ,

উপমার ধন মা কি আমার সেই সোণাব মনে (রামহে)
 যে সোণাব কাঠে উদ্ভব, তব পদ পরশনে
 বৈকুণ্ঠে যে বজ্রাসনা, তার উপমা রক্ষ সোণা,
 ব্রহ্মাদি পুরাণ বাসনা, যে সনাতনীর দরশনে
 কি ধর্ম করিতে অর্জন, ক রেছ যজ্ঞের আয়োজন,
 যজ্ঞেশ্বরী মাকে আমার দিয়ে বিসর্জন—
 যে যজ্ঞেতে সতী বাস, সে যজ্ঞের ফল জানত রাম,
 দক্ষযজ্ঞেব যে পরিণাম, সতী ক্রোধ হতশনে

(গ্রহরীর প্রবেশ)

গ্রহরী।—মহারাজ। বহুসংখ্যক রাজসংগে সঙ্গে, লক্ষ্যনাথ
 বিভীষণ দ্বার দেশে উপস্থিত।

রাম।—(অধোবদনে) যাও যদের সহিত যজ্ঞস্থলে ক'য়ে
 এসগে।

হনুমান —এসেছে বিভীষণ সে আবার আগা হ'তেও

মহামূৰ্খ । আমি কপট রাগেব মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে গীতা উদ্ধারের জন্ত কেবল তপনার মুখ মাত্র দক্ষ ক'রেছি, সে হতভাগ্য মজ্জণা দিয়ে বিপুল বংশটা ধ্বংস কল্লে, শেষে ঐ রাগের জন্ত একমাত্র পুত্র তবণীসেনকে বিনাশ ক'বে অন্তে জল পিণ্ডের পথ পর্য্যন্ত বোধ কল্লে । সে সম্বন্ধ হয়ত মনে কবেছিল, আশ্রিত অমব, সবণত হবেনা, স্নাতবাং জল পিণ্ডেরও প্রয়োজন নাই, চিরদিন ঐ রান-জলধবেব চাতক হ'য়ে থাকব আব কৃপাবারি পানে কৃতার্থ হব । চাতক আজ বড় আশা ক'বেই আসছে । এদিকে তার জলধর যে বজ্রধর হ'য়ে বসে আছে আনুব মাত্রেই যে মাথায় বজ্রাঘাত হানবে, তা বোধ হয় বুঝতে পাবে নাই ।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ বুঝতে পারি নাই হনুমান । পূর্বে বুঝতে পারলে মজ্জণা দিয়ে এমন বিপুল বংশ ধ্বংস ক'তেম না, একমাত্র পুত্র তবণী ধনের নিধনোপায় ব'লে দিয়ে মাধে মাধে সমর সাগবে তবণী নিমগ্ন ক'বে সে সরলপ্রাণা সরসাকে চিব বিষাদেব সাগবে ভাগাতেম না । ইহে দয়াময় বাগচন্দ্র, একি সৰ্ব্বনাশেব কথা শুনলেম প্রভু । যার জন্ত বিপুল বাক্ষস বংশ স্বয়ং মজ্জণা দিয়ে ধ্বংস কল্লেম, যাব জন্ত গোব লক্ষা—সেই বীর-রত্নখণি লক্ষা, আজ ঋশানে পবিণত, সেই গীতাকে—সেই পতিগত প্রাণা সতীকে অনতী বলে নির্কামিতা ক'বেছ । এখনও যে লক্ষার সে হাহাকার নিবারণ হয় নাই । সবগাব বক্ষেব সে পুত্র-শোকরূপ শেল যে এখনো উদঘাটিত হয় নাই, সে চক্ষের ধাবা যে এখনও গোমুখী বধারার স্রায় নির্গত হ'ছে, আমি যে একদিন—সেই গীতা উদ্ধারের দিন, সে হতভাগিনীকে প্রবোধ দিয়ে ব'লেছিলাম তবণীব জন্ত কেঁদনা, তোমাব সামান্য তবণী সংসার-সাগরের কাল জ্বোতে ডুবিয়ে আজ ভব-সাগরের তবণী উদ্ধার ক'রে দিলাম ।

সে তরুণীকে ভুলে এই তবণী সম্মল কর, আর ভব-বৈতবণী
 পারের জন্ত ভ ব্তে হবে ন এবাব লক্ষ্য গিয়ে কি বলুন, বাম ।
 আমি যে অনেক দিনের পব আজ বড় আশা ক'বে অযোধ্যায়
 এসেছিলাম ; আমি মরণ দিবে একমাত্র পুত্রধন নিধন ক'রে যে
 মাকে অশোক বন হ'তে উদ্ধার ক'রে এনেছিলাম, যাকে একদিন
 অতি মলিন বেশা মুক্তকেশা দেখেছিলাম, যে জনক-ছহিতাকে
 একদিন শতগ্রন্থি জীর্ণ মলিনবাস মাত্র পরিহিতা, অতি দীন হীনার
 ন্যায় দেখে ছুঃখে চক্ষের জলে বক্ষ প্রাণিত ক'বেছিলাম, কোথা
 আজ সেই মাকে সেই অযোনি সম্ভবা ভ্রমুতাকে যজ্ঞাসনে রত্নালঙ্কার
 ভূষিতা দেখে, বাম নবধনের বামে সেই স্থির মৌদামিনীকে দেখে,
 নয়ন মন চবিতার্থ ক'রব, তা না হ'য়ে ভূষিত চ তকের ভাগ্যে যে
 বিন্দুপাতের পরিবর্তে এমন ধাবা বজপাত হবে, তা স্বপ্নে ও ভানি
 নাই । বাম যদি পালিতা বিহঙ্গিনীকে ব্যাধের হস্তে মুক্ত ক'রে
 শেষে স্বহস্তে অগ্নিতে দগ্ধ ক'বে মনে ছিল, মাগর সেচন পূর্নক
 রত্ন উদ্ধার ক'রে সে রত্ন যে শেষে বিজন বনে নিক্ষেপ ক'রবে
 স্থির ক'বেছিলে, তবে কেন বিনা দোষে বালিকে বিনাশ ক'রে,
 অঙ্গদকে পিড়হীন কল্ল ? কেন তেমন সোণার লক্ষা শ্লাশান কল্ল ?
 কেন সেই এক পুত্রা সবমার একমাত্র চক্ষের তাবা বক্ষের শোণিত
 তরুণীধনকে বিনাশ ক'রে তাব স্ত্রুথব তবণী চির-ছুঃখের মাগরে
 ডুবিয়ে দিলে ? বামচন্দ্র । আজ কি এই হতভাগ্য বিভীষণকে
 এই ভীষণ দৃশ্য দেখাবাব জন্তই অযোধ্যায় আনলে, আমি যে
 তোমাকে বড় দয়াল জানুতেম ও ভু । তোমার সঙ্গে মধ্যভাবে
 অস্ত্রে মোক্ষধাম পাব ভেবে, পাপ রক্ষধাম পরিত্যাগ ক'রে, রাম-
 কল্লরক্ষমূলে আশ্রয় নিয়েছিলাম, কিন্তু এ হতভাগ্যের ভাগ্যফলে
 কল্লরক্ষ যে এমন বিষরক্ষে প বিগত হবে, তা পূর্বে জানুতেম না
 হা নির্দয় ।—ভক্ত বিরোধি—শবণাত ঘাতক । শেষে এই ক'রলে,

এই দেখতে অযোধ্যায় আনলে ? দিক্ রাম তোমাব দয়াকে —
দিক্, লক্ষ্মণেব বাম-দামত্বকে । আব এই হতভাগ্য পুত্রদাতী
বিভীষণেব জীবনে দিক্ ।

গীত ।

দিক্ হে নিতে তোমার কঠিন হৃদয় হে
কি দিবে, হৃদয় বাঁধিয়ে, এত বাদ সাধিয়ে,
পাষণ হ'য়ে পাসরিষে আছ নিদয় হে
কেন বা বধিগে বালি কিঞ্চিৎ নগবে,
কি হেতু বাঁধিলে সেতু অকুল সাগরে,
ছুঃখেব পাথারে, সীতারে, অকাতবে—
যদি ভাসাবে জনমের তরে ভুলে সমুদয় হে ।
লক্ষ্মণেব শেল চিরু চর্কে দরশনে,
সে ছুঃখের দিন হে রাম পড়ে নাকি মনে,
সিন্ধু বালুকায়, নীলকায়, দুটায় যে দিনে—
সেই নাগপাশ বন্ধন মনে হয় না কি উদয় হে
তাজিবে সীতারে যদি এত অবতনে
কেন বিনাশিয়ে মম তবণী বতনে
প্রাণন্যাসক, পুত্রশোক, দিলে প্রাণে
দেখে শাশান সোণার লক্ষা শোকে অঙ্গ দহে হে ।

হনুমান ।—বিভীষণ । আর ও নির্দয় বামেব কাছে দাঁড়িয়ে
কঁাদলে কি হবে ? বলি, যে অকাতবে গৃহপালিতা বিহঙ্গিনীকে
বিনাশ ক'রতে পারে, সামান্য বন্ত বিহঙ্গের আর্তনাদে সে ব্যাধের
হৃদয়ে কি দয়া হয়ে থাকে ? আবাব যদি সেই স্নেহের প্রতিমা মার
দেখা পাই, তা'হলে ছুঃখের গাতি ক'রব, ও নিষ্ঠুর বাঘবের
কাছে কঁাদলে কি আব এ ছুঃখ লাঘবেব উপায় হবে । এখন

চল—পাপ অযোধ্যা ধ্বংস ক'বে—মাতৃ বৈরী বিনাশ ক'রে—বাগ-
যজ্ঞ দক্ষযজ্ঞে পবিত্র ক'বে বাল্মীকির তপোবনে চল । মহীতলে
গিয়ে মহীরাবণ বিনাশ ক'বে যেমন ভদ্রকালীকে উদ্ধার ক'বেছি,
পাপ অযোধ্যাকে মহীতল গর্ভে পোষণ ক'রে তেমনিধারা
আমার সর্ব ভদ্র-প্রদায়িনী জন্মদুঃখিনী মাতাকে মাথায় ক'রে
এনে, যেখানে নির্দয় বাস নাই, অযোধ্যার মত পাপের আধার
কঠোর রাজনীতি নাই, সেইখানে মাকে স্থাপন ক'রব, আর অষ্ট
প্রহরই মায়েব প্রহরী হ'য়ে থাকব, অযোধ্যায় আর আশ্রয় নাই ।
অযোধ্যা নাগে যে এক মহামরক ছিল, তানও অস্তিত্ব বাগ্‌বনা,
আর ঐ সব স্মার্তপন কপট ধার্মিক অঙ্গিরা পুলস্ত্যেরও অস্তিত্ব
লোপ ক'ব । একবার গন্ধমাদন পর্ত্তে যেমন ক'বে কপট মুনিবেশ-
ধারী মায়াবী কালনেমিকে সংহার ক'বেছি, মনীচি, তোমাদিগেও
আজ তেমনি ক'রে গেরেচি তা নিশ্চয় জেনো । ব্রহ্মশাপের ভয় ।
ত ত পূর্বেই ব'লেছি ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হ'লেই পরিণামে বিয়ুপদ
লাভ । মগবংশ আর অহল্যাই তার মাঙ্গী । এক নবকের ভয়,
তার জন্মেই ব চিন্তা কি । বজ্রাকর শত শত ব্রহ্মহত্যা ক'রে রাম-
নামে মুক্ত হ'য়েছিল, ত র আমি এইকট কপটমায়াধারী স্মার্তপন
ধূর্ত্তকে সংহার ক'রে অব্যাহতি পাবন, আব না পাই, নরকেই
থাকব, এ নরক যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হ'য়ে—এ ভীষণ নরকের চিত্র লুপ্ত
ক'রে যদি নবকশ্বও হ'তে হয় সেও স্বর্গলাভ । তথাপি এ অযোধ্যা
নরকে—এ মহাশ্মশানে তোমাদের স্থায় মহাপিশাচের অভিনয়
আর দেখ'বনা । দেখি কার মাধ্য তোমাদের রক্ষা কবে ।
(ভয়ে মুনিগণের ইতস্ততঃ পলায়ন ।)

বিভীষণ —মারুতি । গীতা-শোক আত্মহারা হ'য়ে মহা
অনর্থের সূত্রপাত ক'রনা, পাপ সংকল্প পরিত্যাগ কর, জগতে
যা কিছু সংপটিত হয় সমস্তই বিধিলিপি ; অত্রে কেবল নিমিত্ত-

ভাগী মাত্র। এতে অন্তর প্রতি দোষাবোপ রূপা, রামচন্দ্রকে দুর্ভাগ্য ব'লে দূরদৃষ্টভাগী হ'য়ে না। গুরুনিন্দা অধোগতি, তা কি জাননা ?

হনু।—আবে রেখে দাও তোমার অধোগতি। উচিত কথা পিতাকে বলি। গুরুনিন্দা অধোগতি। তবে—“দোষ বাচ্যা গুবোবপি” একথাটা কি কথাই নয় নাকি ?

বিভী।—তা সত্য কিন্তু আমাদের ততদূর দেখ'বাব অধিকার কি আছে ? আগবা ক্ষীণবুদ্ধি, জ্ঞানও অতি ক্ষুদ্র, স্মৃতিবাং রামের কার্য চাতুর্য্য আমাদের মে ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত। তবে বর্তমানের দৃষ্ট আামাদের স্মায় ধৈর্য্যাহীনের ক্ষুদ্র প্রাণে সহ্য হয় না ব'লেই মনের আবেগ সম্বরণে সমর্থ নৈ। কিন্তু প্রতীক্ষা আব ধৈর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন কোন কার্য্যের পরিণামফল উপলব্ধি হয় না। মহাবাজ দশবথ যখন রামচন্দ্রকে বনে দিয়ে-ছিলেন তখন কেউ বা কৈকেয়ীদেবীর প্রতি, কেউ বা দশবথের প্রতি দোষাবোপ ক'বেছিল কিন্তু সেই রাম-বনবাসেব পরিণাম চিন্তা কব দেখি। তাতে জগতের মঙ্গলসাধন হ'য়েছে কি না ? তাই বলি আমবা মোক্ষফলের আশায় যে কল্প-রক্ষমূলে আশ্রয় নিয়েছি, সেই মোক্ষ-রক্ষমূলেই ব'সে থাকি, দেখি পরিণামে কি ফল প্রাপ্ত হই।

হনু।—কি বলে বিভীষণ, মোক্ষফল। রাম-কল্পরক্ষতলে ব'সে থাকলে মোক্ষফল লভ হবে যে মুখ, জানে না ওকথা তাকে বলগে। রাম যত মোক্ষফলদাতা, তা একবার সাতা জানকীর দত্ত আত্মফলেই তাব পরীক্ষা পেয়েছি, গীতা দেবীর অনুসন্ধান ক'রে লক্ষ্য হ'তে ফিবে আস'বার সময় মা আমাকে তিনটি আত্মফল দিয়েছিলেন, একটা আমাব, একটা লক্ষ্মণেব, একটা রামেব জন্ম। আমি হীনবুদ্ধি পশু, লোভে প'ড়ে সেই তিনটি ফলেই খেতে

গিয়েছিলাম, লক্ষণের জন্য প্রদত্ত ফলটি স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ ক'বে শেষে, প্রভুর ফলটি উদবস্থ ক'বতে গিয়েই বিপদগ্রস্ত । নামেও না, উঠেও না ! অঁটি শুদ্ধ বুদ্ধকে বেধে সারাদিন সেই সাগবধারে কঁদে মদ্বরছিলাম একটা সামান্য ফলের জন্য যে রাম সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফল দিয়েছিল, সেই বাগেব কাছে আবার মোক্ষফলের প্রত্যাশা এ কোন্ মুখকে বুঝাতে এসেছে বিভীষক । যদি বল, তবে জেনে শুনে রাম-দামজে ত্রী হ'য়েছিলে কেন ? হ'য়েছিলেম, কেবল বামচবিত্ত বুঝতে না পেরে, আর সেই স্নেহময়ী—সেই মায়াময়ী মায়ের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে ; আগে চিন্তে পাগল ও নির্দয়ের উপাসনা ক'রতাম না

বিভীষক — রামচন্দ্র তোমার প্রতি নির্দয় আর মা—ই যে স্নেহময়ী ছিলেন তা'ব পরীক্ষাই বা কিগে পেলে ? রামচন্দ্রের ফল ভক্ষণে প্রতিফল পেয়েছিলে ব'লেই যদি রামকে নির্দয় বল, তা'হলে লক্ষণ ভোজনের দিনে—যেদিন সেই ভববন্ধননাশিনী মা স্বহস্তে রন্ধন ক'রে সকলকে পরিবেশন ক'রেছিলেন, সেদিন আহাবের পাটুতা দেখাতে গিয়ে, শেষে পরিত্র প্রমাণ অন্নরাশি মধ্য পতিত হ'য়ে কি দুর্গতি ভোগ ক'রেছিলেন মনে হয় কি ? যদি লক্ষণকে স্বেচ্ছা বল, তা ফল পরীক্ষাকালে লক্ষণের কাছেও ত একদিন বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়েছ, একদিন যে হস্তে মহাগিরি গন্ধমাদন উৎপাটন ক'বেছ, শত শত গুরুভার মহা শৈল এনে সেতু বন্ধনের সহায়তা ক'রেছ, সেই হস্তে গণ্ড দিনেব সঞ্চিত সামান্য শুষ্ক-ফলপূর্ণ তুণীর উত্তোলনে সক্ষম হওয়া দূবে থাক, সম্পূর্ণ বল প্রয়োগে স্থানচ্যুত পর্য্যন্ত ক'রতে পাব নাই । বামচন্দ্রের ফলভক্ষণ কালে হয়ত মনে ক'রেছিলে রাম জানতে পারবেন না, অন্তর্যামী রাম সেইজন্য তোমাকে চৈতন্য দানের জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফল প্রদান ক'রে বরং দয়ারই পরিচয়

দিয়াছেন, আহা! তব পটুতায় অমপূর্ণাব অমভাঙাব শূন্য ক'বে
 অমদাকে অপ্রস্তুত ক'ব মনে ক'বেছিলে সেই অহঙ্কারেই অমস্তুপ
 মধ্যে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে ত্রাহি ত্রাহি ক'বুতে হ'য়েছিল, ক'ব পরীক্ষা
 কালেও অহঙ্কার দোষে তুণীর উত্তোলনে অক্ষম হ'য়েছিলে, কিন্তু
 তাতে তাঁদের নির্দয়তা প্রকাশ হয় নাই, বরং তাঁরা তোমার
 ভক্তিব্যোগ দূর ক'রবার জন্য ঐশীক শক্তির পরীক্ষা দিয়ে পরম
 দয়াই প্রকাশ ক'রেছেন। তাই বলি সকল কার্যের পরিণাম না
 বুঝে, উতলা হওয়া কর্তব্য নয় মাকতি। যার কার্য-চাতুর্য্য
 ব্রহ্মাদির জ্ঞানাতীত, সেই মায়াতীত রামচন্দ্রের মায়া তুমি আমি
 কি বুঝিব? ধন্য বধুনাথ ধন্য তোমার লীলা! আমি জানি,
 পাপী বিমর্দন আব শান্তি-সুখবর্দ্ধন জন্মই রঘুনন্দন নামরূপে
 তোমার জন্মগ্রহণ। কিন্তু রাম, সংসারে এসে পর্য্যন্ত কখনও সরল
 ভাবে সকলকে নরীক্ষণে সুখে সুখী ক'বলে না। তোমার যে
 কার্য্য একজনের শুভ, অন্যের পক্ষে সেইটাই সম্পূর্ণ দুঃখের কারণে
 পরিণত হ'য়েছে, তোমার জন্মপরিগ্রহে একদিকে অযোধ্যায়
 আনন্দের প্রস্রবণ প্রবাহিত হ'য়েছে, আর সেই জন্মক্ষেত্রে অপর
 দিকে লঙ্কাধামে ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্পান দি অশুভ সংজটন হ'য়ে
 শোকেব প্রবাহে লঙ্কাকে প্রাবিত ক'রেছে। বিবাহ-বাসরে সকল-
 কেই সুখী ক'রেছ, কিন্তু সেই হরদত্তভ্রমের সঙ্গে সঙ্গে জামদগির
 দর্প চূর্ণ ক'রে ব্রাহ্মণের মর্মে ব্যথা দিয়েছ। রাজ্য ভিষেক দিনে
 রাবণবংশ নিধন এবং দেবকার্য্য সাধন জন্য জটা বন্ধন পূর্ব্বক বন-
 গমন ক'রেছ—সুরগণের সুখবর্দ্ধন ক'বেছ, কিন্তু সেই সঙ্গে রাম-
 গত-জীবন মহারাজ দশবথ তোমার শোকে হা রাম! হা বাগ!
 ব'লে প্রাণত্যাগ ক'রলেন একদিকে দেবতার সুখের দ্বাব উদঘাটিত
 হলো, অপর দিকে অযোধ্যার সুখপর্কতে বিমাদের বিষম বজ্র
 পতিত হ'য়ে, সুখের অযোধ্যা শোকের আধাররূপে পরিণত হলো।

তাই বলি রাম, তুমি যে কখন কাব প্রাতি সদয়, কাব প্রাতি নির্দয়,
তা নির্ণয় করা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের সাধ্য গীত, অনিত্য মায়া-
পাশ ছিন্ন ক'বে তোমার দাসত্বে আত্মসমর্পণ ভিন্ন, এই পদাববিন্দ-
মকবন্দ পানে প্রেমোন্মত্ত লাভের অধিকারী হয় না, কিন্তু সে সুধার
স্বাদ ক'জনে পেয়েছে ? আর কাকেই বা সে সুধা নিরাপদে
সন্তোষ ক'রতে দিয়েছে ? সন্তোষ ক'বতে দেওয়া দূবে থাক, সুধা
প্রাপ্তির আশায় যদি কেউ তোমার প্রেম-মাগরের কূলে গিয়ে
দাঁড়ায় তুমি ত কেই অমনি মায়াতবঙ্গের কুটিলবর্তনে ফেলে
আত্মহারা ক'বেছ । তবে যে মহাত্মা সে গাবর্তনে পড়েও আত্মহারা
না হয়ে পবনাত্মরূপী বাম কোথ 'া হে ব'লে আর্জুনাদ ক'রেছে,
আত্মারামে আত্মোৎসর্গ ক'বে তন্নয় হ'য়ে জগৎসয় বামরূপ দেখতে
শিখেছে, তাকেই দয়া ক'বেছ । তার কর্মের অবসাদ গিয়েছে,
মর্মের বিষাদ গিয়েছে, তোমার অনন্ত প্রেমের শাস্তির প্রসাদলাভে
পবিত্র হ'য়েছে । আর সেই সুখ পেয়েছেন ব'লেই—শুকদেব
সংসারবিরাগী, নারদ যোগী—শঙ্কর সর্বভোগী, প্রেম অনুরাগী
বিরাগী ভিন্ন ও সুধাব সাধ অন্তে কি জানবে ? তোমার পদের
মা'হ অ্যাই বা কে বুঝবে রাম ?

গীত

কত গুণ আছে পদবাজীবে

যাব হৃদে তুমি বিরাজিবে, ভ্রান্ত জীব কি বুঝিবে,
তবেই বিরাগ উপজীবে, সর্বদ্য ত্যজিবে সে ময়্যাসী সাজিবে
যেজন তোমায় ভজিবে, প্রেমে মজিবে,
ভক্তিবলে মুক্তিসুধা সেই ভুজিবে
ভূষণের বন্ধ জীব কবে ম'ম' পর'জিবে,
হৃদযন্ত্র কবে বা বিবাগ বাজিবে ॥

রাম —মিত্র বিতায়ণ বড় আশা ক'রে, বড় আনন্দে যজ্ঞ দর্শনে এসেছিলে, একদিন য ব জন্ম সেই স্বর্ণ সৌধ কীরীটিনী লঙ্কাধামের রত্নভূষণ পবিত্রাঙ্গ ক'বে, পর্ণকুটীর আর কুশশয্যা সার ক'রেছিলে, যে কপটীক কপট সখ্যভাবে মুগ্ধ হ'য়ে তেগন পিতৃ পরায়ণ ধার্মিক বীরপুত্র তবদীপনের নিধন উপায় ব'লে দিয়ে সতীপত্নী সবমাব বক্ষে চিব ফুঃখের শেল বিদ্র ক'বেছিলে, সেই রামের—সেই মিত্র পুত্রঘাতী বাগের যজ্ঞে তোমার স্বহস্তে উদ্ধার কবা রত্ন নীতাকে বজ্রাসনে বজ্রভূষণে ভূমিতা দর্শন ক'বে মহানন্দে মহাযজ্ঞ পূর্ণ ক'রবে বাসনা ক'বেছিলে। তা না হ'য়ে বড় আশায় বড় হতাশ হ'লে। ছুরাত্ত রাম অনেকদিন তোমাদের সে তামসলতার মূর্খোচ্ছদ ক'বেছে; আমাব আনন্দের অশমেধ যজ্ঞে যোগদান ক'বে আনন্দ উৎসব ক'রতে হবে ব'লে তোমাদের যজ্ঞদর্শনে নিমন্ত্রণ ক'বি নাই, মিত্র হে। এ আমাব সুখের যজ্ঞ নয়, শোকের যজ্ঞ। অনুতাপ—এর যজ্ঞাগ্নি, অশ্রু-আছতি, জীবনান্ত—এব দক্ষিণ। আজ আমার সেই যজ্ঞের দক্ষিণান্তকাল সন্নিহিত জেনে এব বার তোমাদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ ক'ব ব'লেই আগমন ক'রেছি। মিত্র। আর কিছুই নাই—সব গিয়েছে। চিত্তেব—স্থিতি, হৃদয়েব—দৃঢ়তা, মনেব—শান্তি, উজ্জম, উৎসাহ, আশা, ভবসা, সব গিয়েছে। আছে কেবল কীট-কলুষিত শুষ্ক তরুর ন্যায় দেহ, আব তৈঃবিহীন নির্ঝাণোন্মুখ ক্ষীণালোক দীপশিখার ন্যায় জীবনমাত্র অবশিষ্ট। এ দীপ অচিবেই নির্ঝাণ হবে জেনেই একবার তোমাদের দেখব, জন্মের মত—চির জীবনের মত শেষ বিদায় গ্রহণ ক'ব, আন তোমাদের কাছে যে চিরঞ্জে ঋণী আছি, সেই অপরিশোধনীয় ঋণ হ'তে মুক্তি প্রার্থনা ক'ব ব'লেই আস্থান ক'রেছি। এনেছ—ভালই হ'য়েছে বৎস পরমোপকারী মারুতি। আজ বড় আশায় বড় হতাশ,

বড় আনন্দের পরিবর্তে বড় গম্ভীর হ'য়ে আগাকে তিরস্কাব ক'রছ ; কিন্তু বৎস । আর কাকে তিরস্কাব ক'রছ । রামকে তিরস্কাব করা কেবল শুষ্ক কাঠের উপর যষ্টি গ্রাহার করা মাত্র । মারুতি বে । এ দুর্ভাগ্য রামের কার্যসামান্য জন্ত অনেক কষ্ট — অনেক যন্ত্রণা । অনেক প্রাণান্ত প্রয়াস স্বীকার ক'রে মহাশ্বমেধ ক'বে বেখেছ । মিত্র বিভীষণ, সখা সুগ্ৰীব, প্রাণাদিক লক্ষণ, প্রিয় ভ্রাতা ভবত শত্রু তোমাদেব স্বঃ আমার অপবিশোধনীয়, এ দেহে—এ জীবনে আর তোমাদেব স্বঃ পরিশোধ হ'লো না, তাই যজ্ঞদর্শন উপলক্ষে তোমাদের সকলকে আহ্বান ক'রেছি, সকলে মুক্ত হৃদয়ে আগাকে স্বঃ হ'তে মুক্তিদান কর । আর এক কথা—আমার দেহান্তে সকলে দুঃখিত হ'ও না ; লক্ষণকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষেক ক'বে কিছুদিন অযোধ্যায় অবস্থিতি ক'বো, আমার জীবনের শেষ হ'য়েছে । বোধ হয় এই অশ্বমেধই আমার জীবনের শেষ কার্য । এক্ষণে এস উভয়ে আগাকে আলিঙ্গন দাও, আর এই রত্নহার—বহুমূল্য ব'লে নয়, রাজপ্রাসাদ ব'লেও নয়, কেবল আমার মরণের পর স্মরণের চিহ্নস্বরূপ—তোমাদেব চিব-পবিত্র প্রেমের প্রতিভূরূপে প্রদান ক'রছি, ধর আমার এই কণ্ঠের রত্ন কণ্ঠে দাবণ কর, (লক্ষণের হস্তদাবণ পূর্বক) আর এই হৃদয়-রত্নটি তোমাদের করে কবে সমর্পণ ক'রে দিচ্ছি, এটা যেন হৃদয় ছাড়া ক'রো না ।

বিভীষণ ।—রামহে । বড় আশায়—বড় উৎসাহে তোমার যজ্ঞদর্শনে নৈমিষাবণ্যে এসেছিলাম, কিন্তু আগাদের এত আশায় এমন হতাশ ক'রবে ; বিপুল বংশ ধ্বংস ক'রে বংশের জলপিণ্ড স্থল লোপ ক'রে যে গীতাকে অশোক বন হ'তে উদ্ধার ক'বেছিলাম, তুমি সেই সতীকে—সেই রক্ষকুল কমলাকে নির্ধর গিতা ক'রে—স্বখের অযোধ্যাকে অবণ্যে পরিণত ক'বে, নৈমিষাবণ্যে যজ্ঞা-

বস্তু ক'বেছ তা আগে জানুতেন না, জানলে আর তোমার
 সাধের যজ্ঞ বিষাদেব অশ্রু আভূতি দিতে আগুতেন না।
 তোমার যজ্ঞ দর্শনে এসে গীতানির্দাসন-বজ্রাঘাত হৃদয় পেতে
 নহ্ন ক'রলেন, রাক্ষস আর পশুর প্রাণ বড় কঠিন—ব'লেই
 এ বজ্রানলে প্রাণান্ত হ'লনা। কিন্তু সে বজ্র হ'তেও কঠিনতর
 বজ্র আবার প্রহার ক'বুজ কেন পড়ু। সীতা শোকে জীবন বিস-
 র্জন ক'বে। তাই এই অশ্রমেধ উপলক্ষে আগাদেব সঙ্গে শেষ
 নাক্ষত্র ক'বে, শেষ বিদায় গ্রহণ, আর কি ঋণে বন্ধ আছে সেই
 ঋণ হ'তে মুক্তি প্রার্থনা ক'বে ব'লে নিমন্ত্রণ ক'রেছ? এটাতুর্বা
 এ ছলনা, এ বঞ্চনা কেন বাস। তুমি আগাদেব কাছে ঋণমুক্তি
 প্রার্থনা ক'বে, কিন্তু আগবা যে তোমাকে কোন্ ঋণে বন্ধ
 ক'রেছি তাই কিছুই জানিনে, তুমি কবে কার কাছে ধনী আছ
 রাম? এক লক্ষ্মণেব কাছে ঋণী আছ। তা ত জন্মান্তরে তাকে জ্যেষ্ঠ
 ক'বে স্বয়ং কনিষ্ঠরূপে তার ঋণ পরিশোধ ক'বে ব'লে প্রতিজ্ঞা-
 বদও আছে, আর আগাদেব কাছে একটি গুরুদায়িত্ব, ত ও ত
 জন্মান্তরে পরিশোধ ক'বে স্বীকৃত ক'বেছ, আর এক ধনী ভক্তের
 কাছে, তা'দেব কাছে ত ঋণ পরিশোধ না দিয়ে মুক্তি চাওনা,
 আর তারিও দেয় না, আগে মুক্তি না দিয়ে কবে কোন্ ভক্তের
 ঋণে মুক্ত হ'তে পাবেছ বাস। হিরণ্যকশিপু ঋণে নবহরি,
 বাবণের ঋণে জটাবকুল ধরা, পাতালে বলির ঋণে প্রহরী
 হ'য়েছ। কৈ তা'দেব কাছে ত এখনো মুক্ত হ'তে পার নাই।
 তবে আমাদিগকে ভক্তবলে দয়া ক'রেও যে এ ঋণ অপরিশোধনীয়
 ব'লে মুক্তি প্রার্থনা ক'রছ। তার কাবণও আমি বুঝেছি, আমা-
 দিগে ত আর মুক্তি দিয়ে ভক্তের ঋণে মুক্তি হবার উপায় নাই,
 এ রাক্ষসাধনের রক্ষদেহ, আর হনুমানের পশুদেহ চির-
 দিনই বহন ক'রতে হবে, মুক্তি দিয়ে মুক্তি গ্রহণের পথ ত

আগেই বোধ ক'বে রেখেছ, কাষেই আজ মেই জন্ম—“অপরি-
শোধনীয়” ব'লে আগাদের কাছে ধনমুক্তি প্রার্থনা ক'রছ। আবার
লক্ষ্মণকে আমাব হস্তে সমর্পণ ক'বে ব'লছ, “এই বড়টি দিয়ে চন্ডেম
সম্পদ হৃদয়ে হৃদয়ে রেখ” এ চলনাই বা কেন রাম, লক্ষ্মণ
যে কি রত্ন, কোন্ রত্নাকরের রত্ন, বিভীষণ কি তা জানে না?
ক্ষীরোদ-বত্নাকরেব অমূল্যরত্ন নীবদ বত্ন বাগরত্নেব হৃদয়ের ধন।
কোটি কোটি যোগী ঋষিগণ অনশন ব্রতে ভীষণ অগ্নিবাশি মধ্যে
অনন্ত সমাধি যোগে যার অস্ত্র পান না, ক্ষুদ্রমতি বিভীষণ মে
রত্নের যত্ন কি জানবে প্রভু! আবার একটি রত্নহার মধ্যভাবের
প্রতিভুরূপে উপহার প্রদান ক'রলে, রত্নাকর সাগরমধ্যে যার
বাগ, যে ঐ রাগরত্নাকরেব দাগ, তাকে ও বত্নহার উপহার কেন?
দাও—যদি প্রতিভু প্রদান ক'রবে, তবে প্রভু তেগনি প্রতিভু
দাও, একবার যেমন প্রভু পশুপতিকে প্রতিভু প্রদানছিলে আলি-
ঙ্গনদানে যুগলক্ষে যোগ হ'য়ে হব-হরি মূর্তি ধারণ ক'বেছিলে,
তেগনি ক'রে একবার প্রতিভুছিলে আলিঙ্গন দাও, আমি পাপ
রক্ষদেহ পরিত্যাগ ক'বে মোক্ষধামে রাম-অঙ্গে লীন হ'য়ে সকাশ
সামুজ্যপদ লাভ করি, আর বিভীষণেব সর্বস্বধন ঐ জীবৎ-লাঞ্ছিত
স্বরাশ্রব বাঞ্ছিত পদের রত্নকণা মস্তকে প্রদান কর, আমি ঐ ভূষণ
শিবভূষণ ক'বে দত্ত হই। আর না—বাম আব বঞ্চনা ক'বোনা,
অচিন্ত্য রূপ। মতিভ্রান্ত জীবে কে কবে তোমাকে চিন্তে পেরেছে
রাম।

গীত।

তোমায় কে পারে চিন্তিতে হে রাম দয়াময়।

মায়ায় মোহিত জীব সমুদয় ॥

ভুগি পুরুষ কি প্রকৃতি তোমার আকৃতি কেমন,

(ধব) কখনো বিনাট মূর্তি কখনো বামন,

২৪.

যখন বাসনা যেমন রূপ ধবাহ তেমন,
তুমি মনোগয় রূপে রাম হে ব্যাণ্ড ভুবনময়

তুমি মংগুরূপে লুপ্ত বেদ করিলে উদ্ধার,
আবার কুম্ভরূপে পৃষ্ঠাপবে ধব ধবাতাব,
তুমি ববাহরূপে, নাশ দম্বজ ভূপে,
কভু নরহবি রূপে হরি স্তম্ভে হও উদয়

জানি যুগ-অবতার দশ তোমারি স্বরূপ,
আব র, তোমাতে প্রকাশ দশমহাবিদ্যারূপ,
তুমি শক্তিরূপে সব, সৃষ্টি প্রসব কেশব,
তুমিই মহাকাল রূপে ধবংস কব সমুদয়
কর কখনো অনন্ত মনে ক্ষীরাদে মন,
কভু পাতালে কপিল রূপে ধ্যানে নিমগন,
কভু অনন্তে শয়ান, কভু বটপত্রে স্থান,
তুমি কভু সাধ্য কভু আত্মসাধনে ভগ্নায়

মণিপুর অনাহত আজ্ঞা প্রাধিষ্ঠান,
বিগুপ্তাদি মহাপণে তুমি অধিষ্ঠান,
ষড়চক্র ভগবান, তব শক্তি বিদ্যমান,
মূল প্রাধারে কুণ্ডলিনী চক্রে মগন নিদ্রায়

তুমি চতুর্দলে লিঙ্গাকার স্বয়ম্ভু স্বরূপ,
প্রাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠান তব মহাবিষ্ণুরূপ,
মণিপুর চক্রে বাম, ধব মহারাজ নাম,
তুমি অনাহতে মহেশ্বর ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়

যার বিগুপ্ত ষোড়শ দল বিগুপ্তা যার নাম,
সদা সদাশিব রূপে তথা ব্যাণ্ড তুমি রাম,
আজ্ঞাচক্রে বিশ্বরূপ, তোমার জ্ঞান ময়রূপ,
সহস্রারে পরমহংস তুমি বিশ্বময়

ধব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বামহে অনন্ত কায়ায়,
সদা শান্ত জীব অনন্ত তব অনন্ত মায়ায়,
সম্পদ স্বজন জায়ায়, মুক্ত রেখেছ যাঁহায়,
তোমার শ্রীপদ ছায়ায় সেই পেয়েছ আশ্রয়

আমি ভবসিদ্ধ তব্বারে লইলাম শরণ,
শেষে অকূল সিদ্ধিমাঝে স্থান দিলে নারায়ণ,
দিয়ে রতন কাঞ্চন, ওহে শ্রীবৎস নাগুন,
আর কত বা বঞ্চন বাম কবিরে আমার

এ সব রত্ন অলঙ্কার আমার যাবে না সনে,
এখন ঐ পদ-সরোজ বজ্র দাও বিভীষণে,
অস্ত্রে ঐ ভূষণে, শাস্ত্র অহিভূষণে,
হবে তুমিতে একাণ্ড বামহে প্রকাশিত ময়

হনুমান — ধন্য বিভীষক! ধন্য তোমার বামভক্তি। শুভক্ষণেই সর্বস্ব ত্যাগী হ'য়ে বাম-প্রেমে বৈবাগী হ'য়েছিলে, শুভক্ষণেই রামভক্তির অতল সাগরে প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলে। তুমি যথার্থই রামভক্ত, রাম যে কি বস্তু, জগৎপ্রাণ বাম, আত্মার স যে কি ধন, তা তুমিই জেনেছ। আমি বনের বানর—যেমন তেমন নয়, একটু গোটা বানর, বুদ্ধিতেও তদনুরূপ মোটা, আমি বামকে কেমন করে চিন্বে। লোকে বলে পুত্র-কলত্র, সংসার সম্পদ মায়া মমতা, গৃহবাস, সব পবিত্যাগ ক'বে চীরবাসধারী ফলমূলহারী হ'য়ে সন্ন্যাস গ্রহণ ভিন্ন পরমার্থলাভের অধিকারী হয় না। তবে আমি এমন পবমার্থ হাতে পেয়ে চিন্তে পা'রলাম না কেন! আমি ত একজন অকৃতদার, প্রকৃত সন্ন্যাসী,—স্বজন, মিত্র, সংসার, সম্পদ, গৃহ আশ্রম কিছুই নাই। আমার আহার বনফল আর বৃক্ষ পত্র, পবিধান বকুল মাত্র, সন্ন্যাসীরও কদাচিৎ পর্ণ কুটীর আর পানপাত্র কমগুলু থাকে। আমাব পানপাত্র দধি বদন, আব আশ্রয় বৃক্ষ.

শাখা । তবে ভক্তের সখা রাহেব দয়া হলে না কেন ? রম ।
আমি বনের বানর নিতান্ত মূর্খ . স্তূম্ব স্তূম্ব বিচারে অধিকার
নাই তাই বর্তমানের কার্য্য মাত্র দেখে—পরিণাম চিন্তা না ক'বে
তোমাকে দুর্ভাগ্য ব'লেছি, লক্ষ্মণকে ভিরঙ্কার ক'রেছি ক্ষমা
কবো ও ভু এখন এই প্রার্থনা এমনধারা ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্যশূন্য
আত্মহারা ক'রে পাপ পক্ষে লিপ্ত ক'বো না দেব বশিষ্ঠ । দেবর্ষি
নারদ সকলেই শিশুবুদ্ধি পশুকে ক্ষমা কবো । আব আমাব
মা জানকী সেই বনুকুল-কমলাব কত দিনে দেখা পাব বলুন ?

বিভী —হনুমান । যার কার্য্য তিনিই তোমার সে আশা পূর্ণ
ক'রবেন

রাম দেব বশিষ্ঠ যজ্ঞের সঙ্গল ত সমাধা হ'লো, এক্ষণে
শত্রুঘ্ন-রক্ষিত যজ্ঞাশ্রম প্রত্যাগমনেব ওতীক্ষায় কালবিলম্ব মাত্র
সকলে চলুন অন্যান্য কর্তব্যকার্য্যেব উদ্যোগ কবা হ'ক ।

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

গঙ্গাতীরস্থ তপাশ্রম ।

লব, কুশী ও সত্যানন্দ, জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি ঋষি-বাণকগণের প্রবেশ

সত্যানন্দ —গাও দেখি ভাই । দুইজনে সমস্ববে,

বীণায় মিশায়ে সুর, বাগশূর-গীতি

জ্ঞানানন্দ —গাও ভাই কুশী বড় ভাল বাসি,

শুনিতে মধুর গীতি

জননীর কাছে, নেচে নেচে নেচে,

গাইতে যা নিতি নিতি ।

লব — এস কুশী ভাই, দুই জনে গাই,

বীণার সঙ্গেতে মিগ য়ে তান

কুশী ।— গাও দাদা তবে, মনের উৎসবে,

রান-গুণ-গীতি মধুব গ ন

মত্যানন্দ — পব মালা গলে, পবাইব বলে,

বন ফুল তুলে গেঁথেচি মালা,

আয় দেই পরাইয়া

(তথ কর)

জানা — তুলিয়ে মঞ্জুবী, ক বেছি অঙ্গুবী,

মুণালে রচন ক'রেছি বালা,

কনে দেই জড়াইয়া

(তথাকরণ ।)

মত্যা — তুলে ফুল বনে, গাঁথিয়ে যতনে,

যুগল রতনে পড়াই মালা .

জানা — নেচে নেচে ভাই, এ বন নির্জনে,

দেখানা দুজনে বাগেব খেলা

লব ।— না দেয় খেলিতে কুশী সর্বদা চঞ্চল ।

মত্যা ।— শিখেছ যে সব বাণ মূনিব নিকটে,

ধাবিয় ময়ের মনে প'তল ভুবনে,

জাহ্নবীর কাছে ভাই শিখেছ যে সব,

অপূর্ব বাগেব খেলা খেল দুই জনে,

দেখি মোরা . বড় সাধ সে খেলা দেখিতে

বাগেতে জলদ স্রাষ্ট কবিয়া গগনে,

ঢাকি রবি-কর-জাল, নিবাবিতে যথা,

প্রাথর তপন তাপ । তাপিত হইয়া,

অমিতাম যবে সবে বন-বনাস্তবে,

পক্ষ ফল লক্ষ্য কবি উচ্চ স্বক্ষ শিরে,
 নিষ্ক্ষেপ কবিতা বাণ দিতে ফল পাড়ি ।
 পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়া কেশরী-শাবকে,
 কেশে ধরি আনি কত দেখাতে কৌতুক,
 খেল সেই খেলা দৌছে দেখি মোবা হবে
 লব ।—দেখিবে মেঘের সৃষ্টি করিব আকাশে । (অস্ত্র নিষ্ক্ষেপ)
 কুশী ।—(অস্ত্র নিষ্ক্ষেপ)
 লব ।—ঐ দেখ কুশী দিল উড়ায়ে বাতাসে ।

ভাল কুশী । নিব দেখি আলিঙ্গু অনল (অস্ত্রক্ষেপণ)
 কুশী —(অস্ত্রক্ষেপণ পূর্বক) ঐ দেখ হ'লো মেঘ, ঐ এলো
 জল

জ্ঞানানন্দ ।—আমরা ভিজ্জে মরি হবে ।

কুশী —আগি নেচে নেই তবে (নৃত্য কবিত্তে করিতে) ছুও
 দাদা হেরে গেল

লব —বটে আগি হাবিলাম, কৈ চল দেখি,
 কে পাবে ধরিতে আগে দৌড়িয়া পশ্চাতে,
 পলাইত যুগশিশু ঐ—দেখ ধব ।

(উভয়ের দৌড়িয়া গমন)

কুশী —(নেপথ্য হইতে) ধবেছি ধবেছি, আগে আগিই
 ধরেছি ।

(উভয়ে যুগশিশু কোলে করিয়া প্রবেশ পূর্বক)

লব —(মুনি বালকগণের প্রতি) কে ধরেছে আগে যুগ ?
 সত্য বল তোরা ।

কুশী ।—ওরা কি বলিবে ? আগে ধরিয়াছি আগি ।
 বল যুগশিশু, কে তোরে ধরেছে আগে,

মত্য না বলিলে কিন্তু মারিব এখনি,
 বলিলি না মত্য কথা দেখ্ তবে মাঝি ।
 লব — তুমিই জিতেছ কুশী হাবিয়েছি আমি ।
 ছেড়ে দাও যুগশিশু পাইয়াছে ভয়
 চাহিছে সবার পানে চঞ্চল নয়নে
 কাঁপিছে আতঙ্কে, ওবে ছেড়ে দাও ভাই ।
 যাউক মায়েব কাছে নাচিতে নাচিতে,
 যথাকালে দৌহে মোরা না গেলে কুটীবে,
 কাঁদেন জননী মথা আকুল পবাণে,
 সেই মত কাঁদিতেছে জননী উহাব ।
 ছেড়ে দাও যাক্ চ'লে মায়েব নিকটে ।

(যুগশবক ত্যাগ)

মত্যানন্দ — ভাল কুশী এইবার গিটে যাবে গোল,
 পাড় দেখি পাকা ফল বাঁটা লক্ষ্য করি
 লব — বেশ কথা, কিন্তু ভাই পাকার সঙ্গেতে—
 কাঁচা ফল পড়ে যদি হার হবে তবে
 ঐ দেখ যক্ষশিবে পাতাব ভিতবে,
 একরঙে ঝুলিতেছে কাঁচা পাকা ফল,
 লক্ষ্য কর পত্র-বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া,
 বোঝা যাবে স্থিরলক্ষ্য কান কতদূর ।

কুশী — বড় শক্ত কথা এত । দেখ পাবি কিনা,

(লক্ষ্য স্থির করিয়া)

কেমন তবে পাড়ি ?

জানা — আমি আঁচল পেতে ধরি,

(অঞ্চল বিস্তার ও ফলপতন)

লব ব'লে'ত ক'টখ' রক্ত পাড়িয়া'ছ ফল
 সত্য বটে, কিন্তু কুশী হয় নাই তো'র
 স্থির লক্ষ্য, দেখ রক্ষশাখে, কাঁচা ফলে,
 লাগিয়া আঘাত কত বাবিছে নির্যাস ।

কুশী — যাও দাদা তুমি কিন্তু বড় মিথ্যাবাদী,
 কোথায় লেগেছে ফলে বাণের আঘাত ?

লব — লাগে নাই কাঁচা ফলে বাণের আঘাত ?
 থাকে চক্ষু—দেখ দেখি চেয়ে রক্ষপানে—
 সত্য কিন ? দেখ ভাই তোমবাও হবে
 আমিই মিথ্যাক কিবা কুশী মিথ্যাবাদী

কুশী দাদা । মিথ্যাবাদী তুমি বলিলে আমারে,
 থাক তুমি মাব কাছে বলিব এখনি,
 মিথ্যাবাদী ব'লে দাদা কাঁদায়েছে মোরে

(কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণ ও মীতাদেবীর কোলে বসিয়া
 এবং গঙ্গার সহ পুনঃ প্রবেশ)

মীতা । কেন লব কাঁদে'ছ অবোধ কুশীরে ?
 ছোট ভাই আছে কিরে কাঁদাতে উহাবে,
 দেখ দেখি কেঁদে আঁখি ফুলেছে বাছাব,
 শুকায়েছে চাঁদ মুখ দেখে বুক ফাটে,
 ছুঃখিনীর ধন তো'বা ছুঃখেতে পালিত,
 দেখিয়ে তো'দেব মুখ, আঁধার কুটীরে,
 জুড়াই প্রাণেব জ্বালা হাসি হাসি আসি,
 মা ম ব'লে যবে তো'রা ডাকিস্ ছুজনে
 দেখিলে মলিন মুখ কাঁদে'রে পরাণ,
 মনের আগুন মোর ওঠে'রে জ্বলিয়া ।

তাই বাপ কবে ধ'রে নিষেধি তোদের,
 কথা বাথ, ভাই ভাই ক'বোনা বিবাদ ।
 লব —কিসেব বিবাদ গাগো । কুশী ছোট ভাই,
 তোমাব স্নেহের ধন, আগাব কি নয় ?
 না খেয়ে খাওয়াই ওবে ক্ষুধিত দেখিলে,
 পত্রপুটে আনি জল তুষাব সমস,
 বনাই ব্লক্ষেব তলে আঁচল পাতিয়া,
 রতনে ব্যজন করি এবৌন পল্লবে,
 স্নেদবিন্দু যদি কভু দেখি চন্দ্রাননে
 হারে কুশী । বাগ কি ক'বেছ ভাই তুমি ?
 খেলিতে খেলিতে যদি ব'লে থাকি কিছু,
 আছে কি কবিত্তে বাগ, —আয় কোলে কবি ।
 (কোলে লইতে কর প্রসার)

কুশী —কে ধ'রেছে যুগ, আগে বল মাঝ ক'ছে ।

লব । —তুমিই ধ'রেছ যুগ, পাড়িয়াছ ফল,

তুমিই জিতেছ ভাই হা বিয়াছি আগি

সীতা —কিসেব হাব জিত লব ?

কি খেলা খেলেছ আজ বনে ?

লব —দেখিতে বাণেব খেলা চাহিল সকলে,

তাই সৃজিলাম মেঘ গগন ঘেরিষে ।

কুশী । —আগি মা পবন-বাণে দিয়েছি উডায়ে

সীতা —বেশ ক'রেছ । —তার পর ?

লব । —তারপর অগ্নিবাণে আলিঙ্গু অনল

কুশী —বরুণ-বাণেতে আগি নিবানু সকল

সীতা —তবে ত সকল অস্ত্র শিখিয়াছ কুশী ?

কুশী —দাদার অপেক্ষা আগি শিখিয়াছি বেশী

সীতা —তা-ত শিখবেই টাঁদ—সোনা ছেলে ভুগি
 ক্ষুধায় মলিন মুখ হ'য়েছে দৌহার,
 চল বাপ, কা'ল আবার আসিবে খেলিতে ।

কুশী —(সঙ্গীবালকগণের প্রতি)
 যাই ভাই গার সঙ্গে, এসেছেন নিতৈ,
 আসিব খেলিতে কা'ল, চলিলাম আজ
 (সীতার কোলে আবোহণ)

(দ্রুতগতিতে জনক বালকের প্রবেশ)

বালক ।—আয় কুশী লব, আয় ভাই লব,
 দেখ'বি যদি আয় বে ভবা ।
 বড় চমৎকাব, এলো জানোয়াব,
 নাম না-কি তাব শুনলেম ঘোড়া ।
 দেখলে পবে লাগে ভয়,
 বাঘের মত শাস্ত নয়

কুশী —তবে মা আমরা বাবনা এখন,
 ছেড়ে দাও—বনে দেখিগে ঘোড়া

লব —অবোধ কুশী ধ'রেছে কোট
 দাও মা বিদায় আস'ব ভরা

সীতা । —(স্বগত) কথা শুনে বাছাদের ফেটে যায় বুক ।
 কোটী কোটী অশ্ব গজ রতনে ভূষিত—
 সাজে সদা পশুশালে যার জনকের,
 বিবিধ বিচিত্র অশ্বে আবোহণ কবি,
 ভ্রমে সদা শত শত কিস্কর যাদের,
 ঘোড়া দেখিবারে আজ ব্যাকুলিত তাবা,
 এহ'তে বিধির বাদ আব কি অধিক ।

লব — নীরবে যা কি ভাবিছ, দাও অনুমতি !
 ঘোড়া দেখিবারে যাই কুশীবে লইয়
 মীতা । — বড় অভাগিনী আগি, দুঃখিনী'র ধন
 করিতে নয়ন ছাড়া না চাহে পরাণ
 বড়ই অশান্ত কুশী তাই ভয় মনে,
 বিপিনে বিরোধ পাছে ঘটে কারো মনে

লব — হউক অশান্ত কুশী, চিন্তা কি তোমার,
 আগি ত আছি মা সঙ্গে—দাও অনুমতি ।

কুশী — না-ই সঙ্গে থাক দাদা তাতেই কি ভয়
 বিবাদ কবিবে যে মা, তাকেই মা'বির

মীতা — এই মোর মহামন্ত্র মৃত্যু মঞ্জীবনী !
 প্রবোধে'র বাধ মো'র দুঃখে'র সাগরে ।
 হতাশ মরতে এই আগার তটিনী ।
 এই দেখে চেপে বাখি মনে'ব আগুন
 সিংহের কুমার আজ শিবা-শিশু মগ,
 পালিত অনন্ত দুঃখে । নাহি জানে মনে
 কাহার সম্ভান মো'র জনম কোথায়
 তথাপি হৃদয় মন পূর্ণ নিরন্তর—
 সিংহের স্বভাবমিহ্ন, সদ বীরভাবে

(কুশী'র প্রাতি)

কুশী যদি নিতান্তই না যাবি কুটীরে,
 দাদা'র সঙ্গেতে তবে যাও খেলিবারে,
 দে'খ যেন কারু সহ ক'র না বিবাদ—
 অকা'বণে , দুঃখিনী'র ধন তোরা দৌছে ।
 দুঃখীর মতই থেক, কি কাজ বিবাদে ?
 আয় কুশী । আয় লব বেঁধে দেই করে

বক্ষাসুত্র কুলদেবে পূজি ভক্তিভাবে,
 অ' নিয়াছি বিপদের পরম ঔষধি .
 নিবাপদে রবে সদা প্রসাদে ইহার
 (বক্ষাসুত্র বন্ধন করিতে কবিত্তে)
 যদি বাপ হও দোঁহে সতীৰ সন্তান,
 বতি মতি গতি নতি যদি পতি-পদে—
 থাকে মোর , কায়মনে পূজে থাকি যদি,
 সতীৰ সর্লক্ষ্মণ পতি-পদ কভু
 কদাপি না পরশিবে বিপদের ছায়া,
 সর্লক্ষ্মণী হবি তোবা মো'ব আশীর্বাদে
 সব — চিন্তা কি মা । পদধূলি দাও তামা দোঁহে,
 সতীর সন্তান মোবা, কারে কবি ভয়
 কুশী আজ যদি কারু সঙ্গে ঘটে মা বিবাদ
 দেখিবে শিখেছে কুশী কত অস্ত্র তবে
 গীতা ।—(কুশীর চিবুক ধবিয়া)

ক'বোনা বিরোধ যাজু । নির্দে যীব সনে ।
 শিখিয়াছ অস্ত্র শস্ত্র হ'য়েছ দীক্ষিত,
 বীব্রতে, বীবকার্য্যে হওনা বিমুখ
 নির্দে'ষীরে দণ্ড হেন দিওন' কদ'পি
 (করপুটে) সর্ল শুভক্ষরী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,
 দানবদলনী দশভুজে দয়াময়ী
 ক'রে দয়া ছুঃখিনীর কুমার যুগলে,
 সঙ্কটে পড়িয়ে যদি কভু সকা'তবে,
 মা মা ব'লে কাঁদে দোঁহে বিজন বিপিনে,
 কাতব দেখিয়া কোলে ক'বো কাত্যায়নী ।
 উদ্দেশে ম'পিছু পদে অনাথ যুগলে

গীত

কাতরে, মা তোর, ডাকিগে সর্বাত্ম সর্বমঙ্গলে
 সঙ্কটে নাহী, বৈথ কৃপা কবি, কাতরা কিঙ্করী কুমার যুগলে।
 নীলকণ্ঠপ্রিয়ে, নৃমুণ্ডমানিকে, নাগেন্দ্র পবিত্রে, নগেন্দ্র বালিকে,
 কোশিকী-কালিকে, কপালমালিকে, প্রপন্নপালিকে প্রসীদ অকুলে
 অঞ্চলের নিধি যুগল শুকতারা, সংসারের সম্বল নয়নের তারা,
 মা বিনে যে তাবা জানেনা মা তাবা,
 তাই সঁপিলাম তাবা, তোব পদকমলে

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃষ্ট

১ম — তপোবনস্থ অপরাধ

(অশ্ব বক্ষকদ্বয়ের পবেশ)

১ম — ভূই পেইলে অয় ভাই, পেইলে অয়। কড়া নেইলে
 দিয়ে মজা দেখছে ছেড়া ছুট এসে ঘোড়াটাকে তেইড়ে
 ধ'রে নিয়ে গেল। কাজ কি বাবা পবের দায়ে নাস্তা নাবুদ
 হ'ওয়ায়। আত্মাবল হ'তে বেইরে আনুবার কাছে মাথায় উপর
 ঢীক্‌ঢীক্‌য়ে ছেল বাব ছুট কি ছেলে গো গর কোনো পুরুষে
 ছেলে নয়। আদত বাজে ভরা মেঘের বাচ্চা, আচ্চা ভাই। নোকে
 বলে ম্যাগে শালপ ত খায়—আর অভ্যার হাগে, এ শালাব
 ম্যাগের বাচ্চা ছুট বনে শালপাতা খেতে এসেছেল—লয় ?

২য়। — আরে শালা। ওকি মেঘের বাচ্চা, নীল মানুষের ছানা
 আচ্চা শক্তি বটে। ঘোড়ার কপালে লোকন খ না যাকন পড়েচে
 তেঁকুনি এসে ধবেচে ছোট ছোড়টা যেন কেউটের বাচ্চা।

নেউটে আগাম এসে খপ ক'বে ল গা। চেপে ধবধো, শেষে নত।
পাতা দিয়ে ঘোড়াটাকে গাছের সাথে বেঁধে তীব্র ধেনুক নিয়ে
রুকে ডাডাল, বুকের পাটা কত আচ্ছ ভাই। ও ঝাকনটায় কি
ঝাকা আছে বলতে পারিস ?

১ম —ওবে শালা, ঘোড়ার কপালে ঝাকা যাই থাক, নিজের
কপালে কি ঝাকা আছে আগে তাই ভাব। এখনি ছোট কত্তা
এসে ঘোড়া না দেখতে পেলে ছু'জনকেই মেরে গোহাড় বার
ক'রে দেবে

২য় —আঃ মাববে ওমনি ও মেসা অর কি ! এখনি
এসে ঘোড়া দেখে দেবো, থাকে ক্ষ্যামত কেড়ে নেবে, মোদের
মাববে কিসেব লেগে ?

১ম —তা বই কি ঘোড়া ঢুকল—বনে, খাবে ছুট মেখেব
ছানায়। শালপাতা খেয়ে অভ্যাব হ'গে—ঘোড়া খেয়ে গোহাড়
হেগে কুড় ক'রবে আমবা দেখে দিয়ে খ লাস। ঐ রে—ঐ—
ছোট কত্তা আসচে।

২য় —এঁরা আসচে ছোট কত্তা আসচে ? আগারও যে
বড় কত্তা দেখা দিয়েচেন বুজি কাপড়ে চোপড়ে হ'ল।

(*ক্রমের প্রবেশ)

*ক্রম —কইনে অশ্ব-পালদ্বয় যজ্ঞ-ভুবঙ্গ কোন্ দিকে গেছে ?
এইত আমাব অগ্রে অগ্রেই ওপোবনে প্রবেশ ক'রলে, তোবা বুঝি
মঞ্চে ছিলিনে ?

দ্বিতীয় —দোহাই কত্তা মাইবি মোবা,
একবারও নই মঙ্গ ছাড়া,
যেমন বনে ঢুকলো ঘোড়া,
কোথায় থেকে ছুটো ছোড়া—
ঠিক যেন গো মেখেব চাবা

তাড়য়ে এসে ধবলে দড়া,
যেমন ধবা তেমনি কাড়া,
মেলায় একটা বাঘা তাড়া,
তাড়ায় কি বাপ্ ডবায় তাবা ?

* ক্রয় কি বলিলি অশ্বপাল । তপোবনবানী—
ধবিল ছে যজ্ঞ-অশ্ব বালক যুগলে ?
জ্ঞানহীন অবোধ বালক, নাহি বোঝে ভবিষ্যৎ
সে কাবণে দৌছে বুঝি হ'য়েছে সাহসী—
ধবিতে যজ্ঞের অশ্ব । ভাল অশ্বপাল,
ক'বেছ কি কোনরূপ কটু উক্তি কেহ
বালক যুগল প্রাতি ?

১ম — বোধ হয় ঋষিপুত্র তারা
কত। ইষিপুত্র নযণে তাবা,
কালো কালো মেঘেব চাবা,
শোন নাই কি কালো মেঘে,
শালপাত খেয়ে অভ্যার হাগে
ঘোড়া খাবে বাগে বাগে
রা'শ ক'বে গোহাড় হে'গে
আম্ছে কত ঐ দেখনা,
ঐ—সেই ছুটো মেঘের ছানা

(লব ও কুশীর প্রবেশ)

২য় — ও বাবা লক্ষ্মী ছেলে ।
ঘোড়াটা কেন দাওনা খুলে,
কেন বাবা এ কস্মভোগ,
কাদালের ছেলের ঘোড়া বোগ

১ম — এখন ধরুলে ঘোড় বোঁগে,
শ'গ'গিব বাবা যাঁবে ভুগে ।
বঁধে বেখেছ গাছের তলে,
ব' যদি ত আনি খুলে

শত্রু — কহ বৎস কে তোমবা, কাহার নন্দন ?

লব — যে হৈ সে হৈ মোবা, ধ'বেছি যজ্ঞের ঘোড়া
পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন ?

শত্রু । — অশ্বশিবে জয়পত্র দেখ নাই প'ড়ে ?

লব — আগে তা দেখেছি প'ড়ে, ধবিযাছি তাব পবে,
তোমাব ললাট লিপি পড়িবার তবে

শত্রু — বালকের এ স'হন উপযুক্ত নয়

লব । — সতীত্ব সন্তান কবে কাঁবে কবে ভয় ।

শত্রু — তবে কি সহজে অশ্ব দিবে না ছাড়িয়া ?

কুশী । — ভিক্ষা চাও, — মাগ ক্ষমা, মিনতি কবিয়া

১ম — ও বাবা এটার যে আজে পা দেবাব যো নাই গো ।

শত্রু — শুন বৎসদয় নাহি দিলে পরিচয়,

ধর্মপুত্র অনুমানি করিয়াছি ক্ষমা—

বার বাব, কিন্তু আব না করিব ক্ষমা,

নাহি উপেক্ষিব কভু বালক বলিয়া

বালকের কোমলাঙ্গে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত

অপৌরুষ বীৰকূলে, তাই সহিতেছি—

পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র মুখে কটু উক্তি এত ।

লব — না হবে সহিতে আর, ক্ষণেকের পবে,—

ভুলিবে সকলি, কবি ধবা-শয্যা-সার

শত্রু । — কি বল সম্মত করি পশিবে সমরে ?

লব । — সতীর চরণধূলি ধরিয়াছি শিরে

শত্রুগ্ন — পদবজে হয় কিরে সময় বিজয় ?

লব — মাতৃ আশীর্বাদে বণে জিনিব নিশ্চয়

শত্রুগ্ন — বিলম্ব কি এস তবে হও ব্রতী রণে,

কুশী — থাক দাদা আমি ওবে নাশি একবাণে

[কুশীর সহিত যুদ্ধ কবিত্তে কবিত্তে প্রস্থান

নিকষার প্রবেশ

নিকষা — হয়েছে সময় হয়েছে । নেব—আজ প্রতিশোধ
নেব । আমি নিকষা—রাবণের ম' নিকষা যে রাবণ সোনার লঙ্কায়
রাজ্য ইন্দ্র, চন্দ্র যাব দুয়ারে বাঁধা, লক্ষি লক্ষি বেটা—লক্ষি লক্ষি
নাতি । সেই রাবণের মা আমি । আর কেউ নাই—সোনার লঙ্কা
শ্মশান হয়েছে । বেটা পুত নাতি সব গিয়েছে—চক্ষে দেখেছি—
প্রাণে সংঘেছি বাজেব চেয়ে বাজের অ ষাতি বুক পেতে ধরেছি ।
প্রতিশোধ নেব বনে আজ তার সময় হয়েছে, মরবে—সব
মরবে । আমার বংশ,—সোনার বংশ যে ছারখার করেছে,
আমার স্মৃতি হাট যে ভেঙ্গে দিয়েছে—আনন্দের হাটে আগুন
দিয়েছে, সে মরবে । এই সিঁদূর পাতালে মহীরাবণের যবে
ছিল,—ভদ্রকালীর মন্দিরে ছিল, যত্ন কবে বেখেছি—কোঁটাভরা
সিঁদূর অঁচলে ঝেঁপে রেখেছি ছেলে ছুটোকে পসিয়ে দেব,
গায়ে বল পাবে,—শিবের শক্তি পাবে আর সব মাঝে সব
মাঝে আমার মনের ক'লী যাবে ! বেশ হয়েছে । হিঃ হিঃ হিঃ
কি মজা । কি মজা ॥

[ভজি ক্রমে প্রস্থান ।

লব ও কুশীর প্রবেশ

কুশী ।—আমাবই বানে মবেছে—নয় দাদা ?

লব — হুঁ তোমাবই বাণে—তুমি বেশ যুদ্ধ শিখেছ

নিকষাব পুনঃ প্রবেশ.

নিকষ। —বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে ।
 ছোট ভাইটে আগে মবেছে ।
 ফলুক—ফলুক বিধিব লেখা,
 মরুক ভরত বামা লখা
 বংশ নাশ মোর করলে যে,
 নির্কংশ হ'ক সে
 ঐ এসেছে ছেলে দুটো,
 আঁচল হ'তে খুলে কোটো
 পরিয়ে দিইগে সিঁদূর ভালে,
 রামা লখাকে মারবে ছেলে,
 যেমন রোগ তেমনি ওঝা,
 হিঃ হিঃ হিঃ কি মজা !
 (ভঙ্গিক্রমে লবকুশেব নিকট আগমন)
 আয়, আয় আয়বে দৌড়ে,
 এনেছি সিঁদূর কোটা ভবে,
 দিই পরিয়ে কপালে আয়
 শিবের শক্তি পারি গায়

[অলাটে সিঁদূর দান ও প্রস্থান

(ভবতের প্রবেশ)

ভরত — ওহো অসম্ভব কথা নাহি লয় মনে,
 অবোধ বালক এবং তপ-বনবাসী
 অনুমানি ঋষিপুত্র হবে দুই জনে
 তুর্জয় লবণ দৈত্য বিনাশি সংগ্রাসে,

বীরকূলে স্থিবকীর্তি বাখিল যে জন
সেই ভ্রাতা হত আজ শিশুর সংগ্রামে ?
ব ডবাগি নির্দোষিত সফরী ফুৎকারে ।
অসম্ভব অসম্ভব । বিধিব বিধান ।

২য় — ও কর্তা অমন ক'বে,
কি হবে আব ভাব্লে পবে,
মেবে ফেলগো যাক বালাই,
পুনকে শত্রু রাখতে নাই

ভরত । — তাপস কুমার দয়, কহ সত্য পবিচয়,
কাহার কুমার দৌহে কিবা নাম কাব ?

লব । — অম্ব পরিচয়ে আব কি কাজ এক্ষণে
ধনুর্কান ধরি রণে, পনিয়াছ যে কারণে,
তারি পরিচয় আগে হ'ক দুইজনে

ভরত — নবনীত বিনিদিত স্নেকোমল দেহে,
প্রহারিতে তীক্ষ্ণ শব নাহি সরে মন ।
হও যদি তাপস-কুমার, তবে ত্যজ বিসম্বাদ ।
যাও শিশু চলিয় স্বধামে —
শিখ গিয়া তপ-জপ যাগ-যজ্ঞ এত !
যুদ্ধ চর্চা নহে কভু ব্রাহ্মণের নীতি
একে ত এক্ষণে, তাহে শিশু স্নকুমার,
সাজেনা সমব সম্ভা তোমাদের মনে,
বালক, ব্রাহ্মণ, বালা অবধ্য সতত
লতা-পাশ-বন্ধ অশ্ব কবির মোচন,
জননী কোলে সুখে করগে বিশ্রাম

কুশী — শমনের কোলে আগে শোয়ায়ে তে মায়,
পরে জননী কোলে করিব বিশ্রাম

ভরত —বালকেন বাক্য বিধে জর্জরিত দেহ,
 কুশী —এ বিধে নিশ্চয় মৃত্যু নাহিক সন্দেহ
 ভরত —হেব সর্প । সম্মুখেতে গড়ুব তোমার,
 কুশী —সম্মুখে মৃষিক-শিশু নাচিছে আগার
 ভরত - উত্তপ্ত শোণিত স্রোত বহিছে শিরায়,—
 দহিছে সর্পিণ যেন ভীষণ অনলে
 কুশী —অমোঘ ঔষধ এই হের রথিবর
 এখনি হিমাঙ্গ হবে এ ঔষধ বলে ।

(অঙ্গ ৩য়)

ভরত ।—তবেবে উন্মাদ শিশু । নাহিবক্ষা আব
 (অঙ্গ প্রায়োগ)

কুশী —(অঙ্গ নিবারণ পূর্বক)—
 কে উন্মাদ বথিবর ।—
 এই শক্তি তোমার ?
 (অঙ্গ প্রায়োগ)

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ।

(নিকষার পুনঃ প্রবেশ)

নিকষা —বেশ হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে ।
 চারটে ছিল, দুটো গেল
 বেঁচে থাকবে দুটা ভাই
 বালাই নিয়ে ম'বে যাই
 ছিল সিঁদূর পাতাল পূবে—
 বেখেছিনু কোটা ভরে,
 দিয়েছি সিঁদূর পবিয়ে ভালো,
 থাকবি বেঁচে মায়ের কোলে,

লখা রামায় দেরে বলী,
 বুচে যাক্ মোর মনের কালী
 আমার বংশ নাশ্লে যে,
 নির্কংশ হ'ক সে,
 পূবাব আমার মনের আশা,
 তবে আম ব নাম নিকষা
 হা .—হা । —হা . —

[প্রস্থান

লব কুশীৰ প্রবেশ

কুশী .— ও ভাই—ও ভাই—

এক বাণেতে ইনিও ত হৈ

এব ।—মেবে ফেলেছ ?

কুশী ।—হুঁ । আবার দু'জন জুটেছে । এস দৌড়ে এস

[প্রস্থান

নিকষার পুনঃ প্রবেশ

নিকষা —বেশ হ'লো, বেশ হ'লো

একটা—দুটো—তিনটে ম'লো

আমার মনের কালী গেল

বেঁচে থাকবে দুটী ভাই,

বালাই নিয়ে ম'বে যাই

ম'লো যুববাজ ম'বে রাজা,

হা-হা-হা কি মজা—কি মজা ।

(কুশীর পুনঃ প্রবেশ)

কুশী — বা বা ! বেশ একটা মুখ-পোড়া হনুমান মেরেছি
দাদাকে দেখাব

[আনন্দিত ভাবে ওহান]

(রামচন্দ্রের সঙ্গে অঙ্গ নিষ্ক্ষেপ করিতে করিতে উভয়ের পুনঃ প্রবেশ)

রাম — প্রহাবো প্রহারে শিশু—

প্রাণপণে প্রহারো শায়ক—

পাষাৎ হৃদয়ে মোব, সহি বুক পাতি

লব । কেন বধি ! নিরবে সহিবে বুকপাতি

উপজিল হৃদয়ে কি ভয় আচম্বিতে ?

রাম ভয় নয়, ভয় নয়, না পারি বুঝিতে,

হ'তে বণে অগ্রসর, খ'মে পড়ে ধনুঃ শর,

কে যেন কি দৃঢ় স্ত্রে টানিছে পশ্চাতে

লব . টানিছে আতঙ্ক স্ত্রে ভীরাতা তোমার,

কাজ নাই যাও ভ্রবা রণ তেয়াগিয়া।

বাম — যাব । যাব —

না করিব রণ

যাব রণ তেয়াগিয়া,—

কিন্তু চাহি পরিচয়,

কহ বৎস । কার পুত্র দৌছে

কোন ভাগ্যবতী সতী—

ধরিয়াছে গর্ভে হেন যুগল বতন ?

লব . সতী ব সন্তান মোবা বাস তপোবান,

নাহি জানি জনকের নাম

বাম । — পিতার নাম জান না ?

কুশী । — না ।

রাম ।—জননীৰ নাম ?

কুশী ।—জননীৰ নাম “জননী” “মা” আগবাও বলি গা, আমাদেব গুৰুদেব ব’লি ক’ও ব’লেন, “ম” ক’জেই আগৰ’ জ’নি তাঁৰ নাম মা—জননী—মতী

রাম —তোমাদেব জননী কি করেন

কুশী —অত কথা কে তোমাকে বলবে মশায়

রাম ।—বলনা বাপ দুটো কথার উত্তর দিতে দোষ কি ?

তোমাদেব জননী—কি কবেন বল ?

কুশী ।—ক’ববেন আর কি—কাঁদেন ! খাওয়া নেই, ঘুমা নেই, আছে কেবল রাত দিন কাগ্না

রাম —কি ব’লে কাঁদেন ?

কুশী —আমাদেব সাক্ষাতে বড় একটা ফুকারে কাঁদেন না, কাছে না থাকলে চৈচিয়ে কাঁদেন, কাছে এলেই আবার চুপ করেন, সেই কাছে আস্‌বাব সময় যা শুন্তে পাই, দয়াগয়—প্রভু—রঘুনাথ, এম্‌নি এম্‌নি কত কি বলেন, আব চখের জলে বুক ভেনে যায়। আমরা কাছে গেলেই অম্‌নি চখের জল মুছে আমাদের কোলে নেন

লব —কুশী মা হয়ত কাঁদছেন, আব না চল ভাই কুটীরে যাই (বামেব প্রাতি) মহাশয় আগবা আপনার অশ্বের শিরে জয় পত্র দেখে যজ্ঞের অশ্ব ধ’রেছি, এখন আপনি যুদ্ধে জয়লাভ ক’রে অশ্ব নিয়ে গিয়ে আবদ্ধ যজ্ঞ পূর্ণ ক’রতে ইচ্ছা করেন কি ?

রাম —অশ্বমেধ—আজ আগাব শত অশ্বমেধ পূর্ণ ; আজ আগার শত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের—কোটি মহা যজ্ঞের যুগল কাম্যফল লাভ ক’রেছি। তোমরাই আগার কোটি মহাযজ্ঞের কাম্যফল, (স্বগতঃ) না না, জগতের কাছে পতিত হব। গীতা নির্কাসিতা,—অসতী অপব দে নির্কাসিত, সেই নির্কাসিতা

পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পুত্র ভাবে গ্রহণেও সমাজে পতিত হব,
হাঃ কঠোর রাজধর্ম

লব — অ'পনি যে দেখ্ছি দেখ্তে দেখ্তে প'ল'লেন মত
হ'য়ে উঠলেন একবার আমাদিগে কাম্যফল বলে কোলে নিতে
আস্ছেন আবার কি ভেবে দূরে নিক্ষেপ কর্ছেন। আপনি
কে, সত্য ক'বে বলুন দেখি ?

রাম । —অশ্ব শিবে জয় পত্রে কি লেখা আছে দেখেছ কি ?

লব । —দেখেছি বৈকি ?

রাম —তাতে কাব নাম লেখা আছে ?

লব । অযোধ্যার রাজা বামচন্দ্রের

রাম —আমিই অযোধ্যার রাজা সেই—বাম

লব —তুমি সেই রাম, গুরুদেব বাল্মিকীর কাছে রামায়ণে
যে রাম-চবিত্র গান শিখেছি, তুমি কি সেই বাম । যে রাম গুপ্ত
অস্ত্রে বানন বাজ বালীর প্রাণ বধ করেছিল,—তুমি কি সেই বাম
যে রাম, মিত্র-পুত্র তবণীকে বিনাশ ক'বেছিল, তুমি কি সেই
বাম ? যে রাম গর্ভবতী সতী পত্নীকে অনাথান মত বনবাস দিয়েছে
তুমিই সেই রাম ?

কুশ —দাদা ঐ বনবাস দেওয়ার সময়ের গান শিখবার
সময় আমাদের গুরুদেবও কাঁদেন—নয় ? দূব দূব নিষ্ঠুর রাম ।
তপোবন হ'তে চ'লে যাও

রাম —যাব—ভ্রাতৃগণ যে পথে, সেই পথে যাব । অসহ—
অসহ আর সয়না । হা দক্ষ হৃদয় ।——

(বাল্মিকীর প্রবেশ)

বাল্মিকী —মহাবাজ বামচন্দ্র । তোমার ভ্রাতৃগণের জন্ত
চিন্তা ক'বো না, আমার সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে সকলেই

পুনর্জীবন লাভ ক'রেছেন তুমিও যে, বালকেব যুদ্ধে মূর্ছিত হ'য়েছ—শিশুর সঙ্গে সমরে পবাভূত হ'য়েছ, তার কাব, সময়ে স্মরণ করিয়ে দেব। এক্ষণে তোম'ব যজ্ঞ'স্থ ও অ'ভূগ' সহ র'জ-ধানীতে গমন কবে সংকল্লিত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করগে, আমিও যথাসময়ে যজ্ঞ দর্শনার্থে শিষ্য নৈমিষারণ্যে যাত্রা করব, (লব কুশের প্রাতি) কুশী, লব

লব —আজ্ঞে .

বাগ্মিকী —অশ্বব লত-বন্ধন মোচন ক'বে দাও, সে সচ্ছন্দে যদৃচ্ছা গমন করুক

লব —যে আজ্ঞে

কুশী —না দাদা, ঘোড়ার মাথায় যে জয়পত্র লেখা আছে। তাতে যে কঠিন দিনি দেওয়া আছে

বাগ্মিকী —থাক দিনি দেওয়া, যিনি দিনি দিয়েছেন তিনিই তার ফল ভাগী হবেন, এদিকি দেওয়ায় পরিণাম ও দিব্য চক্ষু দেখলেন এখন আগ'ব আদেশ শোন অশ্ব মুক্তকবে দাও।

কুশী —বলেন—দিচ্চি, (রামের প্রাতি) যান্ শশায়, আমরা বীবের বেটার মত ঘোড়া ধরেছিলেম, বীরের বেটার মত ছেড়ে দিলেম, আপনি কাপুরুষের বেটার মত ঘোড়া নিয়ে গিয়ে যজ্ঞ সাজ করণগে এস দাদা ঘোড়া ছেড়ে দিইগে।

বাগ্মিকী --হাঁ এখনি ছেড়ে দাওগে (বামের প্রাতি) যাও মহারাজ। যথাসময়ে আপনার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হব আপনা-দেব কুল-পুত্রহিত বশিষ্ঠ মহাশয়কে বলবেন, আগ'ব আরক কার্য শেষ হ'য়েছে

বাম —যে আজ্ঞে

প্রস্থান।

বালিকী — কুশী । লব . তে'মরা'ও প্রস্তুত হওগে, বৈশ্য
নূতন তত্ত্ব সংযোগ ক'বে লওগে, তোমাদিগের জননীকেও বলগে
যেন প্রস্তুত থাকেন, আজ সকলেই তোমরা আমার সঙ্গে যজ্ঞ
দর্শনে যাবে । এখন যাও অগ্রে অশ্বৈব লতা বন্ধন গোচন করে
দাওগে ।

সকলের প্রস্থান





নবম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—নৈমিষারণ্য যজ্ঞস্থল

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ — ভগবানের অবতার গ্রহণের ষষ্টি সহস্র বর্ষ পূর্বে মহর্ষি বায়িকী যোগ বলে ভবিষ্যৎ ঘটনা পবম্পরা। যেরূপ লিপি বদ্ধ করে গিয়েছেন এক্ষণে সেইগুলি পর্য্যায় ক্রমে কার্যে পরিণত হ'য়ে আসছে। রামলীলা মহানটকের অভিনয় ত'প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। এক্ষণে উত্তোগী হ'য়ে ভগবৎ-কীর্মা-নাট্যাংশেব অবশিষ্ট ভাগেব অভিনয় সমাধানান্তে ভগবানকে নিত্যধামে লয়ে গিয়ে বৈকুণ্ঠেব সিংহাসনে যুগলরূপ দর্শন ক'রতে পারলেই, দেবগণের বাসনা পূর্ণ হয়।

(দূতের প্রবেশ ।)

দূত । দেব বশিষ্ঠ । মহারাজ বামচন্দ্র আভূগণের সহিত মৈমৈশ্রে যজ্ঞের অশ্ব ল'য়ে প্রাত্যাগমন ক'রেছেন। আপনি যজ্ঞ পূর্ণ করবার আয়োজন করুন।

বশিষ্ঠ —ভাল, তুমি এই নৈমিষারণ্যে যে সকল ঋষিগণেব
আশ্রম আছে সমস্ত আশ্রমেব ঋষিগণকে সংবাদ দাওগে, যেন
ঋত্ব যজ্ঞ স্থলে অগমন কবে।

দূত ।—যে আজ্ঞা

প্রস্থান

(ঋষিগণ, দ্রাওগণ পবিত্রিত রামচন্দ্রের সভায় প্রবেশ)

রাম —কুলগুরু বশিষ্ঠদেব আমার সকলে আপনাকে প্রণাম
কবি

ঋষিগণ —(বশিষ্ঠের প্রতি) মহাশয় নমস্কাব । নমস্কা র ।
নমস্কার ।

বশিষ্ঠ —এাক্ষণেভ্যো নম সকলে আসন গ্রহণ করুন ।

রামচন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট, লক্ষণের ছত্র ধাবণ, ভরত ঋত্ব টামর ব্যাজনে
নিযুক্ত, দক্ষিণপার্শ্বে ঋষিগণ দণ্ডায়মান, বামভাগে জুম্র, বিভীষণ
ইত্যা দি সম্মুখে হনুমান উপবিষ্ট গান গাইতে গাইতে
লব কুশীমহ বাণিকীর প্রবেশ

গীত ।

ত্রাহি রঘুবব

সেঁত ত্রিপুর হব

নিদি নীল ইন্দিবব,

নিত্য নিধীশ্বর ।

নব নীল কাস্ত কাস্তি হে শাস্ত শাস্তি সাগব ॥

বিপু শাসন অচ্যুত

বপু চন্দন চর্চিত,

সদানন্দ অর্চিত, সচ্চিত সর্বেশ্বর

পাতকী উদ্ধারক,

শর কাশ্মুক ধারক,

কর্করু-কুল হারক, ভার্গব-গর্ভ হর

ভব-জলধি-ভেলক,

ভানুজ-কুল-বাণক,

দয়াল দীন-পালক, ত্রিলোক লোক জ্ঞানব

লব, কুশী — গীত ।

দীননাথ দীন দয়াল, দেবেশ দীন তাবৎ
 দানব দল দর্প দলন, দাম্ভন্থী দুঃখ বাবণ
 জমনী জঠব, জনম বাবণ, জগত জনক জানকী জীবন,
 জাহ্নবী জন্মদ জয় জনাৰ্দ্দন, জগত জন শবণ
 নিকষা নন্দন নিধনকাবী, নব নীর ধব, নীলকান্তহরি,
 নিখিল নায়ক নবকনিবাবী, নরহরি রূপ ধারণ ।
 ভীক ভয়জাতা, ভুবনবজন, ভার্গব জেতা ভকতি ভাজন,
 ভব-ভয়-ভীত দীন অভাজন, ভুষণ-ভীতিহরণ

(সকলের প্রণাম ।)

রাম ।—ওকি মহর্ষে । আপ নি প্রণাম ক'ব্ছেন কা'কে ?
 বাল্মীকি —বামকে । যিনি আত্মাবাম রূপে সর্ব জীবে
 বিদ্যমান, আমি সেই জগদভিবাম বামকে প্রণাম ক'রছি ।

বাম ।—রাম চিরদিন ব্রাহ্মণেব দাস

বাল্মীকি ।—আবার ব্রহ্মকপে ব্রাহ্মণেব উপাস্ত দেবতাও
 তিনি, কৈ বশিষ্ঠদেব কৈ ?

বশিষ্ঠ ।—আমুন আমুন সকলেই উপস্থিত আছেন ।

বাল্মীকি ।—মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদানেব আর বিলম্ব কত ?

রাম ।—আপনার আগমনের অপেক্ষা মাত্র

বশিষ্ঠ ।—এ দুটী কে ?

বাল্মীকি —আমারি শিষ্য, কখনো বাজমভা দেখে নাই—
 রাজা কেমন জানে না, তাই আমাব সঙ্গে এসেছে

বশিষ্ঠ —গুরুর উপযুক্ত শিষ্য তা বুঝতে পেরেছি । রাজা
 কেমন তা ওরা জানে না, কখন জানবেও না । কেননা, সূর্য্য
 কিরণ সূর্য্যই বিকীরণ কবেন,—সূর্য্যই সংযত করেন । ডাল

এদের হস্তে বঁণায়ত্র কেন, সংগীত বিদ্যাও কিছু শিক্ষা দেওয়া
হ'য়েছে নাকি ?

বাল্মীকী —ই, বহু পূর্বে অগ্নি রামায়ণ নামক একখানি
কাব্য রচনা ক'বেছিলেন, সম্ভ্রতি সেই কাব্যখানি ওদেব শিক্ষা
দিয়েছি। বামচন্দ্রের রাজসভায় সেই গীতিকাব্যখানি শুনার
ব'লেই ওদের সঙ্গে আনা।

বশিষ্ঠ । বড়ই আনন্দের কথা ? রাজ আজ্ঞা গ্রহণ ক'বে
সংগীত আরম্ভ ক'রলে ভাল হয় না ?

বাল্মীকি ।—ক্ষতি কি ?

বশিষ্ঠ ।—মহারাজ কি আদেশ করেন ?

রাম ।—(স্বগতঃ) আগ্নি যে কাকে চরিতার্থ ক'রবে, তা
বুঝতে পারছিনে, চক্ষু ত নিমিত্ত ত্যাগ ক'বেছে . যতই দেখছি,
দর্শন-ভ্রষ্টা ততই বলবতী হচ্ছে, তার উপর কর্ণও মধুময় বাক্য
শ্রবণে লালায়িত হউক চক্ষু কর্ণ উভয়েই ভুগু হ'ক, চিত্ত
চরিতার্থ হ'ক,—(প্রকাশ্যে) হ'ক সংগীত আরম্ভ হ'ক ।

বাল্মীকি —বৎস লব, কুশী ।

উভয়ে —আজ্ঞে ।

বাল্মীকি ।—কাব্য গীত আবিস্তেব পূর্বে সেই রামরূপ বর্ণন
গীতটী গাও দেখি ।

লব ।—ছুজনে একএ গাইব ?

কুশী - তা কেন, সেই—তেমনি ক'রে, সে বেশ হবে,
আগে গোড়াটা ছুজনে গাই । তাব পব তুমি একটু গাইবে,
আমিও এবটু গাইব

বাল্মীকি —ভাল তাই হ'ক, কুশী যা বলবে তাই হবে

কুশী ।—কেন দাদা সেত বেশ । গাইতেও কষ্ট হয় না ।

বাল্মীকি ।—তাই গাও

গীত ।

- লব, কুশী — নবীন নীল নীরধর, নীলকান্ত সুন্দর,
 মরি কি রামরূপ কাস্তি হির শাক্তিসাগর ।
- লব ।— নিমি নীল-ইন্দিবর, সুরবন্দিত চরণ,
 কুশী — দশ নখে দশধ শশী, দশ দিকে চালে কিরণ,
 লব — ধাইছে কত অগণন, যোগী ধ্যি তাপসীগণ,
 কুশী ।— প্রয়াসে সূধা পিয়াসে যেন আসে চকোব নিকর ।
- লব ।— বিচিত্র কার্ম্য কনে শোভে রাম নীলতম্বু,
 কুশী — নব জলদ কোলে যেন দোলেবে ইন্দ্রধনু,
 লব — প্রকটি প্রভা কোটী ভানু, পরশি কটি, উক, জাহু,
 কুশী — চুম্বিতে চরণরেণু, লম্বিত অগি মনোহর
 লব ।— দলিত কদলী তক চারু উক কি সুবলিত,
 কুশী ।— গতি হেরি গজেন্দ্র লাভে, সতত ধূলি ধূসবিত,
 লব — ভ্রমক জিনি কটি নেহাবি, সরমে বনে পশিন হরি,
 কুশী ।— রামরূপ ঠাম হেরি, কাগ ত্যজে কলেবর
 লব — ধবলিত পবিত কিবা মিলিত একাবলীতে,
 কুশী ।— সক্ষম রসনা কোথা সে শোভা একা বলিতে,
 লব — লম্বিত মুক্কাবলীতে, পরশে নাভি জিবলিতে,
 কুশী — নীল গগনে তারাবলীতে, যেন বিযুব সুন্দর
 লব ।— সুরক্ত চন্দন বিন্দু শোভিত সুন্দর ভালে,
 কুশী — যেন রে নব রবিচ্ছবি, হির নীল জলধিজলে,
 লব — নিরখি অঁখি যুগলে, শিহরি কণ্টকচ্ছলে,
 কুশী — সরমে শবণ জলে নিল বে ইন্দিবর
 লব ।— কি ছার কন্দর্প গর্জ, গন্দর্ক অমর কত,
 কুশী ।— শিরসে উরসে বাসে, বাসে মণি মরকত ।
 লব — সভা কিবা অমরাজিত, শোভ অলকা পরাজিত,
 কুশী ।— রাজিত-রতনাসনে বিবাজিত রথুবর
 লব ।— যার তারক ব্রহ্মনামে শাক্তি ভব পিপাসারে,

কুশী — যারে ভক্তি, জীবন মুক্তি, শিব উক্তি তত্ত্বসাবে ।

লব । — যার নামে সংসার অসাবে, যায় জীবের যাওয়া আসা বে,

কুশী — নিরখি সেই সারাৎসাবে, মায়া নেশারে পরিহব

লব — ঐ মাধুবী হৃদে ধরি যেন জীবন অন্তকালে,

কুশী — জন্ম রাম বাঁধব ব'লে যায় প্রাণ জাহ্নবী জলে-

লব । — মুক্ত হয়ে মায়া ফাঁদে, মিথাবে কবে নিবাপদে,

কুশী — অহিভুষণ সেবিত পদে, অহিভুষণ কিঙ্কর

সবেগে কোশল্যাব প্রবেশ

কোশল্যা —রাম ! বাম আব যে থাকতে পারলেম না
(বাল্মিকীর প্রতি) প্রভু—অন্তর্যামি ঋষি আর কেন, অপবোধ
ক্ষমা করুন, আমি আপনাব ঋষি বালক দুটীকে চিনেছি আমার
কুল-লক্ষ্মী—আমাব মা বাজবাজেশ্বরী ভিখাবিনী দীন দুঃখিনীর
বেশে আমার অন্তঃপূবে এসেছেন । আমাব বুকেব ভিতর কে
যেন এসে ব'লে দিচ্ছে, তোব বাজ রাজেশ্বরী—রাজলক্ষ্মী সতী-
কুলেশ্বরীর গর্ভেব ধন—তোব বাম নীলকান্তমণির অভেদ রূপ—
তোব কুলের কুলভুষণ সৌভাগ্য বৃক্ষের কাঞ্চনফলদুটী বনের
ঋষিবালকবেশে তোব রামেব যজ্ঞসভায় উদয় হ'য়েছে, ঋষিরাজ ।
দয়া ক'বে অনুমতি দিন, আমি আমাব রামের অভেদ রূপ
নয়নাভিবাম দুটীকে কোলে কবে তাপিত হৃদয় শীতল কবি

বাল্মিকী —মা বাগবত্ত্ব প্রসূতি । দ্বিতীয় অদিতীরূপিনী
কোশল্যে । এ দুটী তোমাব সতীকুলেব আদর্শ লক্ষ্মীরূপিনী সীতার
গর্ভজাত তোমাব রামের পুত্র লোকাপবাদ ভয়ে প্রজারঞ্জক
রাজা রামচন্দ্র গর্ভবতী সতীকে বনবাসিনী কবার পব, যথাকালে
এই দীনহীন বাল্মিকীর তপশ্রমে মা আমাব এই রত্ন দুটী প্রসব
কবেন, আমি যথাসাধ্য ফল মূলে আর বৃক্ষবন্ধলে আসমুদ্র ধরার
অধীশ্বরেব পুত্রযুগলকে লালন পালন কবেছি । এখন তোমার ধন

তুমি কোলে লও বামচন্দ্র . ধর্মিবাক্যে অবিশ্বাস করো না.
 সীতাদেবী সতীকুলের আদর্শ প্রতিম । এই ছুটি অভেদ রামমূর্তি
 লব কুশী তোমার অঙ্গজ, সতী জানকীর গর্ভজাত পুত্র যাও
 ভাই লব—যাও ভাই কুশী তোমরা বনবাসী ধর্মিবাক্যে নও
 সমাগবা ধর্মান অধীশ্বর মহারাজ। বামচন্দ্রের পুত্র। যাও বাজ-
 মাতা কৌশল্যা দেবীর কোলে যাও সূর্য্যকুলেব তরুণ অরুণ দ্বয়
 ঐ শ্বেত বসনা উষা দেবীর কোলে উদয় হওগে সকলে
 একবার মহাবাজ বামচন্দ্রের জয় শব্দ উচ্চারণ কর

লব কুশীকে অঙ্গে ধারণ পূর্ণক কৌশল্যাব উপবেশন
 একপার্শ্বে ধর্মিগণ, অন্তর্দিকে ধর্মিবালকগণ দণ্ডায়মান
 নর্তকীগণের প্রবেশ

গীত

সকলে ।—মরি কি সুন্দর শোভা কৌশল্যার কোলে ।

কল্পলতা অঙ্গে যেন কাম্যফল দোলে ।

ধর্মিগণ —নীলোজ্জ্বল রবিচ্ছবি উষা অঙ্গে থেলে ।

বালকগণ —স্বচ্ছজলে যেন যুগল নীলবমল দোলে ।

নর্তকীগণ —কিব নৈমিষে আনন্দের হাট (আজ) রাম-যজ্ঞচ্ছলে ।

(নৃত্য)

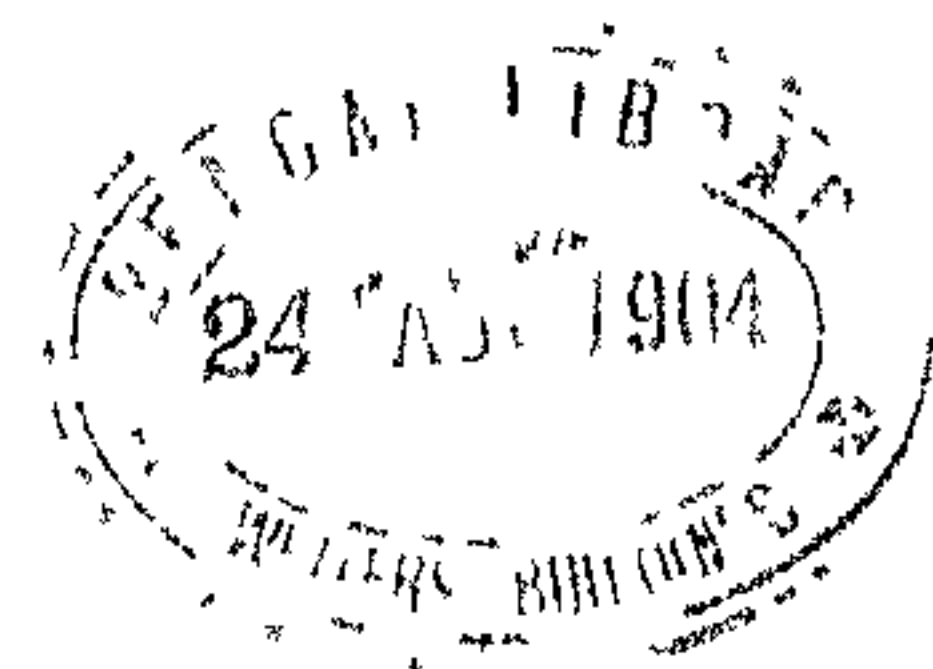
ধর্মিগণ । শান্তি, ধর্ম, রাজনীতি শিখাতে ভূতলে ।

বালকগণ —চতুর্বাংশে পূর্ণ ব্রহ্ম উদয় সূর্য্যকূলে ।

নর্তকীগণ —হয়ে ফুলচিত্ত, করো নৃত্য জয় জয় বাম বলে ।

সমাপ্ত ।





৪২. Nc . 204. 15.

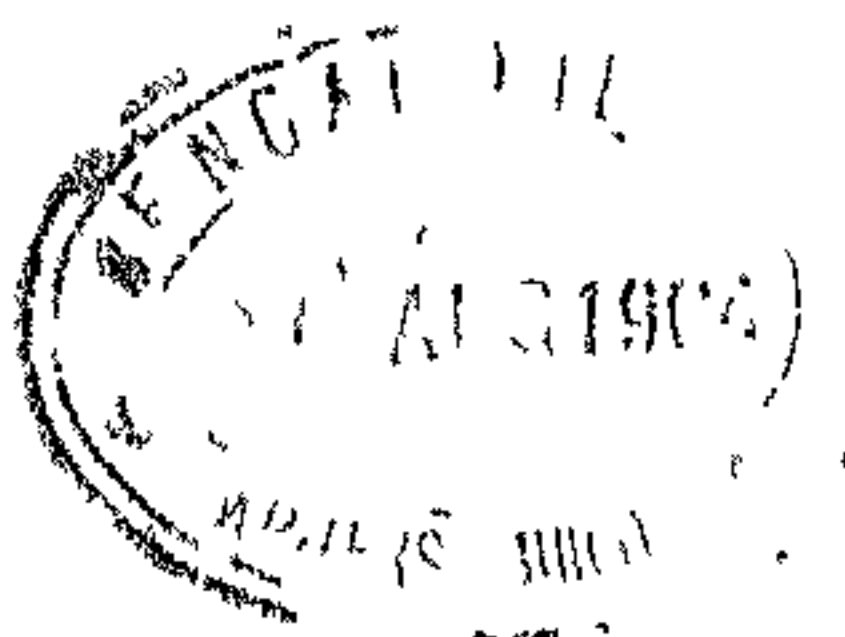
রামান্বমেধ গীতাভিনয়।

দণ্ডীপক্ষ, উত্তরাপরিণয়, তুলসীলীলা, রাই-উন্মাদিনী ও

স্বরথোক্তার প্রভৃতি গ্রন্থপণ্ডিত

শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।



কলিকাতা,

১৯০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রকাশিত

১৩১১ সাল।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা।



କଳିକାତା,

୧୭ ନଂ ନନ୍ଦକୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ୨ୟ ଲେନ,

“କାଳିକା ଯନ୍ତ୍ରଣା”

ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜନା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠକ ମୁଦ୍ରିତ

সদৃশগ্রাহী সদাশয়

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপে—

আমার কণ্ঠা

শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবীর

কুশল কামনায়

আপনাব

আশীর্বাদ মাত্র প্রার্থী হইয়া

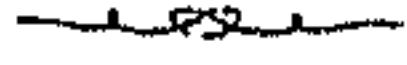
এই গ্রন্থ

আপনাব কবকমলে

অর্পণ করিলাম

—
গ্রন্থকার।

কৃতজ্ঞতা ।



আশার অবধি নাই । মনুষ্যগাত্রই আশার দাস তবে
আমার আশা বা আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে
বিস্ময়ের কারণ কি .

কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখিতে দেখিতে দুই একখানি
করিয়া সাতখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল । পাঠকগণের অনুগ্রহে
কোন কোন খানির পুনঃসংস্করণও হইয়াছে ও হইতেছে

সত্য কথা বলিতে গেলে আমার সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশে
প্রধান সহায় ও উদ্যোগী বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর
মত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ।
আমি গুরুদাস বাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-
স্বরূপ আজ আমি আমার এই “রামাশ্বমেধ গীতাভিনয়ের”
গ্রন্থস্বত্ত্ব তাঁহাকে অর্পণ করিলাম

গ্রন্থকাঃ

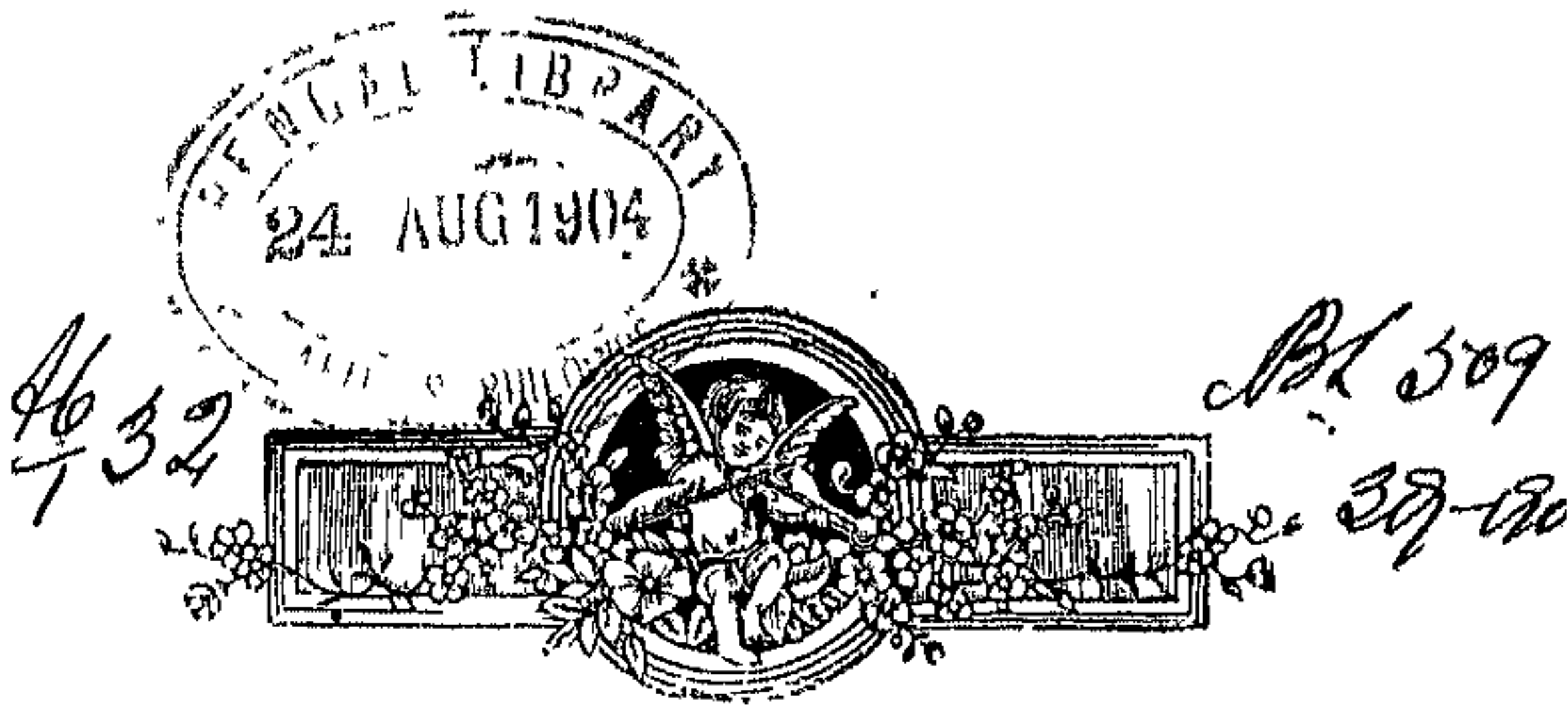
রামান্বমেধ গাতাভনয় ।

প্রস্তাবনা ।

— ৫৫৫৩ —

গীত

মন পুণ্য শূণ্য জন্য কেন ক্ষুণ্ণ অবিরাম,
একবার প্রকারে প্রসঙ্গে যদি বল রাম নাম ;
হবে পূর্ণানন্দ রামের কৃপায় পূর্ণমনস্কাম ॥
হৃদে জ্ঞান যোগ না জন্মিলে, প্রেমার্গবে না নামিলে,
কুপথে ভ্রমিলে যায় নারকী সানিলে ;—
অন্তে ভক্তিহীন জীবের যদি মুক্তি না মিলে, :
তবে অজামিলে কেন রাম দেন মুক্তিধাম ॥ •
যাব নামে দশরথ নৃপতি, পান ব্রহ্মবধ পাপে নিষ্কৃতি,
ব্রহ্মহত্যা হেতু সেই রাম হন যজ্ঞে ব্রতী,
শুন শ্রীরামের অশ্বমেধ-পর্ব, অপূর্ব ভারতী,—
দিবেন অন্তে দিব্য গতি রাম দুর্বা-দল-শ্যাম ॥



রামাশ্বমেধ গীতাভিনয় ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—অযোধ্যা রাজ্যপথ

মহর্ষি অষ্টাবক্রের প্রবেশ ।

অষ্টাবক্র —এই ত সম্মুখেই অযোধ্যাধাম । সর্বগুণধাম
বাগচন্দ্রের দেশাগমনেই অযোধ্যাব পূর্বভাব পরিবর্তিত হয়েছে ।
বর্ষাপীড়িতা প্রকৃতি, শবদাগমে যেন নবীন শোভা ধারণ করে,
অযোধ্যা রাজ্যও তেগনি দুঃখের বর্ষাস্তে সুখের শরতে অপূর্ব
শোভা ধারণ করেছে । রামচন্দ্রের বনগমনে অযোধ্যা আকাশে যে
শোকের মেঘ উঠেছিল, যে মেঘে এই সুখের আধাব অযোধ্যার
সব আধার কবে রেখেছিল, যে শোকের বর্ষাতে অযোধ্যা-
বাসীর চক্ষে শতধারা বর্ষণ করেছিল, এতদিনে সে মেঘ ঘুচেছে,

এতদিনে অযোধ্যা-আকাশে অকলঙ্ক রামচন্দ্রের পূর্ণোদয়ে জগৎ
 আনন্দময় হয়েছে। চাঁদ ত উদয় হয়েছে, এখন চকে বের মাধ
 কি পূর্ণ হবে না। চাঁদ উদয় হলেই ত চকোরের বাসনা পূর্ণ হইল
 থাকে, তবে আমার নয়ন চকোর কি, সে সুধায় বঞ্চিত হবে ?
 হে জগদাভিবাস আমি তোমাদের নয়নাভিরাম যুগলরূপ দর্শন
 করব বলে অগ্রসর হয়েছি, আমার বাসনা কি পূর্ণ হবে না ?
 একবার তোমাব সেই স্থিবদাগিনী শোভিত, বাগদেব সেবিত
 নবধন শ্রাম রূপটি কি দেখতে পাব না ? আমি শুনেছি, তুমি
 সরল ভিন্ন বক্রের বাসনা পূর্ণ কর না, তবে আমার বাসনা
 কেমন হবে পূর্ণ হবে ? আমি যে বক্র শুদ্ধ যে আমার দেহেব
 অষ্টাঙ্গ বক্র বলেই অষ্টাবক্র নাম হয়েছে, তা নয়। আমার মন
 বক্র, প্রাণ বক্র, অবার এ দু'জনের সঙ্গে চক্র করে ছটা রিপু
 পর্যন্ত বক্র। অন্তরের এই অষ্টজন বক্র বলেই আমার অষ্টাবক্র
 নাম হয়েছে, লোকে মিত্রকে অন্তরঙ্গ বলে, কিন্তু আমার সেই
 অন্তবঙ্গই হয়েছে খোর শত্রু। বরং যাবা বক্র বহিরঙ্গ, তারাই
 আমার অন্তরঙ্গের কার্য্য করেছে, আমার এই অষ্ট বহিবঙ্গ বক্র
 কদর্য্য হয়ে, আমাকে আত্ম রূপজ মোহে মুক্ত বেখেছে তা না
 হবে কেন ? পিতৃলোকের অভিশাপও পুত্রের পক্ষে মঙ্গলদায়ক
 হয়ে থাকে, আমি ত পিতৃশাপেই এ বক্রদেহ প্রাপ্ত হয়েছি, আমি
 যখন মাতৃগর্তস্থ, সেই সময় একদিন পিতা কহোড়, জননী সুগতিব
 সগীপে বেদ পাঠ করছিলেন, আমি সেই মাতৃগর্ত হ'তেই পিতার
 বেদ পাঠ অশুদ্ধ নির্দেশ কবেছিলাম বলেই পিতা ক্রুদ্ধ হ'য়ে এই
 অভিশাপ প্রদান করেন, "হে জড়ায়ুবাসীপুত্র। গর্ত বাস অবস্থাতেই
 তোমার মন যখন এত বক্র, তখন তোমাকে আর অন্য অভি-
 সম্প্রতি কি প্রদান করব, তুমি অষ্ট অঙ্গে বক্র হয়ে ভূমিষ্ঠ হবে"
 পিতা আমার মন বক্র জেনেই দেহ পর্যন্ত বক্র করেছেন। তবে

হে সরলের সখা এ বক্রের প্রতি কি তোমার দয়া হবে ? আমি, জানি, তোমার কাছে শঠ সরল সবই সমান, সরলকে বক্র ক'রতেও তুমি, আবার বক্রকে সরল ক'রতেও তুমি পিতৃমর্ত্য পালন কবে অযোধ্যায় এনে কত জনকে কত দয়া করেছ কত অন্ধকে নয়ন দিয়েছ খণ্ডেব গমনশক্তি প্রদান করেছ । এ বক্রকে কি সরল ক'রবে না আমি ভৌতিক দেহের সরলতা চাইনে, আমার মনকে সরল করে দাও, বাহ্যিক রূপের পরিবর্তে আমার হৃদয়ে সেই রূপে দেখা দাও, যেন বিশ্বরূপ রামরূপ হৃদয়ে রেখে, এই বিষম্বরূপ সংসার-কাবাগারেব বাসনা-বন্ধন মুক্ত ক'রতে পারি

গীত ।

অনিত্য এ দেহের কি গরিমা, ওহে গুণধাম ।

বার্দ্ধক্য, জবা, মরণ যে ছার দেহের পবিধাম ।

অন্তবে রাম দাও হে সে রূপ, তোজে এ সংসার বিষ-স্বরূপ,

হৃদয় মাঝে দেখি যেন সেই বিশ্বরূপ -

সদয় ভাবে হৃদয় মাঝে উদয় হও হে আআরাম ।

অযোধ্যার রাজপথে জনশ্রোতের আব বিরাম নাই
রামচন্দ্রের লক্ষ্য সমরেব অনুবল, প্রবল প্রতাপ অগনঃ বাহন
মৈত্র্যগণ বিদায়গ্রহণ পূর্বক স্বদেশে গমন ক'রছে মহর্ষিজনক
দীর্ঘ-বনবাস-প্রত্যগত কল্যাণ সহ জামাতাকে দর্শন ক'রতে
এসেছিলেন, তিনিও স্বধামে যাত্রা করেছেন । ইতিপূর্বেই মহর্ষি
ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতি দেবীসঙ্গে ব্রাহ্মচন্দ্রের
মাতৃগণ জামাতৃ যজ্ঞে গমন করেছেন, স্মৃতবাং রামচন্দ্রের দেশা-
গমনে চতুর্দিক হ'তে যে অবিশ্রান্ত জনশ্রোত অযোধ্যাভিমুখে
প্রবাহিত হয়েছিল, এক্ষণে সে জনশ্রোত অনেকাংশে সামুদ্ভাব
ধারণ করেছে ব্রাহ্মচন্দ্রও এক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে সিংহাসনে

উপবেশনের উপযুক্ত সময় পেয়েছেন, এখন দেখি, রাম আমার বাগনা পূর্ণ করেন কি না। একবার আত্মারাগেব সহিত রামনাম করতে কব্ধে রামদর্শনে গমন করি।

গীত।

হে রাম ঙ্গ মিস্র,

দীন জন-গতি, সঙ্জন-সংগতি,
দূরিত দলন দাশরথী দীনবন্ধু
ত্রিতাপ নিস্তারকারী, তাবকব্রহ্ম তারকারী,
রক্ষকুল অরি, হরি রঘুকুল ইন্দু
অপার কৃপা জলধি, শুকাবেনা ঙ্গনিধি,
স্বগুণে কাতরে যদি বিতর কৃপাবিন্দু।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যারাজ্য অন্তঃপুর

বাম ও সীতার প্রবেশ।

রাম।—বল বল প্রিয়ে। আমার কাছে ব'লবেনা ত আন কাষ কাছে ব'লবে। লজ্জা কি? কি সাধ হয়েছে বল। রামের দেহে জীবন থাকতে সীতার সাধ অপূর্ণ থাকবে না। কি সাধ হয়েছে বল। তবে একটা কথা, তোমার সাধ পূর্ণ করব বলতেও হৃদয় কল্পিত হয়। একদিন তোমার সাধ পূর্ণ ক'ব্ধে গিয়েই তোমাকে হারিয়ে, দুই জাতায় বনে বনে কেঁদে বেড়িয়েছি। মনে হয় কি?

সীতা।—সে কথা স্মরণ কবিয়ে কেবল প্রাণে যাতনা দেওয়া। আমি আর কোনও সাধ ক'রব না।

রাম ।—না জানকি । আমিত তোমাব অভিমান হওয়ার মত কথা কিছুই বলি নাই । তবে এজীবনে অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি—তোমাকেও অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি । এ রাম-হৃদয়-উদ্যানের সীতা স্বর্ণলতা চিরদিন ধূলায় ধূমবিতা হয়েছে সে মর্মযাতনা কি আব জীবন সঙ্গে বিস্মরণ হ'তে পারব । এখন কি বাসনা বল অবশ্যই পূর্ণ হবে ।

সীতা ।—জীবন বল্লভ । তপসন বাসিনী মুনিপত্নীগণ কেমন শরলা কেমন সদা হাস্যময়ী । যেন বসন্তের বনলতা

রাম ।—তাঁবাত সযত্ন পালিতা উদ্যানলতা নন । তাঁরা স্বভাব-জাতা বনলতাই বটেন । কেন তাঁদের কথা এখন কেন ?

সীতা ।—বনবান কালে যাদেব সঙ্গে একত্রে বাস ক'রেছি, আমাকে বনকণ্ঠে কাতবা মনে করে, যাঁরা কত ধর্মগ্রন্থে আমায় মর্কদা আনন্দিতা কববার জন্ত চেষ্টা কবতেন । এখন একবার তাঁদের দেখতে, তাঁদের সঙ্গে বন-কুসুম চয়ন ক'বতে বড় সাধ হয় । আর মুনিবালিকা গণকে বস্ত্রাঙ্কুর দিয়ে সাজাতে অনেক দিন হ'তে সাধ আছে । তাই—

রাম ।—এ'ত বসুকুলের কুল-বধুব উপযুক্ত কথাই জানকি । দান ত্রুত ধর্ম্মানুষ্ঠানে একরূপ মতি থাকাই ত উচিত । সে জন্ত চিন্তা কি । অতি সত্বরেই সে সাধ—

কঙ্কুর প্রবেশ ।

কঙ্কুরী ।—মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হ'তে অষ্টাবক্র মুনি এসেছেন ।

রাম ।—তাঁকে শীঘ্র ল'য়ে এস

[কঙ্কুরী প্রস্থান ।

রাম ।—প্রিয়ে । মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট মাতৃগণের এবং মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞের সমাচার পাব

অষ্টাবক্রের প্রবেশ

রাম ।—আসুন আসুন আমতে আজ হক দাসের প্রণাম
গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন (প্রণাম)

অষ্টাবক্র —সমুদ্র-জলেব অধার এক সমুদ্র ভিন্ন আর কি হ'তে
পাবে ?—তোমার প্রণাম তুমিই গ্রহণ কর দাশরথী রামরূপে
প্রণাম ক'রছ, আবাব আত্মারাম রূপে গ্রহণ কর তোমাদের এ
অনন্ত লীলা—অনন্ত চাতুর্য্য আমবা ক্ষুদ্রমতি হ'য়ে যদি বুঝতেই
পারব তবে আর চিন্তা কি । কিন্তু বাস প্রণত জনকে আশী-
র্ষ্যক্য প্রয়োগ না কবলে ছুরদৃষ্ট জন্মে, স্মরণ্য আশীর্ষ্যদ করাই
কর্তব্য তা রাম । তোমাকে আর অন্য কল্যাণ বাক্য কি
ব'লব ? তবে এই আশীর্ষ্যদ করি—

গীত

তারে কুলে তুলে দিও হে রাম নিরাপদে
যদি পাতকী অকুলে কাদে,
যেন মর্মে পরশে সে মর্ম বেদন,
ওহে ব্রহ্মময় এই ব্রাহ্মণের আশীর্ষ্যদে
করিলে প্রণাম মোরে হয়ে দাশরথী রাম,
গ্রহণ করহে পুনঃ, হৃদে হয়ে আত্মারাম,
ত্রিলোক প্রণাম্য তুমি, কে লবে তব প্রণাম,
(আজ) তোমার প্রণাম রাম সঁপিলাম তব পদে

বাস —দেব । বহুবংশীয়গণ আপনাদের চির আত্মাবহ দাস,
এক্ষণে দাসের নিকট কিজন্তু আগমন হয়েছে অনুমতি করুন

সীতা —দেব । আপনাবা রঘুকুলের গুরু কেবল রঘুকুলের
কেন, জগতের পূজনীয় আপনাদের রূপা দৃষ্টি হ'লে আর
জীবের ছুরদৃষ্ট থাকে না । চিরদিন বনকণ্ঠে সস্থ করে অযোধ্যায়
এনে আপনাদের পদ পূজা ক'রতে পেয়েছি । আশীর্ষ্যদ করুন
আর যেন কোনও অনিষ্ট না ঘটে—।

অষ্টাবক্র — মা । তোদের যে কিসে ইষ্ট, কিসে অনিষ্ট, কিসে সুখ, কিসে কষ্ট, আশিত্য তার কিছুই বুঝতে পারিনি, আশিত্য জানি তোরা যা করিস্ সকলই জগতের হিতব্রত সাধনের জন্য এক্ষণে আশীর্বাদ কবি যথাকালে বীরপুঞ্জ প্রাসবিনী হও । কিন্তু মা একটা কথা বলি, স্নেহ জলের ন্যায় নিম্ন গামিনী, সমতল ভূমিতে জল পতিত হ'লে, সে জল সম ভাবেই ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, কিন্তু নিম্ন ভূমি প্রাপ্ত হলে আব সমভাবে সর্কত্র ব্যাপ্ত না হ'য়ে নিম্ন স্থানকেই পূর্ণ ক'রে থাকে, অন্যস্থান শুষ্ক হয়ে শতধা বিদীর্ণ হ'লেও সে দিকে গমন কবে না । তেমনি মা । যতদিন পুঞ্জবতী না হ'য়েছে, ততদিন তে'মার স্নেহ স'লিল এ জগৎ-সমভূমিতে সম ভাবেই ব্যাপ্ত আছে, কিন্তু পুঞ্জবতী হলে আব সে স্নেহবাণি সকল ভূমিতে ব্যাপ্ত না হ'য়ে সেই অপত্য স্থানরূপ নিম্ন ভূমির দিকেই দাবিত হয়ে সেই স্থানকেই পূর্ণ কববে । তখন তোর রূপাবানি অভাবে হৃদয় ক্ষেত্র শতধা বিদীর্ণ হ'লেও পাচ্ছে রূপাবিন্দু দানে কাতরা হ'ও, সেই ভয়ে বলি মা । কালে রঘুকুলের উপযুক্ত বীরপুঞ্জ প্রাসবিনী হও, কিন্তু এ দান সম্ভানগণকে যেন বিস্মরণ হও না । আমি শুনেছি সক্ষম পুঞ্জ অপেক্ষা অক্ষম পুত্রের প্রতিই মাতৃস্নেহ অধিক হ'য়ে থাকে, সেই ভবসা'তেই বলছি, দেখ যেন এই কদাকর বিকলাঙ্গ অক্ষম পুঞ্জকে রূপাপাঙ্গ দানে কাতরা হও না ।—

রাম — তাপনশ্রেষ্ঠ । এক্ষণে জিজ্ঞাসা কবি আৰ্য্য ঋষ্যশৃঙ্গ, আৰ্য্য শাস্ত্রা প্রভৃতি সকলে কুশলে আছেন ত ? আমাদের মাতৃ-গণের ত সর্কাক্ষিন মঙ্গল, আরক্ত যজ্ঞের ত কোন বিষ উপস্থিত হয় নাই ?

অষ্টা । — হাঁ, উপস্থিত সমস্তই মঙ্গল । রঘুকুল-তিলক রীম-চন্দ্র যে রাজ্যের প্রতিপালক সে রাজ্যের যাজ্ঞিক গণের যজ্ঞ

কার্য্য যে নির্দিষ্টে সম্পন্ন হবে তাতে আর সন্দেহ কি ? সম্প্রতি ভগবতী অরুন্ধতী এবং অন্যান্য মুনিপত্নীগণ, তোমার প্রাপ্তি এই অনুমতি ক'রেছেন যে, সীতা সতী গর্ত্তবতী অবস্থায় যে কিছু অভিলাস প্রকাশ করবেন, তা যেন তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করা হয় । আর ভগবান বশিষ্ঠদেব এই কথা ব'লেছেন যে, “বৎস রামচন্দ্র আমরা জামাতাব যজ্ঞকার্য্যে নিতান্ত বিরত হয়ে পড়েছি, তুমি বালক, এবং অল্প দিন মাত্র রাজ্যভার গ্রহণ করেছ, অতএব প্রাণপণে প্রজা পালন এবং সর্গদা তাদের সন্তোষ সাধনে নিযুক্ত থাকবে ”

বাম —ভগবান বশিষ্ঠদেব আদেশ আমার শিবধায়া, পিতৃ-রাজ্য পালনার্থে আর প্রজারঞ্জনোর জন্ম যদি আমাকে প্রাণ-পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রতে হয়, এমন কি যদি প্রজাপুঞ্জের সন্তোষ-বিধানের জন্ম পতিপবায়ণা সীতাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রতে হয়, রাম তাতেও কুণ্ঠিত হবে না, সে জন্ম কোন চিন্তা নাই

অষ্টা —তবে এক্ষণে আমি বিদায় হ'লেম, যজ্ঞ সর্গাপনা-স্তেই তোমার মাতৃগণের সাহিত মহাশয় বশিষ্ঠদেব অযোধ্যায় আগমন ক'রবেন, তোমার মাতৃগণ বিশেষরূপে ব'লে দিয়েছেন বধুমাতা সন্তান সন্তাবিতা ব'লেই তাঁকে যজ্ঞদর্শনে আনা হয় নাই, এবং রামচন্দ্রকেও সর্গদা তাঁর চিত্তবিনোদন জন্ম রেখে আনা হ'য়েছে সে জন্ম সর্গদাই চিন্তিত আছি, যজ্ঞ রাজ হ'লে সত্বরেই অযোধ্যায় গমন ক'রব, ফলকথা, গর্ত্তবতী বধুমাতা যখন যে সাধ ক'রবেন তা যেন অপূর্ণ ন থাকে

রাম —গুরুজনের আজ্ঞা শিবধার্য্য সাধ্যমত তাঁদের আজ্ঞা পালনে বাধ্য থাকলাম

অষ্টা —তবে রামচন্দ্র আমি বিদায় হই

বাম —আপনার পুণ্যপ্রমবাসী, অন্তরে আপনাদেব কই

সম্ভব তবে বনবংশীয়গণ নাকি সর্কদাই আপনাদের পদবজা-
কাঙ্ক্ষী মধো মধো এসে পদরজ প্রদানে কৃতার্থ ক'রবেন
এক্ষণে প্রণাম হই (উভয়েব প্রণাম)

[অষ্টাবক্রের প্রস্থান

চিৎ্রপট হস্তে লক্ষণের প্রাবশ

লক্ষণ — আৰ্য্য সেই চিত্রকব আগাদের আদেশ মত চিত্র-
পট প্রাপ্ত ক'বে ল'য়ে এসেছে ।

রাম — ভাতঃ, সীতা চিত্তবিনোদনের জন্তই তোমার চিত্র-
পট প্রাপ্তিতে অনুমতি দেওয়া কি উপায়ে যে সীতার মনোন্ধেশ
নিবারণ ক'রবে সর্কক্ষণেব জন্ত তুমি সেই চিত্তাতেই ব্যস্ত । ভাল
দ'য়ে আস্তে বন কোন্ পর্য্যন্ত চিত্রিত হ'য়েছে ?

লক্ষণ — দেবীর অগ্নি পরীক্ষা পর্য্যন্ত ।

সীতা — একি প্রিয় দর্শন চিত্রপট জ্ঞানুতে ব'লে এমন
বিমর্ষভাবে অধোবদন হলেন কেন ?

রাম — প্রিয়ে যান ক ছে হৃদয়েব মর্ম্মস্তম পর্য্যন্ত দেখাতে
লজ্জা বা কষ্টবোধ হয় না, তা'ব কাছেও লজ্জা পেতে হ'চ্ছে
যিনি ত'জন্ম পবিত্রা, অন্য বস্তুর দ'ব'য় ত'ব পবিত্রতা পরীক্ষ'য়
অগ্রসর হ'য়েছিলাম, তীর্থবাণি বা অগ্নি কখনও যে অন্য বস্তুর
দ্বারা শোষিত হ'তে পারে না, সে কথা সে সময়ে ক্ষণকালের
জন্তও হৃদয়ে স্থান পায় নাই

সীতা । — আর সে কথ ব আন্দোলন কেন .

লক্ষণ — (চিত্রপট বিস্তার করিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্ব্বক)
এই চিত্রপট দর্শন করুন এই সেই গিথিলা রত্নান্ত । যে সময়
আৰ্য্য রামচন্দ্র দুর্জয় হবধনু ভঙ্গ করেন, সেই সময়ের দেহ-ভঙ্গিটী
কেমন চিত্রিত হ'য়েছে দেখুন ।

সীতা । — এই বুঝি তোমাদের চারি আতার প্রতিমূর্ত্তি ?

ইনিই বুঝি আমার পিতৃকুলের পুরোচিত গৌতম ! এই ত বিবাহ কালে আমার হস্ত ধারণ কবে নাথের হস্তেব সহিত একত্র ক'বে দিচ্ছেন দেবব এ স্ত্রীমূর্তিগুলি কাব কাব ?

লক্ষ্মণ — এইটী আপনার এইটী অর্ঘ্য মাণ্ডবীৰ, এইটী বধু ঞ্জতকীৰ্ত্তিব, আর এই টে —

গীতা — লজ্জা কেন ?

লক্ষ্মণ । — দেবি । দেখুন ? এই ভগবান পরশু বামেব প্রাতিমূর্তি মিথিলা হ'তে প্রাত্যাগমন কালে ইনিই আৰ্য্য রামচন্দ্র কর্তৃক—

বাম । — লক্ষ্মণ । চিত্রপটে দেখাবার উপযুক্ত স্থান ত অনেক আছে

লক্ষ্মণ । — (স্বগতঃ) এই গুণেই রাম গুণসিন্ধু নাম ধারণ ক'রেছ জগতে অনেকানেক মহাত্মাই আজ্ঞা কীৰ্ত্তন শ্রবণে পরিভূক্ত হ'য়ে থাকেন, কিন্তু আৰ্য্য রামচন্দ্রেব স্বভাব তার সম্পূর্ণ বিপরীত . পাছে হবধনুভঙ্গেব পব, পবশুবামকে পবাস্ব ক'বেছেন এই আজ্ঞা শ্রবণে শুনতে হয়, সেই জন্তু আমার কথায় ন্যায়া দিয়ে চিত্রপটের অন্যস্থান দেখাতে ব'লছেন এতদূর না হ'লে জগতের সকলে একবাক্য হয়ে রাম চবিত্রেব পক্ষপাতী হবে কেন (প্রকাশে) দেবি । দেখুন এই সেই মন্থবা, এই আমাদের বন-যাত্রা, আর এই সেই জটাবন্ধন ব্যাপার . সূর্য্যবংশীয় রাজজ্ঞগণ রুদ্ধাবস্থায় উপযুক্ত পুঞ্জের করে রাজস্রী অর্পণ পূর্ব্বক অরণ্যে যাত্রা ক'রে থাকেন, কিন্তু রঘু-কুল-তিলক আৰ্য্য রামচন্দ্র বাল্যাবস্থাতেই জটাবন্ধনধারী হ'য়ে বনচারী হ'য়েছিলেন ।

বাম — লক্ষ্মণ ! পিতৃমত্য পালনেব জন্তু জটাবন্ধন ধারণ, সে ত আমার কর্তব্য ব্রত, কিন্তু তুমিও যে নবীন সম্যাসী সেজে বনবাসী হ'য়েছিলে সে কোন্ কর্তব্য ব্রত সাধনের জন্তু, কার সত্য পালনের জন্তু ভাই ?

লক্ষ্মণ — পিতৃসত্য-পালন যেমন বামের এত, রামপদসেবার জন্য বনগমন কি লক্ষ্মণের তেমনি কর্তব্য তত নয় ?

রাম ।—এই গুণেই হতভাগ্য বাম তোদেব কাছে চিবিদিনের জন্য কেনা হ'য়েছে । শত শত বার দেহ ধাবণ ক'বলেও, লক্ষ্মণের তেঁও গুণেব ধাব শোধ ক'রতে পাবব না ।

সীতা — এদিকে ইনি কে ? বোধ হয় ইনি সেই নিষাদপতি গুহক, আহা ! দেখুন কেমন মধুব ভাব কেমন আপনার পদপ্রান্তে পতিত হ'য়ে বন গমনে নিষেধ ক'রছেন ।

লক্ষ্মণ — এদিকে দেখুন, এই সেই বিক্ষ্যাটবী প্রবেশের পথ, যে স্থানে বিরোধ নামে দুর্জয় রাক্ষস আমাদের গমনে বাধা দিয়ে ছিল, আর এই সেই পঞ্চবটী এই সেই মায়ামুগ রূপী মারীচ । এই দেখুন রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ ব্যাপার । আর ইনিই আমাদের পিতৃমিত্র পক্ষীবাজ জটায়ু, যিনি রাম কার্য সাধনের জন্য রাক্ষস হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, 'এই সেই ঋষ্যমুখ পদ্রুত । আর ঐ দেখুন আপনার প্রিয়পুত্র হনুমানের প্রতিমূর্তি ।'

সীতা — দেবর এখানে এ চিত্রটি কি ? আমাদের মহোপকারী পবন পুত্রের স্তায় মূর্তি, দুটি বানবে পরস্পর যুদ্ধ করছে আর অর্ঘ্যপুত্রের স্তায় নবজলধর শ্যামসুন্দর একটি বীরমূর্তি ধনুর্ঝাঁপ ধারণ করে অস্ত্রবানে দাঁড়িয়ে আছেন, এগুলি কোনি সময়ের ঘটনা ?

লক্ষ্মণ ।—দেবি ও স্থানটি তত সুন্দর নয়, এদিকে দেখুন হনুমান কর্তৃক লক্ষ্মণ দক্ষ ।

রাম ।—(স্বগতঃ) ধন্য লক্ষ্মণ । আমি যে স্থানে অন্তায় ভাবে বানররাজ বালিকে বধ করে ছিলাম, বিদেহ নন্দিনী সেই স্থানটির কথা জিজ্ঞাসা করছেন, কিন্তু সে স্থানের কথা আন্দোলনে পড়ে আমি লজ্জিত হই, সেই ভয়ে লক্ষ্মণ সে স্থানের কথা উপেক্ষা কবে ।

অন্য স্থান দেখিয়ে সীতাকে অন্য মনস্ক কনবার উপক্রম করছে
আহা ধন্য লক্ষণ! ধন্য তোমার বুদ্ধি কৌশল।

সীতা।—দেবব! এস্থানটী কি? আমিত চিন্তে পারলেম না
বাগ।—বিদেহ নন্দীনি। এস্থানটী ত কখনও দেখা নাই, ত
কেমন কবে চিন্বে? এটী মাজ্যাবান পর্কত। তোমাকে হাবা হয়ে
ছুই ভাইয়ে এই বনে কেঁদে বেড়িয়েছি এসকল স্থান আব দেবে
কাজ নাই, ববং এদিকে দেখ এই মেতু বন্ধন ব্যাপার। আব
এই দেখ যুদ্ধ ক্ষেত্র।

সীতা।—ও স্থান গুলি কি? ওগুলিও বোধ হয় যুদ্ধ ক্ষেত্রের
অন্য অংশ

বাগ।—জীবিত সর্কশ্বে! ও স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করনা,
ওস্থানে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা স্মরণ করতেও হৃদয়
বিদৌর্ণ হয়

গীত।

আমে চক্ষে জল ঐ ছঃখেব স্থান নিরীক্ষণে
বিদবে প্রাণ মনে হলে এক্ষণে,
ঐ স্থলে, শক্তিশেলে, আমি হারাই প্রাণের লক্ষণে
দেখ প্রিয়ে অপর ভাগে, এখনও অন্তরে জাগে
দংশেছে অগণ্য নাগে সমর অঙ্গণে,—
যুগল আতায়, যে দিন হেথায় ছিলাম নাগপাশ বদনে,
মনে হলে ইচ্ছা হয় প্রাণ ত্যজি বিষ ভক্ষণে

(রাগের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া সীতার শয়ন)

বাগ।—লক্ষণ! অধিকক্ষণ চিত্রপট দর্শন জন্ম পবিশ্রাস্তা হয়ে
কান্তা বুঝি নিদ্রিতা হলেন এখন আব নিজ ভক্তের প্রয়োজন
নাই চিত্রপট দর্শন এই পর্য্যন্ত থাক, ভুগি বহির্কীর্টীতে চল।

লক্ষণ।—যে আজ্ঞা—

স্বাম —একি ! সীতা নিদ্রিত বন্থায় শূন্যদৃষ্টের অ্যায় “নাথ বক্ষা করুন, নাথ বক্ষা করুন, ঐ মেই পাপিষ্ঠ রাবণ” অক্ষুটভাবে একথা বলে চমকিত হবার কারণ কি ? বোধ হয় এইমাত্র চিত্রপট দৃষ্টে গত বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতে স্বপ্নাবস্থায় তাই দেখছেন আহা ! পতি বতা সরলা সতী রাবণ হত্যা হয়ে কত দুর্গতিই ভোগ করেছেন

(দুস্মুখের প্রবেশ)

দুস্মুখ —সহাবাজ ! অভিবাদন করি

স্বাম —কতদূর কি জানুতে পেরেছ ?

দুস্মুখ ।—কোশলবাসী প্রজাগণ সকলেই আপনার গুণগানে রত সকলেই বলে, গুণধাম রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসন গ্রহণ করিতে তাঁর সূশাসন গুণে আমবা স্বর্গগত মহাবাজ দশবথের শোক বিস্মরণ হয়েছি

স্বাম —এত গেল প্রশংসার কথা, নিন্দ বাদ কিছু শুনেছ কি ? অসম্মোচে প্রকাশ কর

দুস্মুখ —(স্বগতঃ) আর যে রসনায় বাক্য নিশ্চরণ হয় না . সীতা চবিত্ত্রে প্রজা সাধাবণেব মন্দেহের কথা কেমন করে প্রকাশ করব ! দুস্মুখেব মুখ হতে এবাক্য বজ্র পতিত হলেই অযোদ্ধার সুখ-পর্যন্ত একবারে ভষ্ম হবে ! হয়ত আজ অযোদ্ধা রাম শূন্য হবে—নয় রঘুকুলের রাজকুমারীকে আজ জন্মের মত হারাতে হবে । হা হতভাগ্য দুস্মুখ ! পিতা মাতায় যে তোর দুস্মুখ নাম রক্ষা কবেছিল আজ সে নাম সার্থক কর আর চিন্তা করি কেন, আগে নিষাদের রুতি অবলম্বন করে বিহঙ্গিনী বধের বেলায় বিষাদের ভাব কেন ।

স্বাম —দুস্মুখ নিরবে রইলে যে ! যা শুনেছ অব্যাকুলচিহ্নে

ব্যক্তকর। নতুবা স্মায় ধর্মের নিকট পতিত হবে। কাবণ তুমি এই কার্যের জন্য ব্রতী আছ

দুশ্মুখ।—মহাবাজ, রামরাজ্যে প্রজামাত্রেই সুখী। তবে—
আপনার বনবাস কালে সীতা দেবী রাবণ কর্তৃক অপহৃত হয়ে
অনেকদিন পর্যন্ত দুর্জয় বাবু গৃহে বাস করেছেন, সেই জন্যই
ও জাগে তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করে থাকে

বাম।—ওঃ কি ভীষণ বজ্রপাত। (ক্ষণকাল অবনত মস্তকে
নিস্তব্ধ থাকিয়া) দুশ্মুখ। তুমি আপন কর্তব্য কার্যই করেছ,
তাব জন্য দুঃখিত হওয়া এক্ষণে বিদায় হতে পার

[দুশ্মুখের পস্থান

ওঃ পরগৃহ বাস প্রীজাতির পক্ষে কি ভয়ঙ্কর। আমি পবীক্ষাদি
বিবিধ উপায় দ্বারা সেই পরগৃহ বাসরূপ কলঙ্কেব নিরাকরণ
করলাম” তথাপি দুর্দৈব বশতঃ সেই গীতা চরিত্রের কলঙ্ক সন্দেহ
উদ্ভূত কুকুর বিষের স্মায় আমার সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইল। হায়, এখন
কি কর্তব্য অথবা আর কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনাই কি, প্রজা-
রঞ্জনকেই যখন জীবনের প্রধান ভিত্তিতে গ্রহণ কবেছি, সূর্য্য-
বংশীয়গণের সনাতন ধর্ম বলে জেনেছি, রাজ্যভার গ্রহণকালে
যখন প্রজারঞ্জনপূর্ব্বক বাজ্য শাসন করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি
এইমাত্রেই যখন মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবের
আদেশ শিবধার্য্য বলে শ্রীকার কবেছি। তখন তাব অন্য বিবেচনা
কি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কবে কি অকলঙ্ক সূর্য্যকুলে কলঙ্কার্পণ করব।
যিনি আমার বিমাতা কৈকেয়ীর নিকট প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হয়ে
আমাকে বনবাস দিয়ে পুত্রশোক প্রাণ পরিত্যাগ করে-
ছিলেন, তথাপি প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেন নাই। আমি সেই
পিতাব পুত্র হয়ে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করব বাগের জীবন মত্তে
তা হবেনা, সীতা নির্দগমই এখন শেষ সিদ্ধান্ত হা। আমি কি

চণ্ডাল মাংস বিক্রেতা যেমন গৃহ পালিতা বিহঙ্গিনীকেও বধ কর্ত্তে কাতর হয়ন, আগিও তেমনি হৃদয় পিঞ্জরেব পালিতা বিহঙ্গিনীকে ছলনা ক্রমে জন্মের মত অরণ্য পাথারে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছি হ ! আমি কি অস্পৃশ্য চণ্ডালাধম ! আর আমি প্রিয়াকে স্পর্শ কব্বার যোগ্য নই ! আর চিরবিমুদ্রা সতীব দেহ স্পর্শ কবে কলঙ্কিত কব্বনা, (উকদেশ হইতে সীতার মস্তক ভূমিতে বক্ষা করিয়া কর ধারণপূর্বক) প্রিয়তমে যজ্ঞভূমি-মস্তুতে । চিব বনবাস সহচরি আজ চিবজীবনেব মত—এজন্মের মত হতভাগ্য রামকে পরিত্যাগ কব । আজ নৃশংস বাম তোমাকে চিববিষাদ সিন্ধুতে বিসর্জন দিবাব জন্ম নিশাদ রুতি অবলম্বন করেছে । আর এ চণ্ডালকে স্পর্শ ক'ব না হা মতি । হা রামগয় জীবিতে অশুভক্ষণে তুমি চন্দনতরুদ্রমে বিষরক্ষকে আশ্রয় কবেছিলে । এতদিন রত্নহাবদ্রমে যে কালসর্পকে কঠে ধারণ কবেছিলে আজ তোমায় সেই কঠস্থিত কাল ভুজঙ্গ নিদ্রিতাবস্থায় তোমার মস্তকে দংশন কব্বতে উদ্যত হয়েছে । হা মাত অরুক্ষতি হা দেব বশিষ্ঠে হা ভগবান বিশ্বামিত্র । হা তাতঃ জনক । হা মাত কোশল্যা । হা পরমোপকারী লক্ষ পতি মিত্র বিভীষক । হা মখে স্মৃগীর প্রাণামিক পবন-কুমাব । একবার এসে দেখ । আজ ছুবাঝা বাম তোমাদের কি সর্কনাশ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছে । হা জীবনদোসব লক্ষণ । তুমি যে সীতার জন্ম পূর্ণ চতুর্দশ বৎসর অনশনে অনিচ্ছায় অতিকষ্টে অতিবাহিত করেছ, যাব জন্ম—যে জানকীর উদ্ধাব জন্ম রাবণ নিক্ষিপ্ত শক্তিংশেল বক্ষে ধাবণ করেছ, আজ চণ্ডালাধম রাম,সেই নবুকুলেব কুল-লক্ষীকে জন্মেরমত বিসর্জন দিতে উদ্যত হ'য়েছে । হা আদিদেব আদিত্য । তুমিই নম্বুবংশের পিতা, তুমিই এ চিরপবিত্র বংশের অদি পুরুষ, তোমার এমন পবিত্র

কুলের কুল পাংশুল রামের এ চণ্ডালাধম আচরণ আর কতক্ষণ দর্শন করবে। আর এ কুলপাংশুলকে তোমার পবিত্র কুল কলঙ্কিত করতে ধরাধামে রেখনা, এখনি—এই মুহূর্ত্তে ভস্ম কর, কিম্বা দয়া কবে এই আশীর্বাদ কর। আমাকে বনবাসে পাঠিয়ে আমার পিতা যেমন প্রাণত্যাগ কবেছেন, তেমনি সীতা নিকীর্ণনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন, এ মতী-পত্নী-ঘাতী বামের পাপ দেহেব পতন হয়।

[চক্ষুতে অঞ্চল দিয়া প্রস্থান

সীতা।—(নিজা ভঙ্গীতে চক্ষু মার্জ্জন পূর্ব্বক) ভাল কাজ করি নাই, চিত্রপট দেখতে দেখতে তোমার উরুদেশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ছি ছি। বড় অম্মায় কৰ্ম্ম কবেছি না আর ঘুমাব না তোমার কষ্ট হবে, (উত্থান পূর্ব্বক) কৈ প নাগ আমাকে একাকিনী রেখে চলে গিয়েছেন, এমন কেন হলো। আবার কি কোন অপরাধ করেছি, দেখি কোথায় গেলেন, ঐ যে আশুছেন, একটু বাগ কবে থাকুব মনে কল্পেগ তাও বুঝি পারলেম না

(রামচন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ।)

রাম —জানকি। তোমাকে একটা কথা বলতে এলেম (অধোবদনে দণ্ডায়মান)

সীতা —কেন নাথ। অকস্মাৎ এমন ধাৰা অধোবদন হ'য়ে বইলে ? আমি কি কোন মন কষ্টেব কত কথা বলেছি।

রাম।—রাম-হৃদয় বিনোদিনী। যে কথায় রামের হৃদয়ে বেদনা বোধ হবে সে কথাত তুমি কখন শেখ নাই।

সীতা —তবে এমন ধাৰা অধোবদন হলেন কেন ?

রাম —তুমি যে এইমাত্র বলছিলে যে, মনে ক'রেছিলাম রাগ ক'রে থাকুব, কিন্তু থাকতে পারেনি না, জানকি। মহাশয় তেঁমার অভিমানের কারণ কিছুই স্মরণ করতে পারিনি। তাই সেই বিষয়ই চিন্তা করছি।

সীতা ।— মনে কবে দেব ? চিত্রপট দেখতে দেখতে আমি নিদ্রিতা হ'লে কি অবস্থায় আমার রেখে গিয়েছিলে বল দেখি ?

রাম ।—হঁ, তোমাকে মে অবস্থায় একাকিনী রেখে যাওয়া অন্তায় হ'য়েছে, অবশ্য সেজন্য অভিমান ক'রতে পার, কিন্তু জানকি ! তুমি নিদ্রিতা হলে, আমি অনেকক্ষণ ধবে অনেক বিষয় চিন্তা করলাম ; আমার জীবনের কার্য্য পবম্পরা পর্য্যায়-ক্রমে আলোচনা ক'বে দেখলেম যে, আমি তোমার ন্যায় পতি পরায়ণা ধর্ম্ম-নিরতা সতীব নিতান্তই অযোগ্য পতি কণ্টক তরু কখন কল্প লতার আশ্রয় যোগ্য হ'তে পারে না ।

সীতা ।— কেন কেন নাথ তুমি গীতার পক্ষে অযোগ্য পতি কিসে ? আমি কত জন্ম সাধনা ক'বে তোমার ন্যায় গুণেব আধাব পতি লাভ ক'রেছি । তুমি আমার আবাধ্য ধন, ইহলোকের আশ্রয়—পরলোকের পরম দেবতা ; বাঞ্ছা ফলদাতা রাম যদি “কণ্টকতরু” তবে কল্পতরু কে ? আমি বাঞ্ছা কল্পতরু বাগ-পদমূলে আশ্রয় পেয়েছি প্রার্থনা করি জন্ম জন্ম যেন এই তরুর ছায়াতেই স্থান পাই জগদাভিরাম রাম যার পতি, তার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে ? দৈব চক্রে যা ঘটেছে তা স্মরণ ক'বে আর মনকে ব্যাকুলিত ক'রবেন না ; এখন জিজ্ঞাসা করি আমার কাছে যে কথাটি প্রতিক্ষত হ'য়েছিলেন, মনে আছে কি ?

রাম —জানকি চিত্তের চঞ্চলতা প্রযুক্ত আমার স্মরণ পথে কিছুই নাই, কেবল ভবিষ্যতের অন্ধকারগর্ত হ'তে আমার ভাগ লিপির একটা বিকট ছায়া মাত্র চক্ষের উপর নিয়তই নৃত্য কবছে সুতরাং কোন কথাই স্মরণ পথে আসছে না ; কি কথা জানকি

সীতা ।—সহস্র তোমার মন এমন অসুস্থ হলো কেন আগে মনকে সুস্থ কর তার পর বল

নাম ।—আর স্নুহ ! শিরে নর্য দংশন কবলে তার আবার জীবনের আশা ! কি ব'সনা বল জানকি ?

নীতা ।—মেই তপোবন—মেই মুনিপত্নী দর্শনে যাবার কথা । আপনি সঙ্গে যাবেন ত ?

রাম ।—হাঁ প্রিয়ে আরও হলো । তা মেজন্তু চিন্তা কি ? সম্ভবেই মে সাধ পূর্ণ হবে, তুমি মুনিপত্নীগণকে বিতরণে জন্তু মে সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার বেখেছ, মেগুলি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ কর, কল্যই তোমাকে তপোবন দর্শনে প্রেরণ করব । এখন তুমি অস্তঃপুল মধ্যে যাও ।

[সীতার প্রস্থান]

সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

সুমন্ত্র —মহারাজ, আপনার চির প্রতিপালিত স্নমন্তের অভিবাদন গ্রহণ করুন ।

রাম —আর্য্য সুমন্ত্র আপনি আমার পিতার মন্ত্রী, রঘুকুলের চিবহিতাকাজ্ঞী মিত্র, আপনি আমার পিতৃ কল্প, দেব বশিষ্ঠের ন্যায় উপদেষ্টা ; আপনি শৈশবাবধি আমাকে রাগচন্দ্র বলে সম্বোধন করেছেন, আজ আবার নূতন করে মহাবাজ সম্বোধন কেন ! আপনি আমাকে পূর্বেই ন্যায় বাগচন্দ্র বা রামভদ্র বলেই সম্বোধন করবেন ।

সুমন্ত্র —(স্বগতঃ) আহা ধন্যরাম এই শুণেই তুমি জগৎকে বাধ্য করেছ । আজ আমার জীবন ধন্য—দেহ ধারণ ধন্য । এত দিনে আমার রঘুকুলের দামত্বকে চরিতার্থ জ্ঞান কবলাম ।

লক্ষ্মণ ।—আর্য্য আপনার দাম লক্ষ্মণ আপনাকে প্রণাম করছে ।

রাম —প্রাণাধিক সৌমিত্র তোমার সর্বাঙ্গিন কুশলত ? আর কোনরূপ মানসিক বা দৈহিক কষ্ট নাইত ?

লক্ষ্মণ —যে দিন পাণ্ডিষ্ঠ রাবণ বংশ ধ্বংস কবে, রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র অযোধ্যাব সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন, যে দিন চির আশা-সত্যের ফল স্বরূপ বাম গীতাব মস্তকে বাজছত্র ধারণ করে যুগলরূপেব পদপূজা কর্ত্তে পেয়েছি, সেই দিনেই লক্ষ্মণের সকল দুঃখের শাস্তি হয়েছে

সুমন্ত্র —রামচন্দ্র । সম্প্রতি দুঃখের মুখে শুনলেন যুবরাজ লক্ষ্মণকে আব এই অনুগত দাসকে নাকি কি জন্ত আশ্রয় কবেছেন ?

রাম । —আর্য্য সুমন্ত্র

সুমন্ত্র —রাম চন্দ্র “সুমন্ত্র” এই পর্য্যন্ত বলেই যে অধোবদন হলেন ?

রাম —তুমি কি বিষ বৈজ্ঞানের নিকট শোন নাই, যে সর্প উন্নতমস্তকে দংশন কবে, তাব বিষবির্যা সামান্য মন্ত্র ঔষধিতেই বিনষ্ট হয়ে থাকে, আর সে বিষেব চিকিৎসাও বিষ বৈজ্ঞান অসাধ্য হয় না, কিন্তু যে সর্প বক্রমুখে—নত মস্তকে দংশন করে, তার বিষে আর নিস্তার নাই । এ রামরূপ কালসর্পও আজ অযোধ্যাবাসী-গণকে সাংঘাতিকরূপে দংশন কর্ণব জন্তই নত মস্তক হয়েছে ।

সুমন্ত্র অপরকে সুখী কবা কষ্টনাধ্য, কিন্তু দুঃখের ভাগী কর্ত্তে সকলেই সক্ষম দুর্ভাগ্য জনেব সংসর্গও সংক্রামক । কৰ্ম্ম-নাশার অপবিত্র শ্রোতে মিলিত হলে, পুণ্য তোয়া ভাগীরথী শ্রোতও যে অপবিত্র হয়ে থাকে, বাম সন্মিলিতা সীতাই তাব প্রত্যক্ষ প্রমাণ সুদ্ধ নীতা কেন ? মাতৃগণ, ভ্রাতৃগণ, স্বজন মিত্র পুরবাসী দাস দাসী এমন কি পুণ্যাশ্রমবাসী বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের পর্য্যন্ত ভাগ্য-শ্রোত এই হতভাগ্য রামেব কৰ্ম্মফল রূপ কৰ্ম্ম নাশার সঙ্গে মিলিত হয়ে অপর দুঃখের সাগরে পতিত হচে । সুমন্ত্র বড় অশুভক্ষণেই প্রজ্ঞা রঞ্জন ভ্রতে দীক্ষিত

হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ কবেছিলাম। মনে কবেছিলাম, আজ নিরীশেষে প্রজা পালন কবে পিতৃরাজ্যেব সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করব। ঈর্ষন ধরা যে কলুষিত চবিত্রা বলে রাজলক্ষ্মীকে বিসর্জন দিতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নাই

সুমন্ত্র ।—রামচন্দ্র ! তুমি সূর্যবংশের সুমন্তান। রাজনীতি ধর্মনীতি যাব সর্বদা আলোচ্য, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ যাব উপদেষ্টা তাঁকে উপদেশ দেওয়া আগার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে বাহ্যল্যমাত্র। সীতা দেবী বাবণ-হতা হয়ে অনেক দিন রাক্ষস গৃহে বাস কবেছেন বলে, অযোধ্যাব প্রজাগণ সীতা চরিত্রে সন্দেহ বশতঃ আপত্য উত্থাপন কবেছে ; সেই লোকাপবাদ ভয়ে তুমিও পতি পরায়ণ। সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছ। এই কি জগদাভিরাম রামের কর্তব্য কর্ম্য। এই কি ব্রহ্মের সেই কর্তব্যাপিনী বিচাব শক্তির পরিচয়। অলীক লোকাপবাদ ভয়ে কুল-লক্ষ্মী সীতাকে অকারণে পবিত্যাগ করলে, এ আনন্দের আধার অযোধ্যাব অচলা রাজলক্ষ্মীও সেই সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করবেন। সেইজন্ত মিনতির সহিত প্রার্থনা কবছি, সাধে সাধে সাধের প্রতিমা বিষাদের সাগরে বিসর্জন দিয়ে আনন্দের ধাম অন্ধকার করোনা।

গীত ।

রাম ত্যজ এ বাসনা সম্ভ্রতি

কেন সন্দেহ, হৃদে স্থান দেহ,

জানি বিদেহ কত সীতা সাধবা সতী ।

তিনি ত্রিজগৎ প্রশংসিতা,

অপাপ পরশিতা,

ধন্য গণ্যা ত্রিলোক মায়া সীতা—

সেই সূক্ষ্ম স্বর্ণ লতাবে,

কেমনে অকাতরে,

বন-পাথারে ভাসাবে রঘুপতি

রাম ।—সুমন্ত্র । তুমি অতি বহুদর্শী, সূর্য্যকূলের পুত্রাতন মন্ত্রী, যদিও বর্তমান ক্ষেত্রে কুলগুরু বশিষ্ঠদেব উপস্থিত নাই, তথাপি এ হৃদয়ের সম্পূর্ণ সাহস আছে যে, সুমন্ত্র সত্তে সুমন্ত্রণা লাভে বঞ্চিত হবনা । আমি এই দুর্ভাগ্য রাজ্যভার গ্রহণ কবেছি মাত্র ; কিন্তু মর্কটবিষয়ে সমদৃষ্টি বেখে, ধর্ম্মানুসারে রাজকার্য্য পরিচালনের ভাব আপনাদের উপবেই নিহিত । অর্ণব যান আবোহীগণকে বুকে ক'রে বহন করে বটে, কিন্তু উপযুক্ত কর্ণধারের সাহায্য ভিন্ন অকূলে কুল প্রাপ্ত হওয়া দূবে থাক ববং প্রতিকূল জ্যোতে পতিত হয়ে নিমগ্ন হবাবই সম্ভব । এবিপদ তবঙ্গে কর্ণধার হ'তৈ তোমরা ভিন্ন আব কেউ নাই ? সেই জন্তই আহ্বান কবেছি তুমি জান সীতা অপাপ স্পর্শীতা, সীতা নির্মল চবিত্রা, পবিত্রা সতী-কূলেব শীর্ষ স্থানীয় আমিও ত জানি, অগ্নিপবীক্ষাকালে তাব প্রত্যক্ষ পবীক্ষাও পেয়েছি । কিন্তু জনপদবাসী প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে যে মন্দেহাকুব বদ্ধমূল হয়েছে, তাব উৎপাটনের উপায় কি ? রাজ্যভার গ্রহণ কালে প্রজাবজ্ঞান পূর্ব্বক রাজ্যপালন ক'রব ব'লে সত্য বদ্ধ হয়েছে, এবং সত্য রক্ষাই সূর্য্য বংশের সনাতন ধর্ম্ম জেনে, রাজ্যভার গ্রহণ কালেই আমি সেই কুলধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছে, স্বর্গগত পিতৃদের সত্যধর্ম্ম বক্ষাব জন্ত আমাকে বনবাস দিয়ে পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করেছেন, তথাপি সত্যপথ পরিত্যাগ করেন নাই ; আমি সেই সত্যপরায়ে পিতার পুত্র হয়ে, সত্যভঙ্গ পাপে পবিত্র সূর্য্যকূলে কলঙ্কার্ণণ ক'রব । সীতা পরিত্যাগে পরাঙ্মুখ হয়ে প্রকৃতি বর্গেবনিকট অসতী-গামী জ্ঞেয় ব'লেপরিচিত হব । সুমন্ত্র । সীতা শোকে যদি জীবন পর্য্যন্ত বিগর্জ্জন দিতে হয় সেও কর্তব্য । তথাপি সীতা গৃহে রেখে জ্ঞেয়তাপবাদের সহিত সত্য ভঙ্গ জন্ত মহাপাপের ভার কখনই বহন ক'রতে পারবনা । জানি, সীতা বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করে, হৃদয়

মন্দিরের চিবপ্রতিষ্ঠিত অমল স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জন দিলে, শত্রু মন্দির শীঘ্রই ভগ্ন হবে, গীতা নির্ক সনের সঙ্গে সঙ্গেই নামঞ্জীব-
নের অবসান হবে। কিন্তু সুমন্ত্র লোকাপব দ জ্ঞাত ঘোব কলঙ্কভান
বহন অপেক্ষা, সে মৃত্যুও বামের পক্ষে শতগুণে মঙ্গলজনক
এক্ষণে গীতাকে নির্কাসিত কব ই আগাব মেম সিদ্ধান্ত। তোমরা
রথ ওস্তত করে মতবে গীতাকে তপোবন দর্শায়নচ্ছলে বাগ্মিকীর
তপোবনে পরিত্যাগ করে এস, এসম্বন্ধে সদাসদবিচার বা মতামত
প্রকাশের প্রয়োজন নাই। শীঘ্র রথ প্রস্তুতে অনুমতি দাও

সুমন্ত্র —বাজ আজ শিবধার্য যখন অবিচার্যরূপে বাজ-
আজ্ঞা পতিপালনই ভূতাব নিত্য কর্তব্য, তখন মে সম্বন্ধে মতা-
মত প্রকাশ নিতান্তই অবৈধ। কিন্তু বাসচন্দ্র! প্রবল চিত্তবেগ
মধুরণে সক্ষম না হওয়াতে আবও কিছু বলতে বাসনা হ'চ্ছে,
ক্ষমা কববেন এক্ষণে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। প্রজা-
বঞ্জন আব সত্য পালন, এই দুইটিই সূর্য্যবংশের সনাতন ধর্ম,
আর ওক আজ্ঞা প্রতিপালন কি, কর্তব্য ভ্রত মধো পরিগণিত
নয়। প্রজাপুঞ্জের মনোবঞ্জনের জন্য গুর্ভবতী পতিপবায়ণ বনিতাকে
বনবাসিনী ক'রে—সেই জডাধুবাসী অপাপম্পশী জীবের মহিত পতি
রতা পত্নী প্রাণে বিনাশ কবাই কি সুনির্মল সূর্য্যকুলের সনাতন
ধর্ম? এই কিছুক্ষণ পূর্বেই মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট, কোশল্যা
মাতৃগুণের—অরুন্ধতী প্রভৃতি ধর্মি পত্নীগণের এবং বশিষ্ঠাদি ধর্মি-
গণের আজ্ঞা প্রাণপণে প্রতিপালন কব ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়েছ,
নাথ্যমতে গীতার মনোবঞ্জনে—আর যখন যে সাধ ক'রবেন সেই
সাধ পূরণে অঙ্গিকার ক'বেছ, সে ঋষি বাক্য—সেই মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন
কবলে কি রাম-চরিত্র কলুষিত হবে না। বিশেষতঃ জাম ভু যজ্ঞ
দর্শনে গমন কালে, দেবী কোশল্যা তোমাকে বাবস্বাব বলে গিয়ে-
ছেন, যে কুলবধু গীতার প্রতি যেন সর্বদা দৃষ্টি থাকে, গর্ভাবস্থায়

শোক, দুঃখ, দুঃশিচুতা যেন কোনরূপে অন্তরে স্থান না পায়, সীতা-
চিন্তা বিনোদনের পক্ষে যেন বিশেষরূপে লক্ষ্য থাকে, সে সকল
গুরুবাক্যের মর্যাদা কি এইরূপে রক্ষা করা হলো। কঠোর অরণ্য-
বাস কষ্টে যদি গর্ভবতী সতীব কোনো সর্কনাশ ঘটে—যদি সেই
নির্দে'ম জড়াব'য়ুগী জীবের কোন অনিষ্ট প'ত হয়, তাহ'লে "র'ম-
নাগে পা'পস্পর্শ করবে কি না জানি'না, কিন্তু রাম হ'তে রঘুকুলের
এ কলঙ্ককীর্তি চিরদিন অক্ষয় থাকবে। সেইজন্য বিনয় সহকারে
বলছি, সদাসত বিবেচনা পূর্বক যে কর্তব্য হয় অনুমতি ক'লেই
কৃতার্থ হই।

রাম।—সুগত। সকলই জানি—সবই বুঝি। নিবপরাধিনী
সীতাকে অরণ্য বাসিনী ক'লে, সেই কঠোর কানন-বাস-কষ্টে যে,
সতীর সর্কনাশ হবে আমাকেও যে জগতে পত্নীপুত্রঘাতী নাম
এহ' ক'রতে হবে তাও বুঝি, সমস্তই বুঝি, তথাপি সত্যপালন—
প্রজারঞ্জনই বাম জীবনের প্রধান ব্রত সুতরাং আব কোন
প্রতিবাদ উত্থাপন না ক'রে অবিচার্যরূপে আমার প্রিয় কার্য
সাধন কর।

সুগত।—(স্বগত) যতই প্রতিবাদ করি, রামের চিন্তাবেগ আর
পরিবর্তিত হবে না। তা হ'লে যে, বাক্য-বাক্য ব্যর্থ হবে। (প্রকাশ্যে)
রামচন্দ্র। সীতাদেবীকে নির্দাসিতা ক'রাই যদি স্থির হ'লো, তবে
অন্তের প্রতি রথ প্রস্তুতে অনুমতি প্রদান ক'ব। এ রূক অবস্থায়
আর গুরু ভার বহনে সুগতের সাধ্য নাই চির জীবন তোমার
পিতার রথে স রথি'জ ক'বেছি, কত মহাযুদ্ধে জীবনের প্রতি লক্ষ্য
না ক'রে, লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ সেনার লক্ষ্য অস্ত্র বক্ষ বিস্তার
পূর্বক ধারণ ক'রেছি। অলক্ষ্য ভাবে রথ চালনা ক'রে অস্ত্রের
লক্ষ্য ভ্রষ্ট ক'রেছি, কিন্তু বার্ক্যবশতঃ জরার আক্রমণে আর
সে সাধ্য নাই। মনে ক'বেছিলেম যৌবনে মহারাজ দশরথের

সথে সারথি হ'য়ে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছি, আবাব বার্ককো মখন
সারথিতে অনমর্থ হব, অথচ এ দেহ রণও জীর্ণ হবে, তখন এ সার-
থিও পরিত্যাগ ক'রে এ সারথীর্থ রাগপদাশ্রয়ে পতিত থেকে
জীবনের শেষভাগ অতিব হিত কর'ব, আর শেষের সেই ভীষণ
শমন সংগ্রামেব দিন উপস্থিত হ'লে, এই যড়যন্ত্র যে জিত দেহ
সথে এ দাশরথিকে সারথি করে রাগনাম অগে য শব ধাবণ পুর-
সর শমন সমবে অগ্রসর হব তাই বলি, এ রুদ্ধ কালে আর
কোন গুরুভার অর্পণ ন কবে, ভার হরণ পুরসরঃ এ কর্মক্ষেত্রের
কর্মভাব হ'তে অবসর প্রদান কব

গীত ।

বার্ককো দুর্বল অসাব অতি সারথি ,
দিওনা রাম এ গুরুভার, তব ভারতী ভাব অতি ।
করিতে আব সারথিও, সাধ্য নাই এ সারথির ত,
সার এখন এ সারথীর্থ রাগপদ অগতির গতি ।
বথী হ'বে মম বথে, জিনেছ কত দৈরণে,
অন্তে যেন দেহরথে হয়ো দাসরথি রথী

বাম —(স্বগতঃ) হ বামের আয় এমন নিষ্ঠুর চণ্ডাল
জগতে আব কে আছে যে, অকাতবে সেই সবলাবালা সীতাকে
নির্কাসিতা কব্বে সম্মত হবে ? (একাশ্রে) ভাতঃ লক্ষণ । ভূমিত
এমে পর্যন্তই চিত্র পুতলিকার আয় দাঁড়িয়ে আছ, কোন কথাই
যে শুনতে পাচ্ছিনে

লক্ষণ —লক্ষণ আবার চিত্র পুতলিকা নয় কবে ? লক্ষণ যদি
চিত্র পুতলিই না হবে, তা হ'লে যে মুহূর্তে সীতা নির্কাসনের কথা
কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে, সেই মুহূর্তেই তার পাপদেহ ভস্ম
পরিণত হ'তো বামেব ক্রীড়ান পুতুল হ'লে এমনি— একা আমি

কেন, এ জগৎ সংসারই র মেন কীড়ান পুতুল এ কীড়ান পুতুল, নিয়ে কখন কীদাচ্—কখন হাসাচ্ কখন রাজ করছ—কখন পথের ভিখারী মাজাচ্। কর রাগ! তোমার মনে 'যা আছে তাই কর, এ দেহ মখম চিবদিনের গত বাগ পদে বিক্রয় ক'লেছি, ব'স দাসত্বই মখন জীবনের একমাত্র কর্তব্য ভ্রত ব'লে এ মহাব্রতে দীক্ষিত হ'য়েছি, তখন এ কীড়ান পুতুলকে নিয়ে যে ইচ্ছা খেলতে পার এ পুতুল ভাগতেও ভুগি, গড়তেও ভুগি আমি পিতা জ নি নাই—মাতা জ নি নাই, বন্ধু—ভ্রাতা—স্বজন—সম্পদ সব পরিত্যাগ ক'বে একমাত্র বামপদই ইহ পরলোকের মঙ্গল ব'লে জেনেছিলাম। রাগই এ ভূমিত চাতকের—নবীন জলধর, নয়ন ঢেকেবেন—পূর্ণসুধাকর। লক্ষ্মণের মন চিরদিনই ঐ বাম-পদ ফুল-কমলের মধুকর হ'য়ে চিরানন্দরূপ মকরন্দ পানে আনন্দিত হবে মনে ক'রে এ বামদাসত্ব ভ্রতে ভ্রতী হ'য়ে ছিলেম, অথেষ্ট যদি জানুতেন যে, জীবন শুকাল পর্য্যন্ত এ দাসত্ব ভ্রত পালন ক'রেও রাগ হৃদয়ের অঙ্ক পাবনা, রাগ হৃদয়ে এত কপটতা,—এত চাতুরী এ যদি পূর্বে জানুতেন। তাহ'লে কি শান্তিধাম-নিলাচল জমে আগ্নেয়গিরির আশ্রয় গ্রহণ ক'রে এগন ধারা দক্ষ হ'য়ে ঐশ্বর্য হারাতেম আমি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে যে জগদ্বন্দির জনকনন্দিনীর পদ পূজার জন্ত চতুর্দশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় অতিবাহিত ক'রেও সুখের পরাকর্ষী জাত ক'রেছিলাম—যে মীতর জন্ত বিষম নাগপাশ বন্ধন অকাতবে গছ ক'রেছিলাম, যার জন্ত বিষমর শক্তিশেলের বিষম যাতনা গছ ক'রতে কাতর হৈ নাই, সেই মীতাকে বিনাদোমে নির্কামিতা ক'রবেন—দাবদধা কুরঙ্গিনীকে খোর অধিমুখ হ'তে উদ্ধার ক'রে, আবার প্রাক্কলিত অনল রাগিতে নিম্বেপ ক'রবেন, এ যদি আত্মগো জানুতে পারতেন, সে শক্তিশেল হ'তে উদ্ধার হ'য়ে আবার এ

শক্তিশেল বক্ষে ধারণ ক'বতে হবে, এ কথা যদি পূর্বে বুঝে নেই। তাহ'লে কি আর ইচ্ছাজিৎ বধেব জন্ম পূর্ণ চতুর্দশ বৎসর কাল অনমনে অনিদ্রায় থেকে সেই সকল অসহনীয় যাতনা অকাতরে সহ্য ক'বতেম। একদিন স্বর্ণলতা জড়িত নিল চলের স্তায়—স্থির দামিনীশোভিত জলধরের স্তায়, বাগ সীতাব যুগলরূপ দর্শন করে, নয়ন যুগলেব চবিতার্থতা— জীবনের মার্থকতা সম্পাদন ক'র্ব আশাতেই, সকলদুঃখ—সকলকষ্ট—সকল যাতনা অকাতরে সহ্য ক'রেছিলাম। এতদিনে সেই চিরবোপিত আশা লতায় ফল ধারণও ক'রেছিল, কিন্তু সে সুখময়ফলভোগ লক্ষণের ভাগ্যে ঘটেবে কেন? লক্ষণের সুখ রামের প্রাণে সহ্য হবে কেন? তাহ'লে যে বৈমাত্রেয় হিংসার নামই লোপ হবে। যে দিনে বিমাতা কৈকেয়ী রামের প্রতি বৈমাত্রেয় বাদ সাধন ক'রেছিলেন, রামও সেই দিন হ'তে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন যে, বিমাতৃ পূজগণকে আর সুখী হ'তে দেব না। আজ লক্ষণকে দিয়েই তার পরীক্ষা দানে উদ্যত হ'য়েছেন। তা না হবে কেন? বৈরনির্যাতনই রাজধর্ম। এই সূর্য্যবংশে যে মহাত্মা জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, তিনিই জগতে একটানা একটা কীর্তি বেখে গিয়াছেন। সগবের কীর্তি—সাগর, ভগীরথের কীর্তি—ভাগীরথি, আর দাশবথি রামের কীর্তি—নির্ঝামনচ্ছলে গর্তুবতী সতী পত্নীর প্রাণ বিনাশ ধন্য রাম। ধন্য তোমাব চাতুরী। সূর্য্যবংশে যে মহাত্মা যে কীর্তিই রেখে জানু, কালে হয়ত সব লোপ হবে, কিন্তু এ সীতা-নির্ঝামনরূপ রাম কীর্তি জগতে চিরদিন অটল অক্ষয় ভাবে বিরাজিত থাকবে।

গীত

তোমার এযশ গীত গাবে জগৎ-জনে
সূর্য্যকুল কবিলে ধন্য যে পুণ্য অর্জনে

যে জগেছে সুপুত্র সূর্য্য কুলে,
 অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছে ভূতলে,
 সগরের কীর্ত্তি ভাবতী, (মাগররূপে জগৎ ব্যাপ্ত হে.রাম)
 ভগীরথের ভাগীরথি, তব কীর্ত্তি দাসরথি জানকী বর্জ্জনে
 - কত স'ধে বরে পূজ'র ত'য়ে'জন,
 না হ'তে অর্চনা মাপ, দিতে হবে বিসর্জ্জন,
 জগতে অকীর্ত্তি বরে, যাব অনন্ত রৌরবে,
 (মাতৃহস্তা আমার বলবে সবে) (আমার পাপের শাস্তি নাই হে রাম)
 নারকী বলিবে সবে লক্ষ্য হুজ্জনে

বাম।—প্রাণাধিক সৌমিত্রি ! সত্য বলেছি, আমি চিরদিনই তোমাদের সঙ্গে বিবিধ প্রকারে বৈমাত্র্যে ব্যবহার করে আসছি ? আপন অদৃষ্ট গুণে রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী হয়েছি, আর সেই সঙ্গে তোমাকেও দুঃখের সমভাগী কবে সম্যাসী সাজিয়ে বনবাসের সহচর করেছি। প্রাণাধিক জাতা ভারত গৃহে থেকেও সুখ-সন্তোষ-আশ পবিত্র্যাগ পূরক জটা বকুলধারী সম্যাসী মেজে, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত করেছে। আমারই নির্লক্ষ্য তিথ্যে যদিও এবিশাল রাজ্য ভার গ্রহণ করেছিল, কিন্তু কখন বকুলবাস ভিন্ন রাজবসন পরিধান করে নাই—রাজভূষণ সঙ্গে ধারণ কবে নাই—কুশাগর ভিন্ন কখন রাজসিংহাসনে উপবেশন করে নাই। অযোধ্যার শূন্য সিংহাসনে আমার পাছুকা স্থাপন করে, দেবতার স্থায় পূজা করেছে। মিত্য পূজার সময়, ধারা-বিগলিত-চক্ষের জলে সেই পাছুকা স্নান করিয়ে, গুণনিধি জাতা আমার প্রাণিনিধি রূপে রাজ্য পালন করেছে। কিন্তু আমি এমনি দুর্ভাগ্য—এমনি বৃশংস চণ্ডালাধম যে, এমন প্রাণপ্রাতিম জাতৃগণকে একদিনের জন্মও সুখী করতে পার'লেন না। আমি এজীবনে অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি সত্য, কিন্তু কি গৃহবাসে—কি সম্যাসে, যখন—যেখানে—যে ভাবেই গত করেছি,

সে সম্পূর্ণ দুঃখের অবস্থা হ'লেও কেবল তোমার ভ্রাতৃ-
পবায়ণ ভ্রাতাকে চিরমহত্ব পেয়েছিলেন বলেই, সে দোষ দুঃখের
দিনও স্নেহে অতিবাহিত করেছি কিন্তু লক্ষণ বড় দুঃখের
কথা জন্মাবধি যে ভ্রাতা মুহূর্তের জন্যও রামবাক্যের প্রতিবাদ
করে নাই, যখন সে আদেশ করেছি, সদাসত বিচার না ক'রে
শিরদ্বার্য্যপূর্ব্বক অবিচার্য্যরূপে যে, সেই আদেশ পালন করেছে, সে
লক্ষণ একদিন জু ৩ সেবাব জন্য, পিতৃসেব পরিত্যাগেও পবায়ণ
হয় নাই, আজ সময় দোষে, সেই লক্ষণ রামবাক্যের বিরুদ্ধবাদী।
সীতা নির্কাসনের সঙ্গে বামের মৌভাগ্য-লক্ষী ত্যাগ ক'বে, তাই
সেই মৌভাগ্য-লক্ষীর সঙ্গে সঙ্গেই যে এজগৎ সংসারও রামকে
ত্যাগ ক'বে সুত্রপাতেই তা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছি, কিন্তু লক্ষণ
জন্মাবধি এজীবনে যত কষ্ট—যত যন্ত্রণা পেয়েছি “লক্ষণ রাম-
বাক্যের বিরুদ্ধাচারী” এ দুঃখ সর্ব্বাপেক্ষা মহত্বপূর্ণে গুরুত্ব

লক্ষণ — চতুর্দশবর্ষ অনাহারে—নাগপাশ বন্ধনে—শক্তিশেল
পতনে, মহীদার কত্রীক বন্ধনও হয়ে বধ্য বেশে পাতাল-
পুরে গমনে, যখন যেখানে যত যাতনাই ভোগ করেছি, আজ
শ্রমের মুখে “লক্ষণ রামবাক্যের প্রতিবাদী” এ বাক্য লক্ষণের
শ্রমে তদপেক্ষা শত-মহত্বপূর্ণে যন্ত্রণাদায়ক

রাম — তবে কেন সীতা নির্কাসনে প্রতিবাদ ক'রছ ভাই।

লক্ষণ — প্রতিবাদ করি নাই, তবে একটি আশীর্বাদ প্রার্থনা
ক'রছি, রূপা কবে এই আশীর্বাদ করুন, নিরপরাধিনী সীতাকে
সনাথার বেশে অবধ্যবাসে নির্কাসিতা কবে, তাই যেন হৃ-
দায় লক্ষণকে এ সীতামৃত্যু অযোধ্যায় ফিরে আসতে না হয়,
রাম সীতার বক্ষে রাম-আজ্ঞা-রূপ বিষম বজ্র নিক্ষেপের সঙ্গে
সঙ্গেই যেন লক্ষণের মস্তকে বজ্র পতন হয় আর প্রতিবাদ
ক'রেনা। রাম কার্য্যের জন্মই দেহ ধারণ করেছি, আমার রাম

কার্যের জন্তই পতন হবে। আর সদাগর বিবেচনা কর'ব না। ধর্ম্মাধর্ম্ম, মায়, মমতা, শোক সন্তাপ, হিতাহিত জ্ঞান, কর্তব্য-কর্তব্য বিচার, সব ত্যাগ করলেগ। রামকর্যের জন্ত হৃদয় পাষণময় করলেগ। রাম দাগতের জন্ত চণ্ডালত্ব গ্রহণ করলেগ। এক্ষণে অনুমতি করুন যে আদেশ কর'বেন, চিবদিন যেমন বাম-আজ্ঞা শীরধার্য্য কবে অবিচর্য্য রূপে পালন কবেছি আজও তাই কর'ব।

রাম।—লক্ষণঃ তুমি যেমন রাম কাষ্য সাধনের জন্য হৃদয়কে পাষণময় করলে, আমিও তেমনি লোকাপবাদ কলঙ্কার অপ-মোদন জন্ত, অন্তবেদ বেদনা অন্তবে বেথে—পাষণ হৃদয় পাষণে বন্ধন কবে, নিতাস্ত নিবপবাদিনী জেনেও, সবলা স্বপ্নপ্রতিমা গীতাকে অরণ্য পাথারে বিনর্জ্জন দিতে উত্থিত হয়েছি, আর এই নরাদম রামের পাণে যে, অনোধ্যার রাজলক্ষ্মীও অন্তহিত হবেন, তাও জ্ঞানুতে পেবেছি, মন্দির প্রতিমাশূন্য হলে যেমন সে মন্দিরের ওতি আর মন্দির থাকেন, সুতবাং বিবিধ রক্ষ দি বন্ধমূল হয়ে অচিরেই তাকে ধ্বংস করে; এমন্দিরও তেমনি গীতা শূন্য হ'লে, শোক সন্তাপাদি বিবিধ রক্ষ বন্ধমূল হয়ে যে অচিরেই এ মন্দিরকে ধ্বংস করবে—এই গীতা নির্মাণনই যে বাম-জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক—এই অঙ্কেই যে বামের সংসার-রঙ্গভূমি ব অভিনয় ২ স্ত হবে, তাও জানি। লক্ষণনে সবই জ নি—মকলি বুঝতে পোনেছি। তথাপি সন্তোর জন্ত—অকলঙ্ক সূচ্যকূলে কলঙ্কস্পর্শ ভয়েব জন্ত—প্রজা-রঞ্জনের জন্ত—গীতা নির্মাণনই আমার শেষ সিদ্ধান্ত। এক্ষণে যাও ভাই তপোবন দশায়নচ্ছলে গীতাকে বাল্মীকের তপোবনে পরিত্যাগ করে এসগে পরে এ হতভাগ্যের ভাগ্যলিপি যু' আছে তাই হবে।

লক্ষণঃ । (অগতঃ) তবে গীতা দেবীকে নির্মাণিতা করাই

রামের স্থিরসঙ্কল্প । আজ বনুকুলে শীতা নিকর্মাগনরূপ মহাকীর্তি
স্থাপিত হবে, আর এই হতভাগ্য লক্ষ্মণকে চণ্ডাল রুত্তি অবলম্বন
ক'রে, সেই কীর্তি-স্তুস্ত গঠনের সহযোগী হ'তে হবে । চিরদিন পরমেশ্বর
দেবীর আয় পূজা করে আজ সেই বনুকুলের কুললক্ষ্মীকে জন্মের
মত বিজন-বনপাথাবে বিসর্জন দিতে হবে । ভবনে, বনে, উল্লাসে
উপবাসে চির দিন যার স্নেহরসে প্রতিপালিত হয়েছে, লক্ষ্মণের
চক্ষে দুঃখের অশ্রু বিন্দু দেখলে যার বক্ষে শত শোলাঘাতেব আয়
যাতনা হয়েছে । আজ সেই মাকে—সেই বনুকুল-কমলা—স্নেহের
প্রতিমাকে ছলনাক্রমে বিজন বনে বিসর্জন দিয়ে আসতে
হবে । হা হতবিধে এই করলে, হতভাগ্য লক্ষ্মণের দ্বারার
এই সকল লোমহর্ষণ কার্য সম্পন্ন ক'রবে বলেই কি লক্ষ্মণামের
সেই ভীষণ যুদ্ধে জীবিত বেখেছিলে এই জন্যই কি পূর্ণ চতুর্দশ
বৎসর অনশনে অনাসনে অনিদ্রায় অতিবাহিত করেও এ পাপ
দেহেব পতন হয় নাই হা দেবরাজ তুমি কোথায়, এ মাতৃ-
হস্তার পাপের ভার আব কতদিন সহ্য ক'রবে এখনও এ মহা-
পাতকীর মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ ক'লে না । দেবরাজ । আমি
কবপুটে অকপটে প্রার্থনা করছি—যত শীঘ্র পার তোমার সেই
ভীষণ অশনি প্রহাবে মহাপাতকীর পাপ দেহভন্নে পরিণত কর
দেবরাজ হে, সর্ব দেবের অধিশ্বর হয়ে, অক্লান্ত হইওনা, এই
হতভাগ্য লক্ষ্মণ দীর্ঘ অনশনে বহুকাল অনিদ্রায় কঠোর কষ্টে
থেকে তোমার পবন বৈবি মেঘনাদকে বিনাশ ক'বে, যদি কিছু
উপকার সাধন করে থাকে, তবে সেই উপকারেব প্রত্যুপকার
স্বরূপ এ মহাপাতকীর মস্তকে একবার সেই ভীষণ বজ্র নিক্ষেপ
ক'ব । কৈ দেবরাজ । বজ্রাঘাতে পাপদেহ ভন্না ক'রলে না ।
না তা ক'রনা—দেবরাজ হে বজ্র নিক্ষেপ ক'রনা লক্ষ্মণ পাবে—
বজ্রাঘাত ব্যর্থ হবে বামেব এই ভীষণ শীতা-নিকর্মাগন অ দেশ-

রূপ বাক্য-বজ্রে যে পাপদেহেব পতন হ'লনা, সে দেহস্পর্শ
মাত্রই তোমার সামান্য বজ্র ব্যর্থ হবে । হা পক্ষিরাজ গরুড় ।
একদিন নাগপাশবন্ধনে মুক্ত ক'রে, স'মান্য নাগেব দংশনে বাঁচিয়ে-
ছিলে, আজ যে ব'স দামজরূপ বিষম নাগপাশে বদ্ধ হ'য়ে, কঠোর
রাগাজ্ঞ রূপ কোটী বিষধবেব দংশনে প্রাণ যায় । রক্ষা কর । হাঃ
অবণ্যবাস-সহচর পরম গিত্ গারুড়ি এক দিন মস্তকে গুরুভার
মহাগিরি গন্ধমাদন বহন ক'রে, বাব' নিম্নিগু শক্তিশেলে বাঁচিয়ে
ছিলে, এখন কোথায় আছ,—বাঁচাও ।—এ বাস নিম্নিগু বিষম
শক্তিশেল হ'তে বাঁচাও । গারুড়ি বে একবার এসে দেখে
যাও, আজ দুর্জ্জন লক্ষ্মণ তোমাদেব কি সর্পনাশ ক'বতে উদ্যত
হ'য়েছে । ওবে, যে রত্নেব মায়ায মুক্ত হ'য়ে, লক্ষা দক্ষকালে
আপন মুখ দক্ষ ক'রেও কাতর হও নাই, ভীষণ সমর সিন্ধু
মেচনকবে বহু কষ্টে যে রত্ন উদ্ধার ক'বেছিলে, চণ্ডালাধম লক্ষ্মণ
আজ তোমাদের সেই সমর সাগর মেচন কবা রত্ন, জন্মের মত
বিজ্ঞান পাথারে বিনর্জ্জন দিতে যাচ্ছে । গারুড়ি বে । কোথায়
আছিন্ একবার আয় আজ অযোধ্যার আনন্দ পর্বতে কি বজ্রা-
ঘাত হ'য়েছে দেখে যা । (অধোবদনে উপবেশন)

সুমন্ত্র ।—কুমার লক্ষ্মণ । গাত্রোথান কর, যখন সদাসত বিবে-
চন' পরিশূন্য হ'য়ে, রাম আজ্ঞা পালনই জীবনের কর্তব্যব্রত ব'লে
জেনেছ, যখন সেই "রাম কার্যে অত্যাচার"রূপ মহাব্রতে দীক্ষিত
হ'য়েছ, তখন আব' বাস আজ্ঞার প্রতিবাদ ক'রে কেন ব্রত ভঙ্গ
কর ; আর বিলম্ব ক'র না । চল রাগাজ্ঞা শিবধার্য্য ক'রে, সীতা
দেবীব সঙ্গে অযোধ্যার সৌভাগ্য লক্ষ্মীকে বিনর্জ্জন দিয়ে আসি ।

[সকলের প্রস্থান •

— ১২৩৩ * ১২৩৩ —



দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—গঙ্গাতীর ।

সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

সীতা —দেবব তপোবন দর্শনে যাত্রাকালে, প্রাণেশ্বরের
পক্ষে সাক্ষ্য ক'বে, তাঁরে প্রণাম ক'বে আস্তে পেলেম না ; হাত
গামার উপর কত অভিমান ক'রবেন দেবব নাথ ত বেশ
সন্তুষ্ট হ'য়ে অনুমতি দিয়েছেন ?

লক্ষ্মণ ।—দেবি । তাঁর অনুমতি ব্যতীত লক্ষ্মণ কোন্ কার্য
ক'রতে সক্ষম ? লক্ষ্মণ রাগাক্তা ভিন্ন পদমাত্র গগনেও সমর্থ নয় ।
অথচ জগতে এমন কার্যও নাই, যা বাগের আদেশে লক্ষ্মণের
দ্বারা সম্পন্ন হ'তে না পারে তিনি যেমন অনুমতি দিয়েছেন
লক্ষ্মণও সেই মত কার্যে ব্রতী হ'য়েছে ।

সীতা —আসবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা ন ক'রে আসা
ভাল হয় নাই, সেই জন্যই বোধ হয় মন এত ব্যাকুল হ'চ্ছে ।
প্রাণের মধ্যে কেমন ছুঁ ছুঁ ক'বুছে । তপোবন দেখতে যাব ব'লে
মনে যত আনন্দ ছিল, ততই যেন নিবানন্দ এগে হৃদয়কে অধিকার
ক'রুচ্ছে এমন কেন হ'চ্ছে দেবব

লক্ষণ ।—স্বপ্ন আর্ষা রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই ব'লে নয়, যাজ্ঞিকালে আপনার ভগিনীগণের সেই বিষাদপূর্ণ ভাব দেখে এনেছেন, অথচ মাতৃগণ যজ্ঞ দর্শনে গমন করায়, তাঁদের সঙ্গেও অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই, এই সকল ক বৎ চিত্ত চঞ্চল হ'তে পারে, চলুন মূনিপত্নীগণের সহিত সাক্ষাৎ করলেই মনের অশান্তি দূর হবে, তপোবন আর অধিক দূর নাই, এই পুণ্য মন্দির জম্ববী ; পব পারেই ঐ মহর্ষি বাম্বিকিব তপোবন ।

সীতা ।—দেবর । ঐ কি তপোবন ? তপোনের আর সে আনন্দময়ী—সে শান্তিময়ী ভাব দেখছি না কেন ? কেমন যেন সব শূন্যময় বোধ হ'চ্ছে । মনেব ভিতর যেন 'কেমন ছ ছ ক'রে উঠছে । কেন এমন হ'চ্ছে দেবর ।

লক্ষণ ।—দেবি । দেখুন ঐ সম্মুখেই ঋষি দিগের পবিত্র যজ্ঞ বেদী, আহা লতা মণ্ডিত তাপস তরুটিতে আশ্রয় কুটীবের দ্বারদেশেব কেমন শোভা হ'য়েছে । চলুন এখনি মূনিপত্নীগণের সহিত সাক্ষাৎ হ'বে

সীতা ।—দেবর । যতই তপোবন নিকটবর্তী হ'চ্ছে, ততই প্রাণ কেঁদে উঠছে । স্বদয়ের বন্ধন যেন শিথিল হ'য়ে আসছে । সর্বাঙ্গ কাঁপছে ! দক্ষিণাঙ্গ নৃত্য ক'রছে, চক্ষে জল আসছে । প্রাণকে কিছুতেই স্থির করতে পারছি নে । ওকি দেবর ! তুমিও অধোবদন হ'লে কেন ? ঐযে তোমারও চক্ষের জলে বুক ভেসে য'চ্ছে, হিমা'নি-শিঙ পদ্মের ন্যায় মুখখানি মলিন হ'য়ে আসছে : বল বল দেবর ! নাথেরত আমার কোন অমঙ্গল ঘটে নাই । আর যে আমি স্থির হ'তে পারছি না, প্রাণ গেল বাঁচাও । আমার দিব্য কি হ'য়েছে বল । আর বিলম্ব ক'র না

লক্ষণ ।—দেবি । সর্পশিশুকে সযত্নে প্রতিপালন ক'রলেও, সে সর্পের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম পরিত্যাগ করে না ; যে লক্ষণরূপ

কাল সপ্নকে এতদিন অপত্য স্নেহে লালনপালন কবেছিলেন, সে আজ স্বধর্ম পালনে অগ্রসর হ'য়েছে। মা গো! বলতে হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে, আপনি বহু দিন বাক্ষস ভবনে অবস্থিতি ক'রে-ছিলেন ব'লে, প্রজাগণ আপনার চবিত্তবিসয়ে দোষাবোপ করায় প্রজা বঞ্জন কঠোর ব্রতে দীক্ষিত বামচন্দ্র, সেই পিশাচ ব্রত—কি ধর্মব্রত জানিনা মা, সেই ব্রত বক্ষার জন্য রঘুকুল-লক্ষ্মী মা তোমাকে আজ জন্মের মত বন-বাসিনী ক'রেছেন। আর রাগেব সেই কঠোরাজ্ঞা পালনেব জন্য অযোধ্যাব আনন্দমঠ অন্ধকার ক'রে—টির আবাধ্যা দেবী দয়ার প্রতিমা মা তোমাকে জন্মের মত বন পাথারে বিসর্জন দিতে এসেছি মা। এই হ'তেই আপনার রাম দর্শনের শেষ—হতভাগ্য লক্ষণেরও সে স্মৃতির শেষ। আর যাবনা মা, এমন স্নেহময়ী—এমন দয়ার প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে, আন শূন্য অযোধ্যায় যাবনা। এ যাতনাময় জীবন-ভার বহন ক'রে—এ পাপমুখ দেখাতে সংসারেও আর থাকবনা। আমার ন্যায় পিশাচ—আমাব ন্যায় চণ্ডাল ধম যতদিন সংসারে থাকবে ততদিন কেবল ধবণীকে ভাবাকান্তা থাকতে হবে। যাও মা। ঐ সম্মুখেই ব ল্লিকির তপাশ্রম। যাও।—পুণ্ড্রাশ্রমে যাও! ধর্ম তোমাকে বক্ষা ক'রবেন। আর এই হতভাগ্য লক্ষণকে এই আশীর্বাদ কবে যাও, যেন এই মহাপাতক সংগ্রহ ক'রে, এ সত্য-যাতক লক্ষণকে আর সংসারে থাকতে না হয়, আর যেন জগতে এ দক্ষ মুখ দেখাতে না হয়। তুমি তোমার চিবদিনেব বন্ধু ধর্মকে আশ্রয় ক'বে শান্তিধামে অবস্থিতি কর। আমিও আমার আজীবনেব বন্ধু অমিকে আশ্রয় ক'বে আমাব ন্যায় মহাপাতকীর যোগ্যস্থান নরকের পথ পবিকাব ক'রে চ'লে যাই। এম—আমার টিরবন্ধু অসি। এত দিন তে মার কটিতে ধারণ ক'রে বিপক্ষের উপদ্রব শান্তি ক'রেছি। আজ কঠে আলিঙ্গন ক'বে টির স্মৃতির

শাস্তি করি । এস । আমার অদিগের বন্ধু ।—বিপদের সহায় ।
তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে মাতৃ-হত্যা—আত্ম-হত্যা উভয় পাপের
পাতকীর যোগ্য কি নূতন নরকের সৃষ্টি হ'য়েছে দেখিগে যা ।
দাও—ছুবাঁয়া লক্ষণকে জন্মের মত বিদায়—

(অসি নিষ্কাশন ও সীতা কর্তৃক ধারণ)

সীতা ।—দেবর ! কব কি ? আত্মহত্যা ক'বনা, আমার
ভাগ্যে যা ছিল তাই ঘটেছে । আমি হতভাগিনী আমার কপালে
অনেক দুর্গতি লেখা আছে, নইলে গাঁর তুলনা নাই—গুণের সীমা
নাই—করণাব অস্ত নাই । এমন দয়ার সাগর রামকে পতি পেয়ে,
কেন সেই হৃদয় ভরা প্রেমে—তেমন প্রাণভরা করণায় বঞ্চিত
হব ! দেবর ! এ কারো দোষ নয়, সবই এই জন্মদুঃখিনীর কপালের
দোষ । তোমার অপরাধ কি ? তুমি আমার স্নেহেব পুতুলি ।
গুণের সাগর দেবর ! আশীর্বাদ কবি, যেন তোম'র দাদার পদে
অচলা ভক্তি থাকে । আমি ভগবানের কাছে কায়মনে প্রার্থনা
করি, আবার যদি নারীজন্ম গ্রহণ ক'রতে হয়, তা হ'লে যেন
জন্ম জন্মান্তরে সেই দয়ার সাগর রামকে পতি, আর তোমার মত
গুণের সাগর দেবর পাই যাও লক্ষণ । অযোধ্যায় যাও । নাথকে
আমার প্রাণম জানাইও, তিনি যেন এ টির দুঃখিনীর অপরাধ
ক্ষমা কবেন । মাতৃগণ গৃহে এলে ব'ল, তাঁরা যেন আমাব জন্ম
শোক তাপ না কবেন । যাও—দেবর গৃহে য ও । আমার কথা
নাথ—আমি তোমার কবে ধবে ব'লছি, শোকে অধির হ'য়ে
অযোধ্যার সর্কনাশ ক'রনা । তোমার কোন অমঙ্গল হ'লে লক্ষণ-
গত প্রাণ রঘুনাথের দেহে জীবন থাকবে না । মাতৃগণও শেষ
বয়সে শোকের সাগরে পড়ে প্রাণ হারাবেন । তাই নলি দেবব ।
আমার মত হতভাগিনীর জন্ম, বড় সাধের অযোধ্যা অন্ধকার
ক'রনা । আমার জীবনের শেষ হয়েছে—জগৎ অন্ধকার হ'য়ে

আসছে—সর্কান্ন কাঁপছে। হাঃ—নাথ। মরণ সময়ে এক—বা—র
(লক্ষ্মণের বক্ষে পতন ও মূর্ছা)

লক্ষ্মণ ।—দেবি সর্কনাশ ক'বলেন যাই - ঐ আশ্রম
তরুতলের ছায়ায় লয়ে যাই, দেখি যদি দেবীর চৈতন্য সম্পাদন
ক'রতে পারি।

[গীতাকে বক্ষে লইয়া প্রস্থান

উন্মত্ত ভাবে লক্ষ্মণের পুনঃ প্রবেশ

লক্ষ্মণ ।—হ'লো বামের কার্য্য উদ্ধাব হল। এইবার লক্ষ্মণের
কার্য্য উদ্ধারের সময় উপস্থিত কে স্মৃত্ত। স্মৃত্ত - অলুল। আজ
চিতা অলুল। শোকের চিতা—পাপের চিত — ছুঃখের চিত —
ধূধু ক'বে—হুহু কবে অলুলে' পুড়বে—এই চিতায় পুড়বে।
শোকের চিতায় রাম পুড়বে,—পাপের চিতায় লক্ষ্মণ পুড়বে,
ছুঃখের চিতায় পূববাসী পুড়বে, আর লক্ষ্মণের ক্রোধের চিতায়
রাজ্য-সুধ—গীতা চরিত্রে সন্ধি—কলুষিত চিত পাপাত্মাদের
পাপ দেহ দগ্ধ হ'য়ে ভস্মে মুক্ত হবে। আর মমতা নাই—মায়া
নাই—দয়া নাই—করণা নাই। পাষণ ।—হৃদয় পাষণ হয়েছে।
ঘাতকের হৃদয়—বৃশংগের হৃদয় হ'তে সব চপে গিয়েছে।
চল—অযোধ্যায় চল। আন—রথ স্মৃত্ত। আজ মহা প্রলয়—।
জগতে মহা প্রলয় হবে। “গীতা অমর্তী” এ কথা যার রমনা হ'তে
নির্গত হয়েছে তারই পাপ রমনা ছেদন করে অলস্ত হতাশনে
নিষ্ক্ষেপ করব, জগৎ পোড়াব—রাম রাজ্য স্থাপন করব ॥

[দ্রুত প্রস্থান

স্মৃত্তের প্রবেশ

স্মৃত্ত ।—সর্কনাশ সকল দিকেই সর্কনাশ। গীতা দেবীকে
নির্কাসিত করে, কুমার লক্ষ্মণ শোকে উন্মত্ত—ক্রোধে আত্মহারা
ওঁনি শূন্য। এ ক্রোধায়ি নির্কাস ক'রতে অগ্রসর হওয়া, আর

অনলে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হ'তে যাওয়া সগাম কথ যাই বতদূর সাধা
সাস্থনা ক'বে অযোধ্যায় ল'য়ে যাবাব চেষ্টা কবি ।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গঙ্গাতীর

বাগীকিব শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ ।

১ম শিষ্য — দেখ্ দেখি ভাই গঙ্গা কূলে,
উঠল কেন আগুন অ'লে ?

২য় ।— দূর্ ক্ষেপা ও আগুন নয়,
আগুন কখন শীতল হয় ?
আগুন যখন যেখানে অ'লে,
সেই খানেতেই আলো খেলে ।
এ যে দেখি গজার আগুন,
এ আগুনের একি গুণ .
অল্লো কোথা গঙ্গাতীরে,
আলো হ'লো হৃদ মাঝারে ।

১ম ।— এ আগুনেব এত গুণ ।
কিমে অ'লে ভাই এ আগুন ?

২য় — সাধন পূজন দুখান কাঠে,
ভক্তি জোরে ঘস'বি এঁটে,
বিরাগের ধূস উঠবে যখন,
জানু'বি আগুন অ'বে তখন ।

- গুরু মোদেব যে গে ব'সে,
কাঠে ক ঠে ঘনে ঘসে,
সব পুড্য়ে করলেন ছাই,
তাতেই আগুন দেখতে পাই ।
- ১ম ।— তবে কেন আয়না ভাই,
গঙ্গাতীরে দেখতে য ই
- ২য় ।— কি দেখতে যাব ভাই,
গুরুব তেমন আদেশ নাই
- ১ম — মনের আধাব ঘুচবে যাতে,
কেন গুরুব নিষেধ তাতে ?
ভোজ র মত থাকবি ব'সে,
(আর) গুরুব পাতড়া চাটবি ঠেমে ?
- ২য় — তোরা মত যে ভব ঘুরে,
সেই মরুকগে ঘুরে ঘুরে
ক্ষুদ্র জগৎ দেহের মাঝে,
দেখতে জান্লে সবই আছে
জল্ছে আগুন গঙ্গাতীরে,
তাই দেখতে চল্লি দৌড়ে ।
দেখনা কেন চক্ষু বুজে,
গঙ্গাত এই দেহের মাঝে ।
অমুন্না পিঙ্গলা ইড়া,
মহা তীর্থ নয় কি এরা ?
ইড়া নাড়ী সরস্বতী,
পিঙ্গলা যমুনা নদী
অমুন্নারে গঙ্গা বলে,
ত্রিবেণী ত্রিধারাচ্ছলে,

জ-মন্ধি দ্বিদল তলে,
 মুক্ত বেণী একেই বলে,
 এইত প্রায় গ তাঁর ধাম,
 মহা শ্রমান্ত এ বিরাগ
 কাজ কি মিছে কৰ্ম্মভে গে,
 এই শ্রমানে বসনা যাগে ।

১ম —

শুনতে ভাল মুখে কথ,
 মাং নাই তার মাং ব্যথ
 নিত্য পূজা শিখ্ণে আগে,
 তান পরে যাম্ শ্রমানে যাগে
 মূলে হ'লনা হাতে খড়ি,
 বেদ পড়তে তানাতানি ?
 কে সা ফুধে না দিয়ে আল,
 সব খেতে মাং । হায়রে কপাল
 এখন আয়না খপর নিয়ে,
 গুরুর কাছে ব'ল্ব গিয়ে ।

২য় ।—

কি জানাবি গুরুর কাছে—
 জানতে কি তাঁর বাকি আছে ?
 নইনো দেহ ক'রে মাটি,
 মাং কি তাঁর পাত্‌ড়া টাটি ?
 খপর দিতে যাওয়া বিফল,
 যেতে ব'ল্বিস্—যাচ্ছি চল

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—বাল্মিকীর তপোবন .

(বাল্মিকীর প্রবেশ)

বাল্মিকী ।—রামচন্দ্রের জন্মপরিগ্রহের ষষ্টিমহত্সব বর্ষ পূর্বে পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে আমি বামলীলাব আদি অন্ত লিপিবদ্ধ করে, বামায়ণ নামক মহাকাব্য রচনা কবি জীবের মুক্তি-তরুব্রাহ্মণ মহাকাব্য বামায়ণ বচনার ষষ্টি মহত্সব বর্ষ অতীত হ'লে পতিতপাবন ভগবান চতুরাংশে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন তৎপরেই ভগবানের বাল্যলীলা মিথিলাযাত্রা—তাড়কা নিধন, হবকোদণ্ড ভঙ্গ পূর্ব্বক জনক-যজ্ঞভূমি সম্ভবা জগৎলক্ষ্মী গীতাবপানিগ্রহ—বাজ্যাভিষেক কালে দেবচক্রে বনগমন, রাবণ কর্তৃক গীতাহরণ, সৈন্যাহরণ, বালি নিধন, সাগর বন্ধন, রবণ বংশ ধ্বংস, দেশাগমন, বাজ্যাভিষেক প্রভৃতি ঘটনা পরম্পরা আমার পূর্ব্বলিখিত সত পর্যাযক্রমে কার্য্যে পরিণত হ'য়েছে ; এক্ষণে গীতা নির্কাসনের কাল উপস্থিত । এই ষা স্তিমুখ্য তপাবল্যকে পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করে, এই তপ-সামান বিহীন তাপসাময় বাল্মিকীর দামন। পূর্ণ করবার জন্মই পূর্ণব্রহ্মসম্মী-নীতা, নির্কাসিতাচ্ছলে এই তপোবনে আগমন ক'রবেন । কিন্তু কৈ ! এখনও যে মার দেখা নাই তবে কি আমার লেখ মিথ্যা হ'লো যে কার্য্যের জন্ম বহুকালার্জ্জিত যোগবলেব ধ্বংস ক'রলাম, আমি র যে লিপি যথাকালে কার্য্যে পরিণত হবে ব'লে দেবভাৱাও একবাক্যে বরদান ক'রেছিলেন ; “যদি বেদের লিখনেও ব্যতিক্রম ঘটে, তথাপি বাল্মিকীর লিপিব বিন্দুগাত্রও ব্যতিক্রম ঘটবে না” ব'লে প্রমত্ত জগদ্বিপাত বিধাতা পর্যান্ত মাকে বরদান ক'রেছিলেন আজ তার লিখন অশ্রুত হ'তে চলে .

রামের দয়া হ'ল না ? আর কতদিন ডাকব আর ডাকবারও
কথা ছিল না,—আপনি এসে দেখা দেবারই তা কথা । ভাল,
যার জন্ম বহুকালের সঞ্চিত তপোবল ধ্বংস করেছি, তারই
জন্ম নয় আবার যোগাবলম্বন করব আবার না হয় তেমনি
ধাবা বল্লিকারত হ'য়ে কীট দংশনে কায়া পতন ক'রব তথাপি
কি রামের দয়া হবে না, পুনর্দাব দেহ পলিবন্ধন না ক'রলে
কি বিদেহ নন্দিনী দেখে দেবেন না ভাল, দেখি তাঁদের দয়া
হয় কিনা । মন উতলা হইও না, ভক্তিয়োগে ডাক একদিন-
না-একদিন সেই ভক্তাধিনের দয়া হবেই হবে যে বাম, ভক্তিতে
বাধ্য হ'য়ে শাখা যুগের নখা হ'য়েছেন—ভক্তিতে নিষাদেব গিঅ
হ'য়েছেন তিনি কি অনুতাপিতেন নিষাদের অশ্রুগোচন ক'র-
বেন না ? বাম কি নামের মাহাত্ম্য নষ্ট ক'রবেন ? কখনই না,
এখন বিচারশক্তি—তর্কযুক্তি পরিত্যাগ ক'রে, স্থির ভক্তিয়োগে
মুক্তকণ্ঠে সেই মুক্তির ধন রামকে ডাক ভবান্বিত নাবিক রাম
কর্ণধার কুলে থাকতে আর ভবের ধারে ব'সে অশ্রুধারে ভাসতে
হবে না ! সময় হ'লেই রাম উদ্ধারের উপায় ক'রবেন ।

গীত

সাস্ত্রমন একান্ত কেন ভাস অশ্রুধারে
ব্রতী ত সে রাম নাবিক পতিত উদ্ধারে
যে সুধায় শাস্তি জীবের সংসার সূধা রে,
ম'জনা যেন বিষম-বিষে তাজে সে সুধা রে ;
অকাতবে যাবি ত'রে ভব সিংহ ধারে ;
যদা সকাতে ডাকরে সে রাম কর্ণধারে ॥
পড়িবে এ ভব কুপের বিষম আঁধারে,
বিষম-বাসন-পাশে থেকন বাঁধারে ;
যাওঁয়াত জঠর জ্বালা হবে সমাধারে,
তাজে তর্ক যুক্তি, স্থির ভক্তি মুক্তি পথে ধারে

(শিষ্যদ্বয়ের পুনঃ পবেশ)

২য় — গুরুদেব প্রণাম করি

১ম — শীঘ্র ক'বে আশীষ ক'বে,
দেবি ক'ন না চল দৌড়ে

বাল্মিকী ।—কোথা যেতে বল্‌ছ বৎস ? এত তাবাতারি
কেন ? ঘটনা কি বল দেখি ?

১ম — সাধ কবে কি তাবাতাবি,
বল্‌তে গেলেই হবে দেবি
যা দেখলাম গঙ্গাতটে,
পাণে বল্‌ব—চল ছুটে ,

বাল্মিকী —এমন ঘটনা কি হয়েছে যে, বল্‌বারও সময় নাই ?

১ম ।— সময় থাকলে এত কি কই,
সময়ই বা আব আছে কৈ ?
যে ক-টা দিন সময় ছিল,
দেখতে দেখতে ধুবিয়ে গেল ।

বাল্মিকী — এত ব্যস্ত যে বল্‌ব রও সময় নাই ; (দ্বিতীয়ের
প্রতি) বৎস তুমি বল দেখি, এমন কি প্রয়োজন ?

২য় — বড় প্রয়োজন—বড় প্রয়োজন,
য'র মত আর নাই প্রিয়জন,
সাধন—ভজন—ইষ্ট পূজন,
যাব জন্মে এত আয়োজন,
মহাযোগে আসন পেতে,
গুণে গৌণে খড়ি পেতে,
গাছের বাকল, ভুজ্য পাতে,
যাব জন্মে লিখলে পেঁতে,

সেই এসেছে গঙ্গাতীরে,
 দেখবে গুর, চল দৌড়ে
 ১ম — কি বল্ছি মূগ্ধমাথা,
 বুঝতে নাহি ও সব কথা,
 কাজ কি শুনে পরের মুখে,
 দেখবে চল আপন চ'খে

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য



স্থান—গঙ্গাতীর অপরাংশ ।

(সীতাদেবীর প্রবেশ)

গীতা —দশ দিক শূন্য আজ এ পোড়া নয়নে,
 কোথা যাব একাকিনী, কোন দিক নাহি চিনি,
 কে দিবে অশ্রয় আর এঘোর বিপিনে
 পতি তাজ্যা পাপিনীর কে আছে ভুবনে

বাঙ্লিকীর তপোবন শুনেছি অদূরে,
 বিষম কঠক ভাব, মাথায় করিয়ে আঁব,
 কেমনে বা যাব তথা—কি বলিব তাঁবে,
 দাঁড়াবার স্থান আর নাহিক সংসারে

সংসার-গমতা-হীন মায়া-মুক্ত পিতা,
 মায়ের হবেনা দয়া, তিনিও সর্বং মহা,
 ভনয়ার তাপে যাকি হবেন তাপিতা ।
 কলঙ্কিনী হ'লে কন্যা কে কবে গমতা

তরুণঃ ভ্রাতা মোব, তারাও অচল,
চিরদিন পরাশ্রিতা, ভগ্নীগঃ বনলতা,
জড়ের আশ্রিতা ও রা জড় বুদ্ধি বল —
পরাদীনা—তাদেবই বা কি আছে সমস

অনন্তী চরিত্রা সীত কুলকলঙ্কিনী
কালিমা দিযেছে কুলে, তাই যেন ক্রোধানলে,
দহিছে দ্বিগুণ দাহে দিগু দিনমণি ।
কে হয় সদয় দেখে কল কলঙ্কিনী

নিদাঘ-তাপিতা-লতা দোলে বায়ুভরে,
দুঃখিনীর দুঃখ দেখে, তাপিতা হইয়া দুঃখে,
ছায়াতে জুড়াতে যেন ডাকিছে আমারে
সরলা বনের বালা কি জানে সংসারে ?

যাই তবে—যাই ভগ্নি তো সবার কাছে
জড়ের আশ্রয় থেকে, জব জব পরদুঃখে,
সরলা তোদের সমা কেবা কোথা আছে,
পবের দুঃখেতে তাই পবাণ কেঁদেছে
যাই তবে—— (গমনোচ্ছত ও পতন)

বাগ্নিকী ও তৎ শিষ্যদ্বয়ঃ প্রবেশ

বাগ্নিকী —কৈ বঁৎস . কি দেখাতে সঙ্গে আনুলে ?

২য় — ঐ দেখ প্রভু গঙ্গাতীরে,
যন আলো কবে ধুলায় পড়ে,

১ম — দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছ কি ছাই,
চল না কেন নিকটে যাই ।

বাগ্মিকী —অবোধ নিকটে যাই—নিকটে যাই ব'ল্ছ,
এর নিকটে যাওয়া কি সহজ কথা তবে উনি দয়া ক'রে যাকে
নিকটে স্থান দেন সেই ধন্য—তাব সাধন বলকেও ধন্য।

১ম — , আগাদেব কি কিছুই নাই ?
যাতে স্থান দেন ক'রুব তাই
(আব) নতাই যদি আগুৎ হয়,
পুড়েই এবার ম'রব নয়

বাগ্মিকী।—বৎস। তুমি যার রূপের আলোকে মুগ্ধ হ'য়ে
অনল-জ্ঞান ক'রছ ও অনলই বটে কিন্তু মাগান্ন অনল নয়
আগুনের সঙ্গে এ আগুনের গুণেব তারতম্য অনেক কারণে
আগুনের কাছে গেলে জীবমাত্রকেই ত পিত হ'তে হয় কিন্তু
এ আগুনের কাছে গেলে, পাপ তাপ এমন কি মনের দ্বিতাপ
পর্যন্ত নষ্ট হ'য়ে থাকে অগ্নিতে বারি মেচন করলে অনলই
নির্মাণ প্রাপ্ত হয় কিন্তু এ অনলে ভজিবারি মেচন ক'রলে অনল
নির্মাণ হওয়া দূরে থাক, মেচনবাবীই নির্মাণ পদ প্রাপ্ত হয়ে
থাকে অনলে কেবল জড়বস্তুই দগ্ধ হয় কিন্তু এ অনলে পাপ—
তাপ—আমা—যন্ত্রণা—মায়—মমতা, এমন কি পাপ সংসার-বন্ধন
পর্যন্ত পুড়ে যায়। একবার যে এ আগুনে পুড়তে পেরেছে
তাকে আব সংসার পোড়ায় পুড়তে হয় না ওরে। আগুন ত
কেবল বাহ্যজগতের অন্ধকার নষ্ট ক'বতে পারে, কিন্তু আন্ত-
জগতের অন্ধকার নষ্ট ক'বতে যে গুণের প্রয়োজন, সে গুণ
এ আগুন ভিন্ন আব কিছুতে নাই, এ যে কি আগুন, এখন
বুঝতে পেরেছ কি ?

২ম। — ছাই বুঝলাম মুগ্ধগাথা,
নবই তোমার মেচনের কথা।

নেবেনা আঁগুন ঢাল্লে জল

তবে কি ওটা বজ্রানল ?

বাল্মীকী — বৎস তে গাব এ অল্পম নও অযৌক্তিক নয়, যদি চপলা ব'লেই স্থির ক'রে থাক, তাও বলা যেতে পারে, তবে সে চপলা নিয়ত চঞ্চল — এ অচঞ্চল স্থির সৌদামিনী যদি বল সে চঞ্চল আব এ স্থির সৌদামিনী — অচঞ্চল কেন ? তার কাবৎ, মেঘ নিরাশ্রয় — থাকেও নিরাশ্রয়ে, আর সৌদামিনী সেই নিরাশ্রিতেব আশ্রিতা সুতরাং যাব আশ্রয়েব পর্য্যন্ত আশ্রয় নাই, সে স্থির হবে কেমন ক'বে ? সেই জন্যই চপলা স্বভাব চঞ্চল এ সৌদামিনী ত নিবাস্রয়া নয়, এ সৌদামিনী যে মেঘকে আশ্রয় ক'বে থাকে, সেই মেঘই জগতের আশ্রয়। সুতরাং যে স্থির জলদের আশ্রিতা সে চঞ্চল হবে কেন ? যদি বল এ যদি স্থির মেঘের স্থির সৌদামিনীই হ'লো, তবে মেঘচ্যুতা দেখছি কেন ? তাবও ক'বৎ সৌদামিনী মেঘচ্যুতা হ'লেই বজ্রাগ্নিরূপে পরিণত হয়। আর সেই বজ্রানল যেখানে পতিত হয়, সে স্থানের সমস্ত পদার্থই দহন করে এ সৌদামিনীও নমসে সময়ে মেঘচ্যুত হ'য়ে বজ্রানলরূপে পতিত হ'য়ে থাকে, একবার সুরগণের শত্রু রাক্ষসকুল ধ্বংসের জন্য এই সৌদামিনী মেঘচ্যুতা হ'য়ে লঙ্কাধামে পতিতা হ'য়েছিল, এবাবে এই শরণাগত বাল্মীকীর পরম শত্রু পাণ্ড তপস্দি দুর্জয় রাক্ষসকুল বিন'শের জন্য সেই স্থির জলদের বক্ষ পরিত্যাগ ক'রে তপারণ্যে উদয় হ'য়েছেন বৎসরে বহু যুগযুগান্তকাল যোগাসনে থেকেও যে ধন হ্রদপদ্মে স্থির ক'রতে পানি নাই, আজ সেই আরাধ্য ধনে বিনা সাধনে তপোবনে বনে প্রাপ্ত হ'য়েছি। ওবে এ সাগাম্ভ সৌদামিনী নয়, সেই দয়ার জলদ রাম জলধরের হ্রদয়ের ধন গীতাসৌদামিনী এসে তপোবনে উদয় হ'য়েছেন আর

চিন্তা নাই, যখন ভক্তের হৃদয়-উদ্ভাসেব ধন চতুর্ধর্গ ফল প্রাপ্তি
সীতা-কল্ল-লতাকে পেয়েছি, তখন যার ফলেব চিন্তা কি ? যত্নেব
মহিত হৃদয়-উদ্ভাসে স্থাপন ক'রে ভক্তি মলিন মেনে ক'রব,
তার কালে ঐ কল্ললতা হ'তে দর্শনার্থি চতুর্ধর্গের ফল লাভ কবে
ধন্য হব . যাব পদতরনী ভিন্ন, ভব বৈতবনী পাবেব উপায় নাই ;
রূপায় যাব জগতেব জীবে উপায় পায়, নাগে যার জগৎ মাতায় ।
সকলে সেই জগন্মাতায় একবার নয়ন ভ'বে দর্শন ক'বে জীবন
ধন্য কর

গীত ।

যার নামে জগৎ মাতায় ।
নয়ন ভরে দেখ'রে একবার সেই জগৎ-মাতায়
তরিতে এ বৈতবনী, নাই যার পদ বৈ তরনী,
পেয়েছি আজ রাগ ঘবনী, সেই ধরনী স্মৃতায়
কল্ল কল্ল করে সাধন, কোঁটা কল্ল কল্লনার ধন,
পেয়েছি সেই কল্ললতা সীতার দরশন -
রোপিয়ে প্রেম-সিদ্ধ কুলে, ভক্তি সলিলে সিদ্ধিলে,
কালে চতুর্ধর্গ ফলে, ঐ সীতা কল্ললতায় ।

(ধবানায়িনী সীতাব নিকট গমনপূর্বক)

মা ! আব ধবানয়নে কেন ? গাত্রোথান কর অনেক দিন
হ'তে ডাকছি—অনেক দিন হ'তে মা মা বলে কাঁদছি । মার কি
দয়া নাই ? অনেক মা দেখেছি, কিন্তু তোমার মত এমন মমতা
হীনা মাতা ত কখনো দেখি নাই । সন্তানের চক্ষে দুঃখের অশ্রু
দেখা দূরে থাক, এ কটু মলিন ভাব দেখলে অন্য মাতার দুঃখের
সীমা থাকেনা, আর আমার এমনি দয়া হীন মা যে নিরাশ্রয়
অনাথপুত্র নিয়ত মা মা বলে কাঁদছে কিন্তু মার আমার দৃকপাতও
নাই—কর্ণপাতও নাই । তা হবেনা কেন, যার যাতে উৎপত্তি

তাব দোষ গুণ তদনুরূপই হয়ে থাকে, তুমি ধবণীসুতা সর্কংসহা
ধরাগর্ভে তোমাব জন্ম, যার মা সর্কংসহা সে যে সহজে সব
সহ্য কররে তার আর বিচিত্র কি ? মা । অনেক ছুঃখ দিয়ে—
অনেক কাঁদিয়ে তবে দেখা দিয়েছ আর ছাড়বন এক্ষণে
গাত্রোখান কবে দাসেব কুটীবে চল, আমি চিরবাহিত ধন
মাতৃপদ যুগল পূজা কবে জীবন সার্থক করি ।

গীত

তাজ মা রোদন, কি মন বেদন, রাখ নিবেদন নির্বোধ দায়িনী ।
কত পুণো মা বে, তপাবণোব মাঝে, গোলোক ত্যজে দেখা দিয়েছ জননী ।
ধরাসুতা ধরায় লীলা প্রকাশিতে, অধরা ধরার ভার বিনাশিতে,
অমবে তুষিতে, এসেছ মা সীতে, রক্ষকুল নাশিতে মোক্ষ বিধায়িনী
শতজন্মার্জিত সাধনের গুণে, এনেছি মা তোরে বেঁধে ভক্তিগুণে,
অথবা স্বগুণে, এলে পাপিগণে পাপাগুণে নিস্তাবিতে নিস্তারিণী
যে সুদৃষ্টে তরে গো-ব্রহ্ম ঘাতকী, হবেনা সীতে সে দৃষ্টপাত কি,
হই যদি পাতকী, তাতেই ভয় এত কি, ঐ পা ত পাতকী-পারেন-তবী
ব্রহ্মাদি যার তত্ত্ব না পান যোগ ধ্যানে, সেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী উদয় তপোবনে,
ভাব্লে ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্ম পদ নিদানে, বিতরেন ঐ ব্রহ্ম সনাতনী

সীতা ।—ঠাকুর কে অ পনি ? কে নু দেবত ? পতি পরি-
তাজ্যা পাপিনীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে এ অনাশ্রয় অরণ্য মধ্যে আশ্রয়
দিতে এসেছেন আপনাব করুণাপূর্ণ প্রসন্ন মূর্তি দেখে বোধ
হচ্ছে, আপনি সাক্ষ্যাত ধর্মোব মূর্তি — করুণার আধার আমি
আপনাকে প্রণাম করি

বাণ্মিকী ।—তা বেশ . এমন ধবা জীবকে গায়ামুগ্ধ করে
কর্ম্মসূত্রে বন্ধনগ্রস্থ না ক'রলে, তোদের খেলাব পথ প্রসঙ্গ হবে
কেন ? মা অন্তর্যামিনী হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন তুমি কে ? এ এক

নুতন কণা বটে । মায়ের কাছে যে সম্ভানকে আত্মপরিচয় দিতে হয় এ হ'তে আর আশ্চর্য্য কি আছে মা । আমি যে কে, তাকি তো'ব মনে ন'ই ? ত থাকবে কেন । মন কাছে থাকলে ত মনে পড়বে । মন যে তো'র অযোধ্যায় পড়ে আছে তা মা । পতি পদে মন সমর্পণ ক'বে সতী-ধর্ম্ম রক্ষা কবাও উচিত ; আবাব দীন হীন অনাথ পুত্রদেব স্নেহচক্ষে দেখাও মায়েব কর্তব্য . মা বহুযুগ যুগান্ত কাল বল্লিকারূত থেকে কীট দংশনে কারাপতন পূর্নক তোদেব সাধনা ক'রেছি, তোরাই দয় করে দীন পুত্রের বল্লিকী নাম রক্ষা করেছিস, পূর্বে যে মহাপাপী বড়াকর নাম ছিল, আজ মুক্তি-বড়াকর তো'র পদ যুগল প্রাপ্ত হয়ে আমার মে নামও সার্থক হ'লো ।

সীতা — ঠাকুর আপন'ব' আশ্চর্য্য ম' , যোগ'বলে আপন'দের অজানিত কিছুই থাকে না, তাই বিনা পরিচয়েই এ হতভাগিনীকে চিন্তে পেরেছেন ।

বাল্লিকী — কি বলি মা । চিন্তে পেরেছি—যোগবলে তোকে চিন্তে পেবেছি ? মনক মনাতন শুক নাবদাদি সমাধি সার করেও যার পদাঙ্কুষ্ঠেব মহিমার সীমা ক'রতে পারেন নাই, আমি এমন যোগবল কি সঞ্চয় ক'রেছি যে, সেই বলে অচিন্ত রূপিনী মা তোমাকে চিন্তে পারব ? চিন্তে পারি নাই মা—পারিনাই । আর যে পারব সে আশাও নাই । তুমি যে কোথা'কার বস্তু । কি জন্ম এত দয়া হয়েছে—কি খেল র জন্ম যে এত খেলা খেল'ছ, যা অনন্তাদিব চিন্তার অতীত, তা'ব তত্ত্ব আমি কি কবে জানুব মা । তবে যদি দয়া ক'বে কখন পরিচয় দি' তা হ'লেই ধন্য হব ।

সীতা — পিতঃ । এ হতভাগিনী রাজর্ষি জনকের কন্যা—মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ—দয়াময় রামচন্দ্রেব পত্নী—নাম সীতা ।

নত্যাশ্রিত বামচন্দ্র প্রজারঞ্জন রূপ কঠোর এত পালনের জন্য এ হতভাগিনীকে চিবদিনেব মত নির্দাসিতা করেছেন, পিতা! যদি পাপিষ্ঠা বলে ঘণা না কবেন, অসতী অপবিত্রা মীতাকে স্থান দেন যদি অ'পন'র পুণ্য'শ্রম অপবিত্র হবে মনে না কবেন, তবে রূপা ক'বে কিছু দিনেব জন্য নিবাস্রয়াকে আপনাব পবিত্র আশ্রমে স্থান দিন। আপনাব দয়া ভিন্ন এ অকূল বিপদ মাগরে কূল পাবাব আশা নাই।

বাল্মিকী —না এ মন্দ কথা নয়। কুলদায়িনী মার দেখা পেয়ে কূল পাবাব আশায় এলেম, ম কোথায় কূল হাবা সন্তানের প্রতি অনুকূল হয়ে কূলে তুলে দেবেন, তা না হয়ে কূলকুণ্ডলিনী মা আমাব বল্লেন “আমি অকূলে পড়ে ভাসছি” ভক্তের সঙ্গে এত চাতুরী না করলে দয়াময়ী নামেব মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হবে কেন? ভাল মা! একটা জিজ্ঞাসা করি, অজ্ঞান শিশু যদি কোনরূপে বিষাক্ত বস্তু ভোজনে গ্রাণ হাবায়, তাহলে কি লোকে শিশুর প্রতি দোষাবোপ কবে, না প্রসূতিকেই তিরস্কার ক'বে থাকে? যা পায় তাই মুখে দিয়ে উদবস্থ করবার চেষ্টা করাই শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম, কটু কষায় মধুর তিক্ত বিশ্বাদ বিষাক্ত কিছুই যাদেব জ্ঞান নাই, প্রসূতিই যাদেব নিয়ত কালের রক্ষাকর্ত্রী, সেই অবোধ বালক কোন রূপে আত্মনাশ করলে সে জন্য পাপেব ভাগী কে? বালক না প্রসূতি? শিশু পুত্র যাতে কোন রূপ পীড়া জনক বস্তু উদবস্থ না কবে, সেজন্য সর্বদা সতর্ক থাকাই প্রসূতির কর্তব্য। আর জননী মাত্রে করেও থাকে তাই এমন কি, অজ্ঞান শিশু কদাচিৎ যদি কোন পীড়া দায়ক বস্তু উদবস্থ করবাব চেষ্টা করে, তাহলে স্নেহময়ী জননী সর্ব কার্য পরিত্যাগ করে তঁড়াতাড়ি এসে বালকের মুখ বিবরে অঙ্গুলি প্রদান পূর্বক ভুক্ত বস্তু অপসারিত ক'রে, প্রসারিত কবে স্নেহ ভাব পল্লব

বক্ষে ধারণ করে থাকেন। তারা সামান্য মা—হৃদয়ও সামান্য, তারা সেই সামান্য হৃদয়ের সামান্য স্নেহ বশে সন্তানের প্রতি এত মমতা প্রকাশ কবে থাকে—আর তুমি এমন ভুবনভরা গায়ার প্রতিমা, জগতের মা হয়ে এত দয়ালু! অঙ্গর শিশু-দর্শন বশ-বস্তি হয়ে, কটু তিক্ত গধুর বিষাক্ত যা পাচ্ছি তাই উদরস্থ করছি, আর সংসার-বিষে নিয়ত জর্জরিত হচ্ছি তুমি স্নেহময়ী মা কোথায় নিবারণ করবে, না স্বরং ও লোভন দিয়ে স্বহস্তে সন্তানের মুখে বিষ প্রদান করছ। এই কি মায়েব উচিত কাব্য ম। একেত সংসার বিষের আলায় জলছি তাব উপর সম্মুখে এই অকুল সমুদ্র। ভীষণ তরঙ্গের সঙ্গে কুটীল স্রোতের ঘোর আবর্তন দেখে আতঙ্কে প্রাণ কাঁপছে। এই অপাব পারাবান যে কি কবে পার হবে, তার উপায় কিছুই স্থির করতে পারছি নে, তাই মা বড় ব্যাকুল হয়ে বিনয় করে বলছি এ দিগভ্রান্ত পান্থকে আর অন্ধকারে এনে অন্ধ কবিস্মনে, এখন অনুকূল হয়ে যত শীঘ্র পারিস কূলে তুলে দে এমন ধারা অকূলে পড়ে আর কত দিন ভাসবে মা।

গীতা — পিতঃ। আপনি প্রদীপ্ত তপোরাশির আধার, তত্ত্ব জ্ঞানের মূর্তিমান দেবতা, আমি সামান্য। অবলা হয়ে আপনার কথার অর্থ কি বুঝব। আপনি ব'ল্লেন দুস্তর সাগরের তরঙ্গ দেখে পাবের চিন্তায় প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে। এখানে সাগর কোথায় দেব। কেবল এই হতভাগিনী গীতাইত দুঃখের সাগরে ভাসছে আর ছুরাঝা রাবণ যখন আমাকে হরণ ক'বে লঙ্কায় লয়ে গিয়ে ছিল, সেই সময়ে সেই বিমান পথ হ'তে তাল প্রমাণ তবঙ্গসঙ্কুল অকুল সাগর দেখে মুচ্ছিত হ'য়ে ছিলাম।

বাণ্মিকী — মা। তুমি সামান্য লবণ সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে মুচ্ছিত হয়েছিলে, আর আমাদের সম্মুখে কি অকুল সাগর পুড়ে রয়েছে একবার দেখ দেখি। একে ছুঁশা নায়ু সংযোগে মায়া

উর্শ্মির ঘোর আবর্জনা . হিংসা, দ্বেষ, কাম ক্রোধাদি বিকটাকাব
জলচবগণেব ভীষণ আক্ষালন . তাব উপর কালরূপ কুঙ্কীর করাল
গ্রাস বিস্তার করে অবস্থিতি করছে । দেখতে পাচ্ছ কি ?—বলি
আমাদের মস্ত্যুখে যে কি ছুস্তব মাগর পড়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ
কি ? ঘোর আবর্জনেব ভীষণ গর্জন শুনেও পাচ্ছ কি ? কর্ণ
কি আছে ? তোমাব যদি কর্ণই থাকবে তাহলে কি এত
কান্নায়—এত আর্ত্যানাদেও কর্ণপাত করতে না । তা মা কর্ণপাত
কব আব নাই কর আব ছাড়বনা—কর্ণধারেবও অপেক্ষা করব
না ; তরলী ধবেই বসে থাকব, কর্ণধাবেব দয় হয় উত্তম, নতুবা
জয় বাম জয় বাম বলে ঐ তবলী ভব বৈতবলী জলে ভাসিয়ে
দিয়ে একবাবে ভব পাবাবাবে পাব হয়ে চলে যাব ।

গীত ।

ঐ দেখ্ ম জনধি অপার
ঐ ভয়ে অভয়ে তোব ভিখারী কুপার
কত জন্ম জন্মাস্তবে, মা তোবে ডেকে কাঁতবে,
পেয়েছি আজ এ তপ-প্রাস্তবে ,
এলি যদি তারিতে ছুগরে, (গো —
তবে হয়োনা কাতর নিতে, লয়ে পদ তরলীতে,
ভব বৈতরলীতে এ ছুর্নিতে কর পার

সীতা ।—পিতঃ আপনি সামান্য মাগর পরের প্রার্থী নন,
ভব মাগর পারে জন্ম চিহ্নিত, তা সে জন্মই বা আপনার চিন্তা
কেন ? আপনার প্রসস্ত সাধন তবলী, অনুকূল ভক্তি শ্রোতে
বৈরাগ্য বায়ু বলে অনায়ামে কুল প্রাপ্ত হবে, আমার কাছে সে
- প্রার্থনা কেন । আপনার পারের উপায় করব এমন শক্তি আমার
কি আছে ? তবে যদি কখন সেই দিন হয়—যদি কখন গুণধাম
রামচন্দ্রের দেখা পাই, তাহলে তাঁব কাছে সব কথা বলব, যাব

নাগে সাগর সলিলে শীর্ণ ভেসেছে আমার ছায় দুঃখিনী
 অবলার জন্ত যিনি অকুল সাগরে সেতু বন্ধন করেছেন, তিনি দয়া
 করলে আপনার জন্ত ভব সাগরেও সেতু বন্ধন করে দিতে
 পারেন আপনি সেই গুণধাম বাগচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করুন,
 করুণ-হৃদয় রাগের অবশ্যই দয়া হবে; আমাব কাছে সে প্রার্থনা
 কেন দেব .

বাল্মিকী ।—কি বলি মা । তোর কাছে সে প্রার্থনা কেন ?
 রামের কাছে প্রার্থনা করলে তিনি আমর ভব সাগরের সেতু
 বন্ধন কবে দেবেন । দিব্য বালক বুঝান কথা বলি ত মা । যে রাম
 আত্ম কার্য সাধনের জন্ত লব সাগরে সেতু বেঁধে ছিলেন,
 আবার স্বকার্য সাধনাতে দেশাগমন কালে, পাছে অন্য কেউ
 সেই সেতু অবলম্বন করে সাগর পাবে যায়, সেই হেতু যিনি সেই
 সামান্য সাগরের সেতু পর্য্যন্ত ভগ্ন কবে দিয়ে এসে ছিলেন, সেই
 রাম আমার জন্ত ভব সাগরের সেতু নির্মাণ করে দেবেন এ
 ছেলে ভুলানি কথায় কাকে ভুলাচ্ছি মা ।

গীত ।

আর কে করিবে মাগো পাতকী উদ্ধার ।

পতিতের গতি, পথের সংগতি,
 তুমি মা জীবের মুক্তি ম্হাধার
 দাঁড়িয়ে ওবাঙ্কি কুণ্ডে, কোথায় ভবের নাবিক ব'লে,
 যার ডাকব সকলে
 আজ হারিয়ে যা তোরৈ, অকুল পাথারে,
 ভাসিছেন সেহ রাম কর্ণধার

(জ্ঞানানন্দ, সত্যানন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি মুনিবালকগণের পবেশ)

জ্ঞানী —আপনি প্রতিদিন সাযং সন্ধ দি সামাধার পর
 আশ্রমে বসে আমাদের কাছে যে রাম সীতার গুণ কীর্ত্তন

কবতেন, যাঁদের গুণ গান কবতে কবতে প্রোমে উন্মত্ত হয়ে “জয় সীতা রাম, জয় সীতা রাম” বলে নৃত্য করতেন, নয়ন প্রেক্ষণে পূর্ণ হ’ত সেই গীতাদেবী নাকি আমাদের তপোবনে এসেছেন ? ভাই পবানন্দ আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আজ দাদাব সঙ্গে তেমনি ধারা “জয় সীতা রাম, জয় সীতা রাম” বলে নাচবে

বাল্মিকী — ভাই জ্ঞানানন্দ, পরমানন্দ, সত্যানন্দ আজ তোমাদের আনন্দ দেখে আমারও হৃদয়ে আনন্দ ধবছেনা ! আহা আনন্দময়ী মা তোর আগমনে আমার তপোবন আজ আনন্দ ময় হয়েছে . ভাই এক্সানন্দ তোমরা এ আনন্দের সংবাদ কার কাছে পেলে বল দেখি ?

ব্রহ্মা । — ছকের মুখে শুনলাম, মে এসব কথা, আরও কত কি বলতে বলতে আমাদের কাছ দিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল, তারও যেন আনন্দের সীমা নাই, মে “ম এসেছেন, মা এসেছেন” বলে নাচছে, কখন হাসছে, আবার হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলেছে ! আগবা জিজ্ঞাসা করলাম, মা এসেছেন ত তুই কোথায় বাচ্ছিয়া ? তাতে নে কি কট কথা বেশ মিল কবে করে বললে— বেশ মনে পড়ছেনা—কি—তপোবনে এলেন মা—কি — তাইতে কি—

পবা — ওহোঃ হোঃ ব্রহ্ম নন্দ শিখতে পাবে নাই, আগি বলব দাদা ?

“তপোবনে এলেন মা, তাইতে সুখ আব ধরছেনা !

পদ্ম দিয়ে যুগল পদে, করব পূজা মনেব স ধে ।

পূজার সময় হ’ল ভাই ফুল তুলতে চলেন ত ই”

এই রকম আবও কি কত বলতে বলতে ঐদিকে চলে গেল, আমরাও ছুটে এসাম ।

বাল্মিকী — ভাই যদি এসেছ, তবে সকলে ম কে প্রণাম কর

বালক সকলে —মা ! আমরা আপনাকে প্রণাম করছি .

সত্য। —দাদা ! শুধু কি মা ব'লেই প্রণাম করব ?

বাল্মিকী —ভাই ! ভক্তির সহিত মাকে যা বলে প্রণাম করবে মা তাতেই সন্তুষ্ট হবেন । ভাল আমি যা বলি তাই ব'লে আমার সঙ্গে প্রণাম কর বল—

ধবিত্রীগর্ভসন্তুতাং সাবিত্রী সর্বমঙ্গলে ।

বৈকুণ্ঠবাসিনীলক্ষ্মী নমহস্তে বাঘবশ্রিয়ে

জানা —দাদা মা আশ্রমে থাকবেন ত ? ওঁকে আমবা কি বলে ডাকব ?

সীতা —আমি বড় ছুঃখিনী, আমাকে ছুঃখিনী মা বলে ডেক ।

জানা —তুমি বড় ছুঃখিনী, আমবা দাদার কাছে সব শুনেছি ; তুমি বড় ভোগা দিতে ভাল বাস, আমরা ও ভোগায় ভুলব কি ন ।

বাল্মিকী —ভাই জানানন্দ তে সব তোমাদের মাকে যেমন মা ব'লে ডাক, এ মাকে তেমনি বড় মা বলে ডেক । (সীতার প্রতি) মা আব কেন । গাত্রোথান কবে আশ্রমে চল । এতদিন স্বর্ণ অটালিকায় ছিলে, এখন কিছু দিনের জন্য দীনের সাধ পূর্ণ করতে পর্ণকূটীবে বাস ক'রতে হবে । ভাই জানা-নন্দ । সত্য পরানন্দ । সকলে একবার পরমানন্দে মা'ব নাম কীর্তন করতে করতে মাকে আশ্রমে লয়ে চল

জানা ।—ভাই সত্যানন্দ । আমরা সেই গানটি গাই—ঐ যে তুকে আসছে ।

(পুষ্প হস্তে তুকের প্রবেশ)

তুকে —কে তুকে ? আমি তুকে ।

কিসের ছুঃখে তুকে ছুঃখে,

আব কি ছুকে ছুখে আছে,
 ছুখের দিন ত ফুবিয়ে গেছে
 (এখন) আয়না তোদের সঙ্গে মিলে,
 গাই যাব গুণ পরাণ খুলে ।

গীত

জয় জয় জননী জগৎমাতা জগৎ-বন্দিনী
 যোগমায়া, যোগীন্দ্র যামা, (জয় জননী) জনক নন্দিনী
 জনম মরণ জবা, যাতায়াত যাতনা হরা,
 ব্রহ্মময়ী সারাংসারা, (পরাং বা) পতিতপাবনী ।
 (জয় জয় সীতারাম) (জনম সফল হবে, বল জয় সীতাবাগ)

[সীতাকে লইয়া সকলের প্রস্থান]





তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যা-চিহ্নাগার

রামচন্দ্র একাকী আগীন

রাম —(স্বগতঃ)

সুখ রবি অন্ত আজ হ'ল অযোধ্যার
শূন্য প্রাণ শূন্য মন, শূন্য রাজ সিংহাসন,
সুখের ভবন আজ শোকের আধার,
একের অভাবে হ'ল জগত আধার ।

ভাঙ্গিল মর্মের অস্থি জন্মেব মতন
হৃদয়ের গ্রন্থিচয়, একে একে ছিন্ন হয়,
একে একে খসিতেছে মর্মের বন্ধন,
প্রকাশিছে জীবনের শেষ নিদর্শন ।

হুহু ক'বে কালানল জ্বলিছে অন্তরে
জ্ঞানবুদ্ধি কিছু নাই, সব পুড়ে হ'ল ছাই,
পুড়িছে মর্মের গ্রন্থি এক এক ক'রে,
মুচিল ভবন আশা । জনমেব তবে

কোটা কোটা কালকীটে কাটিছে বন্ধন
যে তীর বিষেতে হয়, সতত ঝলিছে কায়,
যে বিষম বিষধবে কবিছে দংশন,
কাবে কব—কে বুঝিবে মর্মের বেদন

শান্তিব মন্দির মোর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া ।
কেবল দুঃখেব ছায়া, পাপের নিকট কায়া,
আসিছে আসিতে যেন নয়ন বঞ্জিয়া—
সম্মুখে নাচিছে ঘোর কুকুটী ভঞ্জিয়া

হইয়া দীক্ষিত যবে প্রজ্ঞাব বঞ্জন
প্রাণের প্রতিমা গীতা, করিয়াছি নির্ঝাসিতা,
স্বহস্তে নাথের হাট ভেঙ্গেছি যে দিনে,
জীবনের সুখ শাস্তি গেছে সেই মনে ।

পাপের ভীষণ চিতা ঝলিতেছে বুকে ।
জুড়াতে যে দিকে চাই, কেবল দেখিতে পাই,
আত্মহাৰা—উন্মাদিনী প্রাণ পুতলিকে,
কান্দালিনী বেশে গীতা কাঁদিছে সম্মুখে ।

মুদিলে নয়ন যদি কভু তরঙ্গা আসে
দেখি যেন সেই গীতা, অশ্রুমুখী সজ্জাসিতা,
ছিন্ন হেমলতা প্রায় আলুলিত কেশে,
লুপ্তিত হ'তেছে ভূমে উন্মাদিনী বেশে ।

কভু দেখি গোর নাম কবি উচ্চারণ ।
দেবগণে সাক্ষী কবি, গীতা গতী-কুলেশ্বরী,
বিদায় লইয়া যেন জন্মের মতন,
পশিছে জাহ্নবী জলে ত্যজিতে জীবন ।

কি কব—কি কর সতি । ব'লে সক তরে
অমনি সম্মুখে আসি, মূর্তিমান তপোরাশি,
সুধীর গম্ভীর ভাবে কত স্নেহভরে,
কে যেন বোধিছে গতি ব্যাকুল অন্তরে .

জাগ্রতে স্বপনে সব বিভীষিকাময়
হ'লো রাজ্য ছাব খার, চতুর্দিকে হাহাকার,
কি যেন বিকট ছায়া দেখি সমুদয়
রাম-ভাগ্যে উন্মাদজ ঘটিল নিশ্চয়

(অধোবদনে উপবিষ্ট)

সুমন্ত্রের প্রবেশ

সুমন্ত্র —মহাবাজ . অভিবাদন করি

রাম —কে সুমন্ত্র সুমন্ত্র এসেছ . তুমি এলে লক্ষ্মণ কৈ ?
লক্ষ্মণ কি আর আগার কাছে আসবে না ? গতাই কি সে আর
এ মহাপাপীর মুখ দর্শন ক'রবে না ? তা করবে কেন ? পাপীকে
দেখলেও পাপগ্রস্ত হ'তে হয় । হা রঘুকুল-কুলঃপাংশুল রাম । যে
লক্ষ্মণ ছায়ার মত—ছায়ার মত কি—ছায়া হ'তেও অধিক । ছায়া
ত কেবল আলোকেই আশ্রিত থাকে, কিন্তু যে লক্ষ্মণ আধারে—
আলোকে, বিষাদে—পুলকে নিয়ত তোব পদাশ্রিত থাকত,
তোর পিশাচাধিক আচরণের জন্য সেও আজ তোকে পরিত্যাগ
কবলে হ' নিধাতঃ এ মহাপাপী ব'মেব ভবিষ্য-ভ'গ্যপটে যে
কি ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করে রেখেছ তা তুমিই জান ।

সুমন্ত্র —মহাবাজ নিয়ত চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে অগ্রসর ভাবে
কালযাপন করলে, ক্রমে চিন্তার রন্ধি বৈ ভ্রাম হবে না, সুতরাং
তাতে স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্পূর্ণ সম্ভব

রাম —আব স্বাস্থ্য । সুমন্ত্র । স্বাস্থ্য থাকলে ত ভঙ্গ হবে ।
এ দেহে আব আছে কি । বিমের জ্বালা—অনলের দাহ—আর

পাপ পিশাচের বিকট অভিনয় । বিষে স্থল্ছে—আগুনে প্রড়ছে
তথাপি যে পাপ দেহের ধ্বংস হচ্ছে না , এই বিচিত্র ।

সুগত্ৰ ।—ধৈর্য্যাবলম্বন করুন । আপনি রঘুকুলেব কীৰ্ত্তিবান
পুত্র, যে সাধু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই কঠোর ব্রত অবলম্বন
করেছেন, এক্ষণে অধৈর্য্য হ'লে সে সাধু উদ্দেশ্য সাধিত হবে না—
অথচ ব্রত ভঙ্গ হবে চিত্তকে আযত্ন করুন এতদূর অধৈর্য্য
হওয়া কি আপনার ন্যায় কুলধ্বজ বৈর্য্যশীল কীৰ্ত্তিবান পুত্রের
কর্তব্য ?

বাম —সুগত্ৰ । বাম যে বহু বংশেব কীৰ্ত্তিবান পুত্র তা
মিথ্যা নয়, এই পবিত্র কুলে জন্ম গ্রহণ ক'বে অনেক মহাত্মা
অনেক পবিত্র কীৰ্ত্তি রক্ষা কবে, অনন্তধামে গমন কবেছেন । তাঁদের
নাম স্মরণেও পাপের শাস্তি হয় আর আমি এমনি মহাকীৰ্ত্তিবেধে
চল্লম যে, আর কেউ কাছে আসবে না—নাম করবেনা—মহাপাপী
রঘুকুলের কুমন্তান ব'লে আর কেউ কুশাগ্রেও স্পর্শ কববেনা ।
রাজ্য অবাক হবে বলছ । কি করব—উপায় নাই । আমার
সাধ্য নাই—শক্তি নাই—জ্ঞান, বুদ্ধি, সব গিয়েছে—সুগত্ৰ সব
গিয়েছে । আমি দ্বাবা তোমাদেব কোন উপকারেব আশা নাই—
বাজ্যের কুশল প্রত্যাশা নাই । বেক্সপে পার, হয় বাজ্য রক্ষাকব—
নয় সব যাক্, যে পথে বহুকুলের কুল-লক্ষ্মীকে বিসর্জন দিয়েছি,
অযোধ্যাব রাজলক্ষ্মীও সেই পথে যাক্ । কৈ লক্ষ্য এলোনা ।
কেমন করে—কি ব'লে সীতাকে জনেব মত নির্দাসিতা করে
এলো একবার বলো না ?

সুগত্ৰ ।—আব কি শুনবেন দেবীকে অরণ্যে পরিত্যাগ
করার পর হতেই, কুমার শোকে কেমন আত্মহাবা প্রায় হয়ে
উঠেছেন । আর চিত্তের স্থিতি নাই—কোন কথার অর্থ নাই । কি
অসম্বন্ধ প্রলাপ বলছেন ; তাঁব নিকটে যাওয়ার সাধ্য আমার

নাই অসি নিক্ষেপিত—নয়নদয় প্রাতঃ সূর্য্যের স্নায় ! দৃষ্টিব-
স্থিরতা নাই। তাঁর নিকটে অগ্রসব হওয় আমার স্নায় শত শত
সুমন্ত্রেব অসাধ্য নেই জন্ম কুমার ভবত শত্রুঘ্ন সর্কদা তাঁব
স'স্বন'ব জন্ম আছেন অ'পন'র ত'দেশ বিদিত কব'য, তাঁবা
উভয়ে বহুকষ্টে' তাঁকে বাজ সভায় লয়ে আস্ছেন

(উন্মত্ত প্রায় লক্ষণকে ধারণ করিয়া ভবত শত্রুঘ্নেব প্রবেশ)

লক্ষণ —হলো—রামেব কার্য্যোদ্ধাব হলো এইবাব লক্ষণেব
কার্য্যোদ্ধাবের সময় সুমন্ত্র—আন বণ। ছেড়ে দাও—শত্রুঘ্ন।
ছেড়ে দাও যাবনা—আব যাবনা—সুমন্ত্র—চল। অযোধ্যায় চল
সীতা চরিত্রে সন্দিগ্ধ-চিও কে আছে আমার চিব*ক্র—মাতৃ-
বৈব কে কোথায় আছে—দেখ। পাপ রসনা ছেদন কব—চিতা
জ্বাল—আছতি দাও শত্রুঘ্ন ছাড়। যেওনা—রামের কাছে লয়ে
যেওনা। তা হলে হযত নির্কাসনের পরিবর্তে গাকে আমার
হুতাশনে নিক্ষেপ কর্তে বলবে। যাবনা—যাবনা ছেড়ে দাও—
ঐ দেখ। বিকট মূর্তি। প্রতাবণা—পাপ বিকট মূর্তিতে অগ্রসর
হচ্ছে। ঐ দেখ—অগ্নি রাশি পর্কত প্রমাণ অগ্নি রাশি। পুড়ুক—
অযোধ্যা পুড়ুক, পাপেব প্রায়শ্চিত্ত হ'ক। ছেড়ে দাও—সব
পোড়াও। খণ্ড খণ্ড করে সতী শত্রুমেধ মহাযজ্ঞে আছতি দাও।

সুমন্ত্র ।—কুমাব স্থির হও। সকলেই এমন ধারা শোকে আত্ম-
হারণ হ'লে যে সকল দিকেই সর্কনাশ হবে। দেখদেখি এই অল্ল-
কালের মধ্যে প্রভু বাগচন্দ্রের কি অবস্থা ঘটেছে। হৃদযেব*শান্তি
গিয়েছে—দেহের কাশ্তি গিয়েছে—নব দুর্কাদলশ্রাম কলেবর
যেন শরতের ছিন্ন মেঘের স্নায় কেমন মলিনভাব ধাবণ কবেছে।
এখন যাতে সীতাকোক বিস্মবণ কর্তে পাবেন, তার উপায় করুন।
একবার মহাবাজেব কাছে চলুন।

লক্ষণঃ —কোথা যাব সুমন্ত্র যে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করে
এলাম তাবই সংবাদ দিতে ? চল—হৃদয় । পাষাণ হও ।—

রাম —এলে লক্ষণ । গীতাকে নির্ঝাসিতা কবে এলে ?
বল—বল প্রাণাধিক । কেমন করে সে স্বর্ণ প্রাতিমা বিসর্জন
দিয়ে এলে ?

লক্ষণ ।—কেমন করে ।—কেমন কবে বনে দিয়ে এলাম ।
ব্যাধে যেমন পালিতা বিহঙ্গিনী পক্ষ ছেদন কবে অক্ষত অগ্নি
বাশিতে নিক্ষেপ কবে । পাষাণে হৃদয় বেঁধে বাম যেমন সতীব
প্রাতিমা গীতাকে নির্ঝাসিতা করতে অনুমতি দেয় । আজ অকা-
তবে নেই ক্ষীণপ্রাণা কুবঙ্গিনীকে স্থাপদ শঙ্কল বিজন বনে পরি-
ত্যাগ কবে এসে লক্ষণ তাহতেও মহাবীরত্বের পরিচয় দিয়েছে ।
আস্রাব সময় দেখলাম, সেই সন্তুষ্টচিত্তা স্বর্ণ-লতা ধরাশায়িনী
হয়ে, অ'পন'র মঙ্গল ক'মনা কব'তে ক'রতে ম'তৃগ'ণের প'দে—
অ'পনার প'দে—গুরুজনের পদে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রতে কর্ত্তে জন্মা-
ন্তরে আপনাকে পতি প্রাপ্তির কামনা কব'তে কর্ত্তে সেই রঘুকুল-
লক্ষ্মী—সেই স্নেহময়ী জননী—সেই সতীব প্রাতিমা মা আমার,
পাপ তাপময় সংসারের সকল যাতনার শেষ করে চলে গেলেন ।

বাম ।—কি হলো । গীতা নাই ? বন-বাগের সঙ্গে সঙ্গেই
সতী-কুলেশ্বরী গীতা এ আলায়ন্ত্রণায় সংসার হ'তে চলে
গেলেন ? হলো—লক্ষণ । রাম জীবন নাটকের অভিনয় মাঞ্চ
হলো । হা সিতে । হা প্রিয়ে হা প্রাণাধিকে ।—(পতন ও মুচ্ছা)

লক্ষণ ।—বেশ হ'লো—গীতা গেল রাম গেল সব শ্মশান
হলো । এইবাব লক্ষণেবও সময় হয়েছে । পাপ সংসার শ্মশান-
কূবে সবজু জলে এ পাপ জীবনের শাস্তি কবিগে । দাঁও সুমন্ত্র—
ছেড়ে দাঁও ।

(প্রাণানোত্ত ও ভরত *জ্ঞান কজক ধারণ)

সুমন্ত্র —মহারাজ । গাত্রোথান করুন । সীতা দেবী মূচ্ছিতা হয়ে ধরাশায়িনী হয়ে ছিলেন, লক্ষ্মণ, দেবীকে মূচ্ছিতা দেখেই উন্নতের স্থায় সে স্থান পরিত্যাগ কবেছিলেন, সুতরাং চৈতন্য-লভ দর্শন করেন নাই । আপনি লক্ষ্মণকে শাস্ত করুন, নতুবা আজ লক্ষ্মণেব হাতেই সংসার শাস্তান হবে । সকল দিকেই সর্কনাশ ঘটবে ।

বাম ।—(গাত্রোথান পূর্বক) লক্ষ্মণ . সীতাকে হাবিয়েছি— স্ত্রী হত্যা কবে মহা পাপ সংগ্রহ কবেছি । আর কেন পাপেব ভার বৃদ্ধি কর ? ভাইরে ! কাবও দোষ নাই, সকলই হতভাগ্য রামেব কর্ম-ফল মাত্র তুমি স্থিব হও আর অযোধ্যাব সর্কনাশ ক'বনা । আমার সঙ্গে চল । ভাতঃ । ভরত-শক্রম ! তোমরাও আমার সঙ্গে বিশ্বাস ভবনে এস ।

(উন্নত প্রায় লক্ষ্মণকে লইয়া সকলের প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যা —রাজপথ ।

দশাশ্বশখের প্রবেশ

দশাশ্ব —(স্বগতঃ) আমি অনেক মহাত্মাব নিকট শুনেছি, এ সংসার জীবের কর্মক্ষেত্র, আর সেই কর্ম জনিত ফল ভোগের স্থানের নাম “স্বর্গ” এই কর্মক্ষেত্রে এসে যে যে রূপ কর্ম-বীজ রোপন কববে, পরকালে সে সেইরূপই ফল ভোগেব অধিকারী হবে । কিন্তু আমার ত সে মহাজন বাক্যের প্রতি বিশ্বাস হয় না । আমার বোধ হয় জীবের কর্মফল ভোগের আর দ্বিতীয় স্থান নাই, সংসারই জীবের কর্ম-ক্ষেত্র, আবার সেই কর্মফল

ভোগের স্থানই এই সংসার । নতুবা সংসার যদি সূক্ষ্ম কৰ্মক্ষেত্র, আর ফলভোগের স্থান অন্ত্র হ'ত, তাহলে এই কৰ্মক্ষেত্রে এসে সকলেইত সুখ দুঃখ সমভাবে ভোগ ক'রে, কৰ্ম্মান্তে কেউ স্বর্গে কেউ নরকে গিয়ে কৰ্ম্মানুসারে ফলভোগের অধিকারী হ'তে পারত, সে ভোগাভোগের ব্যবস্থা কৰ্ম্মক্ষেত্রে হ'ত না । একজন ধর্ম-অটালিকা-বাসী অতুল ধনবাশির অধীশ্বর, আর একজন উদরায় শূন্য পর্ণকুটির-বাসী নিতান্ত নিরাশ্রয় পথের ভিখারী । কেউ অকাতারে অগম্য অর্থ-রাশি অথবা অপব্যয় ক'বে বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ ক'রেছে, আর কেউ নিরাশ্রয় হীন-যোত্র—কেবল ভিক্ষা-পাত্র মাত্র সম্বল ক'রে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণের পর, দিনান্তে অন্ধাশনে বা অনশনে অতিবাহিত ক'রেছে । কেন ? সংসার যদি কৰ্ম্মক্ষেত্রই হয় আর ফল ভোগের স্থান যদি অন্ত্রই হয়, তবে ভোগাভোগের স্থান স্বর্গ বা নরকের কার্য্য এই কৰ্ম্মক্ষেত্রেই ভোগ করতে হয় কেন ? সেই জন্য বলি স্বর্গ নরক কল্পনা মাত্র, সংসারই কৰ্ম্মক্ষেত্র, আর এই সংসারই পূর্বজন্মার্জিত ফল ভোগের স্থান । পূর্বজন্মে যে যে রূপ কৰ্ম্ম বীজ রোপণ ক'বে এসেছে, পরজন্মে এই কৰ্ম্মক্ষেত্রেই এসে তার ফলভোগ ক'রেছে ; আমি পূর্বজন্মে এই কৰ্ম্মভূমিতে এসে বিষমক্লেব বীজ রোপণ ক'বে গিয়েছিলাম, এ জন্মে এসে তারি বিষময় ফলভোগ ক'বুছি, মুষ্টিগেয় আমার জন্য লালায়িত হয়ে অন্ত্রের দ্বারে ভিক্ষা প্রার্থন ক'রতে হচ্ছে এই সমস্ত দিবা গত হতে চলে, এখনও জলবিন্দু মাত্র উদবস্থ হয় নাই । এ কার দোষ ? অনেকেই বিধাতার প্রতি দোষারোপ ক'রে থাকেন, কিন্তু আমি বিধাতার দোষ দিই না, তিনি ত জীবের সুখ দুঃখের কাবণ নন, কৰ্ম্মই জীবের সুখ দুঃখের কারণ ; তিনি কেবল কৰ্ম্মানুরূপ ফলদাতা মাত্র ; আমি আত্মকৃত কৰ্ম্মের জন্য আপনাকেই তিরস্কার করি, আর জীবের সুখ দুঃখের বিধাতা ।

সেই কর্মকেই নমস্কাব কবি পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে দ্বারে
দ্বারে ভিক্ষা কব্ছি, আবার এ জন্মে যে বীজ বোপণ করে চন্ডেম
সেই বীজোৎপাদিত রক্ষে যে, পরজন্মে এ হ'তে শত সহস্র গুণে
বিষময় ফল ধারণ কব্বে তাও বুঝতে পার্ছি, প্রভাতে শয্যা
পরিত্যাগের সময়ে যে একবার ভক্তিপূর্বক ভগবানকে স্মরণ
ক'রব এ দরিদ্রতানল দক্ষ-ভাগ্যে তা ঘটে উঠা দূরে থাক, অধিকন্তু
শ্রী পুত্রের পূর্বদিনের অনশন জনিত ক্ষুধাক্লিষ্ট মলিন মুখ দেখে
ভগবৎ চিন্তাব পরিবর্তে উদরান্নেব মহাচিন্তা এসে উপস্থিত
হয় প্রভাতে জীর্ণ কুশ-শয্যা পরিত্যাগেব পবেই সেই ক্ষুধিত
বালককে কথঞ্চিৎ শাস্ত্রনা পূর্বক এই যন্ত্রণাময় দরিদ্র জীবনকে
ধিকার দিতে দিতে ভিক্ষার্থে বহির্গত হয়েছি স্মরণ্য এবারক র
কর্মক্ষেত্রের কার্য্য ভিক্ষা অব উদবাস্ত্রের চিন্তাতেই গত হ'ল
হা ভগবান! তুমি ত জীবের কর্মফলদাতা, আমাব স্বরোপিত
কর্মরক্ষে যে ফল ধারণ কবেছে, তুমি আমাকে সেই ফলই
প্রদান করেছ, ভাল, কর্মফলে না হয় দরিদ্র কবলে, কিন্তু
শ্রী পুত্র দিয়ে আবার সংসার-মায়ায় বদ্ধ ক'রলে কেন? যদি
সংসারী না ক'বতে, যদি সেই ক্ষুধিতা পত্নীর মলিন মুখ দেখে
কাতর হ'তে না হ'ত, যদি সেই দুঃখপোষা বালকের মায়ায়
মুগ্ধ না হ'য়ে, এই দক্ষ উদর পোষণের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা
ক'রতে না হ'ত, তাহ'লে আমার কর্মরক্ষে যে দাবিদ্র ফল ধারণ
কবেছে, তাকেই অমৃতময় জ্ঞান ক'রতে পারতাম, বোধ হয় এই
হতভাগ্যকে আরও কতকগুলি দুর্গতি রাশি ভোগ ক'রতে হবে
বলেই দরিদ্রতার সহিত সংসার পাশে বদ্ধ ক'রে পাঠিয়েছ
হা দারিদ্র্য! জগতে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তুমি সংসার-
ত্যাগী সাধকের সৎপথের সহায় আবার সংসারীর পক্ষে অসৎ
পথেরও পথপ্রদর্শক। তুমি সাধকের মিত্র, সংসারীর শত্রু, তুমি

একবার যে সংসারীকে আশ্রয় করেছ, সে মানব হয়ে পশুত্ব পবিত্র হয়েছে । সে পণ্ডিত হয়ে মূর্খ, জ্ঞানি হয়েও ঘোর অজ্ঞান । সাধু হয়েও অসাধু, এমন কি, সে একেবারে সংসারের অগ্রাহ্য,— বন্ধুবান্ধবের পরিত্যক্ত বন্ধুবান্ধব স্বজন মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে আদব অভ্যর্থনা লাভ দূরে থাক, পাছে কিছু অর্থ প্রার্থনা করবে ব'লে কেউ বাক্যালাপ পর্যন্ত ক'রতে চান না । ভোগ্য আশ্রিতজনের যে কি দুর্দশা, আমিই তাব পরীক্ষা স্থল—আমিই তাব জীবন্ত দৃষ্টান্ত । স্বাপদ সেবিত অরণ্য মধ্যে বাস কিম্বা উপবাসে দেহনাশও মঙ্গল, তথাপি ধনহীন হয়ে কেউ যেন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বাস না করেন, দরিদ্রতা যে কি যন্ত্রণা—দরিদ্র-জীবন লয়ে বন্ধুবান্ধব মধ্যে বাস যে কি নরক ভোগ । তার স্বভা এই দরিদ্র-বিষ-বিদগ্ধ হৃদয়ই জানতে পেরেছ । “ববং বনং ব্যাঘ্র গজাদি সেবিতং, জলেন হীন বহু কণ্টকারত তৃণাদি শয্যা, পরিধান বঙ্কলং, ন বন্ধু মধ্যে ধনহীন জীবিতং” এই মহৎ বাক্য যে মহাত্মার রসনা হতে নির্গত হয়েছে, আমি তাঁর পদে নমস্কার কবি জীবিকা-যোত্রহীন দরিদ্র জীবন লয়ে স্বজন মিত্র মধ্যে বাস কবা, কিম্বা ধন গর্ভিত বন্ধুব অনুগ্রহ প্রার্থনা । যে কি নরক ভোগ, ধন গর্ভিত বন্ধুব সেই ঘৃণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি দরিদ্র-হৃদয়েব সেই যন্ত্রণাময় নরকাগ্নির যে কি ঘোরতর আছতি, তা যিনি জানতে পেরেছেন, সেই মহাত্মাই বোধ হয় বলেছেন, “ববগপি ধবা তুর-তলে বাসং, বরমপি ভিক্ষা বরমুপবাসং ; বরমিহ ঘোরে নরকে গমনং, ন চ ধনগর্ভিত বান্ধব শরণং” ধন্য সেই মহাত্মা । যদি তিনি দরিদ্র হন, তাহ'লে তাঁর দরিদ্র-হৃদয়ের অলস্তাগ্নিশিখা হতে স্ফুল্লিত অক্ষরে এই কয়েকটি বাক্য লিখিত হয়েছে । আর যদি তিনি দরিদ্র না হয়ে, কেবল দরিদ্র-হৃদয়ের সঙ্গে আপন পবিত্র হৃদয়কে মিলিত ক'রে পরদুঃখ জন্ত অশ্রুজলে এই স্নর্গভেদী বাক্য

প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে এ সংগারে তিনিই ধন্য—তঁাব
পবিত্র-কাতর হৃদয়কে ধন্য তিনি গানব হলেও তাঁর হৃদয়েব
সেই দেবভাবকে নমস্কার করি জগতের মঙ্গলের জন্মই সেই
মকল মহাপুরুষের জন্ম পবিত্র, ধিক নিধনের জীবনে—ধিক
দরিজের দেহ ধাবণে। নিধন হয়ে জীবন ধারণ করা অপেক্ষা
নিধনই শতগুণে মঙ্গল

গীত ।

ধিক জীবনে তার কিবা ফল
হৃদয় গাঁবে যাব, জলে অনিবার, বিষম দারিদ্র্য অনল
এহ-চক্রে যারে নাচায়,
বন্ধুগণে ফিরে না চায়,
চক্রে ধাবা কেউ না মুছায়, সে অভাগার কি স্থখ বাঁচায়,
নিধন জীবন হতে নিধন মঙ্গল

দিবা ত প্রায় অবসান হতে চলো, ভিক্ষাও অল্প এই পর্য্যন্ত ।
গত কল্যাকার দিন স্ত্রী পুত্রের সহিত অর্দ্ধাঙ্গনে গত কবে, প্রভাতেই
সেই ক্ষুধিত বালকেব আর্তনাদ শুন্তে শুন্তে ভিক্ষার্থে বহির্গত
হয়েছি, এখন কুটীরে গিয়ে যে সে ক্ষুধাতৃষ্ণাক্লান্ত বালককে কি
দিয়ে শান্ত করব, কিছুই স্থির করতে পারছি না, মনে কবেছিলাম
রাম-বাজ্যে সুখী হব, দারিদ্র্য দুঃখের অবসান হবে! আঁব অনেক
মহাত্মার মুখে শুনেওছিলাম যে, রামচন্দ্রের রাজত্বকালে দুঃখের
দৌরাত্ম্য দূর হয়ে সুখের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হবে, ক্ষুধা তৃষ্ণা দীন
দরিজের আর্তনাদ আর শুন্তে হবে না, দয়াময় রামের রূপায়
কোশল রাজ্যের কুশল ভিন্ন আর অনাময় ঘটবে না। রামচন্দ্রের
দেশাগমনে সে আশালতা অনেকাংশে বন্ধমূল হয়েছিল,
রামচন্দ্রের বাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই অযোধ্যা নগরী কি যেন

এক অপূর্ণ কাঙ্ক্ষা ধারণ করে শান্তিরাজ্যে পবিত্র হয়েছিল, রাজদ্বারে ভিক্ষার্থে গমন করা দূরে থাক, রাজপথেও দণ্ডায়মান হতে হতো না, রাজ-ভৃত্যগণ নিত্য নিত্য দীন দরিদ্রের গৃহে গৃহে গমন ক'বে, অকাতবে আশাতীতরূপে অশন বসনাদি দান করে আসত, কিন্তু এ হতভাগ্য দীন দরিদ্রের ভাগ্যে সে সুখসন্তোগ স্থায়ী হবে কেন? আমার স্ত্রী চিব-দরিদ্রের নিবাস স্ত্রে কমলা সে রাজ্যে অবস্থিতি ক'রবেন না বলেই, বামচন্দ্র নির্মাসন ছলে অযোধ্যা-লক্ষ্মী গীতাদেবীকে নির্মাসিতা করলেন, আর সেই গীতা-নির্মাসনের সঙ্গে সঙ্গেই অযোধ্যাব এই অভাবনীয় দশা সংঘটিত হয়েছে দিক্ মহাপাতকীর জীবনে। এক্ষণে কুটীরে যাই, যে পরিমাণে ভিক্ষা পেয়েছি, এতে আর কার উদর পূর্ণ ক'রব, এ ভাগ্যে উপবাস ত অবধারিত অব সেই হত ভাগিনীর ভাগ্যও যখন এই ভাগ্যহীনের ভাগ্যধীন, তখন তার ভাগ্যেও উপবাস; এখন এই মুষ্টিমেয় ভিক্ষালব্ধ অম্নে সেই ক্ষুধিত বাপকের তুষ্টিসাধন ক'রতে পারলেই যথেষ্ট। একি! মহা বামাদ্গ স্পন্দিত হলো কেন? বাম নয়নের উর্ধ্বপক্ষ নৃত্য ক'রে উঠল। শুক্ররক্ষের ভগশাখায় বসে বায়সগণও কর্ণশব্দে চীৎকার ক'রছে। মহা এই সকল দুলক্ষ্যে দর্শন করছি কেন? হা ভগবান! আমার আবাব দুর্গিমিত। ভিক্ষাজীবির আবার শুভাশুভ। তুমি সঙ্গলময় বিধাতা, তুমি যা কর জীবের মঙ্গলের জন্ত। এক্ষণে কুটীরে যাই, দেখি বিধাতার মনে কি আছে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—দশাশ্বশেখবের কুটীরোশ্রম

(তাবাবতীর প্রবেশ)

তাবা ।—(স্বগতঃ) আহা ! বাছা আমার কাল হ'তে কিছুই খেতে পায় নাই, আজ আবার এই সমস্ত দিন যায় যায় হয়েছে, সারাদিন উপবাসে কাতর হয়ে “মা আর থাকতে পারি না, বড় ক্ষুধা পেয়েছে” বলে কাঁদতে লাগলো দেখে সকালে দুটি ক্ষুদ ভিক্ষা কবে এনে সিদ্ধ করে দিয়েছিলাম, সোনার বাছা আমার সোনা পানা মুখ কবে সেইগুলি খেয়ে বললে “মা ! আর আমি খাবার জন্য কাঁদব না” এতেই এখন আমার পেট ভেবেছে, এখন ভিক্ষায় যা পাবে তোমবা খেও, কাল হতে দুজনেই উপস করে আছি, আজ তোমাদের খাওয়া হলে যদি কিছু থাকে আমাকে দিও, না থাকে তবে চাইব না, খাবার জন্যও কাঁদব না, এখন আমি খেলা করিগে” এই বলে পাঁচ ছেলের সঙ্গে খেলায় ভুলে আছে, পিতামাতা যে দীনদুঃখি মুষ্টি ভিক্ষাব জন্য লালায়িত, বাছা আমার তা জানতে পেরেছে, তাই ক্ষুধার যাতনা আমাদিগে সহজে জানতে দেয় না, ক্ষুধায় অধৈর্য্য না হলে আব কাঁদে না বাছা আমার ক্ষুধায় কাতর হলে পাছে সেই মেঘ-ঢাকা চাঁদের মত মলিন মুখখানি দেখে আমরা প্রাণে ব্যথা পাই, সেই ভেবে অতি কষ্টে ক্ষুধার যাতনা সম্বরণ করে, দুঃখেব চক্ষে একটু প্রফুল্ল ভাব দেখিয়ে আমাদের দুঃখের বেগ লাঘব করিবার চেষ্টা করে, এই সারাদিনের উপবাসে বাছা আমার ক্ষুধায় কাতর হ'য়েছে, কিন্তু পাছে আমরা জানতে পারি সেই ভেবে এখনও ঘবে আসে নাই, এখনও পাঁচ ছেলের সঙ্গে খেলায় ভুলে আছে

(শশীবিদ্যুর প্রবেশ)

শশী — মা ! আমি এসেছি, বাবা কি এখনও ভিক্ষা হ'তে আসেন নাই মা ?

তারা — না বাপ ! এখনও তিনি আসেন নাই, তবে আসবার সময় হ'য়েছে—এলেন ব'লে, তোমার বড় ক্ষুধা হ'য়েছে নয় ?

শশী — মা ! আমি রত্ন তত ক্ষুধা হয় নাই, তুমিত সকালে ভিক্ষা করে এনে আমাকে খাইয়েছ, কিন্তু মা ! বাবা যে আজ দুদিন ধরে উপবাসী আছেন, তুমিও যে মা কাল হ'তে কিছু খাও নাই ! আজ বাবা ভিক্ষা থেকে যা কিছু আনবেন আগে তাঁকে দিও পরে তুমি খেও । আহা ! বাবা আজ দুদিন ধ'রে বড় কষ্ট পাচ্ছেন, একে উপবাস তার উপর ভিক্ষার জন্য পথে পথে বেড়াতে হ'চ্ছে, মা ! কাল হ'তে আর বাবাকে ভিক্ষায় যেতে দেবনা, আমি ভিক্ষায় যাব, কেন মা ! আমি কি ভিক্ষা ক'রতে পারব না ? এখনত আমি বড় হ'য়েছি, কি ক'রে যে ভিক্ষা ক'রতে হয় তাওত মা বুঝতে পেরেছি

তারা ।—ভিক্ষকের ছেলে ভিক্ষা ক'রতে শিখবে বৈকি ! যখন এমন অভাগিনীর গর্ভে জন্মেছ, তখন ভিক্ষায় ভিন্ন আর জীবন ধারণের উপায় কি ? হা ভগবান ! আর যে সময়না পাপ কর্ণে এও শুনতে হল, বাপ ! তুমি দুধের ছেলে হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে এনে দেবে, আব সেহি অন্ন এ পাপ উদর পূর্ণ ক'রতে হ'বে ?

শশী ।—কেন মা ! মা বাপ যদি কাঙ্গাল হয়, তা হ'লে ছেলে ভিক্ষা ক'বে এনে তাদের খাওয়ায় না ? আমি যদি এখন হতে ভিক্ষা ক'রতে না শিখি, তা হ'লে যে বাবা বড় কষ্ট পাবেন । বাবার কষ্ট যে আর দেখতে পারি না মা !

তারা — কি ক'রবে বাবা ! সোনার চাঁদ আমার, তুমি বেঁচে থাক, ভগবান কি চিরদিনই আমাদের এমনি দিন রাখবেন ?

শশী —মা ! বাবাত এখনও এলেন না ? তবে আমি আর একটু খেলা করিগে, খেলায় ভুলে থাকলে ক্ষুধা-তৃষ্ণার যাতনা তত জ নুতে পারবিনে, এখন যাই, বাবা এলে আমাকে ডেক । নয় একটু পরে আমি আপনাই আসব

[প্রস্থান ।

তারা —অ হা বাছা আমার যেমন কাঙ্গালের ছেলে, পুড়াবটিও তেমনি কাঙ্গালের মত হয়েছে, অন্তেব ছেলে খাবার জন্ত কত কাদে, ভাল গন্ধ দেখে নেবাব জন্ত কত আখুটী করে, বাছাব আমার কোন ল্যাঠা নাই, মা বাপেব যেমন ছুঃখের দশা, বাছাও আমার তেমনি ছুঃখের ভাগী হ'য়েছে, আগ দেব ছুঃখের সংসার, ভিক্ষা ভিন্ন প্রাণবক্ষাব উপায় নাই, বিধাতা কোন দিন সাপান, কোন দিন বা অনাহাবেও কাটাতে হয়, এত ছুঃখের উপব চক্ষের জল সম্বরণ করে কেবল ঐ আঁধারের দীপ সোনার বাছার মুখখানি দেখে জীবন ধারণ ক'রে আছি, আহ বাছার আগার কত জ্ঞান, মা বাপেব ছুঃখের দশা হ'লে ভিক্ষা কবে এনেও যে, অক্ষম পিতা মাতাকে প্রতিপালন ক'বতে হয়, সোনার টাদের আমার সে জ্ঞানও হ'য়েছে, এখন ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা যেন অনাগ জানাথার অন্ধের যষ্টিটি অক্ষয় হয়

(শিবিন্দুব পুনঃ প্রবেশ)

শশী —মা আর আমি খেলা ক'রতে যেতে পারলাম না

তারা —কেন কেন বাবা । অগম কবে কাদতে কাদতে ফিরে এলি ? নোঁটা ছেড় পদেব মত মুখখানি আবও যেন মলিন হয়ে গিয়েছে, চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, কেন বে কাঙ্গালিনীর দন কেউ কি তোকে কোন অপমানের কথা

রলেছে ? না কোনরূপ অসুখ হয়েছে ? মোনাব চাঁদ আমার ।
বুকের মানিক আমার এগন ক'রে কেঁদে এলি কেন বাপ ? কি
হয়েছে বল ।

গীত ।

ওরে অগ্নেব বল, জীবন সম্বল, বল কিসেব তরে, কঁাদ কাতবে ।
কে দিলে তোর মর্মে বেদন, কিসের তরে বিরস বদন,
ওবে বন্ধের রতন, কে অযতন ক'বেছে তোর
শিশির-শিক্ত যেন বজ্র-শতদল, কি বিষাদে কেঁদে রাঙ্গা ক'রেছ অঁখি যুগল
অশ্রুধারা তোর চক্ষে, (একি মাগের প্রাণে সগবে চাঁদ)
শেলসম বাজে বক্ষে, বড় ছুঁথের ধন আমার তুই রে সংসার

শশী — না মা আমার কেউ কিছু বলে নাই, আমি ত মা
কখন কারও সঙ্গে বিবাদ করিনে, আমাকে কেউ কখন একটা
অপমানের কথাও বলে না, যাদেব সঙ্গে খেলা করি, তারা
আমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে

তাবা — তবে খেলা ক'বতে যেতে যেতে এগনধারা কঁাদতে
কঁাদতে চলে এলি কেন ?

শশী — মা পথে যেতে যেতে মাথাটা কেমন হঠাৎ টনটন
করে উঠলো, বড় যাতনা হতে লাগলে, তাই আর যেতে
পারলাম না, যাতন যেন ক্রমেই বাড়ছে আর দাঁড়াতে
পাচ্ছি নে । আমাকে বাবাব সেই কুশাগনখানি এখানে পেতে
দাও, আমি একটু শ্বই

তাবা — আহা বাছ আমার সারাদিনেব ক্ষুধাতৃষ্ণার
যাতনায় কাতর হয়ে পড়েছে, ক্ষুধার যাতনায় মাথা ধরেছে,
ছুধেব ছেলের প্রাণে আর কত সহবে ? ব বা . তুমি এই কুশা-
সনে শোও আমি তোমার কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিই ।

শশী ।—না মা তোমরা আজ ছুদিন ধবে কিছু খেতে পাও নাই, তার উপর আর আমার জন্ম তোম কে কষ্ট পেতে হবেনা ; বাবার আশুবার সময় হয়েছে, আমি শুই, বাবা এলে তাঁর খাবার উন্মোচন করে দিও, তাঁর খাওয়া হওয়ার আগে আমাকে ডেক না, আমার অমুখের কথাও তাঁকে বল না, তাহলে তাঁর খাওয়া হবে না। (শয়ন)

তারা ।—আমাদের যেমন দুঃখের ঘরকন্না, তেমনি দুঃখের দুঃখি ছেলেও পেয়েছি ভগবান কাঙ্গালের ঘরে এমন বড় কেন দিয়েছেন, কেনই ব এমন ননী ব খুতুলকে দুঃখের আগুনে গলাচ্ছেন, তা তিনিই জানেন ঐ ত নাথ আমুছেন, একে নিরশু উপবাস, তার উপর আবাব ভিক্ষার জন্ম পথে পথে বেড়ান, জীর্ণ শবীরে আর এ কষ্টে কত গইবে মুখখানি মলিন হ'য়ে গিয়েছে, দেহ যষ্টি যেন ভেঙ্গে পড়েছে ; হা পোড়া অদৃষ্ট । পতিব এত কষ্টের ভিক্ষায়েও পাপ উদব পূর্ণ ক'রতে হচ্ছে, ধিক্ সংসাবে ধিক্—পোড়া জীবনে ।

(দশাশ্বশেখরের প্রবেশ)

দশাশ্ব ।—আজ তোমাদের বড় কষ্ট হয়েছে, গতকল্যকার সেই উপবাস, আজও দিনমান গত হতে চলো । কিন্তু কি করি . ভগবান কষ্টে দিলে কে তার প্রতিবিধান ক'রবে । এখন যাও অদ্যকার ভিক্ষায় যা কিঞ্চিৎ পেয়েছি, এরই দ্বারায় অন্নাদি প্রস্তুত ক'রে, অগ্রে বালকের প্রাণ রক্ষা কর, পরে আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে এই লও ভিক্ষাপাত্র ; দ্বিমুষ্টি পরিমিত তুল—কিঞ্চিৎ সৈন্ধব । এ হতেই যা হয় প্রস্তুত কর ওকি, অমনধারা কুশাসনে নিদ্রিত কে ?

তারা ।—এ কাঙ্গালের কুশশয্যায় আর কে শোবে, তোমার কাঙ্গালের ধন সারাদিনের উপবাসে ক্লান্ত হ'য়ে কুশশয্যায় শয়ন

করেছে, এখন আর ওকে উঠিয়ে ক'জ ন'ই, গাজ আর তোমার আগে থাকবে না, তোমার খওয়া হ'লে ত'ব পরে খাব ব'লে শুয়েছে

দশাশ্ব ।—হা হীন বুদ্ধে ! তাও কি কখনও হয় ? ঐ দুধের বালককে উপবাসে রেখে পাণ উদর পূর্ণ ক'রিতে হবে ! ক্ষুধা তুষায় কাতর হ'য়ে কুশলযায় পড়ে লুপ্তিত হবে, আর আমি ঐ ক্ষুধাতুব বালককে রেখে বিষ অন্ন গ্রহণ ক'বব . এখন মাও, যা আছে প্রস্তুত কবগে, আমি নদীতীরে সায়ংসন্ধ্যাদি সমাধা ক'রে আসি

[প্রস্থান

তারা ।—যাই, দুটো বনের শাক পাত তুলে ভিক্ষার চাঁল কটি মিক্র ক'বে দিইগে . আহা . বাছা আমার ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে ঘুমিয়েছে, এখন আর উঠাব ন

[তারাৱতীর প্রস্থান

(যমদূতদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম দূত —তুকে পড়'রে তুকে পড়—এই বেলা তুকে পড় ভোর সন্ধ্য বেলা—ঠিক সময় হয়েছে, এই বেলা চল দেখিগে সে আগে গিয়ে কত দূর কি ক'বলে ?

২য় —কে আগে গিয়েছেবে ?

১ম —সেই যে বে, সেই কনকনানি ঝনঝনানি টনুটনানি , (শিরঃ প্রদর্শন) সেই শিরঃপীড়া মশাই, এতক্ষণ সে নিজের কাজ হাঁসিল ক'রে তুলেছে, চল আমরা নিজের কাজ সারিগে, এখন তুকে পড় ।

২য় ।—কোন্ বাড়ীতে চুকতে হবেবে ? আমি ত চিনিনে, ঐ বড় বাড়িতেতে চুকতে হবে ? ঐ ধপ্পপ্প ক'রছে ।

১ম —দূর বোকা, ওদিকে কি এখন ঘেঁসে-বাব মো আছে
ওদের যে এখন বাড়তির মুখ, একটু ভাংট পড়ে আশুক তার
পব দেখিন্ গোটা গোটা পাব ক'রব ?

২য় —তবে এখন কোন্ বাড়ীতে ঢুকবি বল্ দেখি ?

১ম —ঐ যে—ঐ বনের ধ'বে ভাঙ্গা কুঁড়ে, বাতাসে যাচ্ছে
পাতা উড়ে, ঐ কুঁড়েতে এক বামুন বামনী আব ওদের একটা
বছর দশের ছেলে আছে ছুয়ারে ছুয়ারে ভিক্ষা ক'বে খেয়ে
ঐ ছেলেটিকে সম্বল ক'বে সংসারে পড়ে আছে, আজ ঐ ছেলে
টাকে নিয়ে যেতে হবে

২য় —নেকি রে । ঐ গবিব বামুনের সর্কনাশ ক'রতে হবে,
সংসারের সম্বল একটি ছেলে, ওটিকে হারালে কি, কাপাল ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণী প্রাণে বাঁচবে ? এ ভাই বড় অনায়াস বিচার

১ম —কেন এ বিচার কি নুতন নাকি ? যমের বিচারই
এই রকম অন্ধের নড়ীটি কেড়ে নেওয়া, আধাবের প্রদীপটি
নিবিয়ে দেওয়া, এই ত তাঁর কাজ আগরা ছকুগের চাকর,
যেমন ছকুম পেলেম, তেমনি ত কাজ ক'রতে হবে ? আব কি
সেদিন আছে ? আগে যেমন ছিল, এখন আবার তেমনি হলো
দিন কতক শুন্লেম যে, রামরাজা হ'য়েছেন, বাগরাজ্যে অকাল
মরণ হবে না, বাগ রাজা হওয়ার পব সেট বন্ধও হয়েছিল,
তার পর শুন্লাম, গীতাকে বনে দিয়ে পর্যন্ত রাম আব বাজকর্ষ
দেখেন না, কাজেই চাবিদিকে পাপের বলও বেড়ে উঠেছে, আব
যম মশায়ও নিজমূর্তি ধরে বসেছেন

২য় —কি মজাব বিচার বে পারিস্ চল্ ঐ বড় বাড়ী-
টেতে ঢুকে পড়িগে

১ম —কোন্ বাড়ীতে রে ? ঐ সাদা পাথরের মত কোটা
বালাখানা ধপ্ ধপ্ ক'রছে, পং পং ক'রে নিশানা উড়ছে,

ডগ্ ডগ্ ক'বে দগডবাজছে, গুড গুড ক'বে গুডগুড়িতে গুড়, ক
গারছে, ঐ বাড়ীটে ত ? আগেই 'ত ব'লেছি, ওখ নে এখন আমা-
দেব ছেড়ে যমেরও চোকবাব যো নাই এখন ওবা চচ্চড় ক'বে
বাড্চে, —আব আগবাও তদড় ক'রে কাপছি যখন হড্গড্
কবে ভেঙ্গে পড়বে, তখন গিয়ে গড্গড্ করে বেঁধে ফেলবো।
এখন কি এখানে এগোবাব যো আছে ?

২য় —তা ও বামুনের গিয়ে এখন সর্কনাশ ক'রবি, ওরা
ছুদিন উপবাস কবে আছে তার উপব এ সর্কনাশ ক'রলে কি
ওদের আঙ্গ খাওয়া হবে ? দুটো খেতেও কি দিবিনে ?

১ম —এমনি ধারা মুখের গ্রাম কেড়ে নেওয়াই যে আমাদের
কাজরে খেপা হা হা হা, এমন স্নেহের চাকরী কি তার
কেউ পায়

গীত ।

আমাদের স্নেহের চাকরী ভাই, এমন পায় কি সবাই
ধর্ম যে থাকে খাঁটি, তাবই চালি ভিট মাটি,
বাছিনে চাঁদা পুঁটী, গুটী গুটী করি জবাই।
মা বাপ যার বুড় বুড়ী,
তাবই বাড়ে আগে চড়ি,
কেড়ে নিই অহর নড়ী, আঁধারের দীপ আগে নিবাই

১ম ।—এখন আয় ছোঁড়াটা পড়ে আছে, অ গবা ঐ কুঁড়ের
পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ে কাজ সেবে ফেলিগে ।

২য় ।—আমাব ত ভাই দেখে শুনে মায়া হচ্ছে মাইবি । না
আমার কামা পাচ্ছে, তুই যা হয় কর আগি একটু সরে দাঁড়াই ।

১ম —তাই হবে এখন চল ।

[প্রস্থান ।

(তারাবতীব প্রবেশ)

তার। —আহা। ব ছা আম ব ক্ষুধার যাতনায় মাথা ধরেছে ব'লে ছিন্ন কুণশয্যার উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে, দুধেব ছেলের প্রাণে আর কত সহিবে? তাঁর সক্ষ্যা আত্মিক ক'বে আস্তে এখনও বিলম্ব আছে, বাছ কেন কষ্ট পায, যাই তুলে ছুটি খাওয়াইগে (পুএকে, অক্ষে ধারণ করিয়া) বাব ওঠ, আহ মুখখানি যেন কালীমাথা হ'য়ে গিয়েছে, ক্ষুধার যাতনায় চক্ষে জল পড়েছে, বাছ। আমাদের তাও জানতে দেয় নাই, চখেব জগ চখেই শুকিয়েছে বাপ আমার, যাক আম ব ওঠ তোমার জন্ত খাবার এনেছি, উঠে খাও, (উত্তেজন ও অঙ্গের শিথিলত দর্শনে) আহ। সমস্ত দিন গিয়েছে, ক্ষুধার অবসাদে বাছার আমাব সর্বস্বত্ব যেন নিখিল হ'য়ে গিয়েছে (পুএবক্ষে হস্তদান পূর্বক) একি একি সন্দনাশ। বাছ আমার এমন হিমাজ হ'লো কেন? নাকে নিশ্বাস পড়ছে ন কেন? ওমা ওমা আমার কি সর্বনাশ হলে, ওগো কোথায় আছ দৌড়ে এস, আমার সর্বনাশ হয়েছে পোড়া কপাল বুঝি পুড়ে গিয়েছে, বাপরে সোনার চাঁদ আমাব অক্ষের নয়ন, কান্ধালের সন্দন্য দন। এমন হলি কেন বাপ? বাব তুমি যে এখনি ব'ল্লে "মা কল হতে আমি ভিক্ষায় যব, তোমাদের কষ্ট অব দেখতে পারিনে, ছেনেয় কি ভিক্ষা ক'বে এনে মা বাপকে খাওয়ায় ন? এমনি এমনি যে কত কথা বলি, এখন সে সব তুলে যাচ্ছ কেন বাবা? তে মার সে কথাগুলি চিবকাল শক্তিশেলের মত বুকে ক'বে রাখতে হবে বলেই কি বলেছিলে? বাপ তুমি যে আজ সমস্ত দিন কিছু খাও নাট, একবার ওঠ, একবার তেমনি ক'রে হতভাগিনীর গলা জড়িয়ে ধলে, মা আমার বড় ক্ষুধ হয়েছে ব'লে খেতে চাই বাবা। সংসাবে আমাদের কি সুখ আছে? কেবল তে বই

মুখখানি দেখে—তোকেই সম্বল ক'রে এ পোড়া সংসারে পড়ে
 আছি তুমি এমন ক'রে ফাঁকি দিলে আর কার, মুখ দেখে এ
 পাপ প্রাণ রাখব ? বাপবে আমার, একবার ওঠ বাপ । এক-
 বাব মা ব'লে ডাক বাপ ওবে আমি যে অনেকক্ষণ তোকে
 বুকে কবিনি, একবার আয়—একবার আয় বাপ, আয়বে
 সোনার চাদ আমার, তেমনি ক'বে মা মা ব'লে হতভাগিনীর
 কোলে এসে তাপিত প্রাণ শীতল কব

গীত

মা ব'লে চাদ একবার কোণে আয়রে
 ক বিঘাদে, নয়ন মুদে,
 অচেতন ধরায় রে
 এই হ'তে কি সাঙ্গ তোর সংসারের সাধ,
 আর কি মা বলিয়ে কোলে আস্বিনেরে সোনার চাদ ;
 তুই যে বে সংসারের সম্বল,
 (আমার অধাবেব দীপ অনের নয়ন)
 জগতে আর কে আছে বল,
 পুত্র এ সংসারে কেবা আছি তোর মায়ায় রে ॥
 এখন যে ব'লি রে প্রাণধন,
 ভিক্ষা ক'রে দারে দারে মা তোদের ক'র্ব পালন,
 আমার বড় কান্দাল পিতা মাতা,
 (আমি ভিক্ষায় গিয়ে ব'ল'ব সব) দেখতে নারি তাঁদের ব্যথা,
 শেল হ'য়ে তোর এ সব কথা, থাকবে এ হিয়ায় রে

কৈ বাপ এখনও কথা কইলে না ? ওরে বুকের মানিক ।
 কান্দাল কান্দালীব সর্বস্ব ধন । এমন ক'রে ফাঁকি দিলি কেন ।
 হ পাপ প্রাণ আর কবি গায়ায় এ পাপ দেহে আছিমা ? দাব
 গায়ায় বদ্ধ হ'য়ে—যাব মুখপানে চেয়ে কোন দিন অন্ধাশনে, কেন

দিন উপবাসে থেকেও এ পাপ দেহে বাস ক'রেছি, এখন ত মে
ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, তবে আর কেন। আর কার মায়ায়
আছি? পোড়া দেহের মায়া কি ত্যাগ করবিনে? বাপবে!
দাঁড়া—যাস্নে! তোর হত ভাগিনী জননীকে সঙ্গে নে, পাপ
প্রাণ। আর কি স্মৃতি দেহে আছি? আমার হৃদয় পিঞ্জর ভেঙ্গে
প্রাণের পাখী কোথায় চলে গেল—তার তত্ত্ব করতে বহির্গত
হলিনে? যাবিনে—পাপ প্রাণ সহজে যাবিনে? (বন্ধে কবাঘাত)
যা—নিষ্ঠুর প্রাণ! এখনি যা—এখনি— (মুচ্ছা)

দশাশ্বশেখরের প্রবেশ।

দশাশ্ব —সায়ং সন্ধ্যাদিত সমাধা কবলাম, এক্ষণে আর
বিলম্ব করা উচিত নয়, যাই—কুটীরে যাই, সেই সমস্ত দিনের
ক্ষুধার্ত্ত বাক হয়ত এতক্ষণ কতই আর্তনাদ করছে, কিম্বা
অনশনে ক্লান্ত হয়ে সেই কুণাগনেই পড়ে আছে, যাই
আর বিলম্ব কব বিহিত নয়, (কুটীরে প্রবেশ পূর্বক) কুটীর
যে নিস্তব্ধ। এই যে, পাকাদি প্রায় সমাধাও হয়েছে, কিন্তু এ সকল
একপ অধঃ-বক্ষিতাবস্থায় বিপর্যস্ত ভাবে পতিত কেন? অগ্নি
নির্কণ হয়েছে, অথচ পাকস্থলীর অন্ন পাকস্থলীতে অঙ্গিসিক্ত অবস্থায়
পতিত, ও কে। ঐষে ব্রাহ্মণীও ক্ষুধাতুরা হয়ে ধবাণয্যা শ য়িনী
উপযু্যপবি দিবসদ্বয় প্রায় উপবাসে অতিবাহিত হয়েছে। অত্য়কার
দিবাও গত। অবলার দুর্কল দেহে আর কত মল্ল হবে? দুষ্ক
পোষ্য শিশুর ত কণাই নাই। হা মঙ্গলময় বিধাতঃ জানি তুগি
যা কর সকলই জীবের মঙ্গলের জন্ত কিন্তু এই ভিক্ষাগ্নজীবী দরিদ্র
ব্রাহ্মণকে এত মর্মে যাতনা দিয়ে যে কি মঙ্গল বিধান ক'রবে
তাত কিছুই বুঝতে পারছি নে, হা দাবিদ্যা। এ হতে আর কত
বিকট মূর্ত্তি পাব ক'রবে? (ব্রাহ্মণীর কব ধারণপূর্বক) প্রিয়ে,
আর কেন? ক্ষণকালের জন্ত ধৈর্য্য ধারণ কর, সন্ধ্যা গত হয়েছে,

অশ্রুকার মত বিধাতা যা বিধান কবেছেন তাতেই সমুপ্ত হয়ে, ঐ অর্ধসিদ্ধ অঙ্গে অগ্রে কোমল-প্রাণ বালকের প্রাণ রক্ষা কর । ওঠ কি কব্বে বল বিধাতা যতদিন দুঃখের ভার বহন কব্বেতে দিয়েছেন, তত দিন বহিতেই হবে একি ! একবারে যে সংজ্ঞাহীন . মুচ্ছা নাকি ? হা দারিদ্র্য জগতে যত কিছু যজ্ঞা আছে—যে কোন ব্যাধি আছে, সকলই তোমার অনুগামী । সংসারবাগীর পক্ষে তোমার স্তায় সংক্রামক ব্যাধি আব কিছুই নাই অমকষ্ট যে কি মহাকষ্ট, অমহীনেব যে কি যাতনা, তা আমিই জানুতে পেরেছি . জগতে যে চিব-শত্রু, সেও যেন কখন অমকষ্ট না পায় । আজ এক মুষ্টি অমের অভাবে চিব-দবিদ্রা নাক্ষী পত্নী মৃতপ্রায় ধরাশায়িনী—দুঃখপোষ্য শিশুমণ্ড ন ধূলায় লুপ্তিত—নিজের জীবনও কণ্ঠাগত প্রায় . একমুষ্টি উদরামের অভাবে তিনটি মহাপ্রাণী যায় যায় হয়েছে এ যে ভগবানের কি লীলা ত অন্তে কি বুঝবে কৈ এখনও যে প্রিয়ার সংজ্ঞা নাই, তবে কি অসম্ভাবে ভ্রাক্ষণী প্রাণত্যাগ করলেন প্রিয়ে আর উঠবে না ? এ দরিদ্র-জীবনের যাবতীয় যাতনাতার এই হতভাগ্যেব উপর অর্পণ কবে তুমিও অবসর গ্রহণ কবলে । ভাল অগ্রে দেখি বালকের কোন সর্কনাশ ঘটেছে কিনা ? (বালকের হস্ত ধারণপূর্বক) বাপ নিজা ত্যাগ করে আমার কোলে এস, সমস্ত দিন উপবাসে আছ, উঠে কিঞ্চিৎ অ'হ'র কর ' অ'হ' ' বস্ত্র চ্যুত কমলদলের স্তায় মুখখানি মলিন হয়ে যেন কালিমাচ্ছাদিত হয়েছে ; একি সর্কশরীর স্পন্দহীন । একবারে হিমাপ্ত স্বাস প্রাণসও অনুভূত হচ্ছে না, এ যে সম্পূর্ণ মৃতের লক্ষণ । হাঃ আমি কি হতভাগ্য এক মুষ্টি উদরামের অভাবে স্ত্রী পুত্রের প্রাণ বিনাশ করলাম ? কি পরিতাপ । কি ভীষণ দৃশ্য । হা দারিদ্র্য ! এমন ধারা ভীষণ হ'তে ভীষণতর আর কত মুষ্টি ধারণ ক'ববে ? এক্ষণে প্রার্থনা—যে মুষ্টিতে এই

হতভাগ্যের জী পুজকে দর্শন দিয়েছ, সেই মূর্তিতে—সেই শান্তিময়ী মূর্তিতে এ মহাপাতকীকে আলিঙ্গন কর, আগি চিরদিন তোমার আশ্রিত, আশ্রয়দাতার কাজ কর—আগি যাতনার হস্তে মুক্ত হই

তারা —একি এ কাব কণ্ঠস্বর ? নাথ এসেছ ? দেখ দেখ আগাব সোণাব টাঁদ—আগাব বুক ভব টাঁদ আজ কেমন কবে নীকি দিয়ে যাচ্ছে দেখ, ওগো তোমাব সক্ষ্যা আহ্নিক ক'বে আস্তে বিলম্ব দেখে, তাড়াতাড়ি বাছাকে তুলিয়ে খাওয়াব মনে ক'বে কোলে তুলে নিতে গিয়ে দেখি, বাছার আগাব সোণার অঙ্গ কালি হয়ে গিয়েছে, ভেগন হাগি মাখা মুখখানি যেন বাসী পদ্মফুলের মত শুকিয়ে মলিন হয়ে গিয়েছে ওগো ঐ দেখ বাছা আগাব দেখতে দেখতে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে বাপবে কেন এমন হলি বাপ ? হা নাথ আব কি দেখছ ? আর তোমাকে ভিক্ষায় মেতে হবেনা, আব কাব জন্তু ভিক্ষা করবে। যাব জন্তু ভিক্ষা—যাকে সম্বল কবে ভিক্ষা, তোমার সেই ভিক্ষার ঝুনি আজ নির্দয় যম কেড়ে নিয়েছে।

দশাখ —হাঃ কি পবিত্রাপ। শিশুপুত্র অস্বাভাবে প্রাণ হারালে! ক্ষুধা তুষণার যাতনার রুদ্ধকণ্ঠে ক্ষণে ক্ষণে মুখ ব্যদন কবেছে, আগি এগনি মহাপাতকী যে, মৃত্যুকালে সেই শিশু পুত্রের মুখে এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত দিতে পারলাম না, এ শেল চিরদিন বুকে থাকবে, হা বাপ আগি তোর আহারের জন্তু দ্বারে দ্বাবে ভিক্ষা কবে যা আহরণ করলাম, সেই ভিক্ষার তোর মুখে অর্পণ না করে কি, সেই অমে তোর প্রোতাত্মার তর্পণ করতে হবে। হারে আগি যে বড় আশ কবেছিলাম, অর্দ্ধাশনে হক অনশনে হক, এ যাতনাগয় জীবন ভার বহন করেও যদি তোকে লালন পালন কবতে পারি, তা'হলে মৃত্যুর পব পুত্রের হস্তে

জলপিণ্ড পেলেও এ দ্বিভূজ-জীবনের পরিণাম মার্থক হবে, আঁমার
 মে আঁশ। লতায় কি শেষে এই ফল প্রাপ্ত ক'লে পুঞ্জের হস্তে
 পিণ্ড প্রাপ্তিব পবিতর্কে আজ ব্রহ্মকালে মেই দুঃখপোষ্য পুঞ্জের
 ঔর্দ্ধৈহিক কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন কবতে হবে হা, কৃতান্ত। শেষে
 এই কর্ণে তোমাকে লোকে ধর্ম্মবাজ বলে, শুনেছি ধর্ম্মের
 বিচারে পক্ষপাত নাই, তবে এই ভিক্ষানুজীবী দীন ব্রাহ্মণের প্রতি
 এমন নির্ভুল বিচার বিধান ক'লে কেন? আঁমার বোধ হয়
 সবলের সহায়তা, আর দুর্জলের সর্জনশ করাই দেবত্বের পরিচায়ক,
 অগ্নিকে লোকে বায়ুমখ্য বলে, কিন্তু বায়ু কার্য্য কি—না, সবল
 অগ্নিশিখাকে প্রদীপ্ত করেন আর দুর্জল দীপ শিখাকে নির্জাণ
 করে দেন। তুমি ধর্ম্মবাজ সকলের প্রতিই তোমার সমদৃষ্টি, তুমি
 সকলেরই বন্ধু এ অনাথের আশ্রয়ের দীপটি নির্জাণ কবে দিলে
 তোমার নামের মাহাত্ম্য নষ্ট হবেন।

তাবা —ওগো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ। আঁমার
 সোণার টাঁদকে বাঁচাও, আঁমার হৃদয়ের টাঁদ উদয় হয়ে
 কোণায় অস্ত গেল বলে দাঁও—আঁমি সেইখানে যাই।

দশাখ্য।—টাঁদ উদয় হলে অস্তাচলে গিয়ে অদৃশ্য হয় তাকি
 জাননা, তবে যে তোমার এ টাঁদ উদয় হয়েই অপূর্ণ অধস্থায়
 অস্তগত হল, তাব কারণ কি বুঝতে পার নাই। এই দুঃখের
 অগ্নিশিখার জ্বলন্তের পবেই তোমার হৃদয়কণ্ঠে টাঁদ উদয়
 হয়েছিল, কাজেই মে টাঁদ সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত হয়েছে।
 অমাবস্যার পর যে টাঁদের উদয়, সেত প্রতিপদের টাঁদ। মে
 টাঁদ আর কতক্ষণ থাকবে, শুনেছি টাঁদ যে স্থানে অস্তগত হয়,
 মে অস্তাচল সমুদ্রের পর পারে, তোমার হৃদয়ের টাঁদও যে
 অস্তাচলে গিয়ে বিলীন হয়েছে, সেও এ পারে নয়—সমুদ্রের পর-
 পাবে, এ পারে থেকে আর মে টাঁদের দেখা পাবেনা, যদি কখন

পরপারে যেতে পার, তবেই আবার টাঁদের দেখা পাবে—নইলে এ পারে থেকে কেবল এই দুঃখের অন্ধকাবে পড়ে হাহাকার করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই, এক্ষণে চল, মৃতপুত্রকে বক্ষে ধারণ করে জাহ্নবী-জলে জীবন পরিত্যাগ করিগে । (ব্রাহ্মণীর কোল হইতে মৃতপুত্রকে বক্ষে ধারণপূর্বক) চল এবারকার কার্য্যত এই রূপেই সমাধা হ'ল দেখি বিধাতা মৃত্যুব পব কি বিধান করেন

[মৃতপুত্র-সহ উভয়ে গ্রস্থানোচ্চত

(নারদেব প্রবেশ)

নারদ ।—কে তোমরা—স্থির হও স্থির হও করোনা—আত্ম-হত্যা করোনা , কি সৰ্বনাশ কি সৰ্বনাশ (নিকটস্থ হইয়) দেখছি ব্রাহ্মণ, অজ্ঞান ব'লেও বোধ হচ্ছে না, তবে এ মতিভ্রম কেন ? আত্মহত্যা যে কি মহাপাপ,—আত্মহত্যাকারীর পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর, তাকি জাননা ? ছি ছি । এমন পাপ রামনা পরিত্যাগ কর, বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ হয়ে এ মহাপাপের অনুষ্ঠান কেন । কারণ কি ?

ব্রাহ্মণ —তপঃপ্রদীপ্ত দেবকান্তি . কে আপনি ?

আগি আপনাকে প্রণাম ক'রছি ।

নারদ ।—ওকি—কব কি ? তুমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্যদেব তোমাব প্রণাম গ্রহণ করুন, এক্ষণে ব্যাপার কি বল দেখি, এ মৃতপুত্র কার ?

ব্রাহ্মণী —(নারদের পদতলে পতিত হইয়া) প্রভু । আপনি কোন্ দেবতা ? এ হতভাগ্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আর বঞ্চনা ক'রবেন না আপনি অন্তর্ধ্যামি অন্তবে যা হচ্ছে—এ পোড়া হৃদয় যে ক'রে পুড়ছে, তা আপনি সবই জান্তে পারছেন • আর ছলনা ক'রে যাতনাব উপর যাতনা দেবেন না, আগি আপনার কন্যা—আগি আপনার দাসী, দাসীর প্রতি দয়া ক'রে

বলে দিন আমাব এ সৰ্গনাশ কেন হলো ? কি পাপে এমন বুক
ভরা চাঁদ হারালোম বলে দিন

নারদ ।—মা আমি যে হই পবে পবিচয় পাবে, এক্ষণে
উভয়ে আত্মহত্যা বাননা পবিত্যাগ কর বোধ হচ্ছে এ শিশু
পুত্রটি তোমাদের একমাত্র সংসারের সম্বল,—বান্ধিকের একমাত্র
অবলম্বন । অকালে এই অমূল্য রত্নটি হারিয়ে আত্ম-বিমর্জনে
উদ্ধৃত হয়েছ অবশ্য তুমি স্ত্রীজাতি মহজেই অধীরা, তুমি যে
শোকে আত্মহা বা হবে সে অসম্ভব নয়, কিন্তু তোমার স্বামীকে
জ্ঞানবান্ দীবাধিকৃতি বলেই বোধ হচ্ছে পুত্র কলত্র কে কার
মা ? আত্মকার্য সাধনেন জন্মই সকলের সংসারে আশা—আবার
কার্যান্তে প্রস্থান এই ত নশ্বর সংসারের নিদৃষ্ট নিয়ম তবে
যে কয়েক দিনের জন্ম কর্মক্ষেত্রে বসবাস নির্দিষ্ট, সেই কয়-
দিনের জন্মই পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্র, বন্ধুবান্ধব কপে সকলেই
পবম্পর মায়ী-সুত্রে আবদ্ধ । কিন্তু আপনাপন কার্য শেষ হলে,
আর কেউ কাবও মুখাপেক্ষা করবে না ; সঙ্গে সঙ্গেই মায়ার
কাঁস ছেদন করে চলে যাবে নদীতীরে ভাসমান তুণ কাষ্ঠাদি
যেমন ক্ষণকালের জন্ম সংযুক্ত হয়ে পরক্ষণেই বিযুক্ত,—আবার
অন্য বস্তু সংযোগে ভাসতে ভাসতে সংযোগ বিয়োগের সঙ্গে,
ক্রমে অনন্ত নাগবে গিয়ে পতিত হয়, এ সংসারে পুত্র কলত্রাদির
সঙ্গে সম্বন্ধও সেইরূপ সকলেই এই কালতীরে ভাসছে,
এখনি যে পুত্ররূপে তোমার সহিত সংযুক্ত হয়েছিল, আবার পর-
ক্ষণেই বিযুক্ত হয়েছে এইরূপে অন্তর সহিত সংযোগ বিয়োগ
ক্রমে অনন্ত-কাল-নাগবে পতিত হবে, তোমার পুত্রশোকে আত্ম-
হত্যা করলে পুত্রের মায়া ভুলতে পারবে, পবম্পরের সম্বন্ধও
গিটবে, কিন্তু আত্মহত্যা জন্ম মহাপাপের সঙ্গে সম্বন্ধের শেষ
যে শত জন্মেও হবে না । তাই বলি, আত্মহত্যার বাসনা পরিত্যাগ

ত্যাগ ক'রে অযোধ্যা ধামে গমন কব আমি মহাআগণের।
 নিকট শুনেছি যে, রামবাজ্যে অকাল মৃত্যু হবে না, উভয়ে গিয়ে
 তাঁর অভয়পদে শরণ গ্রহণ করবে, দয়াময় রামের কৃপায় অবশ্যই
 উপায় হবে। যদি রামচন্দ্র এ অকাল মৃত্যুব—শমনের এ অযথা
 অত্যাচারে প্রতিকার ন করেন তবে আর জাহ্নবী জলে না
 এসে, সেই জাহ্নবী জন্মদ রাম-পদ মহাতীর্থে মৃতপুত্র সমর্পণ ক'রে,
 উভয়ে জয় রাম জয় বাম বলে সেই নরক তীর্থের নিদান মহাতীর্থ
 রাম পদে পুজ্য কলত্রসহ আত্মসমর্পণ ক'রো। প্রতিকারের উপায়
 নহে অপ্রীতিকর আত্মহত্যায় উদ্বৃত কেন? যাও ঐ মৃত নন্দন
 বক্ষে ধারণ ক'রে সেই রঘুনন্দন রামচন্দ্রের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ
 করবে, আমিও যথাসময়ে রাম দর্শন উপলক্ষে অযোধ্যা ধামে
 গিয়ে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রব; এক্ষণে আমি চলেম।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য ।

অযোধ্যার রাজমন্ড ।

রামচন্দ্র আগীন

সুগত ।—মহারাজ . আপনাকে নিতান্ত ব্যাকুল চিত্ত ও রাজ-
 কার্য উদ্দেশ্যে দেখে, কুমার ভরত সংবাদ পোষণ কবাতে মহর্ষি
 ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞস্থল হ'তে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব অযোধ্যায় আগমন
 ক'বেছেন।

রাম —মহর্ষি বশিষ্ঠ কোথায়? তাঁকে সঙ্গে লয়ে এস।

সুগত ।—কুমার লক্ষণ ভরত শত্রুকে সঙ্গে ক'বে তিনি
 রাজমন্ডাতেই আগমন ক'রছেন

(লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও বশিষ্ঠের প্রবেশ।)

বশিষ্ঠ।—মহা রাজ বাগচন্দ্রের জয় হ'ক।

বাম।—আমুন আমুন আগুতে আজ্ঞা হ'ক, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞ ত নিবাপদে সম্পন্ন হয়েছে? আমাদের মাতৃগণের ত কুশল?

বশিষ্ঠ।—হাঁ যজ্ঞ নির্কিঙ্কেই সম্পন্ন হয়েছে, আর তোমার মাতৃগণের কুশলের কথা কি জিজ্ঞাসা করছ? মহারাজ দশরথের স্বর্গানোহণের পব থেকেই সকলে কুশল্যাশায়িনী হয়েছিলেন, এক্ষণে তোমা কর্তৃক রঘুকুলের লক্ষ্মীকপিণী কুলবধু সীতা নিরপবাধে নির্কামিতা হওয়াব কথা শ্রবণে, সে কুশল্যাও ত্যাগ করেছেন, সকলেই অনশন ব্রতে ধরাশয়াশায়িনী। আর তাঁরা গীতামূল্য অযোধ্যায় আসবেন না, জীবনের অবশিষ্ট দিন ক-টা তপারণ্যেই অতিবাহিত ক'বে, সেই শাস্তিধামেই দেহ ত্যাগ ক'রবেন পিুর ক'বেছেন তা করুন, জীবনের শেষভাগ তপারণ্য থেকে, ইষ্ট সাধনায় অতিবাহিত করাই পুণ্যবংশের মনাতন ধর্ম। এক্ষণে তুমি যে গুরুভাবমস্তকে গ্রহণ পূর্বক প্রজারঞ্জন ব্রতে দীক্ষিত হয়েছিলে, সে ব্রত কি এইরূপেই উদ্ব্যাপিত হবে? রাম! প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জনের জন্তু অপাপম্পর্শিতা জেনেও গীতাকে পরিত্যাগ ক'রতে কাতর হও নাই, এ—রাম-হৃদয়ের দৃঢ়তাব—স্থির প্রতিজ্ঞতাব অতীব উচ্চতম পরীক্ষা। কিন্তু সেই দৃঢ়ব্রত রাম-হৃদয়ের সহিষ্ণুতায় পরিচয় কি এই?

রাম।—প্রভু সকলই জানি, কিন্তু কি করি, চিত্ত আব আয়ত্ত ক'রতে পারলাম না, চির প্রতিষ্ঠিতা মতীর প্রতিমা গীতাকে বিনর্জ্জন দেওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই আমার ধৈর্য্য-সেতু ভগ্ন হয়েছে। আমার শাস্তির মন্দির হৃদয়ও ভগ্ন হয়েছে, এ ভগ্ন মন্দিরের ক্ষীণ-লোক জীবন-দীপও যে অচিরেই নির্কামিত হবে, তাও বুঝতে

পেরেছি, যদি সীতাব শোকে আমাকে জীবন পরিত্যাগ ক'রতে হয়, তাতেও আমি দোষী নই। আমার পিতামহ মহাত্মা অজ, ইন্দুমতীর শোকে প্রাণত্যাগ ক'বেছিলেন, আমাকে বনবাস দিয়ে পিতাও রাম! রাম! ব'লে প্রাণত্যাগ ক'বেছেন। আমি ত সেই বংশের সন্তান—সেই পিতাব পুত্র। শোকে প্রাণত্যাগ ক'বা আমাদের কুলধর্ম। যে কুলের কুলবধু মহাদেবী ইন্দুমতী, দেবর্ষি নারদের বিনায়ক-চ্যুত মন্দার মালাব আঘাতে, প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন, আমি সেই কুলের কুলবধুকে বিজন অরণ্য পথে বিসর্জন দিয়ে এখনও যে জীবিত আছি এই বিচিত্র!— এই বাম হৃদয়ের সহিষ্ণুতার চরম পরীক্ষা। আপনি আমার উপদেষ্টা, আপনার উপদেশে সকলই জেনেছি, হৃদয়েব ধৈর্য্য-সেতুও যথাসাধ্য দৃঢ় ক'রেছিলাম, কিন্তু সীতা শোকেব প্রবল উচ্ছ্বাস নষ্ট ক'রতে সক্ষম না হওয়াতেই সে সেতু ভগ্ন হ'য়েছে, যা হ'কৃৎ এক্ষণে যতদূর সাধ্য কল্পব্য পালনে যত্নবান হব

(নেপথ্যে—ব্রাহ্মগণগণ ।—মহারাজ রামচন্দ্র রক্ষা করুন)

ব্রাহ্মগণের সভায় প্রবেশ

১ম ব্রাঃ ।—মহারাজ! বক্ষা করুন, এই কথটি বনফল দিয়ে আশীর্বাদ করি, রাজলক্ষ্মী অচলা হন

রাম ।—আমি রাজলক্ষ্মী অচলা! শ্রদ্ধেই সে প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছি।

২য় ব্রাঃ ।—(তোতলাধবে) দোহাই মহারাজ! এই গিয়ে—প্রতিমে আবাব হবে, ভাল ভাস্কর আনিয়ে গড়ে দেব, আমাদের রক্ষা করুন, এই গিয়ে—তিন সন্ধ্যা আশীর্বাদ ক'রব

৩য় ব্রাঃ ।—মহারাজ রামচন্দ্র! তুমি সূর্য্যবংশের রাজা, দেব দ্বিজ ভক্ত,—দুষ্টের দণ্ড দাতা—শিষ্টের প্রতিপালক—দীনের

আশ্রয়—অনাথের বন্ধু ইদত্যাভয়ে শরণাগত ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা কর

বাম ।—আপনারা স্থির হউন, চিন্তা কি ? এ রাজ্যই ব্রাহ্মণ-গণের বসতি রাজ্য নয়—সেই ব্রাহ্মণগণের দায় আপনাদের আত্মা পালনের জন্যই বাগেব দেহ দাব্য, আপনাদের বিপদের কারণ বলুন, প্রাণপণে তাব প্রতিবিধানে প্রস্তুত হব

৩য় ব্রাঃ ।—মহাবাজ মধুবাব নিকটবর্তী যমুনাকূলে—মহর্ষি ভার্গব, চ্যবন প্রভৃতি মহাত্মাগণের আশ্রম সমীপে আমাদের বাস আমাদের গৃহ নাই, প্রতি নাই, পর্ণকুটীবে বাস আর যথাসাধ্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করাই আমাদের কার্য কিন্তু দুরাত্মা দানবের অত্যাচারে যজ্ঞাদি নির্বিলম্বে সমাধা হওয়া দূরে থাকুক, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই এসে অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হয়, দুবাজা লবণ স্নান ঘোর অত্যাচারী, অনুচরবর্গও ততোধিক

২য় ব্রাঃ ।—(চোতলা শব্দ) বেট দড়ি বড় ছুটে, সেদিন এই গিয়ে—আম'র হাত থেকে এই গিয়ে—কোয়াকুম্বী কেড়ে নিয়ে এই গিয়ে—ব্রাহ্মণীকে কামড়াত্তে গিয়েছিল । দোহাই মহাবাজ এই গিয়ে—বেট দেব মেয়ে ফেলে দ ও, আশীর্বাদ ক'র'ব চিবজীবী হবে, বেরামুভনের আশীর্বাদ এই গিয়ে—তে রাস্তিরে ফলবে, তে বাতিরের মধ্যে চিরজীবী হবে

৩য় ব্রাঃ ।—অতি ভীষণ অত্যাচার মহারাজ । ব'লতে কি, সময়ে সময়ে আশ্রমকুটীরেব দ্বারে - বজ্রবেদীতে পশু শোণিত, অতি অস্পৃশ্য গবাদির অস্থি, নবকঙ্কাল নিক্ষেপ ক'রে ঘোর অত্যাচার প্রকাশ ক'রে থাকে

বাম ।—যাক আর বলবার প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই তার প্রতি-বিধান হবে

৩য় ভ্রাতৃঃ ।—আঃ ধন্য মহাবাজ ! বড়ই আশ্বাসিত হ'লেম, আশীর্বাদ কবি দীর্ঘজীবী হও

বামা ।—(স্বগতঃ) রাম আন মে আশীর্বাদে প্রার্থী নয়, এক্ষণে যাতনাময় জীবনের অবসানই একান্ত প্রার্থনীয় সব দিয়েছে সব বিসর্জন দিয়েছি, তবে যতক্ষণ দেহে বিন্দুমাত্র শোণিত সঞ্চাবিত থাকবে, ততক্ষণ সূর্য্যকুলের সনাতন ধর্ম ব্রাহ্মণের উপকার সাধনে পরাধীন হব ন

শুমন্ত্র ।—উপস্থিত যেকোন মনোবাবস্থা, শবীরের যেকোন ভাবান্তর, তাতে দৈত্যযুদ্ধে অগ্রসর হওয়া ব পক্ষে কি একটু বিবেচনা করা উচিত নয় ?

রাম ।—শুমন্ত্র ! বাগ বাজকার্যে নিভান্ত উদাসীন, গীত নির্কামনেব সঙ্গে সঙ্গেই রামের ধৈর্য্য-সেতু ভঙ্গ হয়েছে, আন নেই সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যমধ্যে দুর্নিবার্য দুর্নিমিত্ত সকল সংঘটিত হ'চ্ছে, প্রজাবর্গ বিবিধ প্রকারে উৎপীড়িত হ'চ্ছে এ হৃদয় নীতা-শোকাগ্নিতে নিরন্তর দগ্ধ হ'চ্ছে ব'লে, হৃদয়েব বল যদিও দুর্বল হ'য়েছে কিন্তু এখনো রামের বাহুবল দুর্বল হয় নাই আগি অতাই লবণদৈত্যের উপদ্রব শাস্তির জন্য যুদ্ধযজ্ঞ করব, তুমি রথ প্রস্তুত কর, আমার প্রত্যাগমন কাল পর্যন্ত জাতঃ লক্ষণ প্রাণাধিক ভবত শত্রুগণ তোমার দেব বশিষ্ঠের মন্ত্রণানুসারে অতি সতর্কতায় সজিত বাজ্য রক্ষা করবে যাও শুমন্ত্র তুমি আন বিলম্ব কর না শীঘ্র অস্ত্র শস্ত্রাদি সহ বথ প্রস্তুত কর্তে অনুগতি দাওগে, ব্রাহ্মণগণ আপনাবা আশ্বস্তিতে অবস্থিতি করুন, পাদচ্যরে গমনে প্রয়োজন নাই, আমার সহিত বথেষ্ট গমন করবেন ।

লক্ষণ ।—প্রণমে চরণে দাম চির আজ্ঞাধীন—

বামনা কিঞ্চিৎ নিবেদিতে রাজপদে ।

বাম — প্রাণ দিয়া পরাইব বাগনা তোম র—

জীবন দোগব । কর কি বাগনা তব ?

লক্ষ্য — চিব পদাশ্রিত দাম চির আজ্ঞাবহ,

এ দেহ ধারণ বাম তব কার্য্য হেতু

কটাক্ষে সক্ষম দাম যে কার্য্য সাধিতে

সে কার্য্যে প্রভুব গজ্জা — লজ্জা দেওয়া দামে

সবিনয়ে মাগি ভিক্ষা দেহ আত্মা মোবে

মুহুর্তে বিনাশি দৈত্য ফিরিব সত্তরে

ব ম — শুভক্ষণে বীরত্বে দীক্ষিত লক্ষ্য

অচলা বিজয়-লক্ষ্মী তার ভাগ্য পটে—

অবাধে ত্রিলোক তার কব-তল-গত—

হেন জাতা নেতা যাব অরাতি বিগ্রহে ।

ত্রিলোক বিখ্যাত ভাই বাহুবল তব,

বড় বর্ষ অনাহারে নিদ্রা পবিহরি

লক্ষ লক্ষ রক্ষ রিপু নাশি রণাঙ্গণে

বামব-বিজেতা-জেতা যে বীর লক্ষ্য

কি ছার লবণদৈত্য তুম্ব তার কাছে ?

তথাপি দানব যুদ্ধে পাঠাইতে তোরে

না চাহে পরাণ মোব, পরাণ পুতলি

চিরদিন চীববাস চির অনাহাবে,

অনেক যন্ত্রণ ভাই পেয়েছ কাননে

শক্তিশেলে—মহীতলে মহীর বন্ধনে—

নাগপাশে, যে যন্ত্রণা পেয়েছ লক্ষ্য ।

এখন বিদবে প্রাণ—হইলে স্মরণ ;

যদি ও শেলের চিহ্ন হয়রে বিলীন,

রাগের হৃদয়ে শেল রবে চিরদিন ।

তাই বলি থাক রাজ্যে ভ্রাতৃগণ সহ,

স্বয়ং সাজিব আগি দানব বিগ্রহে

ভরত —অলঙ্ঘ্য মার্গের পারে রক্ষ রিপু মারো—

পেয়েছে অনেক দুঃখ লক্ষ্যে স্মৃতি,

নহে যুক্তি প্রাণাধিকে পাঠাতে মগরে,

মার্থক হ'য়েছে দেহ বাম-কার্য্য সাধি

কিন্তু প্রভু চিব খেদ দামের অন্তবে

না সাধিনু রামকার্য্য,—রুথা দেহ ধবি ।

রাম —কে আছে তোমার সম মৌজাও বংশল

প্রাণের প্রতিম ভাই আদর্শ মূবতি ।

পিতৃ মতো বদ্ধ হয়ে বনবাসী আগি,

ভ্রাতৃ প্রেমে সন্ন্যাসী যে তুই বে ভবত ।

কাননে বঙ্কল ধাবী আগিও যেমন

ভবনে সন্ন্যাসী ভ ই তুমিও তেমতি ।

রাজ পাটে স্থাপি মগ পাছুকা যুগলে

অশ্রুধাবে ধোয়াইয়া নিত্য পূজাকালে

কোথা রাম বলি কত কবিতে রোদন

পাছুকা করিয়া রাজা শূন্য সিংহাসনে

গুণনিধি ভাই মগ ! প্রতিনিধি হ'য়ে

করিয়াছ রাজকার্য্য, সূর্য্যকুলমণি ।

আত্মসুখ ত্যজে সদা পুত্র নির্দিশেমে ।

সদা বাঁধা রাম তেঁই তোর ভক্তিপাশে

শক্রপ । —হয়েছেন ধন্য সবে ধরিত্রী মণ্ডলে,

সাধি দেব তব কার্য্য, সূর্য্যকুলমণি

শুভক্ষণে লক্ষ্মণেবে দিয়ে পদাশ্রয়

করিয়াছ ধন্য তারে গণ্য বীরকূলে

বহু বর্ষ অনাহারে যদি মেঘনাদে
 লভেছে অনন্ত গণ অক্ষয় সুনাম
 বাসব-বিজ্ঞেতা-জ্ঞেতা তোমার প্রসাদে ।
 রাম কার্যে শক্তি শেল ধবি বক্ষপাতি
 ধবেছে পবিত্র চিহ্ন জদয় মাঝারে,
 বীবের গৌরব চিহ্ন বীব বাঞ্ছনীয়
 স্বার্থক জনম তাঁর স্মিত্রা উদরে —
 স্মিত্রা রূপেতে স্থান দিয়েছেন মানে—
 ভাষামগ চিরদিন চবৎ আশ্রয়ে
 জগৎ আশ্রয় রাম , ধন্য সে লক্ষ্মণ
 আগারও জনম ধন্য । সার্থক জীবন
 বাসদাম লক্ষ্মণের জন্ম বে জঠরে
 আগারও জনম সেই পবিত্র উদরে ,
 তে কান্দে এ জীবন ধন্য ব'লে মানি
 কিন্তু প্রভু আছে কিছু দামের প্রার্থনা,
 নিবেদিতে বাজপদে ,— মৎ কি অসৎ —
 না জানি বিচাব প্রভু , হ'লে অপরাধি—
 ক'ববেন ক্ষমা দানে— চিব ক্ষম'পদ
 মৎ প্রভু কাছে ভৃত্য নিত্য অপরাধী
 রাম — অচ্ছেদ্য প্রণয় পাশে নৈধেহিস্ গোরে
 চিরদিন বদ্ধ রাম তোদেব নিকটে ।
 প্রাণাধিক বল বল কি বাসনা তব ?
 অপূর্ণ রবেনা সাধ রামের নিকটে
 শত্রুগ্ন ।— দুর্ব্বাব কর্কর কুল সংহারি সংগ্রামে
 রাখিলে অক্ষয় কীর্তি ধবিত্রী মণ্ডলে
 তোমারি প্রসাদে ধন্য সৌমিত্রা কেশরী —

বিনাশি বিষম বৈবি বীৰ মেঘনাদে
 লীরকুল বাঞ্ছনীয় বীৰেন ভূষণ—
 জয়-লক্ষ যশ-রত্ন স্থির কীৰ্ত্তি আদি
 বাহুবলে ক'রে নিজ কব-তলগত
 কবিয়াছেন সূর্য্যকুল উজ্জ্বল পুণ্ডে
 কিণ্ড প্রভু যশ যদি সকলি গণ্ডিবে
 না রাখিবে কিছু যদি এ দাসেব তরে
 কিসে পবিচি ন তবে হব বীরমাঝে,
 কেমনে লোকেব কাছে দিব পবিচয় ?
 রামেব অশ্রুজ বণি, সূর্য্য কুলোদ্ভব
 কর পুটে তেঁই ভিক্ষ মাগি পদযুগে
 দলিতে দানবদল দেহ আজ্ঞ দাসে

রাম — শ্রয়ং সাজিতে বণে বাসনা যে মোর
 জয়-লক্ষ-যশস্পৃহা নহে হেতু তাব !
 দানবেব অত্যাচাবে উৎপীড়িত সবে
 ক্রিয়াহীন দ্বিজগণ যজ্ঞ বিঘ্ন হেতু
 আতঙ্কে পরণাগত, সেই হেতু মম
 সমর বাসন ভাই চিন্তা-ব্রিষ্ট দেহে
 সমর কুশল ভূমি স্নানিক্ত রণে—
 জানি প্রাণাধিক আমি বাহুবল তব !
 লক্ষ্মণে অশ্রুজ ভূমি, লক্ষ্মণের মম—
 নপ গুণে বাহুবল মমর কৌশল—
 কি ছাব তোমাব কাছে ডুচ্ছ সে দানব
 কিন্তু ভাই এক চিন্তা অন্তবে আগাব
 শুনিয়াছি শিব বরে বলী সে দানব
 শিবদত্ত শূল সদা সহ য় তাহার

তপ-স্বাক্ষ দৈববলে দুর্দম দানব
 তেঁই তোবে পাঠাইতে নাহি সরে মন ।
 নগীর পুতলি তুই,—নয়নের মণি
 সর্বস্ব রতন তোরা স্মৃতিয়া মাতার,
 প্রাণেব মোদব মোব জীবন মোসর ।
 চিরদিন রাখবের দুরদৃষ্ট বশে
 বহু কষ্ট সহিয়াছে তোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
 জীবন সর্বস্ব ভাই লক্ষ্মণ স্মৃতি ।
 বহু পুণ্যে অর্পিয়াছি মাতৃ স্থাপ্য ধন
 মাতৃপদে—প্রাণাধিক লক্ষ্মণ রতনে,
 তুমিও তেমতি, তেঁই না সবে বাগন
 হরিতে সে মাতৃধন, ভাগ্যহীন আমি

শত্রুস্ব ।—(অধে বদন)

রাম —কেন কেন প্রাণাধিক বিষন্ন বদন
 সঘর বাগন কিবে এত বলবতী ?
 আর না বোধিব তোর এ বাগনা প্রেত,
 উচ্ছলিত সিদ্ধবেগ কে পারে রোধিতে ?

শত্রুস্ব —সত্য বটে বা কহিলে রত্নকূলমণি,
 দুর্দম সে সিদ্ধবেগ উচ্ছলিত যবে ।
 কিন্তু প্রভু সিদ্ধ বারি যতই উথলে—
 যতই উঠয়ে উর্দ্ধি হয় উচ্ছলিত,
 বেলাভূমি আতিক্রম নাহি করে কভু,
 সঘর-বাগনা প্রেত বহিছে হৃদয়ে
 উচ্ছলিছে উৎসাহের যাত-প্রতিঘাতে
 কিন্তু প্রভু । রাম-আজ্ঞা সিদ্ধ বেলাভূমি
 লজ্জে কি শক্তি ? দাম চির পদানত

রাম — সমর বাসনা যদি একই প্রবল,
 যাও বণে দ্বিজগণ সহ প্রাণাধিক ;
 দানব সমবে আজ বরিণু তোমাবে
 ধর দ্বিজগণ, আজ তোমাদের কবে
 অর্পিতাম জাত ধনে দানব বিগ্রহে

গীত

কবোনা কাল হরণ, যাওবে গৌর বরণ,
 করিলাম বরণ রণে তোমারে
 মিটাও রণ প্রবৃত্তি, নাথ অতুল কীর্তি
 ধন্য আজ হও ধরিত্রী মাঝাবে ।
 শুনেছি সে পামবে, নব কিরণ অমরে,
 সমরে সঙ্গা করে সকলে—
 বধিলে সে দানবে, কীর্তি কুসুম-সৌরভে
 গৌরবে পূর্ণ হবে সংসারে

মৃত পুত্র কক্ষে লইয়া ব্রাহ্মণ ও বান্ধবী প্রবেশ

বাস — জাতঃ লক্ষণঃ প্রাণাধিক ভবতু । দেখ দেখ অগ্রে
 একটি চৌব-বাস পরিহিত শীর্ণকায় ব্রাহ্মণ, পশ্চাতে মলিনবেশা
 অবগুষ্ঠিতা একটি স্ত্রীলোক, কক্ষে একটি নিদ্রিত শিশু, অতি বিষম
 ভাবে নীবপদবিক্ষেপে এই দিকে আগমন করছেন, যাও লক্ষণ
 তুমি অগ্রসর হয়ে ওঁদের সমাদবেব সহিত সভায় লয়ে এস ।

লক্ষণঃ — (যে আজ্ঞে

[প্রস্থান

উভয়কে সঙ্গে লইয়া পুনঃ প্রবেশ ।

ব্রাহ্মণী — কৈ নাথ আর কত দূর ? আর কত দূর গেলে
 রাম রাজার দেখা পাব ?

ব্রাহ্মণ — প্রিয়ে আমবা বাম বাজার নিকটই এসেছি, এই দেখ আমাদের সম্মুখেই সেই চতুর্ভুজের আরাধ্য মন দয়াল রাম দণ্ডায়মান একবার নয়ন ভরে এই শাস্তিময়ের শান্তি-ময়ী-মূর্তি দর্শন কর, এই রাম রাজার দয়া হ'লে সকল দুঃখের শান্তি হবে

বাম — (প্রণামান্তর) প্রভু বাম এরা জ্যেষ্ঠ রাজা নয়, এ বাজ্যে ব্রাহ্মণগণই রাজা, বাম তাঁদের আজ্ঞাবহ ভূত্য মাত্র । এক্ষণে আসন পবিত্রাহ পূর্বক কিজন্য আগমন আদেশ করুন, আমি ভূত্যের কর্তব্য ত্রুত পালন কবে কৃতার্থ হই, আপনার কোথায় বাস ? এই অবগুষ্ঠিতা দেবী—আপনার সম্বোধন শ্রবণে সহধর্মিণী বলেই অনুমিত হচ্ছে, উনিই বা কিজন্য রাজসভায় আগমন করেছেন, জানবার জন্য ঠেচ্ছা বড়ই বদাবতী হয়েছে আর এই অকস্মিত শুণ্ড বালকটি—বোধ হয় আপনার দেব গৃহ উজ্জ্বল করা বড়

ব্রাহ্মণ — রামচন্দ্র হে আমার গৃহ নাই, পর্ণকুটীর মাত্র সম্বল, আর এই রত্নইটাই সেই পর্ণকুটীর উজ্জ্বল কবেছিল মনে জান্তেম, যে রত্নটি বুনি আমাদেরই, তাই এতদিন যত্নপূর্বক বুকে কবে রেখে ছিলাম, কিন্তু রত্ন যে আমাদের নয়, দুদিনের জন্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই কেড়ে নিয়ে, যেমন আঁধার কুটীর তেমনি আঁধার করবে তা অগ্রে জান্তেম না

লক্ষণ — কি কি । তবে কি ওটি মৃত পুত্র ? কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য ঠাকুর কি ব্যাধিতে বালকটির মৃত্যু হয়েছে ?

ব্রাহ্মণ । — ব্যাধি—দাবিঙ্গা, অসম্ভাবে মৃত্যু ।

লক্ষণ — আহা বড়ই দুঃখের কথা (স্বগতঃ) হাঃ মাতঃ অযোধ্যা নক্ষি । তোমার বনবাসই অযোধ্যার সর্বনাশের কাবণ, লক্ষ্মী-হীন রাজ্য যে নক্ষী ছাড়া হবে, অসম্ভাবে যে শত শত জীবন এইরূপে অকালে কালগ্রাসে পতিত হবে, এই তাব প্রথম

মৃতপাত, (প্রকাশ্যে) মহাশয় আপনি জ্ঞানবান, অবশ্যই জানেন, যে, জীবের কাল পূর্ণ হলে কেউ তাকে বক্ষা ক'রতে সক্ষম হয় না। এক্ষণে মৃতপুত্র বক্ষে ধারণ কবে বাজসভায় আগমন কেন? হাবান বড় আর কি পাবেন?

ব্রাহ্মণ — লক্ষণ: — যে বড় হারিয়েছি তা আর পাবনা, যে দীপ নির্ক্ষাণ হয়েছে তা আর জ্বলবে না, এখন ঐ আঁধাবে দীপ নির্ক্ষাণের সঙ্গে সঙ্গে, এই তৈল বিহীন জীবন দীপের অন্তর্দাহেরও অবসান করতে যাচ্ছিলাম, এক মহাত্মা আগাব সে সঙ্কল্পে বাধা দিয়ে, কতকগুলি সাবগর্ভ উপদেশ প্রদানের পর বল্লেন, এখানে আত্মঘাতী হয়ে মহাপাপ সংগ্রহ করবে কেন? গঙ্গাজলে আত্ম হত্যা করলে কি, হাবান বড় কিবে পাবে? রাম বড়াকরের কুলে যাও যদি হারাণ বড় পাও—উত্তম, নতুবা সেই বামপদ মহাতীর্থে মৃত পুত্রের সঙ্গতি ক'বে, পবে উভয়ে মিলে সেই পবন তীর্থে প্রাণত্যাগ পূর্বক পুত্র শোকানল নির্ক্ষাণ ক'রবে, আমবা সেই মহাত্মাব উপদেশেই এই মহাতীর্থেও উদ্দেশে এসেছি, গুণনিধান রাম এখন যা হয় প্রতিবিধান কর।

লক্ষণ: — আপনারা পুত্র শোকে অত্যন্ত কাতব হয়েছেন ব'লে কোন কথা বলতে সাহসী হচ্ছি না, অথচ যতক্ষণ পর্যন্ত বালকের শব দেহ স্থানান্তরিত না করবেন ততক্ষণ পুত্রহারা শোকাভুরা জননীর শোকেও উচ্ছাস রুদ্ধিই হবে। তাহ বলি, স্বহস্তে এর প্রতিবিধান করুন। জাতি সত্ত্বে শব দেহ স্পর্শে অন্তের অনধিকার, যদি স্বয়ং মৃতপুত্রের সংস্পর্শ ক'বতে সক্ষম হন, তা হ'লে শব দেহ গঙ্গাতীরে লয়ে চলুন।

ব্রাহ্মণ: — হাঁ হে লক্ষণ একি ছলন কবছ না সত্য সত্যি তোমার আন্তি উপস্থিত হয়েছে তা তোমাব আন্তি হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ তুমি যে ঐ আন্তি হারীর সহচর,

দীপালোকে কোকে পথ দেখতে পায় সত্য, কিন্তু সেই দীপা-
লোক যাব হস্তে থাকে তার পথ দর্শনের পক্ষে বড়ই ব্যাঘাত
ঘটে যদি পুত্রের পুনর্জীবনের আশা পবিত্র্যাগ করে সদ্ধতির
জন্ম গঙ্গা তীব্রই যেতে হয়, তবে আর অন্যত্র লয়ে যেতে হবে
কেন ? অমিত সেই পাত্ত পাবনী গঙ্গার উৎপত্তি স্থানেই
পুত্রের শব দেহ সমর্পণ কবেছি শুদ্ধ পুত্রের সদ্ধতি কেন ? পুত্র
কলত্রের সহিত একত্রে ঐ বামপদ পবিত্র তীর্থে প্রাণত্যাগপূর্বক
সকলের সদ্ধতির উপায় করব, গঙ্গা তীব্র আর যেতে হবে কেন
গঙ্গা গঙ্গাদি সকল তীর্থের আধার বাম পদযুগল সম্মুখে থাকতে
আর অন্য তীর্থে যেতে বল কেন ? বাম আর কত বধন
করবে ? কাতর কিস্করের প্রতি রূপাকটাক্ষপাত কর, আর
করণা দানে রূপগতা কবুছ কেন বাম ।

গীত ।

কিস্করে করুণা কর হে শঙ্কর সেবিত বাম
আর করুণা দানে ক'রনা দানে, রূপগতা হে রূপা-দাম
আজ মৃত পুত্র লয়ে কোনে, এসেছি হে ম'পিতে পদকমণে,
যে হয় বাম কর হে গতি, ৩মি হে গতি সদ্ধতি,
(জীবের জীবন মুক্তি তোমার রূপায়) (জানি ঐ পদ পতিতের উপায়)
(আমি শুনেছি হে কমল লোচন) (কর ঐ পদে অহল্যার মোচন)
ভক্তি হীনের ঐ পদ মুক্তিধাম (রামহে)
আজ বক্ষে লয়ে মৃত পুত্র, কেন হে বাম যেতে বল জাহ্নবী ক্ষেত্রে,
গহা তীর্থ তেয়াগিয়ে, দাঁড়াব কোন্ তীর্থে গিয়ে,
(আর কোন্ তীর্থ লব স্রবণ) (ও রাম সর্বতীর্থ তোমার চরণ)
(যে গঙ্গা জগতের গতি (জানি ঐ চরণে তীব্র উৎপত্তি)
আজ মূলতীর্থে পুত্র সমর্পিতাম (রাম হে)

ব্রাহ্মণী ।— কৈ নাথ এখনও আমার সোনার চাঁদকে

বাঁচাতে পারলে না ? আমরা প্রাণত্যাগে উদ্ভূত হ'লে এক মহাত্মা বলে ছিলেন যে রামের কাছে গেলে—দয়ার সাগর রামের দয় হলে, তোমাদের সোনার বাছা প্রাণ পাবে—সকল শোকের—সকল দুঃখের শান্তি হবে, তা কৈ হলো নাথ ! দয়ার সাগর বামেব ত দয় হ'লে না ? কাঙ্গালে কপাল দোষে কি সাগরও শুকিয়ে গেল ।

ব্রাহ্মণঃ —না শ্রীযে সাগর শুকায় নাই, তোমার অঞ্চলবদ্ধ ১ নী অশেষণেব জন্ম যে সাগর কুলে এসেছে । এ অতল স্থির সমুদ্র, একি শুকাবার সাগর ? এব নাম প্রশান্ত রাম-রত্নাকর এ সাগরেব তলও নাই—তবঙ্গও নাই গাব মগ হতে না পাবলেও ত তল পাওয়া যায় না তা নিমগ হতে পাবলাম কৈ ? জল অপেক্ষা ভাবের গুরুত্ব ন থাকলে ত সে পদার্থ নিমগ হয় না । এ সাগরে নিমগ হতে, যে গুরু-দত্ত গুণ পদার্থের গুরুত্বের প্রয়োজন, এ পাপ দেহে তা কৈ ? একে ত গুরুত্ব মাত্র নাই, তাব উপর করী-ভুক্ত কপিথবৎ অন্তর্সার শূন্য হয়েছে এ দেহ নিমগ হবে কেন ? ভেসে গিয়ে যে কুলে লাগবে তাবও উপায় নাই এ স্থির সাগরে পড়ে তলও পেলাম না কুলও পেলাম না, যেখানে, পড়েছি সেই খানেই ভাসছি

ব্রাহ্মণী ।—তবে কি আর কুল পাব না । কুলের তিলক কোলে করে অমন ধাবা আর কতদিন অকূলে ভাসতে হবে বাম অনুকূল কি হবে না কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীর কোলের গাণিক কি আর ফিবে দেবে না ? যদি এমন ধবা দিয়ে নিধি হবে নেবে মনে ছিল, তবে কাঙ্গালের কুটীবে এমন বণ কেন দিয়েছিলে বাম

ব্রাহ্মণঃ তা সে জন্ম আর অক্ষণ কেন ? যার বস্তু সে যদি গ্রহণ করে তাতে দুঃখ কেন ? এক্ষণে এস উভয়ে

যোগ সনে বসে ঐ রাম পদ মহাতীর্থে প্রাণত্যাগ কবে পুত্র
শোকের শাস্তি করি

(নাবদের প্রবেশ)।

নাবদ ।—কে তুমি—রামপদ মহাতীর্থে প্রাণত্যাগ কব্বে
উদ্ভূত হয়েছ ? দেখছি ব্রাহ্মণ, বাকপটুতাতেও অজ্ঞান বলে বোধ
হচ্ছে না । তবে এরূপ অবোধের ন্যায় আত্মহত্যা উদ্ভূত কেন
রাম পদযে মহাতীর্থ এ যাব জ্ঞান আছে, অত্মহত্যার পরিণাম
কি তাব জ্ঞান নাই ? তীর্থে আত্মহত্যা করলে মঙ্গল লাভ
হওয়া দূরে থাক বরং সেই আত্মহত্যার পাপে তীর্থ ক্ষেত্র পর্যন্ত
অপবিত্র হয়ে থাকে, কি আশ্চর্য্য কি যোর জ্ঞান

বাম ।—আমতে আজ্ঞা হক । দাসের প্রণাম গ্রহণ করে
কৃতার্থ করুন

নাবদ —তা বটে পাণ্ডুর নিকট নত মস্তক হয়ে অভয়
প্রদান কবাইত বামেব কর্তব্য কার্য্য । কাবং তোমর নামই
ভুভার হাবী । জগতের ভার হরণের জন্মই যখন তোমার অবতার
গ্রহণ, তখন এ পাপাধম নারদের ভার ত নিতেই হবে তা
অন্তের মস্তকের ভার নিজ ১ শ্রুকে গ্রহণ কব্বে হতেই বিধিৎ
নত মস্তক হতে হয়, তাই বুঝি পাপাধম নাবদেব পাপ ভার
গ্রহণের জন্মই নত মস্তক হচ্ছ বাম । তুমি যেমন প্রাণমের
ছলে আমার ভার গ্রহণ কব্বে, আমিও তেমনি তোমায় আশীর্বাদ
প্রয়োগ ছলে আমার পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম আত্মকৃত কর্ম্মফল
তোমাতেই অর্পণ কবে এই প্রার্থনা করছি, যেন ভবে এগে ভুভার-
হাবীনাগের গুণ প্রকাশ কর্তে ভুলনা ।

লক্ষণ —দেবর্ষি । দাস লক্ষণ আপনাকে প্রণাম করছে

নাবদ —কে লক্ষণ তুমি আমাকে প্রণাম করছ, তা লক্ষণের
প্রণামের কারণও আমি বুঝেছি, লক্ষণ না-কি স্বয়ং অনন্ত

দেবেব অবতর ধরংকে শিবৈ ধবংই লক্ষণৈব কার্য্য লক্ষণে যে, কি বস্তু, পাছে আমি না চিন্তে পাবি, তাই ধবায় শিব স্পর্শন ছলে জানিয়ে দিচ্ছেন—“আগিই অনন্তরূপে গনন্তাকে শিবৈ ধাবণ কবে আছি অথচ জগতেব ভার সমস্তকে স্বমস্তকে ধাবণ কবাই আগাব কার্য্য। আগি বর্তমানে পাপের ভার বাগকে স্তম্ভ কর্তে হবে কেন, আগিই সে ভাব গ্রহণে প্রস্তুত” লক্ষণ—এক প্রণামেব ছলেই রাগভক্তি এবং ভক্তানুরক্তি, সকলগুলিই ব্যক্ত কবলেন ধন্য অনন্ত দেব তোমাদেব অনন্ত লীলা সাগরেব ক্ষুদ্রবিশ্ব নাবদ এ খেলার অন্ত কি বুঝবে? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি বোরদ্য মানা ব্রাহ্মণ পত্নী ধরালুষ্ঠিতা পুত্রশোকাতুর ব্রাহ্মণ প্রাণ পবিত্র্যাগে উদ্যত, এসব কি কাণ্ড?

রাগ —প্রভুব অজানিত কিছুই নাই, মৃত পুত্রের পুনীজবন আশায় শোকাতুর ব্রাহ্মণ দম্পতি রাজসভায় উপস্থিত কিন্তু প্রভু। যে কার্য্য জীব সাত্রেবই সাধ্যাতীত, রাগেব এমন কি অমানুষীক দৈব শক্তি আছে যে সেই শক্তিবলে ব্রাহ্মণ কুমারকে পুনর্জীবিত ক'বে

নারদ —কেন সে শক্তি নাই? একটি মৃত ব্রাহ্মণ কুমারেব জীবন দান করা কি রাগের পক্ষে অসম্ভব হলো? পদরজঃ দানে অহল্যার পাশাণ দেহ উদ্ধার ক'রতে পেরেছ, নাবিকেব কাষ্ঠের নৌকা অষ্টাপদে পরিণত কব্তে পেরেছ, মিন্ধু মলিলে শীলা ভাসাতে পেরেছ, আঁব এই অকাল-মৃত ব্রাহ্মণ শিশুর জীবন দান ক'রতে পারবে না? তোমাব জন্ম পবিত্রহেব পূর্ক হতেই বিধিবদ্ধ আছে যে, রামচন্দ্রের রাজত্ব কালে অনারুষ্ঠি—অনকষ্ট—তপ-বিল্ল—অকাল মৃত্যু প্রভৃতি কোন অনাগম সংঘটিত হবে না, আজ, কি তোমা হতে সেই বিধিবাক্য মিথ্যা হবে? নিকলক্ষ সূর্য্যকুলের সহিত বাগ নামে কলক স্পর্শ করবে? তুমি প্রজাবঞ্জন ব্রতে

দীক্ষিত হয়ে, সূর্য্যাকুলের সহিত বাগচবিত্ত নিকলন্ত বাধ ব'লে
অপাপ স্পর্শিতা সীতা দেবীকে নির্কাসিত করলে, কিন্তু সেই
সীতা নির্কাসনেব সঙ্গে সঙ্গেই কোশল সিংহাসনের অবনতি, মায়
শামনেব পক্ষেও পূর্ণ ব্যাঘাত সংঘটিত হয়েছে । আমি জানি
পাপেব অধিকার ভিন্ন বাগ রাজ্য অকাল মৃত্যু সংঘটিত হবে না,
এক্ষণে কোথায় কিকপে পাপেব অধিকার হয়েছে অনুসন্ধান
পূর্ব্বক প্রতিকার ক'বে, যাতে অনাথ ব্রাহ্মণ দম্পতির অন্ধকার
হৃদয়েব ধব তাবাটির পুনরুদয় হয়, যাতে অনাথ ব্রাহ্মণ শিশু
প্রাণ পায়, তাব উপায় কর আব রূপা কাল হবে কবো না

গীত

কেন বাম বৃথা কালহরণ

কর তব অনিমিত ঘটে কি কাবণ ,

জ্ঞান হয় বাম তব রাজ্য ঘটেছে কি পাপাচরণ

অবিতে হে গুণনিধান, ব'বে পাপেব প্রতিবিধান,

কর পূ এব জীবন প্রদান, দ্বিজের শোক কব নিবারণ ।

কালর অধিকার অকাণ্ড, ববেনা বাম রাজ্যকাণ্ডে, জানে সকলে,—

তোমা হ'তে আজ অবধি, মিথ্যা হবে বিধির বিধি,

বামরাজ্য গুণনিধি, ঘটে যদি অকাল মরণ

বাম —প্রভু আপনি জগজ্জনেব উপদেষ্টা জগজ্জনকে
জ্ঞান দান ক'বে নাবদ নামেব সার্থকত সাধন করেছেন । এক্ষণে
আদেশ করুন—যাতে ব্রাহ্মণপুত্র পুনর্জীবিত হয় তাব উপায়
বলুন, আমি অবিচার্য কপে সে কার্য সাধন করব ।

নারদ —বামচন্দ্র অন্য কিছুই নয়, তোমাব অধিকার কালে
জীবের অকাল মৃত্যু হবে না এইটিই স্থির বাক্য কিন্তু উপস্থিত
ঘটনা দৃষ্টে নিশ্চয় বোধ হচ্ছে কোনস্থানে কোনরূপ পাপাচার সং-
ঘটিত হয়েছে । এক্ষণে অসং মশস্ত্রে তার অন্বেষণার্থ বহির্গত হও ।

তোমার প্রাত্যাগমন কাল পর্যন্ত, মৃত ব্রাহ্মণকুমারকে তৈলপূর্ণ কটাহে রক্ষা কর হ'ক লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আজ দিবসত্রয় উপবাসী। ওদের অন্তঃপুর মধ্যে লয়ে যাও যাও মা। পতি সঙ্গে অন্তঃপুরে যাও, এক্ষণে আমিও চলেম, আবার যথাসময়ে এসে সাক্ষাৎ ক'রব। বামচন্দ্র। আর বিলম্ব কেন, কর্তব্য কার্য সাধনে প্রস্তুত হও, (স্বগতঃ) মধুক নামক শূদ্র ইন্দ্র ত্র্যম্বক বাসনায় ঘোরতর তপানুষ্ঠান ক'রছে, তার তপঃপ্রভাবে ইন্দ্রাদি সকলেই ত্রাসিত হ'য়ে উঠেছে ব্রাহ্মণেব আচরিত তপাচাব শূদ্রের দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে, সেই জন্তই দ্বিজ পুত্রের অক'ল মৃত্যু। সেই শাপজ্ঞেয় শূদ্র তাপস রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হ'য়ে স্বদেহ লাভ ক'রবে, বাসবও ইন্দ্র-চ্যুতির আশঙ্কা হ'তে নিশ্চিন্ত হবে, আর এ সব আয়োজনও সেইজন্ত এক্ষণে বামচন্দ্রও তাব প্রতিবিধানে গমন করুন, আমিও একবার মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে গমন করি। শুন্যাস তথায় সীতাদেবী শুভক্ষণে দুটি যমজ সন্তান প্রসব ক'রেছেন ভাল, বামদর্শন ত হ'ল, একবার যুগল বামাত্মজ দর্শন ক'রে নয়ন যুগল সার্থক ক'রে যাই।

[প্রস্থান।

রাম —জাতঃ লক্ষ্মণ। লবণদৈত্য বিনাশের জন্ত যুদ্ধযাত্রা কালে শত্রুগণ যে সকল সৈন্য সঙ্গে ল'য়ে গিয়েছে, তাদের প্রাত্যাগমনের এখনও বিলম্ব আছে; সুতরাং অবশিষ্ট সৈন্যাদি সহ সর্ষদিকে সমদৃষ্টি বেখে সতর্কতাব সহিত রাজ্যরক্ষা ক'র, আর আমার প্রাত্যাগমন কাল পর্যন্ত, দেবর্ষির আদেশ মত শবদেহ তৈলপূর্ণ কটাহ মধ্যে বক্ষা ক'রে সর্ষদা স্বয়ং তার তত্ত্বগ্রহণ ক'রবে। সুমন্ত্র। আমার বর্ম, চর্ম অসি, ধনু, সগন্ত রথ সজ্জিত কর, আমি এখনি পাপাচরণের অনুশরণের জন্ত বহির্গত হব, যাও—শীঘ্র প্রস্তুত হও। আর বিলম্ব ক'র না। জাতঃ

লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন । সর্বদা সঙ্গীত সতর্ক থাকবে, সাবধান ।।
'আগি চলেগ ।

[প্রস্থান ।

গীত ।

রবে সবে সতর্ক সতত সঙ্গীতে ।
পাপী অঘেষণ তরে, ভ্রমিব সর্বত্র রে,
নগরে, চত্বরে, কান্তারে, প্রান্তরে, ভূধার, ভূগর্ভ, অরণ্যে ।
নিত্য নিত্য সবে ভূত্যাগণ সনে,
মৃত্যু-দেহের তব লবে সদা সাবধানে,
দেখ যেন অপরে সে, মৃতদেহ না পরশে,
না প্রবেশে পুরে যেন অগ্নে





চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—গঙ্গাতীর

সীতা

সীতা —না আব না, আর এ প্রাণ বাখব না, যে পাপের আশঙ্কায় এতদিন যাতনাময় জীবন বেখেছিলাম, এখন ত সে পাপের ভয় গিয়েছে এতদিন পিতা বাল্মীকির উপদেশে প্রাণকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বেখেছিলাম, প্রাণের কষ্ট প্রাণে চেপে বেখে অনেক সময় অন্য চিন্তায় ভুলে থাকতে পারতাম, কিন্তু আব ত তাও পাবি না অভিন্ন পিতৃ মূর্তি বাছাদের নীল-পদ্ম ভূল্য প্রফুল্ল মুখ দুটি দেখলে আমাব যে, মনের আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে জ্বলে উঠে যেদিন বাছাবা আমার ভূমিষ্ঠ হলো, শুনলাম সেই দিনে দেবব শক্রস্ব, লবণ দৈত্য বিনাশের জন্তু মথুরা যাত্রা করেন দিবা অবসান হওয়াতে আমাদের তপোবনে রাত্রি যাপন ক'রেছিলেন, পিতা বাল্মীকির নিকট বাছাদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদও শুনেছিলেন, কিন্তু পাছে রাগের বিরাগভাজন হ'তে

হয়, সেই ভয়ে একবার দেখে যেতেও পারেন নাই আহা যে বনু-কুলের একটি দাম দামীব পুত্র সন্তান হ'লে, আনন্দ উৎসবের নীমা থাকে না, আজ সেই বনু-কুলের কুলতিলক যুগল কুশ-শ্যায়্য প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে । যাদের নামকরণ উৎসবে জগৎ আনন্দিত হবে, আজ কি না বনবাসী ঋষি তপস্বিগণের মত তাদের নামকরণ সমাধা হলো । বাছাদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পিতা বাল্মীকি কুশ-মুষ্টিব অগ্রভাগ দ্বারা শাস্তি-জল প্রদান ক'রেছিলেন ব'লে কনিষ্ঠের নাম "কুশী" আর মূল ভাগের দ্বারা শাস্তিজল প্রদান ক'রেছিলেন ব'লে জ্যেষ্ঠের 'লব' নাম বক্ষ্য ক'রেছেন । বাছা বা আমাব, পিতা বাল্মীকি যেন কত আদরের ধন । তাঁর তপস্বত এক দিকে, আর বাছাদের লালন পালন এক দিকে । আর আমি বাছাদের জন্ম চিন্তা করিনে, যদি তাদের মতী গর্ভে জন্ম হ'য়ে থাকে, যদি ঋষি-বাক্য মিথ্যা না হয়, তাহ'লে ভগবান তাদের মঙ্গল কব'বেন এখন আর কেন এ রাগত্যাগ্য দেহ-ভার বহন ক'রে বসুন্ধরাকে ভাবাক্রান্ত করি । এই ত সম্মুখেই সেই পাপ তাপ-নাশিনী পতিতপাবনী গঙ্গা, যার নামে জীবের সকল পাপ তাপের শাস্তি হয়, সেই শান্তিময়ী কূলে এসে আর শাস্তি লাভের জন্ম চিন্তা করি কেন ? ওম জগজ্জননী জাহ্নবি । বড় বাতনায় অ'লে জন্মদুঃখিনী জানকী তোর পবিত্র জলে জীবন জুড়াতে এসেছে মাগো । পাতকিনী ব'লে কেউ দয়া ক'রলে না, কলুষিতা ব'লে হতভাগিনী সীতাকে কেউ স্থান দিলে না, তাই মা । অবশেষে তোব কূলে এসে শরণ লয়েছি তুই যে মা পতিতের গতি, পাতকের আশ্রয় পতিতপাবনী গো । পতি-পরিত্যক্তা পতিতা সীতা আজ তোব পাদপদ্মে পতিতা, গঙ্গে গো । একবার রূপাপাঙ্গে চেয়ে এই পতিতা সীতাকে তোর পবিত্র তরঙ্গে স্থান দে ।

গীত।

চাও মা করুণ অপাঙ্গে

বড় ছুঁখে তাপে জলে, (মাগো) এসেছি বিমলে,

জুড়াতে য'তন' তব তরঙ্গে

ওমা মাধবামাহিনী, মকববাহিনী

শিব সোহাগিনী রঙ্গে

শিব শ্রবত রঙ্গিনী, দ্বর তরঙ্গিনী

ত্রাহিমে জননী জাহ্নবী গঙ্গে

জানি ব্রহ্ম শাপোদ্ধার, হেতু ম তোমাব,

মিলন সাগর সঙ্গে

আজ পতি ব্রহ্মরূপ, দাসীরে বিরূপ,

উদ্ধার জননী রূপা ক্র ৩ঙ্গে

ছিল লিপি ভাগ্যপটে, তাই অকপটে,

রটে কলঙ্ক বৈরঙ্গে

হলেম কুলটা সমা যে, পতিতা সমাজে,

তাই ত্যজে সব অন্তরঙ্গে

আমার যে ছুঁখে অন্তব রহে নিবস্তব,

যে অনল জ্বলিছে অঙ্গে

আমার সে মবমের বাণী বুঝিবে কে কোথা

ছুঁখের কথা আব কব কার সঙ্গে

তুমি অনন্তরূপিনী, অম্বব যামিনী

শুনি পুরাণ প্রসঙ্গে

অন্তে পদ-কোকনদে, দিও স্থান সারদে,

ভীত ভূষণ মানস-ভঙ্গে

(গঙ্গা ও মুরলার প্রবেশ।)

গঙ্গা —সখিরে সহসা আজ একি ভাবান্তব .

তীরভূমি আলোকিত, প্রাণ মন পুলকিত

কেন প্রোমানন্দে আজ পরিল অন্তব ?

মুরলী ।—কি হেতু কি ঘটে কোথা কহিব কেমনে ।

তব ব্যাপ্তি চবাচব, কিবা তব অগোচব,

অন্তর যাগিনী তুমি কিনা জান মনে ?

গঙ্গা ।—তবে মখি চল দেখি যাই দুই জনে,

পুলকে পুরিল হিয়া কি কারণে দেখি গিয়া,

তীর-ভূমি আলোকিত কিমের কারণে ?

মুবলী ।—কে তব বোধিবে গতি গতি-বিধায়িনি ।

চল হব মন রমা, পদাশ্রিতা ছায়া সমা,

আছে ত এ দাসী তা মতত মদিনী

(গমন পূর্বক)

গঙ্গা ।—মবি মবি মবি, কিরূপ মাধুবী, দেখ সহচরি,

দেখলো ভরায় ।

মুবলী ।—তাজি মেঘমালা, বুঝি বা চপলা, হয়ে অচঞ্চলা,

লুটায় ধরায় ॥

গঙ্গা ।—ত নয় তা নয় মখি । তা নয় তা নয়,

কুল আলোকিত যাব রূপে ব আলোকে

প্রোমানন্দে প্রাণমন পবিল পুংকে

এ রূপ একদিন দেখেছি গোলোকে

পলকেব তরে আসি ভুলোকে উদয় ।

মুবলী ।—তবে কি ও মেঘচ্যুতা ক্ষণপ্রভা নয় ?

গঙ্গা ।—ক্ষণপ্রভা এত প্রভা পানে মা কোথায় ?

সামান্য জলদ কোলে খেলে যে দামিনী,

ও নয় সে ক্ষণপ্রভা জলধি কামিনী ।

বাম-জলধব বামে, খেলিত অযোধ্যা ধামে,

সেই মেঘচ্যুতা ঐ গীতা-সৌদামিনী ।

মুরলী ।—জনকের যজ্ঞ-ভূমে জনম হইতে,

বাল্মীকির তপাশ্রমে বনবাগাবধি—
 শুনেছি মা জানকীব জীবনী যতেক ।
 তাঁর আগমনে তব তীব আলোকিত
 অবশ্য সম্ভবে তাঁর রূপের আলোক
 অলোক-সামান্য। সীতা ত্রিলোক সুদরী ।
 কিন্তু দেখি কতরূপ, তার আলোকে ত
 প্রাণানন্দে পুলকিত হয়না পবাণ
 তাই মা সুধাই তোবে সুধাংশু বদনি
 কি সুবাদ সীতা সহ সুর-তবঙ্গিনী ?

গঙ্গা —হের গধি । শোক মোহে হইয়া মূচ্ছিতা
 চৈতন্য বিহীন সীতা চৈতন্যদায়িনী
 চেতন কবিয়া মাকে ল'য়ে চল গৃহে
 পাবে পরিচয় পরে পরাণ সজনি ।
 (সীতার পদধারণ পূর্বক)
 অনন্ত সমাধি যোগে যে পদ আরামে
 বিরিঞ্চি বাগব, মাধে শঙ্কর শ্রাশানে,
 নাহি জানি পূর্বার্জিত কি সাধন ফলে
 পাইলাম অবাধে সে অতুল চরণ
 এত দিনে জাহ্নবী বধন এ জীবন
 উঠ মা গোলোক লক্ষ্মি । ত্রিলোক-পালিকে
 ভুলেছ কি সব হ'য়ে ভুলোকবাসিনী ?
 অকুলে লভিতে কুল আকুল হৃদয়ে
 কার কুলে এসেছ মা কুলকুণ্ডলিনী ?
 সীতা । —কে তুমি মা বন মাঝে কোন মহাদেবী ?
 পতিত্যাগ্য পাপিনীরে দেমা পদধূলি ।
 (পদধূলি গ্রহণোত্তর)

গঙ্গা - -কিকব করুণাময়ী কল্যাণদায়িণি
তাক'বণে অকল্যাণ ক'র না দাসী
কাষ্ঠ-তরি অষ্টাপদ, পাষাণ মানবী,
পতিত পাবনি । যাব চরণ পরশে
ভাসে শিলা গিঙ্কজলে যে বামেব নামে,
তাব জায়া তুমি, সীতে । জগৎজননী ।
কে তাবে বিতবে পদ, অযোনি-সম্ভবা ।
পদ্মযোনি পদ যাব ভাবে নিবস্তর

সীতা —কে তুমি মা মারী আগি নাবিনু চিনিতে,
ক'বোমা বধনা কহ করুণা বিতরি,
সহজে অবলা আগি অবোধ মানবী,
মানব-ললনা সহ ছলনা কি মাজে ?
দেব-বালা তুমি নতি । কহ সত্য করি
কোন মহাদেবী তুমি দয়ার প্রতিমা ?

গঙ্গা ।—তোর কাছে নহি দেবী, দাসী আগি তোর,
কুপায় দিয়েছ স্থান ও বাঙ্গা চরণে
দাসী ব'লে, তেই সব বলে মহাদেবী,—
হরিপদে জন্ম মোর বাস ব্রহ্মলোকে,
স্বর্গে মন্দাকিনী নাম, মর্ত্যে ভাগিরথি,
ভোগবতী নাম মোর বসাতল পুরে,
ত্রিলোকে ত্রিবিধ নাগ মা তব দাসীর ।

সীতা ।—কে মা গঙ্গে ।—

গতি-বিধায়িনী গঙ্গে । হ'য়েছে কি দয়া ?
না থাকিলে এত দয়া পতিতেব প্রাতি,
পতিতপাবনী কেন বলিবে ত্রিলোকে ?
শুভক্ষণে ধ'বেছ মা দয়াময়ী নাগ

শুনৈছি মা ব্রহ্মশাপ উদ্ধারের হেতু
এসেছ ভুলোক মাঝে ত্রিলোকপাবনি ।
বিরূপ দাসীব প্রতি পতি ব্রহ্মরূপ
ভাগ্য দোমে পতি-কোপে পতিতা অভাগী,
তৈঁই মা শবণ তোর ল'য়েছি চরণে
পতি-কোপে উদ্ধার মা পতিতপ বনী

গঙ্গা —একি লীলা লীলাময়ি । কেন এ ছলনা ?
তুমিই দিয়েছ পাপী উদ্ধারের ভার
স্বপ্নে করুণাময়ী, তোমারি প্রসাদে
পতিতপাবনী দাসী বিদিতা ত্রিলোকে
পতিব চরণে তব জনম আশ্রয়
হরিপদ-বিহাবিণী নাম মে কারণে,
তনয়া তোমার দাসী খ্যাত চবাচরে
দন্য কন্যা ব'লে মনে পড়ে নাকি সতি ।
মে সব কি ভুলেছ মা কেশব বাসনা ?
সগর-সন্তানগণে উদ্ধারের ছলে,
যে অবধি পাঠাইলে মর্ত্যে এ দাসীরে,
তদবধি মাতৃপদ-সেবায় বঞ্চিত
দাসী তব, তৈঁই এবে বড় সাধ মনে
সযতনে রাখি তোবে নিজ নিকেতনে
পুলকে পূজিয়ে পদ পূরায় বাসনা ।
দাসীর ভবনে এবে চল দয়াময়ী ।

(গীত)

চল চলমা, ও রাম মনোরমা চল মা দাসীর ভবনে ।
কেন দেখি মা অধীর (সঙ্গ) কেন এমন ধীর
বহে ধারা মা তোর ছ'নয়নে (ধরা ভাসাইয়ে)

কুমা'ব যুগলে মো'র পালিবেন পিতা
 বাঁস্মীকি , স্নেহময় জনকের মত ।
 একটি বাঁসনা মো'ব পু'বাস্ জাহ্নবী
 মা'বো মা'বো দেখাস্ মা বাছাদের মুখ
 গঙ্গা ।—কেন চিন্তা কব সতি কুমা'ব যুগলে
 যাচিয়া লইয়া যাব মুনী'ব নিকটে,
 দয়া'ব সাগ'ব ঋষি দিবেন ছাড়িয়া
 জাতুদয়ে, সবতনে পালি জাতুস্নেহে
 শিখা'ব বিবিধ অস্ত্র সমর-কৌশল,
 সুদুর্লভ যাহা সতি । মহারথি কূলে ।
 মাতৃ অঙ্কে তপোবনে তবঙ্গিনী বুকে
 যখন যেখানে সাধ খেলিবে দুজনে,
 তুমিও খেলিবে মাগো যখন বাঁসনা,
 থাকিবে মুরলী সখি সঙ্গিনী তোমা'র
 দাসীও আসিবে সঙ্গে পদছায়া সগ ।
 দেখাইব তপবন মুনী ঋষিগণে,
 দেখাব তাপস তরু আশ্রম কুটী'ব
 সাজে যথা মুনীবালা ফুল ফুল সাজে
 আশ্রম পাদপ মূলে দেখাব যতনে,
 মৃগশিশু সহ স্নেহে বাঘিনীর খেলা ।
 সকলি দেখিবে তুমি , মম মস্ত্র বলে
 তব অঙ্গ কেহ সতি না পাবে দেখিতে
 চল লো মূবলে । মা'কে রাখিয়া যতনে
 যাচিবারে যাই মা'র কুমা'র যুগলে ।

সীতা ।—সকলি সম্ভবে তোবে শঙ্কু-সিমস্তিনী,
 সকলি দেখিতে পাব তোমা'র কল্যাণে

কিন্তু আর এজন্যে —অভাগিনী আগি
 পাবনা দেখিতে সেই রাতুল চরণ
 সীতা-সর্বজের রবি অতুল জগতে
 গঙ্গা ।—অচিরে পূরিবে মাধ, তাজ চিন্তা সতি !
 তাপস সংহার হেতু রঘুকুল-ববি
 পিতা মোব , আগিবেন যবে এ কাননে,
 সঙ্গে ক'বে সেই দিন আনিব যা তোবে
 দেখিবে পতিব পদ পতিত পাবনি ।
 একাসনে রাম মনে বসায় তোমায়,
 মাতৃপদ পিতৃপদ যত্নে পূজা করি
 হেবিব যুগল রূপ নয়ন ভরিয়া,
 ধন্য হবে জাহ্নবীর জন্ম সেই দিনে

সীতা ।—আতঙ্কে কাঁপিল প্রাণ । কি কহিলি সতি !
 তাপস সংহার হেতু আগিবেন নাথ ?
 দয়াব সাগর তিনি সদা শান্তিপ্ৰিয়
 হেন নাথ রত আজ তাপস নিধনে ?
 শুনে যে শিহবে অঙ্গ , অসম্ভব কথা
 বিশেষ বারতা সতি । কহ সত্য করি

গঙ্গা ।—আচরে দুষ্কর তপ ঘোর বনাশ্রমে
 মধুক নামেতে শূদ্র ইন্দ্র প্রিয়ামি
 সে কারণে বাম রাজ্যে দ্বিজ পুত্র হত
 অকালে কালেব গ্রাসে পাপাচার হেতু
 পতি তব ব্রতী এবে প্রতিকারে তার
 নিত্য সত্যপ্রিয় রাম অমিছেন সদা
 পাপীর সন্ধান হেতু নিভীক হৃদয়ে,
 সতত সশস্ত্র পাণি , বন-বনাস্তরে

সীতা ।—দ্বিজ আচবিত তপ আচবয়ে পাণী
 বিজন বিপিন মাঝে কেমনে মা তবে
 পাবেন সন্ধান তার বনুকুল-গণি ?
 না জানি কতই কষ্টে পাবেন কাননে

গঙ্গা ।—বুঝা চিন্তা ত্যজ সতি অচিন্তরূপিণী
 পদ্মা সহ বাণি তোরে যতনে ভবনে,
 যথা কালে যাব আমি উড়ি শূন্য পথে—
 আপন বিস্মৃত রাগে কহিতে বাবতা,
 উর্দ্ধপদে অধঃশিবে অগ্নি বাণি মাঝে—
 তাপস সম্বুক শূদ্র যথা মগ্ন তপে
 তোমার ক্রপায় সতি অজানিত কিবা ?
 কহিব পতিবে তব দৈববাণীচ্ছলে,
 চিন্তা পবিত্রি এবে চল দয়াময়ি

[সীতা গঙ্গা ও মুরলার প্রস্থান

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম —সাগর-সৈকত, শৈল, ভূগর্ভ ভূধর—
 জন স্থান, পান্থশায়া প্রাগ্ভাব প্রান্তর
 পাঁতি পাঁতি অশ্বেষিণী অবনীমণ্ডল,
 না পাইবু কোন স্থানে পাণীর সন্ধান ।
 যথা যাই তথা নাই অন্ত আলাপন,
 বাক্যচ্ছলে—উপহাসে—বিষাদে—হরিষে'
 বালক, বণিতা, ব্রদ্ধ, যুবকমণ্ডলে
 কেবল জল্পনা মাত্র রাগের দুর্নাম
 “ন্যায়-যুক্তিহীন রাম নির্দয় পামাণ
 তা'বি পাঁপে ঘটে রাজ্যে ঘোর অমঙ্গল
 তা'বি দোষে—তা'রি পাঁপে রাজলক্ষ্মী সমা—

অপাপ স্পর্শিতা গীত কানন-বাসিনী ।”

মনে হয় আবও কত কঠোর দুর্নাম

হ’তেছে জ্ঞানী বাজো নগবে প্রাসবে ।

পঞ্চ মাস গর্ভবতী নবমী গীতানে

অবাধে দিয়েছে মনে যে বাগ নির্দয়,

• তাব মম মহাপাপী কে আছে ত্রিলোকে

মম পাপে ঘটে বাজো এত অমঙ্গল ।

বাগ মম মহাপাপী পাকিতে জীবিত

রথ্য কেন কবি অশ্রু পাপীব সন্ধান,

এ পাপ জীবন দানে কবির এখনি—

জীবিত অকাল মৃত ব্রাহ্ম কুমারে ।

আত্মহত্যা মহাপাপ ভাবুক অপবে

পাপে সঙ্কোচিত যাবা—ধার্মিক মুখী,

• অকাতবে অবাধে যে নির্দয় ব্রাহ্ম ম,

গর্ভবতী দয়িতাবে দিয়ে বনবাসে,

অনায়াসে বিনাশে মে গাত্ৰজাত মনে

কবে ভীত সে চণ্ডাল আত্মহত্যা পাপে ?

(দৈববাণী)

জালিয়া অগ্নিরাশি বে, উর্দ্ধপদে অধোশিবে

কবে তপ শূদ্র তপোধন

যাও রাম চিন্তা তাজে, নৈমিস অরণ্য মানো

জ্বা কব তাপস নিধন

রাম ।—কি, নৈমিসারণ্য মধ্যে উর্দ্ধপদে অধঃমস্তকে প্রাজ্বলিত

• অগ্নিরাশির মধ্যে শূদ্রতাপস তপে মগ্ন যাই—যাই নৈমিসারণ্যে ।

নিষ্কোমিত অমি হস্তে গ্রাহ্যন

—❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦—



পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যা—রাজসভা ।

বশিষ্ঠ । —কৈ এখন পর্য্যন্ত ত রামচন্দ্র প্রত্যাগত হলেন না।
পুত্র শোকাভুব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকেই বা আব এমন ক'রে কতদিন
প্রবোধ দিয়ে বাখ'ন। আর ত কোনরূপেই সান্ত্বনা করতে
পারি না, উভয়েই আহার নিদ্রা নাই, নিয়তই কেবল
তৈল কটাহস্থ শব দেহের নিকট বসে অবিবল ধাবে অশ্রু-
বিসর্জজন ক'ব্ধে, রামচন্দ্রের বন-গমনের পর মহারাজ দশরথ
পুত্র-শোক প্রাণ পরিত্যাগ ক'বলে, তাঁর শবদেহ তৈল কটাহ
মধ্যে রক্ষা করা হ'য়েছিল। পরে ভবত মাতুলালয় হ'তে এসে
তাঁর সৎকার্য্য সাধন করেন। আবার এই অকাল মৃত ব্রাহ্মণ
কুমারের শবদেহ তৈলকটাহ মধ্যে রক্ষা করা হ'য়েছে, এখন
রামচন্দ্র এসে জীবিত ক'বেন কি সৎকার্য্য সাধন ক'বেন তা
কিছুই বুঝতে পারছি নে, দেবর্ষি নারদের বাক্য কি মিথ্যা হ'বে ?
ভাল একবার ধ্যানস্থ হয়েই দেখি (ধ্যানস্থ) এই ত রামচন্দ্র শূদ্র
তাপনের অনুসন্ধান ক'রে তার বধ সাধনে অগ্রসর হ'য়েছেন,

অতঃপর ত্র্যম্বকঃ কুমার পুনর্জীবিত হ'বে । এক্ষণে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে তৈল কটাহস্থ শবদেহ সহ সভায় আনয়ন করাই কর্তব্য, তাঁদের চক্ষের উপর সর্পসগন্ধে মৃত পুত্র জীবন লাভ করুক আর সভাস্থ সকলেই বামের অলৌকিক কার্য্য দর্শন ক'বে (প্রমোদিত হইয়া বাম জয় বাম ধ্বনিত্তে নগর প্রতিধ্বনিত করুক (লক্ষণের প্রতি) কুমার লক্ষণ শীঘ্র পুত্রশোক-সহ্যাপিত ব্রাহ্মণ দম্পতিকে মৃত পুত্র সহ সভায় আনতে অনুমতি প্রদান কর, অতঃপর ব্রাহ্মণ কুমার পুনর্জীবিত হ'বে.

লক্ষণঃ —প্রভু । ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কি আন স্মৃতির আছেন ? আপনার সভায় আগমন শ্রবণে মাত্রেই ব্যস্তভাবে এই দিকেই আগমন ক'ব্ছেন, এক্ষণে শব দেহ কি অস্ত্রের দ্বারায় আনয়ন কর' হবে ?

বশিষ্ঠ ।—না, জীবিত না হওয়া পর্য্যন্ত অস্ত্র স্পর্শ করার প্রয়োজন নাই, ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী উভয়ের যে কেহ হ'ক মৃত পুত্রকে সভায় আনয়ন করুক

লক্ষণ । যে আজ্ঞা

[প্রস্থান ।

(মৃতপুত্র বক্ষে তাবতী ও দশাশ্বশেখর সহ লক্ষণের পুনঃ প্রবেশ)

তব । —ঠাকুর আর কতদিন এমন ধারা কাঁদিতে হবে ? আর কতদিন এমন ধাবা আশা দিয়ে জীবিত রাখবেন ? রামচন্দ্রের আসাব আশায় এ জীর্ণ দেহে আর কত দিন প্রাণ থাকবে ? রামের কি দয়া হলো না ?

দশাশ্ব —প্রিয়ে সকল কুলই হাবালাস । এক মহাত্মার উপদেশে এখানে এসেছিলাম, তিনি ন'লেছিলেন “রামচন্দ্রের কাছে যাও, রামের ক্রপায় উপায় হয় উত্তম, নতুবা উভয়ে তাঁর

অভয় পদে প্রাণত্যাগ ক'বে" এই ব'লে গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগে, বাধ দিয়েছিলেন, তাহ'লো । মৃত পুঞ্জের উপায় ৩ যথেষ্টই হ'লো, লাভে হ'তে গঙ্গাও হাবালাগ—রামপদ তীর্থেও বঞ্চিত হ'লাম । এখন এস । বামকে ত হাবায়েছি, এখন নামকে সম্বল ক'বে জয় রাম জয় বাম ব'লে সবু জলে যাওনাময় জীবনের শেষ কবি ।

লক্ষণ — মহাশয় আর শোকে অধৈর্য হ'বেন না, একবার আপনার মৃত পুঞ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, শরীরের লাবণ্য কিছুমাত্র হ্রাস হওয়া দূরে থাক, ববং জীবিত দেহের লক্ষণ সকলই ক্রমে প্রকাশ হচ্ছে

বশিষ্ঠ ।—মা । আব অশ্রুবর্ষণ ক'বে পুঞ্জের অকল্যাণ ক'রো না, ঐ দেখ শরীর স্পন্দিত হ'ছে, শীত্র মুখে বসনাচ্ছাদন মুক্ত ক'বে অঙ্গে ধাবণ কর ।

(শূন্যে দৈববাণী)

বামবাজ্যে যে নিমিত্ত, সংঘটিত অনিমিত্ত,

হইল সে পাপ তিবোহিত ;

হত শৃঙ্গ তপোপন, নিষ্পাপ বাজ্য এখন,

দ্বিজপুঞ্জ হউক জীবিত ।

বশিষ্ঠ ।—মা । ঐ দেখ ঐ দেখ—তোমার পুঞ্জ নয়ন উন্মীলন ক'বেছে, দেখ । সকলে দেখ ।

সকলে — হাঁ হাঁ চেয়েছে । চেয়েছে ॥

বশিষ্ঠ — সকলে একবার রঘুকুল-যশকেতু রামচন্দ্রের জয়শব্দ উচ্চারণ কর

সকলে ।—জয় দয়াময় রামচন্দ্রের জয়

দশাশ্ব — আহা কি আনন্দ । কি আনন্দ । পরমানন্দময় রামচন্দ্রের কি বিচিত্র লীলা । সকলে একবার রামচন্দ্রের শ্রীতীর্থে হরিবোল হরিবোল বল

তারা — বাপ, যুগ কি ভেঙ্গেছে । মোনার চাঁদ আমাব ।
হাবান ধন—বুকেশ মাণিক । আর ধুলায় পড়ে কেন ? বাপরে,
বড় ঝলে যাচ্ছে । একবার মা ব'লে হতভাগিনীর কোলে এমে
তাপিত প্রণ শীতল কব ।

গীত ।

আর কি ছুঃখে বঞ্চেব ধনরে ভুতলে
প্রাণ জলে যায়, কেন আর ধবা-শয্যাগ,
একবার চাঁদমুখে মা ব'লে চাঁদ আর কোলে
রামের কৃপায় আবাব যদি, পেলাম তোরে হারানিদি,
বদন ভ'রে নিববদি ডাক জয় জয় বাম ব'লে

শশী — মা । আমি বড় দুঃমিয়ে ছিলাম নয় মা ? বাবা, কি
ভিক্ষা হ'তে এমেছেন ? হাঁ মা । আমরা এখানে কেন ?
আমাদের মে কুঁড়ে ঘর কৈ ? বাবার মে ভিক্ষার ঝুলি কৈ ?

দশাশ্ব ।—এই যে বাপ আমার ভিক্ষাব' ঝুলি । যে ভিক্ষার
ঝুলি সম্বল ক'রেই এতদিন সংসারে ছিলাম, আজ, সেই ভিক্ষার
ঝুলি হাবায়েছিলাম ব'লেই মে ভগকুটীর ত্যাগ ক'বে এমেছি
এখন আয়, আমাব ভিক্ষাব ঝুলি আমাব কক্ষে আয়, আমি এই
ঝুলি কক্ষে ক'রে, দয়াময় রামেব কাছে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি,
আর যেন এ ঝুলিটি হারাতে না হয় যেন এই পর্ণ কুটীবের ধন
পর্ণ কুটীবে বক্ষা ক'বে যন্ত্রণাময় জীবন পবিত্যাগ ক'রতে পারি

শশী — বাবা । ভুগি কখন ভিক্ষা থেকে এলে ? বেলা ত
গিয়েছে, তবু কি ভিক্ষা সমাধা হয় নাই ?

দশাশ্ব ।—বাপ । আমাব বেলা গিয়েছে তা জানি, কিন্তু
ভিক্ষা সমাধা ক'রতে পারি নাই, আজ বোধ হচ্ছে যে

আমার ভিক্ষা সমাধা হ'য়েছে তাই আজ ভিক্ষাব বুলি তোমাকে .
কক্ষে ক'বে বাম কল্পরক্ষের মূলে এসেছি, এখন আমার কোলে
এসে প্রাণ ভবে জয় বাম জয় বাম ব'লে ডাক (পুত্রকে বক্ষে
গ্রহণ পূর্বক) আব ধরাসনে কেন বাপ . আয় ! বুকে বেখে প্রাণ
জুড়াই ।

গীত ।

জুড়াই জীবন বঙ্গে ধবে

ঘুচাও বাপ, মনস্তাপ,

একবার পিতা ব'লে চাঁদ ডাকবে চন্দ্রাধরে ।

অপাব কৃপাসিন্ধু রাম-গুণনিধি, সদয় হ'য়ে আজ তোবে হাবানিধি,
মিলালেন যদি ;—

তবে কুড়ুলে, ব'হুলে জয় জয় রাম বল্লব বন্দন ভরে ”

শশী —বাবা ! রাম কে বাবা ? আমি তাঁকে দেখব ।

দশাশ্ব —যাঁর কৃপায় আজ হারান নিধি তোমাকে পেয়েছি
তাঁরই নাম বাম, তিনিই জগদভিবাম—তিনিই আমাদের এ
ছদ্দিনের বন্ধু, তিনিই আমাদের অদিনের আশ্রয় ।

শশী —বাবা, আমাদের কি কেউ বন্ধু আছে ? কৈ তুমি
ভিক্ষায় গেলে মা যখন কুটীবে বসে কাঁদতেন, কৈ কেউত এসে
সে সময় দেখা দিতনা, বাম যদি আমাদের বন্ধু, তবে আমাকে
তাঁর কাছে নিয়ে চল, আমি তাঁর কাছে গিয়ে ব'লব “রাম হে ।
আমার পিতা মাতা বড় কান্দাল, তাঁদের দুঃখের শান্তি কর, আব
যেন তাঁদের এমন ধারা ভিক্ষা ক'রতে না হয়

দশাশ্ব —বাপ ! রামের কাছে প্রার্থনা ক'র, বালকের
কথায় রাম অবশ্যই করুণাত ক'রবেন । বামদর্শন না ক'বে আব
কুটীরে প্রাত্যাগমন ক'রব না ।

বশিষ্ট —তোমরা সকলেই এই স্থানে অবস্থিতি কর, রামচন্দ্র
শীঘ্রই প্রত্যাগত হবেন কুমার লক্ষ্মণ । রামচন্দ্রের প্রত্যাগমন
কাল পর্য্যন্ত এঁদের যত্নপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ ক'রবে এক্ষণে সকলে
বিশ্রাম-ভবনে গমন কর

[সকলের গস্থান





ষষ্ঠ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নৈমিষাবণ্য

(শূদ্র তাপসেব ছিন্নমুণ্ড হস্তে বাগচোদ্ভব প্রবেশ)

রাম —রামের ন্যায় বৃশংসের পক্ষে এই উপযুক্ত কার্য্য ,
মহর্ষি বিশ্বশ্রাবার ঔরসে বাবণাদি বান্ধসগণের জন্ম, এক সীতাব
জন্ম 'মেই সকল ব্রহ্মবংশ-জাত বান্ধসগণকে অকাতরে বিনাশ
ক'রে ব্রহ্মহত্যা পাপ সংগ্রহ ক'বেছি পবন হিতাকাজক্ষী মিত্র
বিভীষণেব একমাত্র পুত্র তরুনীকে বিনাশ ক'বে তার চির-
সুখেব তবনী দুঃখেব সাগরে নিমগ্ন ক'বে দিয়েছি ।--আজ
আবাব একটি মহাত্মার বিনাশ সাধন ক'রে রাম চবিত্তেব চণ্ডা-
লত্বেব উৎকর্ষ সাধন ক'রলাম চণ্ডাল-রুত্তি-অবলম্বী রামেব এ
অতুল কীর্তি চিরদিন অটল থাকবে

(দিব্য পরিচ্ছদধারী স্বদেহ পাণ্ডু যক্ষের প্রবেশ)

যক্ষ —প্রভু রামচন্দ্র ! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন

রাম ।—কে তুমি । এ দুর্গম বন-ভূমিতে ভ্রম্যপমারিত
অগ্নির ন্যায়, মেঘচ্যুত শশধবের ন্যায় সহসা উদয় হ'য়ে বনভূমি
আলোকিত ক'রলে ? যথার্থ আত্ম-পরিচয় প্রদান কর

যক্ষ ।—প্রকৃত অ'ত্মপরিচয় কেমন ক'রে দেব প্রভু । যদি যথার্থ আত্মপরিচয় প্রদানে সমর্থ হ'তাম, যদি এ পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাতা আত্মা রামকে চিন্তে পারিতাম, তাহ'লে আব আত্মপরিচয় দিতে হবে কেন ? রামকে আত্মীয় বলে আপনাকে পাদপদ্মে স্থান দিতেন, তাহ'লো কৈ ? আপনাকে আপনি চিন্তে পারিতাম না, আত্মপরিচয়ও দিতে পারিতাম না রামের হস্তে দেহ পতন ক'বে, অদলিত সবদুর্কীদলকাস্তি শাস্তিসাগর বাসরূপ দেখতে দেখতে দেহ ত্যাগ ক'বে কোথায় অনন্ত শাস্তি-ধাম লাভ ক'বে, তা না হ'য়ে আবার আত্মা পন্থায় পতিত হ'য়ে জঘন্য যক্ষদেহ ধারণ ক'বতে হলো । আজ যদি অচিন্ত্যরূপকে চিন্তে পারিতাম, আব চিন্তা ক'বতে জানিতাম, তাহ'লে আর চিন্তা ছিল কি ? অস্ত্রে স্ব'রে'প্য লাভ ক'রে অনায়'সে অনন্তধামে গমন করিতাম, সামান্য তৈলকীটও অন্য কীট কর্তৃক ধ্বংস হ'য়ে সেই কীট মূর্তি চিন্তা ক'বতে ক'বতে শেষে অদেহেই তার প্রাবোপ্য লাভে ক'বে থাকে, কিন্তু আমি এমনই কীটাদম যে রাম-কর্তৃক আকর্ষিত হ'য়ে পাপময় দেহ পতন ক'রলাম, কিন্তু একান্তিকী চিন্তাব অভাবে চিন্তাব ধন তে থাকে চিন্তে পারিতাম না । সামান্য কীটের কাছে প্রাবোপ্য লাভের জীবন্ত উপমা প্রত্যক্ষ ক'রেও মোক্ষলাভের পরিবর্তে আবার যক্ষদেহ ধারণ ক'বতে হ'লো । বাস, দয়া হ'লো না ? যদি দয়া ক'রে শাপজ্ঞে দেহ মুক্ত ক'রলে, তবে এ পাপজ্ঞে যক্ষদেহ মুক্ত ক'বে দাও । আমি মুক্ত-কণ্ঠে তোমার গুণকীর্তন ক'বতে ক'বতে নিত্যধামে চলে যাই

রাম ।—তোমার মঙ্গল হ'ক, তোমার সাধুচিত্ত সদাঙ্গাপে সম্পূর্ণরূপে সন্তোষ লাভ ক'রলাম, এক্ষণে অকপটে আত্মপরিচয় দানে আমার উৎকণ্ঠা দূর কর ।

যক্ষ —রাম ! আমি অন্য কেউ নই, যাব পাপাচার জন্ত

পুণ্যময় রামরাজ্যে আজ অকাল মৃত্যু সংঘটিত হ'য়েছে, যার, অশেষঃ জন্ম জগৎশরণ্য বাম আজ অরণ্যপথে বিচরণ ক'বছেন, যাব ছিন্ন মস্তক আজ ঐ বামদেব সেবিত বামচন্দ্রের বাম হস্তে শোভা পাচ্ছে, আমি সেই শাপভ্রষ্ট তাপস মন্থক, সম্প্রতি তোমার রূপায় শাপভ্রষ্ট দেহ পরিত্যাগ ক'রে পূর্নদেহ লাভ ক'বেছি। তোমার শাপভ্রষ্ট দেহ ধ্বংসেব সঙ্গে সঙ্গেই অকাল মৃত্যু ব্রাহ্মণ পুত্র জীবনলাভ ক'বেছে, এক্ষণে আপনি অযোধ্যায় গমন করুন এই বনভাগ বা গিরিশঙ্করের দুর্গমপথ দাঁসেব অজানিত নাই, চলুন কিয়দূর আমি সঙ্গেও যাচ্ছি, কিন্তু বাম আজ এই গিরিশঙ্করের সামান্য পথে আমি তোমার পথদর্শক হচ্ছি, তুমি যেন সেই শেষের দিনে শমন-শঙ্করের দুর্গম পথের পথদর্শক হইও

গীত

শুনেছি সেই গোলোকের ধন রাগরূপে অবতরি,
অকূলে নিস্তারেন সে রাম হস্তেব কৃপা বিতরি
(বলেন আয়ি আয়ি কূলে পাবি তবি)
(যদি এতুফানে যাবি তরি) (ও পাতকী জীব)
যে পদে হরে বিপদ, হবের চির-সম্পদ।
পরশনে সে বাম-পদ, অষ্টাপদাকাষ্ঠতরি,
(আমি শুনেছি শুনেছি) (ও পদের মহিমা)
ঐ পদ পদে মুক্ত পাম্বানী (গৌতম-নাথী,
যে পায় পাণ্ডবে পায় মানবী কায়
সে পায় কাতরে যাব মন বিকায়
সেত সকায় যায় বৈকুণ্ঠপুরী
(চলে যায় রাম যায় রাম) (জয় রাম ব'লে মুখে)
কালকে ফাঁকি দিয়ে, সেত সকায় যায় বৈকুণ্ঠপুরী
বাধ্য নও রাম অস্ত রসে, প্রেমহীন ব্রত সময়সে
যে তোমাবে ভালবাসে, রাগ তুমি হও হে তারি—

(কিছু চাও না চাও না) (ভক্তের প্রেম বিনে)

চণ্ডালের প্রেমেতে মেতে মিতে ব'লে কৈল দিয়েছ হরি ।

(সে যে রামা ব'লে সম্ভাষিত)

তার প্রেমে হনয়নভাগিত, দিয়ে তুখিত উড়িধানের মুড়ি

(বন্ত থারে রামা)

(চাঁদমুখ স্থথায়োছে ধব থারে রামা) অমনি নিতে ছবাহ প্রস বি ।

(সীতা আসীনা, গঙ্গা ও মুরলার প্রবেশ ।)

গঙ্গা —মা দাসী জাহ্নবী তোমাকে প্রণাম ক'ব্ছে ।

মুরলা —তোমার দাসী দাসী মুরলা প্রণাম ক'ব্ছে
এসেছে

সীতা —কে মা, জাহ্নবী ? এসেছ ? বাছা মুরলা এসেহিন্ ?
অনেক দিন যে বাছা তোদের দেখি নাই, মাঝে মাঝে এক এক
বার কি আসতে নাই ? এমনি ধাবা কি ভুলে থাকতে হয় ?

গঙ্গা —সেকি মা, আমরা ত তোমার কাছে সর্বদাই আছি,
ছ যা আর পদাশ্রয় ছাড়া কবে মা ? তবে তুমি নাকি সর্বদাই
পতিপদ-চিন্তায় অন্তরঙ্গনা, যখন আসি তখনই দেখি অধোমুখী হ'য়ে
ধবা দর্শন ক'রছ । কখন দাবাবিগলিত চক্ষে গাতুবক্ষে শয়ন
ক'রে অশ্রুধাবায় পরাগিত ক'ব্ছ, চিন্তিতের পক্ষে নির্জীনতা
বড় প্রিয় বস্তু, কাছে গেলে পাছে তোমার নির্জীনতা ভঙ্গ হয়,
চিন্তায় বাধা পড়ে, তাই অন্তরালে থেকে তোমাকে দেখি, তবে
আজ নাকি আম্ভাব নিতান্ত প্রয়োজন, তাই এসে তোমার পতি-
চিন্তায় বাধা দিয়েছি, এখন ছুঃখের আশুন চেপে বেখে আমার
একটি কথা শুনবে কি ?

সীতা —কেন শুনব না মা । কি ব'লবে বল ।

গঙ্গা ।—মা । এক রামপদ-চিন্তাতেই তুমি জগৎ সংসারের
সকল চিন্তা ভুলেছ, তাই আজ লব কুশীব কুশলানুষ্ঠানের জন্ত

আমাকে এসে মনে ক'বে দিতে হ'চ্ছে, নইলে সন্তানের শুভানু-
ষ্ঠানের কথা কি মার কাছে এসে অন্যকে বলে দিতে হয় ?

সীতা ।—কি মঙ্গলানুষ্ঠান ক'রব মা . আমাব ত কিছুই মনে
নাই, কিছুতে মনও নাই, আমি বামপদ চিত্ত ক'বছি, রাম রাম
ব'লে কঁাদছি, সর্ষদা চক্ষের জলে তাঁর পূজা ক'রছি এই আমার
মহাব্রত—এই আমার মঙ্গলানুষ্ঠান . বাছাদেব আমাব এতেই
মঙ্গল হবে ।

গঙ্গা —তা জানি মা জগতে সতী-ধর্ম শিক্ষা দেবার জন্যই
সতী-কুলেশ্বরী তোমাব জন্মগ্রহণ, আব রাজধর্মের কঠোরব্রতের
পরাকাষ্ঠা দেখাবাব জন্যই বামচন্দ্র কর্তৃক তোমাব নির্কাসন, তাত
সবই জানি মা । তবু লে কাচার, কুলাচারও যে নিতান্ত অত্যজ্য ।
তুমি কুল-লক্ষ্মী, কুলধর্ম বক্ষাত তোমাকে ক'রতেই হবে ।

সীতা —কি কুলধর্ম মা আমাব সঙ্গে কুলধর্মের কি সম্বন্ধ
গাছে মা ?

গঙ্গা —মা এ ত নিজের মঙ্গলের জন্য নয়, তোমার লব
কুশীব মঙ্গলের জন্য বসুবংশের চিব-পদ্ধতি, সন্তানের ষষ্ঠ বর্ষ
বয়স্কম-পূর্ণ-দিনে সহস্রে পুষ্পচয়ন ক'বে এনে কুল-দেবতার পূজা
ক'রতে হয়, সন্তানের হস্তে বক্ষাবন্ধন ক'রতে হয়, সেই জন্য
তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তপোবনে পুষ্পচয়নে যাব বলে এনেছি,
আমাদের সঙ্গে চল, আপন হাতে ফুল তুলে তপনদেবের পূজা
ক'রবে ।

সীতা —মা । আবার আমাকে তপোবনে যেতে হবে ?
আবাব লোকের কাছে এ মুখ দেখাতে হবে ?

গঙ্গা —তার জন্য চিন্তা কি মা ? আমি ত পূর্বেই ব'লেছি-
যে, আমার মন্ত্র-প্রভাবে কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না, তবে
তুমি সকলকেই দেখতে পাবে চল্ মুরলা ।

মুরলা —আমি গেজে গুজেই বসে আছি, ঐ দেখ দেখি
মা সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই সুরবালাগণ তোমার পবিত্র জলে স্নান
ক'রতে এসেছে, তাবা কেমন মধুর গান ক'রতে ক'রতে ফুল
তুলে বেড়াচ্ছে, আমিও ওদের সঙ্গে সুর মিশিয়ে গান ক'ব্বা

(প্রস্থান)

(দেববালাগণের গান কবিত্তে কবিত্তে প্রবেশ)

(গীত)

সগীর মৃদলে, ছলে ছলে ছলে, ফুল ফুলে অলি ভ্রমিছে মৈ ।
গেম-অসুরাগে, মজিয়া পবাগে মোহাগে মধুপ মজিল ঐ ॥
নধর পল্লবে রূপের রাশি, ফুল অধরে ফুলের হাসি,
সুরভি গরবী দেখে অভিলাষী, কুসুম জনম নৈ—
ফুল মান, প্রসূনের মনে, কুসুম হইয়ে দৈ,
বসের গুণের বসিক অগরে মজায় রাখি জনম মৈ

১ম সুরবালিক —ফুল হ'তে মাধ কেনলো এত ?
২য় সুরবা —দেখনা ফুলের গুণব কত ?
১ম সুরবা —এত গুণব কি দেখলি ফুলে ?
২য় সুরবা ।—দেখনা সূখে প'ড়েছে ঢলে, মৃদুপবনে ফুটেছে
কলি, আপনি এসে জুটেছে অলি ।
৩য় সুরবা ।—ওলো টাটকা কলি যতই ফুটুক,
মৌবভের বব যতই ছুটুক,
যতই এসে অলি জুটুক
যতই হ'ক না বশ ।
ফুলের হাসি, রূপের বাশি, বাসি হলেই বশ ।
তখন সব যায় লো সবাই পলায়
কেউ থাকেনা ছুংখের বেলায় ।

কেউ আসেনা স্মৃথ না পেলে,

হাস চরেনা শুকনা খালে,

বসন্তেই কোকিল জোটে বর্ষা পলেই পলায়

২য় স্রঃবা — ধীর পবনে ছুলে ছুলে হাসছে কুসুম বনে,

৩য় স্রঃবা — ওলো ! যত হাসি তত কান্না বাসনমা ভণে ।

২য় স্রঃবা — তা'জানি, চিরদিনেব কিছুই নয়,

তবুত অমর বাঁধা রয় ।

৫য় স্রঃবা — তানয় লো তানয় ।

ফুলেব গুমব দেখে অমর, ব'লছে কাণে কাণে ।

ছুদিন বাদে সব যাবে ফুল কাঁদতে হবে বনে

মুরলার নেপথ্য গীত ।

অলি ত রয়না ফুলে কাণে কাণে ব'লে যায়

এরাপের গুমর কুসুম ক'দিন আর রবে বজায়

অলি কার প্রেমে বাঁধা নয়,

বক-বকুলেব রাথেনা প্রণয়,

সুখের আশে, আপনি আসে,

মজে না কেবল মজায় ।

৩য় স্রঃবা — (গঙ্গাদেবীকে দেখিয়া) ও কে মা জহুবী এ যে
বড় ভাগ্য মা । আমরা ত এ বনে প্রত্যহই ফুল তুলি, প্রতিদিন
ঐ ত্র্যম্বে'এসে এইস্থানে স্নান কবি, কৈমা একদিনও তোমাকে
দেখতে পাইনে ?

২য় স্রঃবা — ইনি কে মা ? পঙ্কিল জলেব পদ্মের মত—অসংক্লত
মণির মত মলিন বেশা, অথচ যেন শাস্তিব প্রতিমাখানি । ইনি
কে মা ?

৩য় স্তম্ভ।—সেকিলো, চিন্তে পারিস্ নাই ? এই জালুসী-
পুলিনে, বাল্মীকির বনে কতদিন ৬ দেখেছিম্, কত সাস্ত্রনা
ক'রেছিম্, আজ চিন্তে পারছিম্নে উনি যে সেই নখকুণ-
কমল —সেই বাস-মনোরমা বনবাসিনী সীতা দেবি ।

২য় স্তম্ভ। —মা এমন হয়েছ শবতের পদ্ম যেমন হেমন্তের
শেষে চিন্তে পাবা যায় না, তেমনি তোমাকেও যে মা আর
চিন্তার যো নাই এমন অশ্চিচর্ম্ম-সার দেখ নিয়ে বনভ্রমণে
কেন এসেছ মা ।

গঙ্গা ।—(সুরবালাগণের কর্ণে মুখ রাখিয়া) আজ এ বনে
রামচন্দ্র এসেছেন, আজ দেবীকে বাস দর্শন করাব ।

২য় স্তম্ভ। —(সীতার অজ্ঞাতে গঙ্গার প্রাতি) তাতে যে হিতে
বিপরীত ঘটবে মা । সীতাকে দেখলে হয়ত রামচন্দ্রও শোকে
অধীর হয়ে উঠবেন

গঙ্গা ।—তিনি সীতাদেবীকে দেখতে পাবেন না ।

২য় স্তম্ভ। —কেন ?

গঙ্গা —আমাব মঙ্গ-প্রভাবে ।

৩য় ও ১ম স্তম্ভ। —এত কথা কি হবে আমরা কি শুনতে
পাইনে ?

২য় স্তম্ভ। —(উভয়ের কাণে কাণে)

৩য় স্তম্ভ। —তবে মা আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাব,
ছুকথা শুনিয়ে মনের খাল মিটাব ।

গঙ্গা —সমক্ষে পতিনিন্দা মতীর প্রাণে ব্যথা লাগবে ।

৩য় স্তম্ভ। —যাতে তা না লাগে তাই ক'র্ব, আগোদেরছলে
ছুকথা ব'ল্ব, একটু প্রাণে ঘাদিয়ে ।

সীতা —তোবা কি কথা বলছিস মা, আগিত কিছুই বুঝতে
পাবছিনে ?

গঙ্গা। অন্য কথা কিছুই নয় গা। তোমার লব কুশীর আজ ষষ্ঠ বার্ষিকী জন্মোৎসব, কুল-প্রাধান্যগাবে অহস্তে পুষ্পচয়ন ক'বতে হবে, সেই পুষ্পে কুল-দেবতার পূজা ক'বে কুমারদেব হাতে বক্ষা-পুত্র বঁধিতে হবে, সুবকচ'দের ক'ছে সেই সব কথা বলছিলাম এখন চলো সকাল সকাল ফুল তুলে পূজার আয়োজন করিগে

২য় স্রুংবা —আমবাও তবে যাই এখন

৩য় স্রুংবা —আজ বনদেবীর কাছে যাবিনে, বনদেবী আমাদের বড় ভালবাসেন, কেমন নিত্য নূতন বকমের মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দেন

১ম স্রুংবা ।—আজও কি মালা না নিয়ে যাব ? তবে আজকার মালা আর নিজে পরবনা, গঙ্গাদেবীর সঙ্গে বাম বাজাকে দেখব, আর সেই সময় গীতাদেবীকে তাঁর কাছে দাঁড় করিয়ে দু'জনকে মালা পরিয়ে দেব

২য় স্রুংবা । বেশ কথা বলেছিলাম ভাই চল বনদেবীর কাছে যাই ।

(সকলের প্রস্থান)

(বনদেবীর প্রবেশ ।)

ব, দেবী ।—আজ বনে বড় শোভা হ'য়েছে গালতী লতাটি এতদিন ভুতলে লতয়ে লতয়ে বেড়িয়ে শেষে অশোক তরুটিকে আশ্রয় কবাত্তে ছুটিরি যেন দ্বিগুণ শোভা হয়েছে । বাতাসেব সঙ্গে ছুটিতে গলাগলি ক'রে কেমন তুলছে—কেমন হাসছে—কেমন প্রাণ ভরা প্রেমের সাগরে ভাসছে বনের তরু, বনের লতা, এদের কাছেও যেন প্রেমের পূর্ণ বিকাশ বাকুশক্তি হীন, গতি শক্তি হীন, জড়প্রকৃতি হ'য়েও যেন পবিত্র প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা কথা নাই, গতি নাই, আহার নাই, বিহার নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কেবল

প্রোমেই বিভোর, প্রোমেই মাতোয়াবা। জগতে যেন প্রেম ভিন্ন কিছুই নাই, যাকিছু আছে সবই প্রোমে। প্রোমেই সুখ, প্রোমেই শাস্তি, প্রোমেই সম্পদাপদ, প্রোমেই ব্রহ্মপদ। প্রেম শিখলেই ব্রহ্ম লাভ। আশা যায়, চিন্তা যায় ক্ষুধা যায়, তৃষ্ণা যায়, সংসারের মঞ্চে সম্বন্ধ যায়, থাকে কেবল প্রেম আন উজ্জ্বল। জগতের লোককে তাই দেখাবার জন্য তরুলতার গব ছেড়েছে, যেন প্রেমের যোগে প্রেমের ধ্যানেই ধ্যানস্থ। প্রেম কথাটি ছোট, কিন্তু স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সর্বত্রই প্রোমেব কারবার, এ জিনিষের বেচা কেনা অনেকেই ক'বতে যায়, কিন্তু জিনিস কেউ চেনেনা, মূল্য জানেনা, আদব জানেনা। যার বিতরণ বই বিনিময় নাই—দান বৈ প্রতিদান নাই, যাতে স্বার্থের ছায়া একটু পড়লেই খাঁটি জিনিস মাটি হয়ে যায়, তার আদব কজনে জানে? প্রেম আছে সর্বত্রই, কিন্তু পবিত্র জিনিস কোথায়ও মেলেনা। স্বর্গে মেলেনা, মর্ত্যে মেলেনা, পাতালে মেলেনা, জীবলোকের কোথাও মেলেনা, মেলে কেবল বনে তরুলতার কাছে। ঐ মহাকাব তরুলটিকে একটি ম ধবী একটি মল্লিকা, দুটি লতা দুদিক থেকে আশ্রয় ক'রেছে। দুটিতেই ফুল ফুটেছে, দুটিতেই এক প্রাণ হ'য়ে প্রোমে হাসছে, প্রোমে ভাগছে, প্রেমের হাতে প্রেমের খেলা খেলছে। স্বার্থের ভাব নাই, মতিনীর দ্বेष নাই, কেবল প্রেমের হাসি। কেমন সুখ! কেমন প্রাণ ভরা প্রেম। বনে প্রেমেরও যেমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত, বিরহেরও তেমনি অলস ছবি। ঐ যে মহাকাবের দক্ষিণে দেবদারু তরুলটিব আগে কত শোভা ছিল, একটি বনলতাকে আশ্রয় ক'রে কত ফুল ফল প্রসব ক'রত, বনহস্তীদের গাত্রাঘর্ষণে লতাটি ছিন্ন হ'য়ে শুকিয়ে গিয়েছে, তরুলটিও শ্রীহীন হ'য়েছে, বনলতাটি যে ভাবে যে অঙ্গে জড়িয়ে ছিল সেই অঙ্গেব লতাবন্ধনের দাগগুলি কিছুমাত্রও বিলীন হয় নাই, সে চির-বিরহের চিহ্ন অঙ্গে দাবণ ক'রে শ্রীহীন দেবদারু তরুলটি শাস্ত

মনে, জগৎ শূন্য জ্ঞানে, কেবল শূন্যের দিকেই ধাবিত হচ্ছে ।
আহা এমন প্রেমিক, এমন বিবহী আর কোথায় আছে ? লতা
ছিন্ন হ'য়েছে, শুকিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তরুর বৃক্কেব চিহ্ন চিরদিনই
থাকবে

(বাগচরিত্র প্রবেশ ।)

রাম — আহা ধন্য প্রেমিক প্রেমিকা তরু লতাগণ জগৎ
যেন তোমাদের কাছেই প্রেম শিক্ষা কবে । অশোক তরু !
তুমি দুটি লতাকে সমান প্রেমে সমান আদরে আশ্রয় দিয়ে
সুখের হিল্লোলে ছুলে ছুলে প্রেমের খেলা খেলছ, আর আমি
এমনি হতভাগ্য যে, একটি চিব-দুঃখে জীর্ণশীর্ণ লতা কত প্রেমে—
কত আদরে এই রাম রূপ কণ্টক তরুকে বেঁধে ছিল, কিন্তু আমি
তার ভাবও বহন ক'রতে পারলাম না ! হাঃ দেবদারু তোমাব
অঙ্গে জড়িতা বনলতাটি মাতঙ্গের গাত্রঘর্ষে ছিন্ন হ'য়েছে । তুমি
সেই বিবহের চিহ্ন অঙ্গে ধারণ ক'বে জগৎ শূন্য জ্ঞানে কেবল
শূন্যের দিকেই উন্নীত হচ্ছ, আর এই হতভাগ্য রাম এমনি
অপ্রেমিক যে, বিমল প্রেমের বন্ধনে জড়িতা সুবর্ণ ব্রততীকে
স্বহস্তে ছিন্ন ক'বে এখনও এই সংসার-কাননে শাখা পত্র বিস্তার
ক'রছি । কুসুমালঙ্কৃত বনদেবীর কথাগুলি শুনে বোধ হচ্ছে যেন,
এই পাপাত্মা বামকে তিবক্ষার ক'রবার জন্যই বৃক্ষলতাদেব
উপলক্ষ ক'বে আমাকে শুন্যে শুন্যে কথাগুলি বজ্রেন
(প্রকাশ্যে) দেবি ! এ নির্জল বনভূমিতে, একাকিনী কে আপনি ?
আকার প্রকার সর্দাঙ্গে পুষ্পালঙ্কার দেখে বোধ হচ্ছে, আপনি
এই তপোবনের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী, বনদেবী নাইলে এভাবে
বনে বনে ভ্রমণ ক'ববেন কেন ?

ব, দে । — অায়বিচার-বিহীন নির্দয় রাজার বাজ্যে, নগর
অপেক্ষা বনবাসই মঙ্গল

বাস ।—(স্বগত) এই ত তিবক্ষাবের প্রথম সূত্রপাত, (প্রকাশ্যে) দেবি এ রাজ্যের রাজ্য কে ?

ব, দে —অমি যেমন স্পর্শে শীতল, কিন্তু তার দর্শ্য অতি কঠোর, এব জ্যেব বর্তমান রাজ্যও তেগনি নামটি অতি কোমল, কিন্তু তাঁর কাহ্য অতি নিষ্ঠুর। মিনি নিরপরাধিনী পত্নীকে নির্দাশিতা ক'বে, জগৎ জুড়ে, অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন ক'বেছেন, সেই সূর্য্যবংশের সু-সন্তান, “বাস” এবাজ্যেব রাজ্য, আপনি কি মে কীর্ত্তিবান, দয়াময় বাজার নাম শোনেন নাই ?

বাস —(স্বগতঃ) হ দক্ষ হৃদয় ! আর কত শুনবে ? (প্রকাশ্যে) দেবি ! ত্রায়বিচার-বিহীন বাস যদি এবাজ্যেব রাজ্য, তা হ'লে ত বনও সেই নির্দয় রাজ্যের অধিকার ভুক্ত, এখানেই বা কি সুখ আছে ?

ব, দে —যথেষ্ট আছে ; বনে দয়া, দর্শ্য, সুখ, শান্তি, প্রেম সহানুভূতি সবই আছে। বৃক্ষেরা অকাতবে ফল দেয়, ছাঃ। দেয়, মতারা কুমুম-পরিমলে প্রাণ প্লবিত করে, পশু পক্ষীরা প্রেম জানে, স্নেহ জানে, বজ-নিয়মের বাধ্য নয়, যদি দেখতে চাও, তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ঐ বৃক্ষশাখায় দেখ

বাস —বৃক্ষশাখায় কি দেখব দেবি ? ঐত দুটি পক্ষী, একটি কুলায় নির্মাণ ক'রছে আর অপরটি বসে আছে

বনদেবী ।—বুঝতে পারলে না ? তা বুঝবে কেন ? যে রাজ্যের রাজ্যে বাস, তাতে বুঝেও না বোঝার সম্ভব। দেখ পক্ষীদ্বয়টি পূর্ণগর্ভা, প্রসবকাল নিকটবর্তী দেখে পক্ষীটি বাসা নির্মাণে ব্যস্ত হ'য়েছে ; জীর্ণ বাসায় প্রসব ক'রলে পাছে প্রসূত ডিম্বগুলি পতিত হ'য়ে ভগ্ন হয়, পাছে আত্মজ পদার্থের কোন অনিষ্ট ঘটে, সেই ভয়ে নূতন নীড় নির্মাণে নিযুক্ত, ওরা বনের পক্ষী হ'য়ে আত্মজ পদার্থ রক্ষার জন্ত বৃক্ষের শাখায় নূতন বাসা নির্মাণ ক'রছে—

আব সূর্য্যবংশের শিক্ষিত, দীক্ষিত, গুণবান, জ্ঞানবান, রাজা হ'য়ে.
রাম কিনা গর্ভবতী সতীপত্নী সীতাকে নিতান্ত নির্দয়েব ন্যায়
নির্কামিতা ক'বেছেন সেই নির্মম বাজাব রাজ্যের নগর হ'তে বন
কি শান্তিধাম নয় ? বনের পশু পক্ষীর হৃদয়ে যা আছে এ বাজ্যের
রাজাব হৃদয়ে যে তাও নাই

রাম — (স্বগতঃ) হাঃ দক্ষ প্রাঃ । এই সকল ভীষণ বজ্রাঘাত
অকাতরে বিনা বাক্যব্যয়ে রক্ষের ন্যায় বক্ষে ধারণ ক'রে মর্মে
মর্মে দক্ষ হ'তে হবে ব'লেই কি এখনও পাপদেহ পরিত্যাগ কব
নাই । আর কত শুন্বি, আর কত সহ্য ক'বি ? (প্রাঃ) দেবি ।
ক্ষমা করুন, যথেষ্ট হ'য়েছে, আর এ তীব্র হলাহলে দক্ষ ক'রবেন
না এ চণ্ডালাধম আত্মপরিচয় দানের যোগ্য নয়, আমি
আত্মদোষে বাজ্য অপবিত্র ক'রেছি, আজ পুণ্যাশ্রমকে অপবিত্র
ক'রতে এসেছি

বনদেবী ।—তুমিও কি সেই পত্নী-পুত্রঘাতী নির্ভুব রাজা রামের
মত কোন মহাত্মা নাকি ? যদি তা হও, তবে শীঘ্র এস্থান হ'তে
প্রস্থান কর এ তপাবণ্য, পুণ্য-ভূমিকে কলুষিত ক'বনা, এখনি
এই মুহূর্ত্তে এস্থান পরিত্যাগ কর

রাম — (স্বগতঃ) আব নয়না ।—সব গেল, সব ভস্ম হ'য়ে গেল .
অনুতাপের অনলে, এই তীব্র শ্লেষেব আছতিতে সব পুড়ে গেল ।
হাঃ প্রিয়ে হাঃ জানকি । হাঃ পতিবতে ।—(কম্পিত ভাবে
পতিত প্রায় ও বনদেবী কর্তৃক ধারণ)

বনদেবী —ও কি । তুমি কাঁপছ কেন ? তুমিই কি তবে সেই
নিষ্ঠুর রাম ? তুমিই কি সেই পত্নী-পুত্রঘাতী দাশরথি রাম, রাম ?
ধন্য তুমি, শুভক্ষণে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ ক'বে, জগতে সতী হত্যা
রূপ মহাকৌর্তি রক্ষা ক'রলে, রাম . কার জন্ম জনক-পুরে হরধনু
ভঙ্গ ক'বেছিলে ? কার জন্ম বিনাপরাধে বালিকে বিনাশ ক'রে .

তারার চক্ষের ধাবায় ধনাসিক্ত ক'রেছিলে ? কাব জন্ম বনে বনে
কৈদে বেড়ায়েছিলে ? কাব জন্ম বানব সৈন্য সংগ্রহ ক'বে অকূল
মাগরে সেতুবন্ধন ক'রেছিলে ? বল ! বল মহারাজ ! বল মিথুব
রাজা ! কাব জন্ম তেমন প্রাণের ভক্ত বিভীষণের বক্ষেব নিধি
চক্ষের তাবা তবণীকে বিনাশ ক'বে একপুত্রা সরমার মাধের
তরনী চির-ছুঃখেব মাগরে ডুবিয়ে দিযেছিলে ? বল বল, অধো-
বদন কেন ? এ ত উপযুক্ত কার্য্য বীর ভূমি—ন্যায়বিচাবক,
ক্ষত্রিয় রাজা ভূমি, মীতাকে বনবাস দিয়ে বীর-হৃদয়ের পরিচয়
দিয়াছ প্রজারঞ্জন—ন্যায়বিচাবের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছ
বাম । যে মীতাব পায়ের ধুলার কণামাত্র পেলে জগতের রমণীরা
নাবিদ্রী হ'তেও শতগুণে মতী-কুলেব শীর্ষস্থানীয় হয়, যে মীতা
মতীকুলের আদর্শ প্রতিমা ।—যার ধ্যানে রাম—জ্ঞানে রাম—জগত
যার রামময়, যে রাম-জলধরের চাতকিনী—রামসুধাকরের চকো-
রিণী—রাম-শশধরের কুমুদিনী—রাম-রবির পদ্মিনী, সেই মীতাকে
—সেই মতীকুলেশ্বরীকে ভূমি প্রজারঞ্জনের জন্ম বনব সিনী ক'রে
কুলগৌরবের বৃদ্ধি ক'রেছ ধন্য রাম ধন্য তোমার বিচার আর
তোমার কোন কথা শুনতে নাই, বাক্যলাপ ক'রতে নাই,
তোমার রাজ্যে বাস ক'রতে নাই, শিক রাজা শিক তোমাকে ।

রাম —কি ঘোর লাঞ্ছনা ! কি তীব্র গঞ্জনা ছুরাত্মা বাম ।
এখনও তোব পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই ক্রমে
এ হ'তে শত সহস্র গুণে বিষময় গঞ্জনা সহ্য ক'রতে হবে । শত
সহস্র শৃগাল কুকুরে তোর জীবিত দেহেব মর্মান্বি চর্কণ ক'রবে .
শত শত গৃধ্রনৈতে জীবিতে হৃদপিণ্ড ছিন্ন ক'রবে । জীবিতে নরক
ভোগ হবে । হাঃ কি পবিত্রাপ ।—নরকের কি ভীষণ চিত্র ।—সব
গেল । সব গেল । অনুতাপের জ্বলন্তচিতায় সব পুড়ে গেল । দেবি,
শান্তিময়ী বনদেবি । বক্ষা করুন হা প্রিয়ে জানকি ।—(মূর্ছা)

বনদেবী —একি ! মহারাজ মুর্ছিত হ'লেন ? কি সর্বনাশ !
এখন চৈতন্য ক'ব'তে হলো । ও কে দেবি জাহ্নবী সীতাদেবীকে
সঙ্গে ক'রে এই দিকে আসছেন নয় ? একটু অন্তবালে থাকি, দেখি
ওঁরাই এসে কি কবেন

(প্রস্থান)

(গঙ্গা ও মুরলার প্রবেশ)

গঙ্গা —আজ নিবানন্দের উপর আনন্দের দিন ! শূদ্র তাপস
বিনাশের জন্য আজ রাগচন্দ্র এই অবশ্যে আগমন ক'বেছেন,
আজ সীতাদেবীকে বাসদর্শন ক'বাব—আমরাও ঘটনাক্রমে রাগ
সীতার যুগলরূপ দেখে ধন্য হব ।

সীতা —জাহ্নবী চলনা মা । ফুল ত অনেক তোলা হ'য়েছে,
আমাব কিছুই ভাল লাগছে না

গঙ্গা —মা, দেখ দেও এই বনটীতে কেমন ফুল ফুটেছে এস
আরও চাটি ফুল তুলি .

রাগ ।—হাঃ আবার আমার চৈতন্য হলো, আমি অচেতনে
যে অপার আনন্দ সাগরে স্তব্ধ ক'র'ছিলাম, বিধাতা আমার সে
সুখসিক্ত শুকায়ে দিলেন—সে বিমল সুখেও বাদ সাধলেন
এখনি যেন দেখলেম, প্রিয়ে আমার নবদূর্জাদল-কাণ্ডি দুটি শিশু
সন্তানের ক'র ধাবণ ক'রে সজল নয়নে মা কৌশল্যাব করে করে
সমর্পণ পূর্বক মার পদধূলি গ্রহণ করিতে করিতে চির-বিদায়
প্রার্থনা ক'রেছেন, মা কৌশল্যা ধারাবিগলিত চক্ষে বনবাসিনী
বধুকে বক্ষে ধারণ পূর্বক শিরচুশ্বন ক'ব'ছেন কৈ কোথায় সে
দৃশ্য ?—সে প্রাণভরা আনন্দময় দৃশ্য কোথায় গেল ?—সে বন-
বাসিনী সন্ন্যাসিনীর শান্তিময়ী মূর্তি কোথায় অন্তর্হিত হলো ? হা

চৈতন্য । তুই এসে আমার সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে দিলি । এই সঙ্গে কেন
এ যাতনাগয় জীবনেরও শেষ করি না

(পতন)

গীতা ।—মা জাহ্নবী এ কি শুনি মা । এ কার কণ্ঠস্বর ? ধবা-
মনে ও কে ? সেই হৃদ পদ্মের মধুকব—নয়ন-চকরের স্পন্দ কব—
হৃদয় তাকাশের নবজলধর ধবামনে । হৃৎভাগিনী গীতাব মর্দঙ্গ-
ধন বিজয়বনে ধবামনে জীবিতেশ্বর । গীতাব কণ্ঠহার ধবামনে
কেন নাথ । মা জাহ্নবী গো, আমার মর্দননাশ হ'য়েছে । মা গো
এতদিনে হৃৎভাগিনী গীতাব কপাল ভেঙ্গেছে

(ধরাশায়ী রামের পার্শ্বে উপবেশন গাএ মার্জ্জন ও বাজন)

রাম ।—কে ? কে তুমি এ বিজয় বনে ধরাশায়ী রামের
পাপদেহের ধূলি মার্জ্জন পূর্বক বাজন ক'রছ ? এ সুখময়—এ
পবিত্রতাময় স্পর্শ-সুখত এক গীতার অঙ্গ স্পর্শ ভিন্ন কখন
অনুভূত হয়নি । পদ্মের রূপ, পদ্মের রস, পদ্মের গন্ধ, এক পদ্মেই
সম্ভবে বল কে তুমি দয়ার প্রাতিমা এ সতী-পত্নীস্বামী মহা-
পাপীর পাপদেহ স্পর্শ ক'রে তোমার পবিত্র দেহকে অপবিত্র
ক'রছ ?

গঙ্গা ।—মা । আর না, তবে এস, চৈতন্য হ'য়েছে

(গীতার দূরে গমন)

রাম —কৈ ? কোথায় গেল ? সে অমৃতরসমস্পৃক্ত পবিত্র
সুখময় স্পর্শ কোথায় গেল ? মনে হয়, যেন একদিন বহুদিনগত
পূর্বস্মৃতির স্মার—সুখস্বপ্নের আংশিক স্মরণের স্মার, মনে হয়—
একদিন যেন এই স্বর্গীয় সুখময় স্পর্শ অনুভব ক'রেছিলাম
এই ভাস্করাশিপূর্ণ হৃদয় আগ্নেয়-গিরিতে একদিন যেন শান্তি-তটিনী
প্রবাহিত হ'য়েছিল । এ মরুক্ষেত্র একদিন যেন কল্ললতার শান্তি-

কুঞ্জ ছিল। আজ একেব অভাবে সব গিয়েছে—হৃদয় শ্মশান হ'য়েছে। এক সীতার অভাবেই এ পাপ হৃদয়ে শ্মশানের চিতা জ্বলছে। হা সীতে হা বাসময় জীবিতে। হা পতিগত প্রাণা সবলে, আজ তুমি কোথায়? একবার এসে দেখে যাও, আজ তোমাব অভাবে হতভাগ্য বামের কি দশা হ'য়েছে আমি অন্ধ! বড় চিনি নাট, অনল ভ্রমে অমূল্যনিধি দূবে নিষ্ক্ষেপ ক'রেছি, দয়াময়ী সতীর প্রতিমা স্বহস্তে বিসর্জন দিয়ে আপন শাস্তিমন্দির আপনি ভঙ্গ ক'বেছি এখন ত চিবজীবনের মত অশান্তির অগ্নিময় অন্ধেই আশ্রয় নিতে হবে। অনুতাপের জ্বলন্ত চিতায় এ পাপ হৃদয় ভস্ম না হ'লে আব এ মহাপাপেব প্রায়শ্চিত্ত হবে না, এ জন্মে আব সে রঘুকুল কমলাব দেখা পাব না।

সীতা —মা জাহ্নবী, আর যে শুন্তে পাবিনে মা। পতিব ছুঃখে যে সতীর বক্ষে কি শেল বাজে তা কি মা তোমাকে ব'লে জানাতে হবে? যাই মা নাথের পদে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা চাই গে।

গঙ্গা —আমাব মন্ত্রপ্রভাবে বামচন্দ্র ত তোমাকে দেখুতে পাবেন না, তুমি যা ব'লবে শুন্তে পাবেন মাত্র কণ্ডপবও বুঝতে পারবেন, কিন্তু তাতে মনে শান্তি পাওয়া দূবে থাক, দৈবী মায়া বা অন্য কিছু মনে ক'বে আবও উদ্বিগ্ন হবেন। তোমাকে সঙ্গে এনে ভ ল কবি নাই

সীতা ।—কেন মা তুমি ছুঃখিত হ'চ্ছ, তোমার গুণে আমার বড় আশাব ধন পতির দর্শন হ'ল, তোমার এ গুণের দ্বার কি শুধুতে পাবব।

গঙ্গা ।—মা। তোমাকে রাম দর্শন কবালেম ব'লে যদি দয়া হ'য়ে থাকে, তবে এই সময় আমাদের একটি মাধ পূর্ণ কর

মা । একবার এই পবিত্র বনান্ত্রমে বামেব বামে দাঁড়াও, আমি একবার পিতামাতার চরণ দর্শন ক'রে, তা র প্রাণ ভ'বে ভক্তি-উপচারে মাতৃ-পিতৃপদ পূজা ক'রে জীবন সার্থক করি ।

গীত ।

দাঁড়াও মা রামের বামে জানবী
হ'ক জনম সফল জননী গো নয়ন ভ'রে যুগলরূপ নিরখি
দল্লী কল্যা ধল্লী আজ তার পুণ্যেব কি আর বাকি,
কৃপা ক'রে দিলেন দেখা বাম কমল অঁখি
(চরণ ছাড়বনা ছাড়বনা) (শিবের সর্বস্ব ধন)
পূজিব আজ হৃদয় মাঝে বাখি
(যদি পেয়েছি পেয়েছি) (পিতামাতাব দেখা)—
যে হ'তে পাঠালে ভবে তরিতে পাতকী,
তদবধি হ'য়ে আছি তুমিতা চাতকী,
(সে তো দেখি নাই দেখি নাই) (মেঘের কোলে স্থির বিজলী)
আজ জুড়াব প্রাণ সে যুগলরূপ দেখি
(জনম সফল আজ হ'ল মা) (দেখে জনম স্থান)

সীতা ।—তোমাদেব সাধই পূর্ণ হ'ক । কিন্তু মা এ মিলন আমার স্মৃথের মিলন নয়

সীতাদেবীর রামচন্দ্রের বামে দণ্ডায়মান এবং গান করিতে করিতে
ফুলমালা হস্তে দেববাণীগণের প্রবেশ এবং অ নন্দে নৃত্য
করিতে কবিত্তে কণ্ঠে অর্পণ ।

গীত ।

গেথে ফুল হার, দিতে উপহার, আমলো সখি আয় ।
যদি পাখাণ রামের পাখাণ হিয়া কোমল হয় ফুলের হাওয়ায়
ভালবাসা প্রেমের বিধি, ফুলের কাছে শিথুত যদি,
পুণ্য হ'ত পরশ নিধি, স্মৃথের নদী বৈত ধরায় ।
[বাম সীতার কণ্ঠে কুসুমদাম অর্পণ পূর্বক সকলের গম্বান

বাম ।—দৈবীলীলা । বিচিত্র দৈবীলীলা । সেই তীর ভৎসনাব-
পব বনদেবী কোথায় অন্তর্হিতা হ'লেন ? অতন অবস্থায় স্বপ্ন-
দৃষ্টেব ত্যায় প্রাণাদিকা গীতাব সেই অনুভূতপূর্ব সুখময় স্পর্শ,
সেই পতিপ্রাণা প্রিয়বাদিনীর পবিবাদিনী নিন্দিত মধুব কণ্ঠস্বর,
কোথায় চ'লে 'গেল . দেববালাগণ নৃত্য কবিত্তে কবিত্তে এসে
আমার কণ্ঠে কুসুমহার উপহার প্রদান পূর্বক সংগীতচ্ছলে যেন
উপহাস ক'রতে ক'রতে কোথায় অন্তর্হিত হ'ল বনদেবীর সেই
অনুতাপপূর্ণ ভৎসনা, গীতাব সেই সুখময় স্পর্শ, সেই বীণাবিনিন্দিত
কণ্ঠস্বর, দেববালাগণেব সেই সংগীতচ্ছলে উপহাস, সেই নৃত্য সব
গীরব— নিস্তরু । স্বপ্নেব কুহকের ত্যায়—গায়ার ছলনাব ত্যায়, কোথায়
মিশিয়ে গেল । একি সতাই দৈবীলীলা, না গায়ার প্রত্যাবণা ? নিশ্চয়
—নিশ্চয় কোন গায়াবীর ছলনা বাম শোকাতুর, গীতাশক্তি অভাবে
শক্তিহীন, দুর্বল-হৃদয় আত্মহাবা তাই কোন্ দুবাত্মা গায়াবী সময়
পেয়ে ছলনা আবস্ত ক'বেছে কোন্ দুবাত্মার দুর্মতি উপস্থিত ?
যে হও শোন । এখনো প্রস্থান কব, বাম এখনো এত দুর্বল হয়
নাই যে, গায়ী-জাল বিস্তার ক'রে নিস্তার পাবে, বধুকুলেব অশ্রু
চিবকাল অব্যর্থ । এখনি শাস্তি পাবে । (অগ্নি নিক্ষেপিত পূর্বক)
এই অঙ্কে—এই মুহূর্ত্তে মায়াজাল ছিন্ন হবে .

বনদেবীর প্রবেশ

বনদেবী —(রামচন্দ্রেব হস্তধারঃ পূর্বক) আত্মবিস্মৃত বাম-
চন্দ্র । কাব প্রতি অঙ্গ প্রয়োগে উত্তত প্রভু । অঙ্গ সঞ্চরণ করণ
বনে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হ'য়েছে কিছুই মায়া-কল্লিত নয় ।
আমি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী, মায়াকল্লিতা নৈ, যদি মায়াকল্লিতাই
হই সেত প্রভু তোমারি মায়াকল্লিত । আমিত কোন ছাব, এ জগৎ
ব্রহ্মাণ্ডই যে তোমাব মায়ায় কল্লিত নতুবা গীতাদেবীর অঙ্গ-
স্পর্শ, সেই কাননবাস-কাতবা বধুকুল-কমল র করণ কণ্ঠস্বর,

দেববালাগণের সমাগম, কিছুই মায়াব প্রতারণা নয়, সকলই মতা
নির্ঝাসিতা হওয়ার পব সীতাদেবী কখন বাগ্মীকির আশ্রমে,
কখন বনে, কখনও গঙ্গাদেবীর পবিত্র ভবনে অবস্থিতি পূর্বক
উপাস্তা দেবতা তোমাবি পদ পূজা ক'রে থাকেন আজ
পুষ্পচয়নেব জন্ত বনে এসেছিলেন, আপনাব অচেতন
অবস্থায় স্মরণ্য ক'রেছেন, আপনাকে দর্শন ক'বে পূজা ক'বে,
গঙ্গাগর্ভে প্রস্থান ক'রলেন, দেববালাবাও সেই সঙ্গে চ'লে গিয়েছে ।
তবে সীতাদেবীকে যে আপনি দেখতে পান নাই সে কেবল
জাহ্নবীদেবীর সঙ্গের প্রভাব মাত্র এক্ষণে বাগ্মীকির আশ্রমে
আপনাব ম ভূগণেব সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে অযোধ্যায় গমন করুন ।
অচিবেই সীতাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তবে মিলন—স্বধামে ।

রাগ ।—আর সাক্ষাৎ । পেয়ে হাবালেম একবার চক্ষের
দেখা তাও ভাগ্যে ঘটল না বাগের ভাগ্যে সীতা-সম্মিলনের আশা
এজন্মের মত শেষ হ'য়েছে সে অর্গেব দেবী এ প প চক্ষে দৃশ্য
হবে কেন ?

গীত ।

আর কি পাব দেখা সেই বধুকুল-কমলাব
এ হৃদি মরুভূমিতে ফুটিবে কি সে কমল আব
যে কনক নলিনীরে, কল্পিত কলঙ্ক-নীরে,
চির-জীবনের তবে বিসর্জন দিয়েছি এবাব ।
হৃদয় বেঁধে পাখাৎ, বিষ সম বাক্যবাৎ,
ব্যথ দিয়ে কোমল প্রাৎ, বধেছি প্রাণ যে সরলার
[রাগচঞ্জের প্রস্থান]

বনদেবী —আজ গঙ্গাদেবীর গুণে এক নূতন ভাবে বাম-
সীতাব যুগলরূপ দেখলেম, নূতন ভাবেব নূতন মিলন ।

গীত —এত সুখের মিলন নয় মা অপ্সার মিলন আজ

কোথায় অযোধ্যাব সিংহাসনে নাথের বামে বসে, তা না হ'য়ে
তরুতলে ধরাসনে তাঁর অলক্ষ্যে, কেবল চক্ষেমাত্র দেখে স্বপ্নে
আয় সব হাবাতে হ'লো ! মা কৌশল্যাব স্নেহ, লক্ষ্মণের সেই হৃদয়
ভরা ভক্তি, কুলদেব বশিষ্ঠের ইষ্ট উপদেশ দাসদাসী পূর্ববাসীগণের
প্রাণভরা ভালবাসা, সব হাবিয়ে নির্ঝাঁপীতা হয়ে জীবনযাপন
ক'রতে হ'লো । এর নাম কি মিলন, এ ৩ একটি দুঃখপূর্ণ স্বপ্নে
খেলা মা

বনদেবী —মা অযোধ্যাব সিংহাসনে বামের বামে বসলেই
যদি সুখী হও, যদি কৌশল্যাব স্নেহ—লক্ষ্মণের ভক্তি—বশিষ্ঠের
উপদেশোক্তি, দাসদাসীর সেবানুরক্তি পেলেই তোমার দুঃখে
শান্তি হয়, তবে শান্তিময়ী, এস অযোধ্যার সিংহাসনেই এস,
বশিষ্ঠাশ্রয়ি, দাসদাসী পূর্ববাসী সকলকেই পাবে এস একবার
আমার দেহ-অযোধ্যাধামে এসে আত্মা-রাগের বামে বস, আমি
চিরদিন তোদের যুগলরূপের পদধূলি পেতে সাধ ক'রে, হৃদয়-
সিংহাসন পেতে বেখেছি, আয় মা বিদেহ বাজুহিতে । একবার
এ দেহ-অযোধ্যাপুত্রে এসে আত্মাবামের বামে বস

গীত

আয় মা বিদেহ স্নতে এদেহ-অযোধ্যাধামে ।

এসে হৃদ-সিংহাসনের মাঝে বস আত্মারামের বামে

মম অপাব মমতাবাশি, হবে কৌশল্যামহিষী,

জ্ঞান হবে বশিষ্ঠাশ্রয়ি, ভক্তি হবে প্রিয় দাসী,

ধ'বেবে দাস্ত্যভাব সৌমিত্রি আসি, সাধনচ্ছত্র সীতারামে ॥

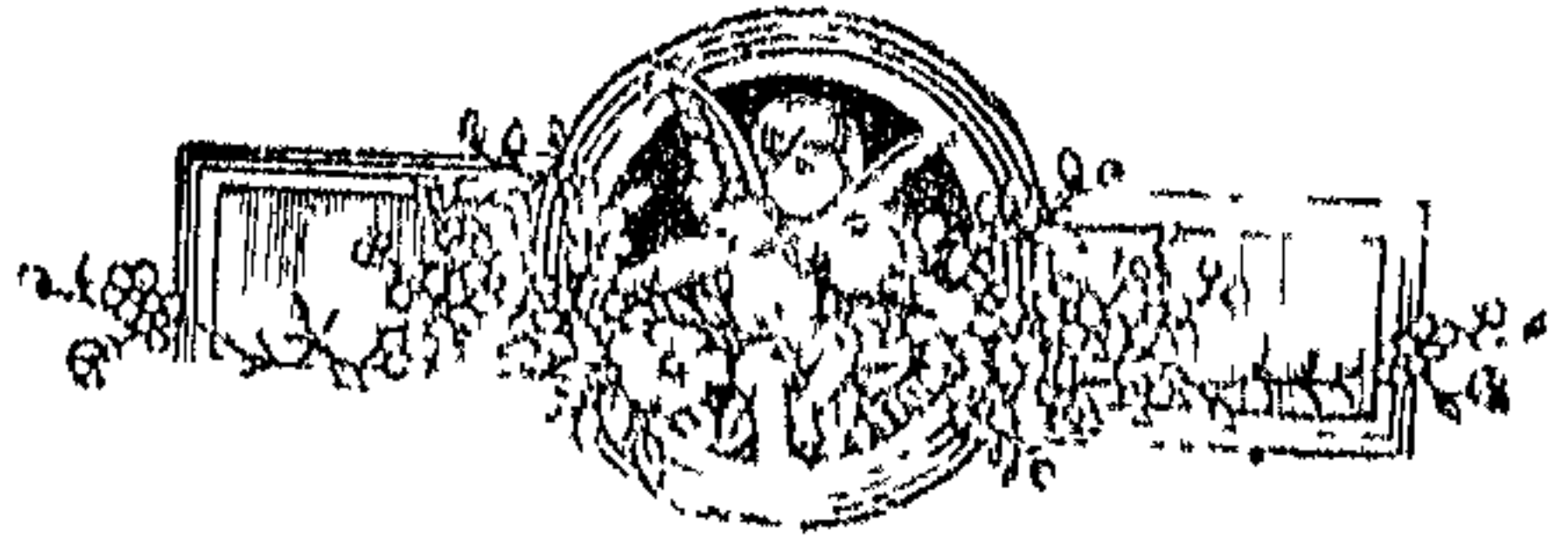
সখি সহ সরযুকূলে, ভ্রমিতে সীতে কুতুহলে,

(আমার) শ্রদ্ধা সখি সহ মিলে, ভ্রম প্রেম সরযুকূলে,

বস আশ শান্তি তকমূলে, শ্রান্ত হ'লে পথশ্রমে

[বনদেবীর সহিত সকলের প্রস্থান

—❀❀❀❀❀—



সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অযোধ্যা—রাজমন্ডা

সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ —আর্য্য। অকান-মুক্ত ব্রাহ্মণ-কুমাণের জীবন প্রাপ্তিব পব সপুত্র ব্রাহ্মণ দম্পতি আপনাকে দর্শন ক'র'ব ব বাসনায় এ পর্য্যন্ত অযোধ্যায় অবস্থিতি ক'র'ছিলেন, অজ্ঞ আপনাব দর্শন লাভে আনন্দিত হ'য়ে বিদায় প্রার্থনা ক'র'ছেন, তাঁদের প্রতি সম্প্রতি কি বিদায়াজ্ঞা প্রদত্ত হবে ?

রাগ —স্বস্থানে গমনেব জন্ত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ ক'র'লে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, তাঁদের সন্তোষজনক অশন বসন এবং প্রার্থনা মত ধন-রত্নাদি প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দাওগে। সুমন্ত্র। তুমি রাজকোষ হ'তে যথেষ্ট প্রমাণ দান ক'বে তাঁদের বিদায় করগে তবে এক কথা—সীতা নির্কাসনের সংবাদ শ্রবণে বধুমাতাগণ আর অযোধ্যায় আসেন নাই। কিছুদিন অযাশ্রয়ে

আশ্রমে অবস্থিতির পর এক্ষণে মহর্ষি বাল্মীকির তপাশ্রমে বাস ক'রছেন, গীতাশূন্য অযোধ্যায় আর আসবেন না—এই তাঁহাদের স্থির সংকল্প ছিল কিন্তু আমার অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি প্রদান ক'রেছেন অযোধ্যায় আসবেন। কিন্তু কোন যজ্ঞাদির উদ্যোগ ভিন্ন অকারণে আব আসতে ইচ্ছা নাই একথাও ব'লেছেন এক্ষণে তাঁদের অযোধ্যায় আনয়ন জন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান ক'র'ব, তুমি তাঁদের অযোধ্যায় ল'য়ে এস, শীঘ্র শিবিকাগহ বাহকগণকে ল'য়ে বাল্মীকির তপাশ্রমে যাএা কব।

সুমন্ত্র --যে আজ্ঞা

[প্রস্থান।

বাগ --ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ । এ চিরদুঃখপূর্ণ দেহভাব ধাবণ ক'রে কার্যক্ষেত্রে অবতরণ কাল হ'তে এ পর্য্যন্ত বাগ জীবনের প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে যেভাবে গত হ'য়েছে, তা তোমার অজ্ঞাত নাই। জগতে একমাত্র তুমিই এ রাম-হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ। এ হৃদয়ে যখন যে ভাবের উদয় হ'য়েছে, যখন যে ভাব ধারণ ক'বেছে, তার প্রতিবিশ্ব তনুহূর্ত্তেই তোমার হৃদয় মুকুবে প্রতি ফলিত হ'য়েছে, তুমি আমার বিপদের বন্ধু—জীবনের সহচর—ভ্রান্তি পন্থায় সংপথ দর্শক। অনেক সময়ে অনেক ভ্রম সংশোধন ক'বেছ, অনেক কুট তর্কের মীমাংসা পূর্ব্বক সংশয়চ্ছেদ ক'বেছ। চিবদিন তোমাদেব মন্ত্রণার অনুসরণ ক'বেছিলাম ব'লেই, এতদিন এ চিব-নির্ম্মল সূর্য্যকূলেব অতুল গোবর বক্ষা ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিলাম, কিন্তু পবিশেষে আপন অদৃবদর্শিতা দোষেই হ'ক বা ভাগ্যালিপির অপ্রতিবিদ্যেয় বিধানের বশবর্ত্তী হ'য়েই হ'ক, গুরুজনের উপদেশ উপেক্ষা ক'বে, সুমন্ত্রীগণের সংপরামর্শে কর্ণপাত ন ক'রে, তোমাদেব চক্ষের জলে ঞ্ক্ষেপ না ক'রে

কেবল প্রজাবঞ্জন মহাত্ম্য বক্ষার জন্য অপাপপ্ৰাপ্তিতা গীতাকে অনাধীনী বশে অবগ্যবাসিনী ক'রেছি। আর সেই গীতা-নির্কাসনের সঙ্গে সঙ্গে আগার মৌভাগ্য-লক্ষ্মীকেও বিমর্জ্জন দিয়েছি। সেই হ'তে কার্যে উৎসাহ—বাজের কুশলচিন্তা—অস্তরের শান্তি,—*রীরের কান্ধি সব হারিয়েছি। সেই হ'তে সুখেব আধ ব অযোধ্যাবও শান্তিভঙ্গ হ'য়েছে। ব্রাহ্মণ-কুমারের অকাল মৃত্যুই অযোধ্যার অমঙ্গলের ঞ্জল দৃষ্টান্ত। আবার সেই ব্রাহ্মণ কুমারের পুনর্জীবনের জন্য শ্রহস্তে একটা সাধকেব বিনাশ সাধন ক'বে আত্মজীবনেরও ঘোর দুর্নিমিত্তের পথ পরিষ্কার ক'বে রাখলাম। এক্ষণে কিমে যে এ মহাপাপ হ'তে মুক্তিলাভ ক'রব, তাব কিছুই স্থির ক'বতে পারছিনে। শুদ্ধ ভাপন বিনাশ কেন? জ্ঞান সে গীতাকে চির-নির্কাসিতা ক'বে অকাতরে জীবনধারণ ক'রে গাছি, সেই গীতার জন্য লক্ষ্য-সমরে রাক্ষসগণকে বিনাশ ক'বে ব্রাহ্মহত্যা মহাপ প সংগ্রহ ক'রেছি। এক্ষণে যথাযোগ্য যজ্ঞাদি দ্বারা দৈবানুগ্রহ লাভ ভিন্ন আর পাপের শাস্তি নাই; সেই জন্য অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'ব্ব মনস্থ ক'রেছি, এ সম্বন্ধে তোমার মত কি বল দেখি?

সুমন্ত্রের পুনঃ প্রবেশ

সুমন্ত্র —দেবর্ষি নারদ বশিষ্ঠাশ্রম হ'তে বশিষ্ঠদেবকে সঙ্গে ল'য়ে আপনাব সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্য অযোধ্যাদাগে আগমন ক'রেছেন।

রাম।—যাও লক্ষণ। তাঁদের উভয়কে সমাদরের সহিত সভায় লয়ে এস, আর আমার উপস্থিত অভিলাষ তাঁদের কাছে বিশেষরূপে ব্যক্ত ক'রতে বিশ্রবৎ হও না, কারণ এ সম্বন্ধে

তঁাদেব যুক্তি উপদেশই সর্বোপরি শিবোধার্য যাও ভাই,
সত্বে তঁাদেব সত্য ল'য়ে এস।

লক্ষণে যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রাম —সুমন্ত্র বাল্মীকিব তপাবণ্য হ'তে সাত্‌গণকে
আনয়নের বিরূপ ব্যবস্থা ক'রলে ?

সুমন্ত্র —আজ্ঞে শিবিকা সজ্জিতকবতে অনুমতি দেওয়া
হ'য়েছে, তত্বেই গমন ক'বে

লক্ষণের সহিত ধর্মদায়ের প্রবেশ

বাম ।—আমুন আমুন আমতে আজ্ঞা হ'ক প্রণাম কবি
মধ্যে মধ্যে যে পাদপদ্ম দর্শন পাঠে, এ পবন সৌভাগ্য

নাবদ ।—দীর্ঘায়ুঃ ভব বাসচন্দ্র সম্প্রতি কুমা'র লক্ষণেব
নিকট যা শুন্‌লেগ, সেটাই কি সম্পূর্ণ বাসনা ?

বাম —আজ্ঞা হাঁ। এক্ষণে যে কর্তব্য হয় সচুপদেশ দানে
কৃতার্থ করুন

নাবদ ।—এ সম্বন্ধে আব সদসদ্ যুক্তি কি ? এ ত সূর্য্য-
কুলের সুসন্তানের পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য কার্য্য লক্ষা সমরে
রাবণ, কুস্তকর্ণাদিকে সংহার ক'বেছ, তারা মহর্ষি বিশ্বাম্বার পুত্র,
ব্রহ্মবংশজাত, সূতবাং তাদেব বিনাশ জন্য ব্রহ্মহত্যা পাপ সংগ্রহ
করা হ'য়েছে, এক্ষণে যথাযোগ্য স্বস্ত্যনাতি দ্বারা শান্তিবিধান
অবশ্যই কর্তব্য—দেববাজ ইন্দ্র ব্রতাসুব বধ হেতু ব্রহ্মহত্যা পাপের
শান্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হ'য়েছিলেন, তুমিও সেই
মহাযজ্ঞ অশ্বমেধেব অনুষ্ঠান কর কিন্তু রাম একটা কথা
জিজ্ঞাসা ক'রছি, যজ্ঞেব অন্যান্য আয়োজন ত, অন্ত্রের দ্বারা

অনায়াসে আয়োজিত হবে, কিন্তু এ যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর নির্বাচন ক'বে কাকে ? অল্পে যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে তোমাকেই যজ্ঞেশ্বর ক'বে, যজ্ঞশেষে কর্মফল তোমাকেই অর্পণ ক'রে থাকে । আজ তুমি যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে কাকে যজ্ঞেশ্বর বলণ ক'রবে, যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে তারক কর্মফল সমর্পণ ক'রবে ? যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর হ'য়ে যজ্ঞফল গ্রহণ ক'রবে, এমন যোগ্যপাত্র জগতে আর কে আছে বাম ?

(গীত)

বাসনা করিতে যজ্ঞ যদি সম্ভ্রান্তি
বহু হে যজ্ঞেশ্বর হবি, কি যজ্ঞ আজ হবে ব্রতী ।
যে যেখানে যজ্ঞ করে, অগ্রভাগ রাম দেয় তোমারে,
তুমি অগ্র দিবে কারে, করিয়ে মঙ্গলারাত ।
যারে সাধন নিরবধি, বিধি মহেশ্বর,
তীব্র যজ্ঞে বলাহে কে হবে যজ্ঞেশ্বর,
যজ্ঞ সাজ ক'বে পরে, কর্মফল সঁপে তোমাবে,
তুমি সমর্পিবে কারে দিয়ে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি ।
যার নাম উচ্চারণে পূর্ণ মনোরথ,
ব্রহ্মহত্যা পাপে মুক্ত রাজা দশবথ,
তঁার পাপ মুক্তি যোগ্য, কি আছে রাম হেন যজ্ঞ,
চরণে যাঁচ চতুর্ভুজ, চরম জীবেষু সদগতি

রাম ।—হৃদয় যাঁচ ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণ, বাছেন্দ্ৰিয়গণ পর্যন্ত যার ব্রহ্মানন্দ-নীবে নিগগ, তিনি জগৎকেই ব্রহ্মস্বয় দর্শন করেন । এক্ষণে দানের প্রার্থনা, আমার পুর্নগত পিতা পিতামহগণ বাজস্বয়, অশ্বমেধাদি বহুযজ্ঞ সমাধা ক'রে পুর্নগত হ'য়েছেন, এবং তাঁরা যেকোন নিয়মে যজ্ঞকাণ্ড সম্পন্ন ক'রেছেন, আমার

সংকল্পিত অশ্বমেধও সেইরূপে সম্পন্ন হবে কুলদেব বশিষ্ঠ এবং প্রভু স্বয়ং উদযোগী হ'য়ে যাতে সংকল্পিত যজ্ঞ নির্বিন্দে সুসম্পন্ন হয়, সে পক্ষে মনোযোগী হন এতঃ লক্ষণ, আর্ধ্য সুমন্ত্র যাও, যজ্ঞ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন জন্ম যথায়োগ্য ব্যক্তিগণকে তৎ তৎ কার্যে নিযুক্ত করগে—একি! উভয়েই যে অধোবদন তবে কি লক্ষণ যজ্ঞারম্ভ সম্বন্ধে তোমার সম্মতি নাই?

লক্ষণ —যাব কার্যে বাধা জন্মাতে স্বয়ং বিধাতার সাধ্য নাই, তাঁর কার্যে অনস্মৃতি প্রকাশ ক্ষুদ্রমতি লক্ষণ বা বৃদ্ধ সুমন্ত্রের সাধ্য কি?

রাম —তবে এ সংসংকল্পে সন্তুষ্ট না হ'য়ে বিষমভাব কেন?

সুমন্ত্র - -কুণ্ডাব লক্ষণের লক্ষণ দেখে কি বিষাদের কাবণ এখনো বুঝতে পাবেন নাই? আজ অযোধ্যাব বাজবাজেশ্বর বামচন্দ্র অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে ব্রতী হবেন শুনে, কোথায় লক্ষণের হৃদয়ে আনন্দের স্থান হবে, না, তা না হ'য়ে আজ বামযজ্ঞের কথা শুনে লক্ষণের চুঃখের সাগরে হৃদযভেদী তরঙ্গ উঠে চক্ষের জলে বক্ষ প্রাবিত হ'ছে, এ বিষাদের কাবণ কি এখনো বুঝতে পাবেন নাই? এ যজ্ঞে লক্ষণ বাধা না দেন, লক্ষণের প্রাণ যে বাধা দেবে তার আর সন্দেহ নাই

বশিষ্ঠ —অবশ্য, শুধু এ যজ্ঞে লক্ষণ কেন,অনেকেই বাধা দিতে বাধ্য, কারণ সস্ত্রীক হ'য়ে যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়াই যজ্ঞকর্তার নিত্য কর্তব্য আজ, যে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী সহধর্ম্মিণী সহ ধর্ম্মাচাবণে ব্রতী হবে, সে কুললক্ষ্মীকে ত চিরদিনেব মত নির্বাসিতা ক'বেছ, এখন কোন্ সহধর্ম্মিণীকে ল'য়ে যজ্ঞ সমাধা ক'বেবে? দ্বিতীয় দ্বার পরিগ্রহই মনস্থ?

লক্ষণ —আর্ধ্য! রামেব কার্য্য-চাতুর্য্য কি এখনও বুঝতে

পারেন নাই ? চির-পবিত্রা সতী-কুলেশ্বরী সীতাকে পরিত্যাগ ক'রে দ্বার পবিগ্রহই রামের বাসনা, যজ্ঞ কেবল উপলক্ষ মাত্র । তা করুন রামের মনে যা আছে তাই হ'ক । কিন্তু অ'র্য্য ! আজ রামযজ্ঞে সকলেই উৎসাহিত হবে, জগৎবাসী সকলেই এ রাম-যজ্ঞে যোগদান ক'রবে, কেবল সেই জগৎলক্ষ্মী'জানকী এ যজ্ঞক্ষেত্র দেখতে পাবেন না, আর দুটি ক্ষুদ্র জীব জীবনযজ্ঞে এ যজ্ঞে যোগদান ক'রবে না । এ রামানুষ্ঠিত যজ্ঞে যোগদান দবে থাক, বামযজ্ঞের কথা যে বাজ্য পর্য্যন্ত ঘোষিত হবে, সে রাজ্যও থাকবে না । আজ হতভাগ্য লক্ষ্মণ অযোধ্যা পবিত্যাগ ক'বে চির-জীবনের মত বিদায় হ'লো । আর সেই দুর্ভাগ্য পশু যে চিরদিনের মত রাম সীতার পদে জীবন বিক্রয় ক'বেছিল, যে মাথায় ক'বে রুম্ব প্রস্তর এনে দুস্তব লবণসিদ্ধিতে মেতুবন্ধন পূর্ব্বক সীতা উদ্ধারের জন্য জীবন সংকল্প ক'বেছিল, সেই হতভাগ্য পবনপুত্র, এ সীতা শূন্য অযোধ্যায় আসবে না । স্নেহময়ী সাক্ষাৎ সতীজ্ঞেব জীবন্ত প্রতিমা সীতাকে পরিত্যাগ ক'রে বাম অশ্রু সহধর্ম্মণী গ্রহণ ক'রবেন । যে জলধরের কোলে শিব দামিনীকে দর্শন ক'রে নয়ন মার্থক ক'রেছি, আজ সেই নবজলধরের কোলে খদ্যোতিকা পুচ্ছজ্যোতি বিস্তার ক'রবে । শুকেব পিঞ্জর পেচকেব অশ্রয় হবে ? পবিত্র দেবী-মন্দির পিণাচীতে অধিকার ক'রবে । সীতাপদে বিক্রীত, সীতা সর্কশ মারুতি সেই দৃশ্য দেখবার জন্য অযোধ্যায় আসবে ? বাম সীতা পরিত্যাগ ক'বে, যজ্ঞ পূরণার্থ ভার্য্যান্তর গ্রহণ ক'রেছেন একথা শুনলে রুদ্ররূপী হনুমান যে কি মহারুদ্ররূপ ধারণ ক'রবে, রামযজ্ঞের যে কি বিপর্য্যয় ঘটাবে, তা কিছুই বুঝতে পার'ছিনে, হয় সীতা শূন্য এ শ্মশান তুল্য অযোধ্যা উৎপাটিত ক'রে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ ক'রবে, কিম্বা স্বয়ং জলে বা অনলে আত্মবিসর্জন ক'রে হতভাগ্য

পশু বাম-যজ্ঞে আছতি দানের পূর্বেই জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাছতি প্রদান করবে তাই বলি সুগন্ধ দেব বশিষ্ঠ । আব না,—আর অযোধ্যায় থাকব না, তোমরা যজ্ঞের আয়োজন কর, আগি যাতনাময় জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাছতি দিতে চলো । কোন্ অলক্ষীর দ্বারা লক্ষ্মী স্থান পূর্ণ হবে তাই দেখতে—সেই বিষ মদুশ বিনমুশ দৃশ্য দেখতে লক্ষ্যে আবার অযোধ্যায় থাকবে ? লক্ষ্যেব সঙ্গে অযোধ্যার এই শেষ সাক্ষাৎ (প্রশ্নান উত্তর ও রাম কর্তৃক ধৃত)

রাম লক্ষ্মণ । বামের কার্য যদিও চণ্ডালের আয় ঘণিত, কিন্তু তথাপি হৃদয় এখনও চণ্ডাল হ্র প্রাপ্ত হয় নাই । যে মন্দির সতীর প্রেমময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠায় পবিত্র ক'বেছি, সে মন্দিরের সে আগনে আব অন্নে স্থান পাবে না, যতদিন সংসারে থাকতে হবে,—এ যাতনাময় জীবন-ভাব যতদিন বহন ক'বতে হবে, ততদিন এ শূন্য মন্দিরে সেই সতীর প্রতিমা গীতাব কল্পনাময়ী মূর্তিই বিরাজ করবে । তেমন পতিপ্রাণা সতীর প্রতিমার প্রতি নিগ্রহ ক'রে আবার দারপরিগ্রহ । পৌষ পবিত্যাগ পূর্বক পুরীষ ভোজন । পবিত্র সূত্র-গ্রন্থিত অপার্ণিব বস্ত্র অতল জলে বিনর্জ্জন দিয়ে উপলব্ধ কণ্ঠে ধারণ করব ? লক্ষ্যে রাম এখনও ততদূর পশু হ্র প্রাপ্ত হয় নাই, বাম আপন কার্যদোষে চণ্ডালের অধম হ'য়েছে, বিবিধ পাপে কলুষিত হ'য়েছে, কিন্তু এহৃদয়—এ পবিত্র সতীমন্দির এখনও অপবিত্র হয় নাই । লক্ষ্যেবে, অধিক কি বলব, যতকাল—যতদিন যাতনাময় জীবন-ভাব ল'য়ে সংসারে থাকব, ততদিন সীতার সেই প্রেমময়ী প্রতিমা হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন ক'বে অশ্রুজলে পূজা করব, অনুতাপের অগ্নিকে হোমাগ্নি রূপে স্থাপন ক'রে, সেই অনলে এ জীবনের সুখ—শান্তি—আশা—ভরসা—সমস্তই আছতি দিয়ে শেষে এ পাপ-দেহ পূর্ণাছতি দানে সতীপ্রেম মহামন্ত্র পূর্ণ ক'বব ।

গীত ।

লক্ষণরে । সেই দিনে এজনমের মত, ভুলিব মেধনে ।
 যাবে মর্শের ব্যথা, নিব্বে শোকের চিত্ত,
 এ রাগের চিতা যেদিন জ্বলিবে শাশানে ।
 এ জীবনের মত ক'রেছি এই পণ,
 সে প্রতিমা হৃদে করিয়ে স্থাপন,
 মতী পেম যজ্ঞ ক'রব উদ্বাপন,
 শোকানলে দেহ আত্মি প্রদানে
 প্রাণেব প্রতিমা দিয়ে বিসর্জন, এ মন্দিরে করে করিব স্থাপন,
 কল্ললতিকায়ে, উৎপাটিতা ক'রে,
 বিষলতা কবে বোপিব উজ্জানে

বশিষ্ঠ । রামচন্দ্র সীতাময়া লক্ষ্মীকপিলী সহধর্ম্মীণীকে
 পবিত্যাগ ক'বে পুনর্জীব দাবপবিগ্রহ বিষয়ে কেউ পবাসর্শ প্রদান
 ক'রবে না, তবে সহধর্ম্মীণীসহ ধর্ম্মাচরণে নিতান্ত কর্তব্য বলেই
 যাহ'ক

নারদ । আর দাবপবিগ্রহ ক'রলেই বা দোষ কি ? রাজা
 বাজ্ঞাদেব ত ওটা কর্তব্যেব মধ্যেই পরিগণিত । তোমার পিতা
 যে ত্রিশতাদিক দাবপবিগ্রহ ক'রেছিলেন, তুমি তেমন শত শত
 ক'রতে যাচ্ছনা, একটা পবিত্যাগ ক'রে তার স্থলে আর একটা
 ক'বে, এ আর বেশী কথা কি ।

রাম প্রভু আমি আত্মকৃত অপরাধেব ক্ষমা অনুক্ষণই
 অনুতাপাণ্ডনে দগ্ধ হচ্ছি । তার উপর আর এ তীব্র তিরস্কার
 কেন ? সীতাময়া গুণবতী মতীপত্নীকে পবিত্যাগ ক'রে
 ভার্য্যাণ্ডর পবিগ্রহ, রাগেব স্থায় চণ্ডালের পক্ষে অধিক নয় কিন্তু
 প্রভু । পাবিজাত তরু উৎপাটিত ক'রে গেন্থানে আর কোন্

পুষ্প-তরু রোপিত হওয সম্ভবে ? পারিজাতেব স্থল এক, পারিজাতেই পূর্ণ হ'তে পাবে, আমি সীতাব কল্পনাময়ী মূর্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা ক'বেছি, যজ্ঞকালেও সেই লাবণ্যময়ীর সুবর্ণময়ী প্রতিমা বামে ল'য়ে যজ্ঞ পূর্ণ ক'রব ।

বশিষ্ঠ — (স্বগতঃ) আহা ধন্য বাম । ধন্য তোমার অপার্থিব পেম ! আজ প্রজাবঞ্জন হেতু পবিত্রাঙ্গী সীতাব পরিবর্তে, সেই পরিবর্জিতা পত্নীর প্রতিমা নির্মাণ পূর্বক যজ্ঞ পূর্ণ ক'রবার বাসনা ক'বেছ, এ হ'তে বাম-চরিত্রের পবিত্রতাব পবাকাষ্ঠা,—পবিত্র প্রেমের চরম পবীক্ষা আব কি হ'তে পাবে ? (প্রকাশ্যে) বামচন্দ্র ! দেবর্ষি তোমাব চিত্ত পবীক্ষার জন্য দাবপরিগ্রহেব প্রস্তাব ক'নে-ছিলেন, পরীক্ষাও যথেষ্ট পেলেন, এক্ষণে গীতাদেবীর সুবর্ণময়ী প্রতিমা প্রস্তুত ক'বে যজ্ঞে ব্রতী হওয়া আমাবও অভিপ্রেত ।

বাম — বক্ষণ । তুমি স্বয়ং কৃতবিদ্য সুবর্ণকাবগণকে ল'য়ে এসে ভাণ্ডার হ'তে আবশ্যক মত সুবর্ণ প্রদান পূর্বক সীতাব মর্কাজ সুন্দরী প্রতিমা প্রস্তুতে অনুমতি দাও । দেবর্ষি আপনারাও মর্ক বিষয়ে দৃষ্টি বেখে প্রয়োজনাধিক জব্যাদিব আয়োজনের জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্মাচন পূর্বক কার্যে অনুগতি প্রদান করুন ! মর্কত্র নিমন্ত্রণেব ভাব যথাযোগ্য পাত্রে চ্যুস্ত করা হ'ক । স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোকের মধ্যে কেহ যেন অনাচ্ছত না থাকে । গোমতীতীরে নৈমিষাবণ্যে যজ্ঞভূমি নির্মাচিত হ'ক ।

নারদ — সে জন্য চিন্তা নাই ; নিমন্ত্রণেব ভাব আমি স্বয়ংই গ্রহণ ক'ল্লেম

রাম । —তবে এক্ষণে ক্ষণকালের জন্য আমি বিদায় হ'লেম, মাতৃগণকে বাল্মীকির আশ্রম হ'তে অযোধ্যায় আনুবার জন্য শিবিকাদি প্রেরিত হ'য়েছে, তাঁদেরও আনুবার সময় হ'লো ।

বশিষ্ঠ । —তবে তুমি পূর্বমধ্যে গমন ক'রে তাঁদের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করণে । আমিও সময়াস্ত্রে দেখা ক'রব স্মৃত্ত । শুন, স্বর্গধামে, পাতালে বা কৈলাসে নিমন্ত্রণার্থে দেবর্ষি স্বয়ং গমন ক'রবেন

স্মৃত্ত —মর্ত্যের নিমন্ত্রণ কি ঘোষণা দ্বারা সম্পাদিত হবে ?

বশিষ্ঠ —না, স্থান বিশেষে উপযুক্ত পাত্রের দ্বারা, কোন স্থানে পাত্রের দ্বারা এবং অবশিষ্ট স্থলে ঘোষণা দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হবে ।

বাম ।—যথাযোগ্য সম্মানেব ক্রটি না হয়, পবিত্রিত আত্মীয়, গুরুজম, বন্ধু ও সূহৃদবর্গকে যজ্ঞ দর্শনার্থে কোথাও যোগ্য পাত্র, কোথাও বা যোগ্য পত্র প্রেরণ দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হক্ ।

বশিষ্ঠ —অবশ্য তা'ত হবেই আব এক কথা, অশ্বমেধ উপযোগী সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব শিবে জয়পত্র ধারণ পূর্বক বহির্গত হ'লে, তার রক্ষার ভাব কার হস্তে অর্পিত হবে ?

বাম —সে নির্ধাটনের ভাবও আপনাদের উপর । ভবত লক্ষণ, শত্রুগ্ন, যাকে মনোনীত ক'রবেন, তার উপবেই সে তার স্তম্ভ ক'রবেন, তবে শত্রুগ্নই বোধ হয় সেজন্ত অধিক আগ্রহ প্রকাশ ক'বে, এজ্ঞে বিদায় ।

[প্রণাম ও প্রস্থান ।

নারদ ।—আজ মহাবাজা বামচন্দ্রের অশ্বমেধ মহাযজ্ঞারম্ভ, এ যজ্ঞে যেন ত্রিলোকে কেহই অন'হৃত না থাকে । এই মুহূর্ত্তেই সর্বত্র নিমন্ত্রণার্থে যথাযোগ্য দূত প্রেরিত হ'ক, ঋষিগণের তপোশ্রমে—বিভীষণের নিকট লক্ষাধামে—শৃঙ্গবের পুবে গুহক আশ্রমে—মিথিলায় জনকালয়ে—কোশলপুরে—নন্দীগ্রামে—কিক্কিয়ার সূত্রীবের নিকটে—কদলীবনে রামচন্দ্রের শিয় সেবক হনুমানের কাছে, কুত্রাপি যেন সমাদরের ক্রটি না হয় । স্বর্গ

নিমন্ত্রণে ত স্বয়ংই প্রস্তুত হ'য়েছি, স্মরণ, লক্ষণ, কুমার ভবত
শক্রঘ্ন। আর বিলম্ব ক'রোনা শীঘ্র প্রস্তুত হও—

গীত ।

বিলম্বে কিবা প্রয়োজন (আর)

পাণ্ড রাজ আজ্ঞা সবে, পবন উৎসবে,

কব যজ্ঞেব আয়োজন।

নিমন্ত্রণ পত্র লিখে নামে নামে, কিকিঙ্করা মিথিলা ওহক আশ্রমে,

দুত পাঠাও নন্দীগ্রামে

(হে স্বর্ণ লক্ষ্যধামে, যথ বন্ধু প্রিয়জন)

[সকলের প্রস্থান]





অষ্টম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

১. মিমাবণ্য ।

(হনুমানের পোষণ)

হনু —আজ আমার বিভীষণের সেই কথা স্মরণ হচ্ছে, যেদিন গা জানকী আমাকে “চিবজীবী হও” বলে অমর বর দিয়েছিলেন, সেই দিন বিভীষণ রামচন্দ্রের কাছে আক্ষেপ ক’বে বলেছিলেন যে “হে দীনবন্ধু রাম ! এ রাক্ষসাদম বিভীষণকে ত মিত্র গিএ বলে কর্মসূত্র প শে চিবদিনের মত বন্ধ ক’রেছ, আব মোক্ষলাভের আশা নাই, এ বক্ষদেহ চিবকালই বহন ক’রতে হবে। আজ আবাব হনুমানের পশুদেহেরও মুক্তির পথ রোধ ক’বে অমর বর প্রদান কলে ।” এখন একবার সেই বিভীষণের সঙ্গে দেখা হ’লে বল্ব, বক্ষরাজ, একদিন যে দেহের পতনের জন্তু কামনা ক’রেছিলে আজ সেই দেহের যতনের জন্তু বাসনা হয় কিনা বল দেখি ? রাম-কল্ল-রক্ষমূলে শীতল ছায়ায় ব’সে

মোক্ষফলের বসাস্বাদন হ'তে আব মধুর কি আছে ? সুবাদকেব, হস্তে বাদিত হ'লে বাজ-যন্ত্রেব মধুর বব শ্রে তাবই প্রাতি-সুখকর, বাজ-যন্ত্রেব তাতে সুখ দুঃখ কি ? এতদিন যদি বিভীষণের বাক্ষনদেহেব পতন হ'তো, কিম্বা এ পশু দেহের ধ্বংস হতো, তা হ'লে কি আজ' মেই যজ্ঞেশ্বরেব যজ্ঞধ মে, যজ্ঞেশ্বরের বামে যজ্ঞেশ্বরীকে দর্শন ক'রে জীবন ধন্য ক'ব'ত পাবতেন ? অ'হা ! আজ কি আনন্দেব দিন ! আজ যজ্ঞেশ্বর বামচন্দ্র আমাকে যজ্ঞদর্শনে নিমন্ত্রণ ক'বেছেন, মা যজ্ঞভূমি-মস্তুতে যজ্ঞেশ্বরী ! আজ তোদের যজ্ঞদর্শন উপলক্ষে অ মাব চির-সংকলিত মহাযজ্ঞ পূর্ণ ক'রব, সেইজন্য আজ পদ্ম তুলে এনেছি ! যখন দুজনে যুগলবেশে যজ্ঞস্থলে যজ্ঞাসনে বস'বি, তখন মা পদ্মালয়ে ! আগি যুগল করে পদ্ম ল'য়ে তোদেব যুগল রূপেব পাদপদ্ম পূজা ক'বে জীবন গার্থক ক'রব

গীত

মনের সাধে যুগলপদে অর্পিব নীল পদ্ম ল'য়ে
 যজ্ঞধামে বামের বামে বস'বি যখন পদ্মালয়ে
 যুগল কবে মনেব সাধে, পদ্ম দিয়ে যুগল পদে,
 ধ্যান যুগল নয়ন মুদে, যুগল কণ দেথিব হৃদে,
 ক্রমস্তং বলিয়ে পদে লুটাব দণ্ডবৎ হয়ে
 বজ্রাসন পবিহবি, যজ্ঞাসনে বস'বেন হরি,
 যজ্ঞভূমি আলা করি, বামে বস'বেন যজ্ঞেশ্বরী,
 জ্ঞানচক্ষে মে মাধুবী দেখিব হৃদ-পদ্মালয়ে

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য ।



নৈমিষ বন্য—যজ্ঞভূমি-দ্বারদেশ ।

লক্ষণের প্রবেশ ।

লক্ষণ ।—আজ প্রায় ত্রিলোকবাসী সকলেই নৈমিষারণ্যে উপস্থিত, এখন হনুমান আব লক্ষ্মণাথ বিভীষণ এই দু'জনেব আমবার কালবিলম্ব হেতু চিন্তা, আবাব আগত প্রায় ভ ব্তে গেলেও ঘোব চিন্তা । ঐনা আস্ছে, আচা । মারুতি আজ বড় আনন্দেই অযোধ্যায় আস্ছে, হস্তে দেখ্ছি কতকগুলি বিনশিত পদ্ম, পদ্মালয়া গীতা সন্মিলিত পদ্মপলাশলোচন বাগচন্দ্রাব পাদপদ্ম পূজা করবাব মানসে পদ্ম চয়ন ক'বে আন্ছে । এদিকে যে তাব হৃদ পদ্মেব চির-মেবিত ধন মতীকুলেশ্বরী গীতাকে চির-নির্কামিত। ক'বে রামচন্দ্র আনন্দের অযোধ্যা অঙ্ককাব ক'বেছেন, মারুতি এখনো তার কিছুই জানুতে পারে নাই,এখনি এসে অগ্রেই জিজ্ঞাসা ক'রবে -লক্ষণ,আমার মা কুশলে আছেন ত ? তখন কি উত্তর দেব । সূর্যকুলেব কুসম্ভান লক্ষণ মেই কোশল রাজ্যেব কুশলরূপিণী মাকে সহস্তুে কুশ কটক পূর্ণ অরণ্যপাথ বে বিমর্জ্জন দিয়ে এসেছে. এ কথা শুন্লেই হয়ত মেই গীতাগত-জীবন পবনপুত্র শোকে উন্মত্ত প্রায় হ'য়ে ঘোব অনর্থ উপস্থিত ক'রবে, কিন্তু আত্মহাবা হয়ে আত্মহত্যায উদ্যত হবে, হা দেব বামচন্দ্র । আজ কোথায় সুখের যজ্ঞে আনন্দেব সহিত আছতি প্রদান ক'রে যজ্ঞাগি নির্কাম ক'ববেন, তা না হ'য়ে শোকেব যজ্ঞে অঙ্গপাবা আছতি দিয়ে ছুঃখেব আগুন, নির্কামেব চেষ্টা ক'রতে হবে । (অধোবদনে দণ্ডায়মান)—

(হনুমানের পবেশ ।)

হনুমান —এই ত যজ্ঞধাম ! নৈমিষাবণ্যে আজ বড় ধুমধাম, গুণধাম বাসচন্দ্রের মহাযজ্ঞে আজ জগৎ নিগলিত, উৎসবের কোলাহল পূর্ণ জনশ্রোত যজ্ঞভূমির দিকেই প্রবাহিত সকলেই যেন রাম সীতার যুগলরূপ দেখবার জন্য ব্যগ্র আজ বড় আনন্দেব দিন ! অঞ্জলিপূর্ণ পদ্ম ল'য়ে পূর্ণানন্দে সেই পূর্ণানন্দধাম যুগল রূপের পদ পূজা করে বাসন পূর্ণ ক'রব, (হস্ত হইতে পদ্ম পতন) একি ! হাত হ'তে পদ্ম পড়ে কেন ? তবে কি রাম সীতার পদ পূজা আগাব ভাগ্যে ঘটবেন নয়ং মহাকাল সংহাব মূর্তিতে সমবে সম্মুখীন হ'লেও যাব অঙ্গের কেশাণ্ড মাত্র কম্পিত হয় না, আজ তাব হাত কাঁপল ! পূজার ফুল ধুলায় পতিত হলো হর্ষে বিষাদ মজলে অমঙ্গল দেখা দিলে ! মা মঙ্গলময়ী জানকী ! আমি যে বড় আশা ক'রে তোদের যুগলরূপের পূজা ক'রবার বাসনায় অযোধ্যায় এসেছি আমার বাসনা কি পূর্ণ হবেনা মা ! দেখি তোদের মনে কি আছে । ও কে যজ্ঞবাটের দ্বাবে ? লক্ষ্মণ ! যজ্ঞস্থল পবিত্যাগ ক'রে এসন অধোবদনে একাকী দ্বারে দাঁড়িয়ে কেন ? (লক্ষ্মণেব নিকট গিয়া) খুলতাত লক্ষ্মণ ! তোমাদের দাসানুদাস হনুমান প্রণাম ক'রছে, (প্রণাম) খুলতাত ! এমন ধারা অধোবদনে দ্বাবদেশে দণ্ডায়মান কেন ? আমি তো জানি অযোধ্যায় এসে চিরদিন রাম সীতার সম্বন্ধে ছত্র ধারণ ক'রে অষ্টপ্রহরই যুগলরূপেব পদ দর্শন ক'রবে, এই তোমার বাসনা, আজ আশাব প্রহরী হ'য়ে দ্বাববক্ষা করার সাধ হলো কেন ? রাম সীতাব অভয় পদ—যা ভক্তেব সর্কস্বধন, তাত একরূপ নিজস্ব ক'রেই নিয়েছ একস্থানে রাখলে পাছে অন্যে অধিকার ক'রে তোমার পূর্ণাধিকারে ব্যাঘাত জন্মায়, সেই ভয়ে চিরদিন যাকে কখন পঞ্চবটীর বনে—কখন চিত্রকূট পর্বতে—কখন তপোবনে,

নানা স্থানে ভ্রমণের পর দেশে এসে আবার ভক্তের রাম দর্শন আশা-গহবী রোধ ক'রবার জন্য গ্রাহবী মেজে দ্বাব বক্ষায় নিযুক্ত হ'য়েছ ? সে সুধাব স্বাদ কি একাই উপভোগ ক'ববে, অন্যের সাধ পূর্ণ হ'তে দেবেনা ? তই হনুমানের সাধ বুঝতে পেরেই বুঝি এমনধারা বিষাদপূর্ণ বদনে ধাবাগলিত চক্ষে ধবা দর্শন ক'বছ ? লক্ষণ ! আমি তোমার মে সাধে বাদী হ'তে আমি নাই তুমি সাধ পূর্ণ ক'রে, সে সুধার স্বাদ উপভোগ কব, আমি কেবল তোমার প্রসাদভিখারী মাত্র কি দেশে—কি বিদেশে, সর্বত্রই রাম ভক্ত মাত্রেই যে তোমার বিদেষে পতিত, তা আমি জানি । আমি শুনেছি তোমাদের চিত্রকূটে অবস্থান কালে ভবত মাতুলালয় হতে এসে যখন বাগ দর্শনে বনে গমন করেন, তখন তুমি প্রকারে তাঁর প্রতি দোষাবোপ ক'রে তাঁকে বিনাশে উদ্যত হ'য়েছিলে । বনগমন কালে শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হ'য়ে পরম রামভক্ত গুহবের প্রতিও বাণ নিক্ষেপের উপক্রম ক'রতে ছাড় নাই, তাই বলি জগতে আব বাম-পদমেবায় কারু অধিকার না রাখাব বাসনায়, নিষাদপতির প্রতি, যে আচরণে উদ্যত হ'য়েছিলে, এ প্রসাদভিখারী পশুব সঙ্গেও কি তাই ক'ববে ? ওকি ক্রমেই যে বিষাদের কালীগায় মুখপদ্ম গলিন হ'য়ে উঠছে কারণ কি ?

লক্ষণ ।—মারুতি আব কি বলব ! আজ সুদৃক লক্ষণের মুখপদ্ম গলিন হয় নাই, এতদিনে অযোধ্যার সুখ-পদ্ম চিরদিনেব মত মুদিত হ'য়েছে । আব অযোধ্যার সে সুখ, সে শান্তি, সে আনন্দ, সে উৎসব কিছুই নাই, একদিন যে অযোধ্যায় সুখের প্রস্রবণ প্রবাহিত হ'য়েছে, আজ সেই সুখের অযোধ্যা শ্মশানভূমি । কেবল সীতা-বিচ্ছেদ-চিতাগি ছছ ক'রে জ্বলছে । আনন্দের আধার অযোধ্যা আজ সত্য সত্যই আঁধার হ'য়েছে । আজ

যে ম, “আমার অতি স্নেহেব ধা মারুতি এসেছে” ব’লে, সাদরে বক্ষে ধ’বে পুত্রাধিক স্নেহে কুশল জিজ্ঞাসা ক’রবেন, সে মা আব অযোধ্যায় নাই হনুমানবে ।—এতদিনে আনন্দের হাট ভেঙ্গেছে সুখেব নন্দন বন শ্মশানে পবিণত হ’য়েছে ।

হনু —কেন, কেন লক্ষ্মণ কেন ম অযোধ্যায় নাই ? তিনি অযোধ্যা পরিত্যাগ ক’বে কোথায় বাস ক’রছেন ?

লক্ষ্মণ ।—বাল্মীকিব তপোবনে । বদুকুল লক্ষ্মী গীতা আজ নির্মাণিতা ।

হনু —নির্মাণিতা কেন, মা নির্মাণিতা কি জন্ম ?

লক্ষ্মণ —দীর্ঘকাল বাবঃ গৃহে বাস হেতু . মারুতি, সে কথা উচ্চাবণেও বসনা পাপাগিতে দক্ষ হয় . সেই অপাপল্লান্তা গীতা-চরিত্রে প্রজাগণের সন্দেহ, সেই জন্ম, আর প্রজারঞ্জন ব্রত পালন উদ্দেশে রামচন্দ্র মাকে বনবাসিনী ক’রেছেন

হনু —কি বলি লক্ষ্মণ জগৎলক্ষী গীতা নির্মাণিতা হ’য়েছেন । জগৎপ্রসূতি গীতা অমতী অপবাদে অরণ্যবাসিনী ! তবে সংসার এখনো রামশূন্য হয় নাই কেন ? পাপ অযোধ্যা এখনো মহাপাপের ভাবে রমাতল গর্ভে প্রবেশ কবে নাই কেন ? আর এই মহানরকেব দ্বারপাল লক্ষ্মণই বা এখনও মবে নাই কেন ? সামান্য শক্তিশেলে যাব মরণ হ’য়েছিল, আজ আদ্যাশক্তিরূপিণী গীতার শোক মহাশক্তিশেলে তার পতন হলো না ? ইঁয়ারে ! কুসুমমাঘাতে যাব মূচ্ছা হ’ল, সে বজ্রাঘাত সহ্য ক’রে জীবিত থাকুল কেমন ক’রে ? তবে বোধ হয় তুই সে লক্ষ্মণ না হবি যে লক্ষ্মণ গীতা-শোক-শক্তিশেল অকাতবে সহ্য ক’রতে পাবে, রাবণ নিষ্কিণ্ত শক্তিশেলত তার পক্ষে পাষণের উপর তুষাব কণা মাত্র । তাই বলি, হয় তুই সে গীতা-পদসেবক লক্ষ্মণ নয়, কিম্বা অযোধ্যায় এনে দাসত্ব ভাব পবিত্যাগ ক’রে, বৈমাত্রৈষ

স্বভাব প্রাপ্ত হ'য়েছি। কিন্তু শোনা লক্ষ্য যদি সত্যই প্রাজ্ঞ-
রঞ্জনের জন্ত নির্দিষ্ট বাগ মাকে আমার নিবপরাধে নির্দোষিতা
ক'রে থাকেন, তাহ'লে নিশ্চয় জেন, আজ অযোধ্যার অস্তিত্ব লোপ
হবে, রাম-যজ্ঞ আজ দক্ষযজ্ঞে পরিণত হবে। জগৎ মাতা সীতা
অমতী? আমবা অমতীর পুত্র? একথা যে পাঁপাত্মাদের রমনা
হ'তে নির্গত হ'য়েছে, আজ সেই নরকের ক্রমিকৌটদের জীবিত
দক্ষ ক'ব্ব — লক্ষ্য দক্ষের মত পাঁপ অযোধ্যা পুড়িয়ে ভস্মে
পরিণত ক'ব্ব। আজ ত্রিলোক একপক্ষ হ'ক — জগৎ লক্ষ্মণময় হ'য়ে
অযোধ্যা-নবকেব দ্বারপালরূপে অযোধ্যা রক্ষায় প্রস্তুত হ'ক,
তথাপি সীতা বিরুদ্ধাচারী — আমার মাতৃচরিত্রে দোষারোপ করা
বাম রাজ্যের প্রজা নামধারী এক পাঁপাত্মাকেও জীবিত রাখব না।
সব পোড়াব — তেমনি ক'বে লক্ষ্য পোড়ানব মত পাঁপ অযোধ্যা
পোড়াব। — সব ছারখার ক'ব্ব। একবার লক্ষ্য পুড়িয়ে
মাকে অশোক বন হ'তে উদ্ধার ক'বে, শেষে রামের বামে
বসিয়ে যুগলরূপ দেখেছিলাম, এবাবে অযোধ্যা পুড়িয়ে বাল্মীকির
বন হ'তে মাকে উদ্ধার ক'বে এনে হৃদয় চিবে আত্মবামের
বামে চির-প্রতিষ্ঠ পূরক প্রাণ ভ'রে অবিচ্ছেদ রূপ দর্শন ক'ব্ব,
দেখি কার মাথা আমার সংকল্পে বাধা দেয়? কৈ সে নিষ্ঠুর রাম?
বুঝি যজ্ঞবাটে, দেখি তাব অধমেধযজ্ঞ আজ নবমেধযজ্ঞে পরিণত
ক'ব্বতে পারি কি না।

[বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ — (স্বগতঃ) আগিত ত পূর্বেই জানি, সীতা-নির্দোষ-
মন সম্বাদ শ্রবণে আত্মহারা হ'য়ে হনুমান কোন না কোন অনর্থ
উপস্থিত ক'বেই ক'বে। এখন যাই, সকলে একত্র হ'য়ে আত্মহারা

পবন-পুত্রকে সাধ্যমত সান্ত্বনাব চেষ্টা করিগে । সীতাহীন রাম-
যজ্ঞ যে নির্নিরলে সম্পন্ন হবে না, এই ভাব সূত্রপাত ।

লক্ষ্মণের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—যজ্ঞস্থল

পটুবাগ পরিহিত বামচক্র

(বশিষ্ঠাদি মুনিগণ, বথাস্থানে উপবিষ্ট, মন্ত্রপাঠ,
স্বস্তিবাচন সংকল্প, অগ্নিহোপন ইত্যাদি)

বশিষ্ঠ —স্বমন্ত্র । পটুবাগ আববিত সুর্য্যগম্য গীত মূর্তি
বামচক্রের বামভাগে স্থাপন কর

নারদ —সংকল্প পূর্বক স্বর্ণ গীতাব প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর হ'ক

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু —প্রাণপ্রতিষ্ঠা, সে ভারটা আমিই নিচ্ছি যে যজ্ঞে
মতীর অপমান, সে মতীশূন্য যজ্ঞে যিনি যিনি লিপ্ত আছেন—
যিনি এ রাম যজ্ঞেব উপদেষ্টা, আজ তারই প্রাণ যগালে
প্রতিষ্ঠা কর'ব । আগে দেখি লক্ষ্মণের কথা কতদূর সত্য, (রাম-
চক্রের বামভাগে গীতামূর্তি দর্শন পূর্বক) ওকে ? ঐ যে পীত
কৌশেয় বাস পরিহিত প্রভু বামচক্র বামভাগে বামদেবাবাধ্য
গীতাদেবীকে ল'য়ে যজ্ঞবেদীতে উপবিষ্ট । সম্মুখে বশিষ্ঠ নারদাদি
ঋষিগণ হৃষ্টমনে যেন নিবিষ্ট চিত্তে জগদিষ্ট যুগলরূপের পদ-
যুগল দর্শনে তন্ময় । তবে কি লক্ষ্মণ এতক্ষণ অথবা মিথ্যালাপ

দ্বাবা আমার চিত্ত পবীক্ষা ক'বছিল ? মাতৃচবিত্রে দোষারোপেব কথা ।—য শ্রবণে মহাপাপ—উচ্চাবণে অনন্ত নবক, সেই কথা ল'য়ে পরিহাস । উন্মাদ—লক্ষণ নিশ্চয় উন্মাদ । কিম্বা মিথ্যাবাদী—ঘোর মিথ্যাবাদী । এখনি বল্লে 'মা আযোধ্যায় নাই, তপাবণ্যবাসিনী ' ' এই যে পটুবজ্র আব'রিতা হে'লত', ব'গ নীল'চর্কে'ব অঙ্গে শিব-দামিনী জলধবের কোঁলে শোভা পাচ্ছে । যাই যুগল করে পদ্ম ল'য়ে এই পদ্মযোনিব হৃদপদ্মের ধন রাম সীতাব পাদপদ্মে অর্পণ পূর্বক পাপ পশুদেহ ধন্য করি । (পদ্মাজলী গ্রহণ পূর্বক পাতিত জানু হইয়া) ইদং অঞ্জলী পূর্ণ নীলকমল কমলা শোভিত কমল লোচন রামচন্দ্রায় নমঃ ।

রাম ।—(বিম্বাদিত নেত্রে) এস বৎস মারুতি ! তোমার সর্ক্সঙ্গিন কুশল ত ?

হনু ।—যার পিতা স্বয়ং মঙ্গলময়, মা যার সর্ক্সমঙ্গলা, তার আবার অমঙ্গল কোথায় প্রভু ? মা সর্ক্সমঙ্গলময়ী । আজ তোমাব অধম পুত্র হনুমানের বড় আনন্দের দিন । আজ জননী যজ্ঞেশ্বরী'ব সহিত স্বয়ং পিতা' যজ্ঞেশ্বর মহাযজ্ঞে দীক্ষিত, আর সেই যজ্ঞে হনুমান নিগমিত . মা বড় শুভক্ষণেই এ অধম পুত্রকে অমর বর দিয়েছিলি । যে দেহে'ব পতন হবে না ব'লে একদিন ভূঃখ প্রকাশ ক'রেছিলাম, এখন প্রার্থনা ক'বছি আমাব সেই পশুদেহ অক্ষয় হক্, আমি ইন্দ্রভ, ব্রহ্মভ চাইনে, শিবভে'বও প্রার্থী নৈ কেবল এই প্রার্থনা, চিরদিন যেন এম্বিধাবা এই পশু দেহেই তোদের এই পশুপতি সেবিত যুগলরূপে'ব দাম'ত্ব ক'রতে পাই, তাহ'লেই আমাব পশুভ নার্থক হবে, তা হ'লেই আমি কৃতার্থ হব এখন কৃপা ক'রে পদধূলি দে, আমি পিতা মাতার পদবজ মাথা'ব মণি কবে ধন্য হ'ই । কেন স' এসন ধারা নীববে শিবভাবে থাকলে ? কি দোষে দাসের প্রতি এরূপ বিরূপ হলি মা ? কি অপবাদ

ক'বেছি বশ, এখনি এই মুহূর্তে তোদের পদতলে প্রাণ পবিত্যাগ
ক'বে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রব

লক্ষণ—হনুমান । তুমি কাকে গাভ সন্মোদন ক'রে পদধূলি
প্রার্থনা ক'বেছ ? লক্ষণ মিথ্যাবাদী নয়, সত্যই মা অযোধ্যায় নাই,
বনুকুল লক্ষ্মী আজ সত্য সত্যই অনাথিনী বেশে বনবাসিনী ।
মা অযোধ্যায় থাকলে কি তোকে পদধূলি প্রার্থনা ক'বতে হতো ?
তাড়াতাড়ি এসে কোলে নিয়ে আশীর্বাদ ক'রতেন, পুত্রাদিক
স্নেহে কুশল জিজ্ঞাসা ক'রতেন

হনু —তবে লক্ষণ যা বলেছিলি সত্যই তাই । সত্যই সে সতী
কুলেশ্বরী মা আমার অযোধ্যায় নাই ? কার বিচাবে—কার
মঙ্গলায় মা আমার অসতী অপবাদে অবণ্যবাসিনী, বাম তুমি
এ রাজ্যের স্থায়বান ভূপতি ? তবে তোমারি বিচারে অসতী
অপবাদগ্রস্তা হ'য়ে জগৎলক্ষ্মী মা আমার অনাথিনীব মত অরণ্যে
বসতি ক'রছেন ? বশিষ্ঠ ! তুমি না বনুকুলের ইষ্ট উপদেষ্টা ? তবে
তোমারি মঙ্গলগুণে জগত জননী মা আজ যন্ত্রণা সাগবে ভাসুচেন ?
সতীকুলেশ্বরী সীতা অসতী ।—জগতমাতা অসতী ! আমবা অসতীর
পুত্র । এই রামের বিচার—এই তোমার ইষ্টমঙ্গল ? শোন বশিষ্ঠ ।
জারজ আখ্যা তোমার পক্ষে দোষেব নাই'তে পারে, কারণ
যে রূপ ক্ষেত্রে তোমার উদ্ভব, তাতে জারজ আখ্যায় তোমার
ব্যখ্যা ভিন্ন গৌরব লাঘব নাই'তে পারে অথচ যেমন মুখ্য ক্ষেত্রে
তোমার জন্ম তেমনি মূর্খের মত কার্য্যও কবেছ, মঙ্গল দিবে
রাজলক্ষ্মীকে বনবাসিনী ক'রে, রামকে লক্ষ্মী ছাড়া ক'রে, আবার
যে কোন্ ভাগ্যলক্ষ্মী লাভেব জন্ম বামকে যজ্ঞে ব্রতী ক'রেছ,
তা তুমিই বলতে পার, আমার বোধ হয় রাজপরিণয় উপলক্ষে
কিছু ধন রত্ন পাবার প্রত্যাশায় পরামর্শ দিয়ে সীতা বর্জন
করিয়ে বামকে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়েছ, আব তোমাদের

মত স্বার্থপর মহামূর্খের মন্ত্রণায় মুগ্ধ হ'য়ে নির্দয় রাম রঘুকুল-
লক্ষ্মীকে ছুঃখের সাগরে বিমর্জ্জন দিয়েছেন। কিন্তু শোন বশিষ্ঠ।
যে রাজ্যেব পাণ্ডা প্রজাবর্গ সতী-চবিত্রে অযথা কলঙ্কারোপ
ক'রেছে—যে রাজ্যের মহামূর্খ মুখা পাত্রগণ যে পায়ণ প্রজাদেব
পাপ আন্দোলনে অনুমোদন ক'রে নির্দয় রাজা বামকে সীতা
পরিভ্যাগে পরামর্শ দিয়েছে, আজ সেই সকলকেই যমালয় পাঠাব,
পাপ অযোধ্যা শ্মশানে পবিত্র ক'ব্ব। যতদিন জগতে সীতা
বিদেয়ীর অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন হনুমান মহা প্রায়স্কারী সংহার
মূর্তিতে ব্রহ্মাও দক্ষ ক'ববে। হও দেখি—কে আছে—কার সাধা
পাপ অযোধ্যা রক্ষায় অগ্রসর হও? আজ জগত শুদ্ধ সকলে
একএ হক্ তথাপি অযোধ্যাব ধ্বংস অনিবার্য। (রামচন্দ্রের
পার্শ্বস্থ স্ত্রী মূর্তিকে লক্ষ্য পূর্বক) কে তুমি? নির্দয় বাগ ত
দ্বিতীয় পরিণীতা—আমার বিমাতা? যে বিমাতার জন্তু ঐ
নির্দয়—ঐ সতী পত্নীঘাতী আমাব মাতৃহন্তা রাম জটা-বাকলধারী
পথের ভিখারী। তুমি আমাব সেই বিমাতা? লও বিমাতা লও
তোমাব সত্যপ্রতিজ্ঞ পতির কাছে কি বব নেবে লও মপত্নী
পুত্রকে বনে দেবে? সন্ন্যাসী সাজাবে? তা আমার ত বনেই বাস,
সন্ন্যাসী হতেও সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীর ববং কদাচিত্ আশ্রয় থাকে
আমাব আশ্রয় তরুতল, আশ্রয় বৃক্ষপত্র, করপুট পানপাত্র, আহাৰ্য্য
বক্ষণ মাত্র, এ হ'তে আব সন্ন্যাস কি আছে? এ সন্ন্যাসী ত
মাতাতেই সাজিয়েছেন তুমি বিমাতা এ অপেক্ষা আর কি সন্ন্যাসী
সাজাবে? যদি কিছু বাকী থাকে বল, তাও ছাড়ব,—কেবল ছাড়ব
না আমাব অতুলসম্পদ মা জনকনন্দিনীর পদাশ্রয়। তুমি আমাকে
সেই সম্পদে বঞ্চিত ক'ব্বার জন্তু আমার মাতৃস্থান অধিকার ক'রে
বসেছ, কিন্তু এখনও বলছি—আমার সম্মুখ হ'তে প্রস্থান কর, হনুমান
রামসীতার যুগলরূপ দেখবার জন্তু এসেছে, রাগের বামে—আমাব

মা জগজ্জননীৰ আগনে অন্য বসনীকে দেখতে আসে নাই ,
 শুকের পিঞ্জবে পেচকেৰ অভিনয় দেখতে আসে নাই তুমি যে
 হও, স্ত্রীজাতি, তাতে আমাব মাতৃস্থানে উপবিষ্টা, স্মৃতবাং অবধ্যা,
 তাই বলি শীঘ্র আমাব সম্মুখ হ'তে প্রস্থান কব, নতুবা স্ত্রী হত্যা
 অনিবার্য। আমি অনন্তকালের জন্ম সে যুগল মূর্তি হৃদয়-মন্দিরে
 প্রতিষ্ঠা ক'রেছি, আমি কি বাহিরে -কি অন্তবে চিবিদিনের তরে
 যেরূপ অপবিবর্তনীয় দেখা সংকল্প ক'বেছি, কার সাধ্য আমাব
 সে সংকল্প ভঙ্গ করে ; শুন নির্দয় রাম ! তুমি যত চাতুরীই কর,
 যতই মায়াজাল বিস্তার কব, হনুমান তোমাব সে কুহকে ভুলবে
 না, সে মায়া-ফাঁদে পড়বে না। আমি স্থিৰ-সংকল্পে বাগ সীতার
 দামত্বব্রতে দীক্ষিত হ'য়েছি, স্থিৰ সংকল্পে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, আজ
 আবার তোমাব সমক্ষেও মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করছি, বাগ সীতাব
 যুগলরূপ ভিন্ন কখন অন্তরূপ ইষ্টভাবে দেখব না, হনুমানের এ মন্তক
 কখন রাম সীতাব পাদপদ্ম ব্যতীত এ জগত-ব্রহ্মাও মধ্যে ব্রহ্মার
 কাছেও নত হবেনা। তুমি যে মূর্তিই বা যে ভাবেই ছলনা
 কর, যে অলক্ষীকে এনে বামে বসাও, হনুমানের কাছে
 সেই জগত লক্ষী সীতা শোভিত বামরূপ অটল ভাবেই থাকবে।
 একবার বুক চিবে তাব পরীক্ষাও দেখিয়েছি, আজ আবার
 বুক চিরে তোমাকে দেখাব ! আব তোম ব এই নরকের
 কীট প্রজা নামধারী পিশাচদের বুক চিরে দেখাব কি যোব
 নরকাগ্নি তাদের হৃদয়ে জ্বলছে, মহাপাপের কি ভয়ানক
 অভিনয় হচ্ছে, সব পোড়াব তেমনি কবে, লক্ষা দগ্ধ কবার মত
 পোড়াব।

লক্ষণ ।—গারুতি । শোকে, অভিমানে আত্মহারা হ'খে কাকে
 অলক্ষী নম্রোদনে অযোধ্যা-লক্ষী সীতার আগন হ'তে অন্তর্হিত
 হ'তে ব'লছে ? গারুতি । এখনো ততদূর ঘটে নাই মাকে হাবিয়েছি

আর সেই সঙ্গে অযোধ্যার সীতাগা লক্ষ্মীকেও চিবদিনেব মত বিদায় দিয়েছি মত্য ; কিন্তু তুমি যে ভয় ক'বছ অযোধ্যায় এখনো সে মর্মভেদী চিত্র অঙ্কিত হয় নাই, সুবর্ণময় শুকেব পিঞ্জব এখনো পেচকে অধিকার করে নাই, পবিত্র দেবী-মন্দির এখনো পিষাচীর আশ্রয় হয় নাই, তাহ'লে এতদিন অযোধ্যায় থাকতাম না, বাস হৃদয়ে সে অপবিত্রতা প্রবেশ কলে—রাম-হৃদয় রূপ সগী-মন্দির হ'তে মীতা প্রেমের স্বর্গীয় মোহভ তিবোহিত হ'লে, এতদিন অযোধ্যায় থাকতাম না, এ যজ্ঞও নিশ্চয় হতাম না, বাস-দামত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে—জলন্ত চিতায় এখাতনাময় দেহ আত্মতি দিয়ে জীবনযজ্ঞেব শেষ ক'বতাম। বামচন্দ্র প্রজাবজ্ঞনত্বে পালনেব জন্ত, কঠোর কুলধর্ম আন রাজনীতির নশবর্তী হ'য়ে সীতাদেবীকে নির্মানিতা ক'রেছেন মত্য ; কিন্তু সেই সত্যীশ্বরী মীতাব স্বর্গীয় প্রেমময়ী মূর্তি রাম হৃদয়ে পবিত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে এ সুবর্ণময়ী মূর্তি তাঁব সাক্ষী মাত্র, আন এই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পেয়েই এখনো দুঃখপূর্ণ অযোধ্যায় আছি। তুমি সম্মুখে যে মূর্তি দর্শন ক'বে বামচন্দ্রের দ্বিতীয় পরিণীত পত্নী জ্ঞান ক'রেছ, ও তা নয়, আমাদেব সেই বনবাসিনী মায়ের সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্তি মাত্র মঙ্গলক ব্যতীত যজ্ঞে দীক্ষিত হ'লে যজ্ঞফল অপূর্ণ থাকে ব'লেই যজ্ঞ সম্পূর্ণেব জন্ত স্বর্গমীতা নির্মিত হ'য়েছে।

হনুমান ।—লক্ষণ । আমি হীন বুদ্ধি বনের পশু, আন তোরা রাজপুত্র, তোদেব বাজবুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম, স্মৃতবাং আমার মত মূর্খকে বুঝাবার শক্তি তোদের যথেষ্টই আছে। বামচন্দ্র মীতাকে বনবাস দিয়ে তাঁব পবিত্র প্রেম বিস্মবৎ হন নাই, তাই তাঁর সোণ র মূর্তি গড়িয়ে যজ্ঞে ত্রতী হ'য়েছেন, স্মৃতবাং রাম যে অপাব দয়াব সাগর, তাবই পরীক্ষা দিয়েছেন, আর লক্ষণ তাতেই সেই সাগরে ভেঙ্গে বেড়াচ্ছে শুনে আমিও চরিতার্থ হ'লেম—সকল দুঃখ দূর হলো।

এখন, সীতা বলেই থাক বা কেঁদেই বেড় ক বাম যে সোণাব সীতা
নির্মাণ ক'রে পবিত্র প্রোমেব পলীকা দিয়েছেন এতেই ব্রহ্মের প্রাণ
বুঝেছে -- প্রবোধ পেয়েছে, এ অবোধ পশুকেও বেশ বুঝিয়ে দিলে।
বলি রামকে সোণাব সীতা নির্মাণ ক'বে কে যুক্তি দিয়েছিল ?
সোণা শ্রেষ্ঠ পদার্থ মূল্যবান স্নাতবাং তদ্ব বা মূর্তি নির্মাণ
ক'লে সীতাব গৌরব যুক্তি কল হবে এই বোধ হয় সেই মন্ত্রণা-
দাতা মহাত্মাদেব বিশ্বাম হারে ৩৭৭ এক্ষাণ্ড, এমন কি সৃষ্টিকর্তা
ব্রহ্মাও য'ব সৃষ্ট পদার্থ; এক্ষাব সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠ পদার্থ
কি আছে যে তদ্বাবা পবম পদার্থ পবমার্থদায়িনী ব্রহ্মময়ী সীতার
মূর্তি নির্মিত হ'তে পাবে ? এ সব বোধ হয় ঐ বশিষ্ঠ, গৌতম, মন্বীচি
নারদ প্রভৃতি মহাত্মাদেব পরামর্শ। সে গাব সীত ল'য়ে যজ্ঞ
সমাপ্ত হ'লে শেষে সকলে গিলে সোণা ভাগ ক'রে, উপাসনার ধন
ব্রাহ্মণীদেব জন্তু স্বর্ণ অলঙ্কার নির্মাণ ক'বেবন, এই বোধ হয়
প্রভুদেব মনোঃত বাসনা তা নে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আব কি।
স্বর্ণকার ডেকে ব্রাহ্মণীদেব জন্তু অলঙ্কার গঠনে আদেশ দিলেই হয়।
আর নিজেরাও এক একটী সোণার লাদুল গড়িয়ে নিয়ে অপূর্ণ
দেহেব পূর্ণতা সম্পাদন করুন আমর বনেব বানব -- অধম পশু,
আমাদের স্ত্রী লাদুল ধবণ ক'লে তাপনাদের অপমান হ'তে
পাবে, এমন সব এক্ষা-বানবদেব সে গাব ল্যাঙ্ক হওয়াই উচিত,
নাবদ। তুমি দেবর্ষি, মহাজ্ঞানী, তুমিও বিষয়াশক্তিহীন, অক্লান্তদাব,
তুমি সোণা নিয়ে কার বাসনা পূর্ণ করবে ? আগাব বোধ হয় এ
তোমার মন্ত্রণা নয় ? যাবা পূর্ণ আশ্রমী, রাজ-যজ্ঞে যথেষ্ট ধনরত্ন
এনে মন্তুষ্ট ক'ব'ব ব'লে ব্রাহ্মণীদেব আশা দিয়ে এসেছেন, এ
সেই সকল অর্থলোলুপ স্বার্থপর যাজকগণেব মন্ত্রণা, যত অনিষ্টের
মূল বশিষ্ঠ, আব ঐ জাব মী- মন্বীচি -- অঙ্গীরা প্রভৃতি ব্রহ্মকুলা-
দাবগণ। আপন চেষ্টেসিক্রিব জন্তু এংন নিকৃষ্ট স্থিতি নাই যে তোমরা

লোভেব বশে তা ক'রতে অক্ষম । পবের যজ্ঞে গিয়ে লোভে
 পড়ে হোমের দ্বত চুবি ক'বে বসে থাক, কিন্তু শেষে যমের বাড়ী
 গিয়ে যে তা'র ফল ভোগ ক'রতে হবে, তা বোধ হয় ভুলেও ভাব
 না । কিন্তু শোন জাবালী—মরীচি । আমিও মরীচি, ব্রহ্মশাপ
 আমার কপালে নৃত্য ক'বছে, তা বুঝতেও পেরেছি । কিন্তু এখানে
 যে আগুন জ্বলছে, তার কাছে ব্রহ্মশাপানলত, বজ্রের কাছে ক্ষুদ্র
 দীপালোক হ'তেও সামান্য । আমি তোমাদের কর্মোচিত ফল
 দান ক'রে অকাতবে ব্রহ্মশাপানলে দগ্ধ হব । এ বজ্রানলে—
 এ মাতৃশোক বজ্রানলে, এ বাস মেঘ হ'তে পতিত বজ্রানলে
 মরণ অপেক্ষা ব্রহ্মশাপানলে মরণই মঙ্গল । আমি জানি ব্রহ্ম-
 শাপে পতিত হ'লে, সে অন্তে রামপদলাভে বঞ্চিত হয় না, মগর-
 বংশ কোপিল-শাপে ধ্বংস হ'লে, বিষ্ণুপদ বিহারিণী গঙ্গা এসে
 তাদের উদ্ধার ক'বেছিলেন । গৌতম শাপে অহল্য পাষাণী
 হ'লে, শেষে রামপদস্পর্শে উদ্ধার হ'য়েছিল, তাই বলি ব্রহ্মশাপে
 মরণ হ'লে শেষে সদ্ধতি লাভ ক'রব । কিন্তু এ বজ্রানলে পতন
 হ'লে চিরদিন প্রেতাত্মাকে পর্য্যন্ত জ্বলতে হবে । আজ গৌতম,
 মরীচি, বশিষ্ঠ, যিনি বাসযজ্ঞে উপদেষ্টা—গীতা নিকাগনের মন্ত্রণা-
 দাতা, অগ্রে তাদেরই সংহার ক'রব । শুন বশিষ্ঠ । এ রাম-যজ্ঞে
 তোমার যে কি লভ্য হবে, তা বোধ হয় এখনও বুঝতে পার নাই,
 দক্ষের সতীশূন্য যজ্ঞে ভৃগুর যেরূপ ফললাভ হ'য়েছিল, বামের
 নীতানুষ্ঠ যজ্ঞে বশিষ্ঠেরও সেই গতি হবে তা নিশ্চয় জেনো, দক্ষ-
 যজ্ঞে পশুপতির জটা হ'তে বীবভদ্র উৎপত্তি হ'য়ে ভৃগুর দুর্গতি
 ক'রেছিল, রামযজ্ঞে এই পশুর হৃদয় থেকে ক্রোধরূপ বীবভদ্র
 উৎপত্তি হ'য়েছে—আব তোমাদের ভদ্র হ'বে নাই । শোন রাম ।
 তোমার এ যজ্ঞ—এ সতীশূন্য যজ্ঞ পূর্ণ হবে তা মনে করোনা,
 অনধিকার ব্রতে কখনই শুভ ফল লাভ হয় না । অশ্বমেধ বাজযজ্ঞ,

যাঁদের বাজলক্ষ্মী অচলা, এ যজ্ঞে তাদেরই অধিকার। তোমার মে, রাজলক্ষ্মী কৈ? যেদিন কুল লক্ষ্মী গীত কে নির্কামিতা ক'রেছে, তোমার রাজলক্ষ্মী সেই দিনেই বিদায় হ'য়েছেন। এখন ত তুমি লক্ষ্মীছাড়া। লক্ষ্মী ছাড়াব অধমেধ আবার কবে পূর্ণ হ'য়ে থকে। এখন ত অযোধ্যায় অলক্ষ্মীর পূর্ণ আবির্ভাব, স্মৃতবাং অলক্ষ্মীর আবির্ভাবে তোমারও পূর্ণ ভাবের তিবোভাব হ'য়েছে, নৈলে ছাব সোণাব গীতা নির্মাণ ক'বে যজ্ঞে ব্রতী হবে কেন? কাঠের তরণিতে তোমার পাদস্পর্শ হওয়াতে যে সোণাব উৎপত্তি হ'য়েছিল, সেই সোণা দিয়ে সেই সনক সনাতন দির উপাসনার ধন, সীতার মূর্তি নির্মাণ। ছার সোণার সঙ্গে সেই সনাতনীর উপমা।

গীত ,

উপমার ধন মা কি আমার সেই সোণাব মনে (রাগহে)
 যে সোণাব কাঠে উদ্ভব, তব পদ পরশনে
 বৈকুণ্ঠে যে বজ্রাসনা, তার উপমা রক্ষ সোণা,
 ব্রহ্মাদি পুরাণ বাসনা, যে সনাতনীর দরশনে
 কি ধর্ম করিতে অর্জন, ক রেছ যজ্ঞের আয়োজন,
 যজ্ঞেশ্বরী মাকে আমার দিয়ে বিসর্জন—
 যে যজ্ঞেতে সতী বাস, সে যজ্ঞের ফল জানত রাম,
 দক্ষযজ্ঞেব যে পরিণাম, সতী ক্রোধ হতশনে

(গ্রহরীর প্রবেশ)

গ্রহরী।—মহারাজ। বহুসংখ্যক রাজসংগে সঙ্গে, লক্ষ্যনাথ বিভীষণ দ্বার দেশে উপস্থিত।

রাম।—(অধোবদনে) যাও যদের সহিত যজ্ঞস্থলে ক'য়ে এসগে।

হনুমান —এসেছে বিভীষণ সে আবার আগা হ'তেও

মহামূৰ্খ । আমি কপট রাগেব মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে গীতা উদ্ধারের জন্ত কেবল তপনার মুখ মাত্র দক্ষ ক'রেছি, সে হতভাগ্য মজ্জণা দিয়ে বিপুল বংশটা ধ্বংস কল্লে, শেষে ঐ রাগের জন্ত একমাত্র পুত্র তবণীসেনকে বিনাশ ক'বে অন্তে জল পিণ্ডের পথ পর্য্যন্ত বোধ কল্লে । সে সম্মত হয়ত মনে কবেছিল, আশ্রিত অমব, সবণত হবেনা, স্নাতবাং জল পিণ্ডেরও প্রয়োজন নাই, চিরদিন ঐ রান-জলধবেব চাতক হ'য়ে থাকব আব কৃপাবারি পানে কৃতার্থ হব । চাতক আজ বড় আশা ক'বেই আসছে । এদিকে তার জলধর যে বজ্রধর হ'য়ে বসে আছে আনুব মাত্রেই যে মাথায় বজ্রাঘাত হানবে, তা বোধ হয় বুঝতে পাবে নাই ।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ বুঝতে পারি নাই হনুমান । পূর্বে বুঝতে পারলে মজ্জণা দিয়ে এমন বিপুল বংশ ধ্বংস ক'তেম না, একমাত্র পুত্র তবণী ধনেব নিধনোপায় ব'লে দিয়ে মাধে মাধে সমর সাগবে তবণী নিমগ্ন ক'বে সে সরলপ্রাণা সরসাকে চিব বিষাদেব সাগবে ভাগাতেম না । ইহে দয়াময় বাগচন্দ্র, একি সৰ্ব্বনাশেব কথা শুনলেম প্রভু যার জন্ত বিপুল বাক্ষস বংশ স্বয়ং মজ্জণা দিয়ে ধ্বংস কল্লেম, যাব জন্ত গোব লক্ষা—সেই বীর-রত্নখণি লক্ষা, আজ ঋশানে পবিণত, সেই গীতাকে—সেই পতিগত প্রাণা সতীকে অনতী বলে নির্কামিতা ক'বেছ এখনও যে লক্ষার সে হাহাকার নিবারণ হয় নাই । সবগাব বক্ষেব সে পুত্র-শোকরূপ শেল যে এখনো উদঘাটিত হয় নাই, সে চক্ষের ধাবা যে এখনও গোমুখীব ধারার স্রায় নির্গত হ'ছে, আমি যে একদিন—সেই গীতা উদ্ধারের দিন, সে হতভাগিনীকে প্রবোধ দিয়ে ব'লেছিলাম তবণীব জন্ত কেঁদনা, তোমাব সামান্য তবণী সংসার-সাগরের কাল জ্বোতে ডুবিয়ে আজ ভব-সাগরের তবণী উদ্ধার ক'রে দিলাম ।

সে তরুণীকে ভুলে এই তবণী সম্মল কর, আর ভব-বৈতবণী
 পারের জন্ত ভ ব্তে হবে ন এবাব লক্ষ্য গিয়ে কি বলুন, বাম ।
 আমি যে অনেক দিনের পব আজ বড় আশা ক'বে অযোধ্যায়
 এসেছিলাম ; আমি মরণ দিবে একমাত্র পুত্রধন নিধন ক'রে যে
 মাকে অশোক বন হ'তে উদ্ধার ক'রে এনেছিলাম, যাকে একদিন
 অতি মলিন বেশা মুক্তকেশা দেখেছিলাম, যে জনক-ছুহিতাকে
 একদিন শতগ্রন্থি জীর্ণ মলিনবান মাত্র পরিহিতা, অতি দীন হীনার
 ন্যায় দেখে ছুঃখে চক্ষের জলে বক্ষ প্রাণিত ক'বেছিলাম, কোথা
 আজ সেই মাকে সেই অযোনি সম্ভবা ভ্রমুত্তাকে যজ্ঞাসনে রত্নালঙ্কার
 ভূষিতা দেখে, বাম নবধনের বামে সেই স্থির মৌদামিনীকে দেখে,
 নয়ন মন চবিতার্থ ক'রব, তা না হ'য়ে ভূষিত চ তকের ভাগ্যে যে
 বিন্দুপাতের পরিবর্তে এমন ধাবা বজপাত হবে, তা স্বপ্নে ও ভানি
 নাই । বাম যদি পালিতা বিহঙ্গিনীকে ব্যাধের হস্তে মুক্ত ক'রে
 শেষে স্বহস্তে অগ্নিতে দগ্ধ ক'বে মনে ছিল, মাগর সেচন পূর্নক
 রত্ন উদ্ধার ক'রে সে রত্ন যে শেষে বিজন বনে নিক্ষেপ ক'রবে
 স্থির ক'বেছিলে, তবে কেন বিনা দোষে বালিকে বিনাশ ক'রে,
 অঙ্গদকে পিড়হীন কল্ল ? কেন তেমন সোণার লক্ষা শ্লাশান কল্ল ?
 কেন সেই এক পুত্রা সবমার একমাত্র চক্ষের তাবা বক্ষের শোণিত
 তরুণীধনকে বিনাশ ক'রে তাব স্ত্রুথের তবণী চির-ছুঃখের মাগরে
 ডুবিয়ে দিলে ? বামচন্দ্র । আজ কি এই হতভাগ্য বিভীষণকে
 এই ভীষণ দৃশ্য দেখাবাব জন্তই অযোধ্যায় আনলে, আমি যে
 তোমাকে বড় দয়াল জানুতেম এ ভু । তোমার সঙ্গে মধ্যভাবে
 অস্ত্রে মোক্ষধাম পাব ভেবে, পাপ রক্ষধাম পরিত্যাগ ক'রে, রাম-
 কল্লরক্ষমূলে আশ্রয় নিয়েছিলাম, কিন্তু এ হতভাগ্যের ভাগ্যফলে
 কল্লরক্ষ যে এমন বিষরক্ষে প বিগত হবে, তা পূর্বে জানুতেম না
 হা নির্দয় ।—ভক্ত বিরোধি—শবণাত ঘাতক । শেষে এই ক'রলে,

এই দেখতে অযোধ্যায় আনলে ? দিক্ রাম তোমাব দয়াকে —
দিক্, লক্ষ্মণেব বাম-দামত্বকে । আব এই হতভাগ্য পুত্রদাতী
বিভীষণেব জীবনে দিক্ ।

গীত ।

দিক্ হে নিতে তোমার কঠিন হৃদয় হে
কি দিয়ে, হৃদয় বাঁধিয়ে, এত বাদ সাধিয়ে,
পাষণ হ'য়ে পাসরিয়ে আছ নিদয় হে
কেন বা বধিয়ে বালি কিঞ্চিৎ নগবে,
কি হেতু বাঁধিলে সেতু অকুল সাগরে,
ছুঃখের পাথারে, সীতারে, অকাতবে—
যদি ভাসাবে জনমের তরে ভুলে সমুদয় হে ।
লক্ষ্মণেব শেল চিরু চর্কে দরশনে,
সে ছুঃখের দিন হে রাম পড়ে নাকি মনে,
সিন্ধু বালুকায়, নীলকায়, দুটায় যে দিনে—
সেই নাগপাণ বন্ধন মনে হয় না কি উদয় হে
তাজ্জিবে সীতারে যদি এত অবতনে
কেন বিনাশিয়ে মম তবণী বতনে
প্রাণন্যাসক, পুত্রশোক, দিলে প্রাণে
দেখে শাশান সোণার লক্ষা শোকে অঙ্গ দহে হে ।

হনুমান ।—বিভীষণ । আর ও নির্দয় বামেব কাছে দাঁড়িয়ে
কঁাদলে কি হবে ? বলি, যে অকাতবে গৃহপালিতা বিহঙ্গিনীকে
বিনাশ ক'রতে পারে, সামান্য বন্ত বিহঙ্গের আর্তনাদে সে ব্যাধের
হৃদয়ে কি দয়া হয়ে থাকে ? আবাব যদি সেই স্নেহের প্রতিমা মার
দেখা পাই, তা'হলে ছুঃখের গাতি ক'রব, ও নিষ্ঠুর বাঘবের
কাছে কঁাদলে কি আব এ ছুঃখ লাঘবেব উপায় হবে । এখন

চল—পাপ অযোধ্যা ধ্বংস ক'বে—মাতৃ বৈরী বিনাশ ক'রে—বাস-
যজ্ঞ দক্ষযজ্ঞে পবিত্র ক'বে বাল্মীকির তপোবনে চল । মহীতলে
গিয়ে মহীরাবণ বিনাশ ক'বে যেমন ভদ্রকালীকে উদ্ধার ক'বেছি,
পাপ অযোধ্যাকে মহীতল গর্ভে পোষণ ক'রে তেমনিধারা
আমার সর্ব ভদ্র-প্রদায়িনী জন্মভূমিনী মাতাকে মাথায় ক'রে
এনে, যেখানে নির্দয় বাস নাই, অযোধ্যার মত পাপের আধার
কঠোর রাজনীতি নাই, সেইখানে মাকে স্থাপন ক'রব, আর অষ্ট
প্রহরই মায়েব প্রহরী হ'য়ে থাকব, অযোধ্যায় আর আশ্রয় নাই ।
অযোধ্যা নাগে যে এক মহামরক ছিল, তানও অস্তিত্ব বাঞ্ছনা,
আর ঐ সব স্মার্তপন কপট ধার্মিক অঙ্গিরা পুলস্ত্যও অস্তিত্ব
লোপ ক'ব । একবার গন্ধমাদন পর্লভে যেমন ক'বে কপট মুনিবেশ-
ধারী মায়াবী কালনেমিকে সংহার ক'বেছি, মনীচি, তোমাদিগেও
আজ তেমনি ক'রে গেরেচি তা নিশ্চয় জেনো । ব্রহ্মশাপের ভয় ।
ত ত পূর্বেই ব'লেছি ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হ'লেই পরিণামে বিয়ুপদ
লাভ । মগধবংশ আর অহল্যাই তার মাঙ্গী । এক নবকের ভয়,
তার জন্মেই ব চিন্তা কি । বজ্রাকর শত শত ব্রহ্মহত্যা ক'রে রাম-
নামে মুক্ত হ'য়েছিল, ত র আমি এইকট কপটমায়াধারী স্মার্তপন
ধূর্তকে সংহার ক'রে অব্যাহতি পাবন, আব না পাই, নরকেই
থাকব, এ নরক যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হ'য়ে—এ ভীষণ নরকের চিত্র লুপ্ত
ক'রে যদি নবকশ্বও হ'তে হয় সেও স্বর্গলাভ । তথাপি এ অযোধ্যা
নরকে—এ মহাশ্মশানে তোমাদের স্থায় মহাপিশাচের অভিনয়
আর দেখ'বনা । দেখি কার মাধ্য তোমাদের রক্ষা ক'বে ।
(ভয়ে মুনিগণের ইতস্ততঃ পলায়ন ।)

বিভীষণ —মারুতি । গীতা-শোক আত্মহারা হ'য়ে মহা
অনর্থের সূত্রপাত ক'রনা, পাপ সংকল্প পরিত্যাগ কর, জগতে
যা কিছু সংপটিত হয় সমস্তই বিধিলিপি ; অত্রে কেবল নিমিত্ত-

ভাগী মাত্র। এতে অন্তর প্রতি দোষাবোপ রূপা, রামচন্দ্রকে দুর্ভাগ্য ব'লে দূরদৃষ্টভাগী হ'য়ে না। গুরুনিন্দা অধোগতি, তা কি জাননা ?

হনু।—আবে রেখে দাও তোমার অধোগতি। উচিত কথা পিতাকে বলি। গুরুনিন্দা অধোগতি। তবে—“দোষ বাচ্যা গুবোবপি” একথাটা কি কথাই নয় নাকি ?

বিভী।—তা সত্য কিন্তু আমাদের ততদূর দেখ'বাব অধিকার কি আছে ? আগবা ক্ষীণবুদ্ধি, জ্ঞানও অতি ক্ষুদ্র, স্মৃতিবাং রামের কার্য চাতুর্য আমাদের মে ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত। তবে বর্তমানের দৃষ্ট আামাদের স্মায় ধৈর্যাহীনের ক্ষুদ্র প্রাণে সহ্য হয় না ব'লেই মনের আবেগ সম্বরণে সমর্থ নৈ। কিন্তু প্রতীক্ষা আব ধৈর্যের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন কোন কার্যের পরিণামফল উপলব্ধি হয় না। মহাবাজ দশবথ যখন রামচন্দ্রকে বনে দিয়েছিলেন তখন কেউ বা কৈকেয়ীদেবীর প্রতি, কেউ বা দশবথের প্রতি দোষাবোপ ক'বেছিল কিন্তু সেই রাম-বনবাসের পরিণাম চিন্তা কব দেখি। তাতে জগতের মঙ্গলসাধন হ'য়েছে কি না ? তাই বলি আমবা মোক্ষফলের আশায় যে কল্প-রক্ষমূলে আশ্রয় নিয়েছি, সেই মোক্ষ-রক্ষমূলেই ব'সে থাকি, দেখি পরিণামে কি ফল প্রাপ্ত হই।

হনু।—কি বলে বিভীষণ, মোক্ষফল। রাম-কল্পরক্ষতলে ব'সে থাকলে মোক্ষফল লভ হবে যে মুখ, জানে না ওকথা তাকে বলগে। রাম যত মোক্ষফলদাতা, তা একবার মাতা জানকীর দত্ত আত্মফলেই তাব পরীক্ষা পেয়েছি, গীতা দেবীর অনুসন্ধান ক'রে লক্ষ্য হ'তে ফিবে আসবার সময় মা আমাকে তিনটি আত্মফল দিয়েছিলেন, একটা আমাব, একটা লক্ষ্মণের, একটা রামের জন্ত। আমি হীনবুদ্ধি পশু, লোভে প'ড়ে সেই তিনটি ফলই খেতে

গিয়েছিলাম, লক্ষণের জন্য প্রদত্ত ফলটি স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ ক'বে শেষে, প্রভুর ফলটি উদবস্থ ক'বতে গিয়েই বিপদগ্রস্ত । নামেও না, উঠেও না ! অঁটি শুদ্ধ বুদ্ধকে বেধে সারাদিন সেই সাগবধারে কঁদে মদ্বরছিলাম একটা সামান্য ফলের জন্য যে রাম সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফল দিয়েছিল, সেই বাগেব কাছে আবার মোক্ষফলের প্রত্যাশা এ কোন্ মুখকে বুঝাতে এসেছে বিভীষক । যদি বল, তবে জেনে শুনে রাম-দামজে ত্রুটি হ'য়েছিলে কেন ? হ'য়েছিলেম, কেবল বামচবিত্ত বুঝতে না পেরে, আর সেই স্নেহময়ী—সেই মায়াময়ী মায়ের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে ; আগে চিন্তে পাগল ও নির্দয়ের উপাসনা ক'রতাম না

বিভীষক — রামচন্দ্র তোমার প্রতি নির্দয় আর মা—ই যে স্নেহময়ী ছিলেন তা'ব পরীক্ষাই বা কিগে পেলে ? রামচন্দ্রের ফল ভক্ষণে প্রতিফল পেয়েছিলে ব'লেই যদি রামকে নির্দয় বল, তা'হলে লক্ষণ ভোজনের দিনে—যেদিন সেই ভববন্ধননাশিনী মা স্বহস্তে রন্ধন ক'রে সকলকে পরিবেশন ক'রেছিলেন, সেদিন আহাবের পাটুতা দেখাতে গিয়ে, শেষে পরিত্রা প্রমাণ অন্নরাশি মধ্য পতিত হ'য়ে কি দুর্গতি ভোগ ক'রেছিলেন মনে হয় কি ? যদি লক্ষণকে স্বেচ্ছা বল, তা ফল পরীক্ষাকালে লক্ষণের কাছেও ত একদিন বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়েছ, একদিন যে হস্তে মহাগিরি গন্ধমাদন উৎপাটন ক'বেছ, শত শত গুরুভার মহা শৈল এনে সেতু বন্ধনের সহায়তা ক'রেছ, সেই হস্তে গণ্ড দিনেব সঞ্চিত সামান্য শুষ্ক-ফলপূর্ণ তুণীর উত্তোলনে সক্ষম হওয়া দূবে থাক, সম্পূর্ণ বল প্রয়োগে স্থানচ্যুত পর্য্যন্ত ক'রতে পাব নাই । বামচন্দ্রের ফলভক্ষণ কালে হয়ত মনে ক'রেছিলে রাম জানতে পারবেন না, অন্তর্যামী রাম সেইজন্য তোমাকে চৈতন্য দানের জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফল প্রদান ক'রে বরং দয়ারই পরিচয়

দিয়াছেন, আহা! তব পটুতায় অমপূর্ণাব অমভাঙাব শূন্য ক'বে
 অমদাকে অপ্রস্তুত ক'ব মনে ক'বেছিলে সেই অহঙ্কারেই অমস্তুপ
 মধ্যে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে ত্রাহি ত্রাহি ক'বুতে হ'য়েছিল, ২০^০ পরীক্ষা
 কালেও অহঙ্কার দোষে তুণীর উত্তোলনে অক্ষম হ'য়েছিলে, কিন্তু
 তাতে তাঁদের নির্দয়তা প্রকাশ হয় নাই, বরং তাঁরা তোমার
 ভক্তিব্যোগ দূর ক'র্বাব জন্য ঐশীক শক্তির পরীক্ষা দিয়ে পরম
 দয়াই প্রকাশ ক'রেছেন। তাই বলি সকল কার্যের পরিণাম না
 বুঝে, উতলা হওয়া কর্তব্য নয় মাকতি। যার কার্য-চাতুর্য্য
 ব্রহ্মাদির জ্ঞানাতীত, সেই মায়াতীত রামচন্দ্রের মায়া তুমি আমি
 কি বুঝিব? ধন্য বধুনাথ ধন্য তোমার লীলা! আমি জানি,
 পাপী বিমর্দন আব শান্তি-সুখবর্দ্ধন জন্মই রঘুনন্দন নামরূপে
 তোমার জন্মগ্রহণ। কিন্তু রাম, সংসারে এসে পর্য্যন্ত কখনও সরল
 ভাবে সকলকে নরীক্ষণে সুখে সুখী ক'বলে না। তোমার যে
 কার্য্য একজনের শুভ, অন্যের পক্ষে সেইটাই সম্পূর্ণ দুঃখের কারণে
 পরিণত হ'য়েছে, তোমার জন্মপরিগ্রহে একদিকে অযোধ্যায়
 আনন্দের প্রস্রবণ প্রবাহিত হ'য়েছে, আর সেই জন্মক্ষেত্রে অপর
 দিকে লঙ্কায় ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্পান দি অশুভ সংজ্ঞা হ'য়ে
 শোকে প্রবাহে লঙ্কাকে প্রাবিত ক'রেছে। বিবাহ-বাগের সকল-
 কেই সুখী ক'রেছে, কিন্তু সেই হরদত্তভ্রমের সঙ্গে সঙ্গে জামদগ্নির
 দর্প চূর্ণ ক'রে ব্রাহ্মণের মর্মে ব্যথা দিয়েছে। রাজ্য ভিষেক দিনে
 রাবণবংশ নিধন এবং দেবকার্য্য সাধন জন্য জটা বন্ধন পূর্বক বন-
 গমন ক'রেছে—সুরগণের সুখবর্দ্ধন ক'বেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে রাম-
 গত-জীবন মহারাজ দশনন তোমার শোকে হা রাম! হা বাগ!
 ব'লে প্রাণত্যাগ ক'রলেন একদিকে দেবতার সুখের দ্বার উদঘাটিত
 হলো, অপর দিকে অযোধ্যার সুখপর্কতে বিমাদের বিষম বজ্র
 পতিত হ'য়ে, সুখের অযোধ্যা শোকের আধাররূপে পরিণত হলো।

তাই বলি রাম, তুমি যে কখন কাব প্রাতি সদয়, কাব প্রাতি নির্দয়,
তা নির্ণয় করা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের সাধ্য গীত, অনিত্য মায়া-
পাশ ছিন্ন ক'বে তোমার দাসত্বে আত্মসমর্পণ ভিন্ন, এই পদাববিন্দ-
মকবন্দ পানে প্রেমামানন্দ লাভের অধিকারী হয় না, কিন্তু সে সুধার
স্বাদ ক'জনে পেয়েছে ? আর কাকেই বা সে সুধা নিরাপদে
সন্তোষ ক'রতে দিয়েছে ? সন্তোষ ক'বতে দেওয়া দূবে থাক, সুধা
প্রাপ্তির আশায় যদি কেউ তোমার প্রেম-মাগরের কূলে গিয়ে
দাঁড়ায় তুমি ত কেই অমনি মায়াতবঙ্গের কুটীণাবর্তনে ফেলে
আত্মহারা ক'বেছ । তবে যে মহাত্মা সে গাবর্তনে পড়েও আত্মহারা
না হ'য়ে পবনাত্মারূপী বাম কোধ না হে ব'লে আর্জুনাদ ক'রেছে,
আত্মারামে আত্মোৎসর্গ ক'বে তন্নয় হ'য়ে জগৎসয় বামরূপ দেখতে
শিখেছে, তাকেই দয়া ক'বেছ । তার কর্মের অবসাদ গিয়েছে,
মর্মের বিষাদ গিয়েছে, তোমার অনন্ত প্রেমের শাস্তির প্রসাদলাভে
পবিত্র হ'য়েছে । আর সেই সুখ পেয়েছেন ব'লেই—শুকদেব
সংসারবিরাগী, নারদ যোগী—শঙ্কর সর্বভোগী, প্রেম অনুরাগী
বিরাগী ভিন্ন ও সুধাব সাধ অন্তে কি জানবে ? তোমার পদের
মাংস আই বা কে বুঝবে রাম ?

গীত

কত গুণ আছে পদবাজীবে

যাব হৃদে তুমি বিরাজিবে, ভ্রান্ত জীব কি বুঝিবে,
তবেই বিরাগ উপজীবে, সর্বদ্য ত্যজিবে সে ময়্যাসী সাজিবে
যেজন তোমায় ভজিবে, প্রেমে মজিবে,
ভক্তিবলে মুক্তিসুধা সেই ভুজিবে
ভূষণের বন্ধ জীব কবে ম'য়া পরাজিবে,
হৃদযন্ত্র কবে বা বিবাগ বাজিবে ॥

রাম —মিত্র বিতায়ণ বড় আশা ক'রে, বড় আনন্দে যজ্ঞ দর্শনে এসেছিলে, একদিন য ব জন্ম সেই স্বর্ণ সৌধ কীরীটিনী লঙ্কাধামের রত্নভূষণ পবিত্রাঙ্গ ক'বে, পর্ণকুটীর আর কুশশয্যা সার ক'রেছিলে, যে কপটীক কপট সখ্যভাবে মুগ্ধ হ'য়ে তেগন পিতৃ পরায়ণ ধার্মিক বীরপুত্র তবদীপনের নিধন উপায় ব'লে দিয়ে সতীপত্নী সবমাব বক্ষে চিব ফুঃখের শেল বিদ্র ক'বেছিলে, সেই রামের—সেই মিত্র পুত্রঘাতী বাগের যজ্ঞে তোমার স্বহস্তে উদ্ধার কবা রত্ন নীতাকে বজ্রাসনে বজ্রভূষণে ভূমিতা দর্শন ক'বে মহানন্দে মহাযজ্ঞ পূর্ণ ক'রবে বাসনা ক'বেছিলে। তা না হ'য়ে বড় আশায় বড় হতাশ হ'লে। ছুরাত্ত রাম অনেকদিন তোমাদের সে তামসতার মূর্খত্ব ছেদ ক'বেছে; আমাব আনন্দের অশমেধ যজ্ঞে যোগদান ক'বে আনন্দ উৎসব ক'রতে হবে ব'লে তোমাদের যজ্ঞদর্শনে নিমন্ত্রণ ক'বি নাই, মিত্র হে। এ আমাব সুখের যজ্ঞ নয়, শোকের যজ্ঞ। অনুতাপ—এর যজ্ঞাগ্নি, অশ্রু-আছতি, জীবনান্ত—এব দক্ষিণ। আজ আমার সেই যজ্ঞের দক্ষিণান্তকাল সন্নিহিত জেনে এব বার তোমাদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ ক'ব ব'লেই আগমন ক'রেছি। মিত্র। আর কিছুই নাই—সব গিয়েছে। চিত্তেব—স্থিতি, হৃদয়েব—দৃঢ়তা, মনেব—শান্তি, উজ্জম, উৎসাহ, আশা, ভবসা, সব গিয়েছে। আছে কেবল কীট-কলুষিত শুষ্ক তরুর ন্যায় দেহ, আব তৈঃবিহীন নির্ঝাণোন্মুখ ক্ষীণালোক দীপশিখার ন্যায় জীবনমাত্র অবশিষ্ট। এ দীপ অচিবেই নির্ঝাণ হবে জেনেই একবার তোমাদের দেখব, জন্মের মত—চির জীবনের মত শেষ বিদায় গ্রহণ ক'ব, আন তোমাদের কাছে যে চিরঞ্জে ঋণী আছি, সেই অপরিশোধনীয় ঋণ হ'তে মুক্তি প্রার্থনা ক'ব ব'লেই আস্থান ক'রেছি। এনেছ—ভালই হ'য়েছে বৎস পরমোপকারী মারুতি। আজ বড় আশায় বড় হতাশ,

বড় আনন্দের পরিবর্তে বড় গম্ভীর হ'য়ে আগাকে তিরস্কাব ক'রছ ; কিন্তু বৎস । আর কাকে তিরস্কাব ক'রছ । রামকে তিরস্কাব করা কেবল শুষ্ক কাঠের উপর যষ্টি গ্রাহার করা মাত্র । মারুতি বে । এ দুর্ভাগ্য রামের কার্যসামান্য জন্ত অনেক কষ্ট — অনেক যন্ত্রণা । অনেক প্রাণান্ত প্রয়াস স্বীকার ক'রে মহাশ্বমেধ ক'বে বেখেছ । মিত্র বিভীষণ, সখা সুগ্রীব, প্রাণাদিক লক্ষণ, প্রিয় ভ্রাতা ভবত শত্রু তোমাদেব স্বঃ আমার অপবিশোধনীয়, এ দেহে—এ জীবনে আর তোমাদেব স্বঃ পরিশোধ হ'লো না, তাই যজ্ঞদর্শন উপলক্ষে তোমাদের সকলকে আহ্বান ক'রেছি, সকলে মুক্ত হৃদয়ে আগাকে স্বঃ হ'তে মুক্তিদান কর । আর এক কথা—আমার দেহান্তে সকলে দুঃখিত হ'ও না ; লক্ষণকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষেক ক'বে কিছুদিন অযোধ্যায় অবস্থিতি ক'বো, আমার জীবনের শেষ হ'য়েছে । বোধ হয় এই অশ্বমেধই আমার জীবনের শেষ কার্য । এক্ষণে এস উভয়ে আগাকে আলিঙ্গন দাও, আর এই রত্নহার—বহুমূল্য ব'লে নয়, রাজপ্রাসাদ ব'লেও নয়, কেবল আমার মরণের পর স্মরণের চিহ্নস্বরূপ—তোমাদেব চিব-পবিত্র প্রেমের প্রতিভূরূপে প্রদান ক'রছি, ধর আমার এই কণ্ঠের রত্ন কণ্ঠে দাবণ কর, (লক্ষণের হস্তদাবণ পূর্বক) আর এই হৃদয়-রত্নটি তোমাদের করে কবে সমর্পণ ক'রে দিচ্ছি, এটা যেন হৃদয় ছাড়া ক'রো না ।

বিভীষণ ।—রামহে । বড় আশায়—বড় উৎসাহে তোমার যজ্ঞদর্শনে নৈমিষাবণ্যে এসেছিলাম, কিন্তু আগাদের এত আশায় এমন হতাশ ক'রবে ; বিপুল বংশ ধ্বংস ক'রে বংশের জলপিণ্ড স্থল লোপ ক'রে যে গীতাকে অশোক বন হ'তে উদ্ধার ক'বেছিলাম, তুমি সেই সতীকে—সেই রক্ষকুল কমলাকে নির্ধর গিতা ক'রে—স্বখের অযোধ্যাকে অবণ্যে পরিণত ক'বে, নৈমিষাবণ্যে যজ্ঞা-

বস্তু ক'বেছ তা আগে জানুতেন না, জানলে আর তোমার
 সাধের যজ্ঞ বিষাদেব অশ্রু আভূতি দিতে আগুতেন না।
 তোমার যজ্ঞ দর্শনে এসে গীতানির্দাসন-বজ্রাঘাত হৃদয় পেতে
 নহ্ন ক'রলেন, রাক্ষস আর পশুর প্রাণ বড় কঠিন—ব'লেই
 এ বজ্রানলে প্রাণান্ত হ'লনা। কিন্তু সে বজ্র হ'তেও কঠিনতর
 বজ্র আবার প্রহার ক'বুজ কেন পড়ু। সীতা শোকে জীবন বিস-
 র্জন ক'বে। তাই এই অশ্রমেয় উপলক্ষে আমাদের সঙ্গে শেষ
 নাক্ষত্র ক'বে, শেষ বিদায় গ্রহণ, আর কি ঋণে বন্ধ আছে সেই
 ঋণ হ'তে মুক্তি প্রার্থনা ক'বে ব'লে নিমন্ত্রণ ক'রেছ ? এটাতুর্বা
 এ ছলনা, এ বঞ্চনা কেন বাস। তুমি আমাদের কাছে ঋণমুক্তি
 প্রার্থনা ক'বে, কিন্তু আমরা যে তোমাকে কোন ঋণে বন্ধ
 ক'রেছি তাই কিছুই জানিনে, তুমি কবে কার কাছে ঋণী আছ
 রাম ? এক লক্ষ্মণেব কাছে ঋণী আছ। তা ত জন্মান্তরে তাকে জ্যেষ্ঠ
 ক'বে স্বয়ং কনিষ্ঠরূপে তার ঋণ পরিশোধ ক'বে ব'লে প্রতিজ্ঞা-
 বদও আছে, আর আমাদের কাছে একটি গুরুদায়িত্ব, ত ও ত
 জন্মান্তরে পরিশোধ ক'বে স্বীকৃত ক'বেছ, আর এক ঋণী ভক্তের
 কাছে, তাদের কাছে ত ঋণ পরিশোধ না দিয়ে মুক্তি চাওনা,
 আর তারাও দেয় না, আগে মুক্তি না দিয়ে কবে কোন ভক্তের
 ঋণে মুক্ত হ'তে পেবেছ বাস। হিরণ্যকশিপু ঋণে নবহরি,
 বাবণের ঋণে জটাবকুল ধরা, পাতালে বলির ঋণে প্রহরী
 হ'য়েছ। কৈ তাদের কাছে ত এখনো মুক্ত হ'তে পার নাই।
 তবে আমাদেরকে ভক্তবলে দয়া ক'রেও যে এ ঋণ অপরিশোধনীয়
 ব'লে মুক্তি প্রার্থনা ক'রছ। তার কারণও আমি বুঝেছি, আমা-
 দিগে ত আর মুক্তি দিয়ে ভক্তের ঋণে মুক্তি হবার উপায় নাই,
 এ রাক্ষসাদিগের রক্ষদেহ, আর হনুমানের পশুদেহ চির-
 দিনই বহন ক'রতে হবে, মুক্তি দিয়ে মুক্তি গ্রহণের পথ ত

আগেই বোধ ক'বে রেখেছ, কাষেই আজ মেই জন্ম — “অপরি-
শোধনীয়” ব'লে আগাদের কাছে ধনমুক্তি প্রার্থনা ক'রছ। আবার
লক্ষ্মণকে আমাব হস্তে সমর্পণ ক'বে ব'লছ, “এই বড়টি দিয়ে চন্ডেম
সম্পদ হৃদয়ে হৃদয়ে রেখ” এ চলনাই বা কেন রাম, লক্ষ্মণ
যে কি রত্ন, কোন্ রত্নাকরের রত্ন, বিভীষণ কি তা জানে না?
ক্ষীরোদ-বত্নাকরেব অমূল্যরত্ন নীবদ বত্ন বাগরত্নেব হৃদয়ের ধন।
কোটি কোটি যোগী ঋষিগণ অনশন ব্রতে ভীষণ অগ্নিবাশি মধ্যে
অনন্ত সমাধি যোগে যার অস্ত্র পান না, ক্ষুদ্রমতি বিভীষণ মে
রত্নের যত্ন কি জানবে প্রভু! আবার একটি রত্নহার মধ্যভাবের
প্রতিভুরূপে উপহার প্রদান ক'রলে, রত্নাকর সাগরমধ্যে যার
বাগ, যে ঐ রাগরত্নাকরেব দাগ, তাকে ও বত্নহার উপহার কেন?
দাও—যদি প্রতিভু প্রদান ক'রবে, তবে প্রভু তেগনি প্রতিভু
দাও, একবার যেমন প্রভু পশুপতিকে প্রতিভু প্রদানচ্ছলে আলি-
ঙ্গনদানে যুগলঞ্চে যোগ হ'য়ে হব-হরি মূর্তি ধারণ ক'বেছিলে,
তেগনি ক'রে একবার প্রতিভুচ্ছলে আলিঙ্গন দাও, আমি পাপ
রক্ষদেহ পরিত্যাগ ক'বে মোক্ষধামে রাম-অঙ্গে লীন হ'য়ে সকাশ
সামুজ্যপদ লাভ করি, আর বিভীষণেব সর্বস্বধন ঐ জীবৎ-লাঞ্ছিত
স্বরাশ্রব বাঞ্ছিত পদের রত্নকণা মস্তকে প্রদান কর, আমি ঐ ভূষণ
শিবভূষণ ক'বে দন্ত হই। আর না—বাম আব বঞ্চনা ক'বোনা,
অচিন্ত্য রূপ। মতিভ্রান্ত জীবে কে কবে তোমাকে চিন্তে পেরেছে
রাম।

গীত।

তোমায় কে পারে চিন্তিতে হে রাম দয়াময়।

মায়ায় মোহিত জীব সমুদয় ॥

ভুগি পুরুষ কি প্রকৃতি তোমার আকৃতি কেমন,

(ধব) কখনো বিনাট মূর্তি কখনো বামন,

২৪.

যখন বাসনা যেমন রূপ ধবাহ তেমন,
তুমি মনোগম্য রূপে রাম হে ব্যাণ্ড ভুবনময়

তুমি মংগুরূপে লুপ্ত বেদ করিলে উদ্ধার,
আবার কুম্ভরূপে পৃষ্ঠাপবে ধব ধবাতাব,
তুমি ববাহরূপে, নাশ দম্বজ ভূপে,
কভু নরহবি রূপে হরি স্তম্ভে হও উদয়

জানি যুগ-অবতার দশ তোমারি স্বরূপ,
আব র, তোমাতে প্রকাশ দশমহাবিদ্যারূপ,
তুমি শক্তিরূপে সব, সৃষ্টি প্রসব কেশব,
তুমিই মহাকাল রূপে ধবংস কব সমুদয়
কর কখনো অনন্ত মনে ক্ষীরাদে মন,
কভু পাতালে কপিল রূপে ধ্যানে নিমগন,
কভু অনন্তে শয়ান, কভু বটপত্রে স্থান,
তুমি কভু সাধ্য কভু আত্মসাধনে ভগ্নায়

মণিপুর অনাহত আজ্ঞা প্রাধিষ্ঠান,
বিষ্ণুকাপি মহাপণে তুমি অধিষ্ঠান,
ষড়চক্র ভগবান, তব শক্তি বিদ্যমান,
মূল প্রাধারে কুণ্ডলিনী চক্রে মগন নিদ্রায়

তুমি চতুর্দলে লিঙ্গাকার স্বয়ম্ভু স্বরূপ,
প্রাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠান তব মহাবিশ্বরূপ,
মণিপুর চক্রে বাম, ধব মহারাজ নাম,
তুমি অনাহতে মহেশ্বর ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়

যার বিষ্ণু ষোড়শ দল বিষ্ণু যার নাম,
সদা সদাশিব রূপে তথা ব্যাণ্ড তুমি রাম,
আজ্ঞাচক্রে বিশ্বরূপ, তোমার জ্ঞান ময়রূপ,
সহস্রারে পরমহংস তুমি বিশ্বময়

ধব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বামহে অনন্ত কায়ায়,
সদা শ্রান্ত জীব অনন্ত তব অনন্ত মায়ায়,
সম্পদ স্বজন জায়ায়, মুক্ত রেখেছ যাঁহায়,
তোমার শ্রীপদ ছায়ায় সেই পেয়েছ আশ্রয়

আমি ভবসিদ্ধ তব্বারে লইলাম শরণ,
শেষে অকূল সিদ্ধুমাঝে স্থান দিলে নারায়ণ,
দিয়ে রতন কাঞ্চন, ওহে শ্রীবৎস নাঞ্জন,
আর কত বা বঞ্চন বাম কবিরে আমার

এ সব রত্ন অলঙ্কার আমার যাবে না মনে,
এখন ঐ পদ-সরোজ বজ্র দাও বিভীষণে,
অস্ত্রে ঐ ভূষণে, শ্রান্ত অহিভূষণে,
হবে তুমিতে একাণ্ড বামহে শ্রীশ্রীশ্রী

হনুমান — ধন্য বিভীষক! ধন্য তোমার বামভক্তি। শুভক্ষণেই সর্বস্ব ত্যাগী হ'য়ে বাম-প্রেমে বৈবাগী হ'য়েছিলে, শুভক্ষণেই রামভক্তির অতল সাগরে প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলে। তুমি যথার্থই রামভক্ত, রাম যে কি বস্তু, জগৎপ্রাণ বাম, আত্মার স যে কি ধন, তা তুমিই জেনেছ। আমি বনের বানর—যেমন তেমন নয়, একটু গোটা বানর, বুদ্ধিতেও তদনুরূপ মোটা, আমি বামকে কেমন করে চিন্বে। লোকে বলে পুত্র-কলত্র, সংসার সম্পদ মায়া মমতা, গৃহবাস, সব পবিত্যাগ ক'বে চীরবাসধারী ফলমূলহারী হ'য়ে সন্ন্যাস গ্রহণ ভিন্ন পরমার্থলাভের অধিকারী হয় না। তবে আমি এমন পবমার্থ হাতে পেয়ে চিন্তে পা'রলাম না কেন! আমি ত একজন অকৃতদার, প্রকৃত সন্ন্যাসী,—স্বজন, মিত্র, সংসার, সম্পদ, গৃহ আশ্রম কিছুই নাই। আমার আহার বনফল আর বৃক্ষ পত্র, পবিধান বকুল মাত্র, সন্ন্যাসীরও কদাচিৎ পর্ণ কুটীর আর পানপাত্র কমগুলু থাকে। আমাব পানপাত্র দধি বদন, আব আশ্রয় বৃক্ষ.

শাখা । তবে ভজের কথা রাখেব নয় হলে না কেন ? রম ।
আমি বনের বানর নিতান্ত মূর্খ, স্মৃদ্ধ স্মৃদ্ধ বিচারে অধিকার
নাই তাই বর্তমানের কার্য্য মাত্র দেখে—পরিণাম চিন্তা না ক'বে
তোমাকে দুর্ভাগ্য ব'লেছি, লক্ষণকে ভিরঙ্কার ক'রেছি ক্ষমা
কবো ও ভু এখন এই প্রার্থনা এমনধারা ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্যশূন্য
আত্মহারা ক'রে পাপ পক্ষে লিপ্ত ক'বো না দেব বশিষ্ঠ । দেবর্ষি
নারদ সকলেই শিশুবুদ্ধি পশুকে ক্ষমা কবো । আব আমাব
মা জানকী সেই বনুকুল-কমলাব কত দিনে দেখা পাব বলুন ?

বিভী —হনুমান । যার কার্য্য তিনিই তোমার সে আশা পূর্ণ
ক'রবেন

রাম দেব বশিষ্ঠ যজ্ঞের সঙ্গল ত সমাধা হ'লো, এক্ষণে
শত্রুঘ্ন-রক্ষিত যজ্ঞাশ্রম প্রত্যাগমনেব ওতীক্ষায় কালবিলম্ব মাত্র
সকলে চলুন অন্যান্য কর্তব্যকার্য্যেব উদ্যোগ কবা হ'ক ।

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

গঙ্গাতীরস্থ তপাশ্রম ।

লব, কুশী ও সত্যানন্দ, জানানন্দ প্রভৃতি ঋষি-বাণকগণের প্রবেশ

সত্যানন্দ —গাও দেখি ভাই । দুইজনে সমস্ববে,

বীণায় মিশায়ে সুর, বাগশূর-গীতি

জানানন্দ —গাও ভাই কুশী বড় ভাল বাসি,

শুনিতে মধুর গীতি

জননীর কাছে, নেচে নেচে নেচে,

গাইতে যা নিতি নিতি ।

লব — এস কুশী ভাই, দুই জনে গাই,

বীণার সঙ্গেতে মিগ য়ে তান

কুশী ।— গাও দাদা তবে, মনের উৎসবে,

রান-গুণ-গীতি মধুব গ ন

মত্যানন্দ — পব মালা গলে, পবাইব বলে,

বন ফুল তুলে গেঁথেচি মালা,

আয় দেই পরাইয়া

(তথ কর)

জানা — তুলিয়ে মঞ্জুবী, ক বেছি অঙ্গুবী,

মুণালে রচন ক'রেছি বালা,

কনে দেই জড়াইয়া

(তথাকরণ ।)

মত্যা — তুলে ফুল বনে, গাঁথিয়ে যতনে,

মুগল রতনে পড়াই মালা .

জানা — নেচে নেচে ভাই, এ বন নির্জনে,

দেখানা দুজনে বাগেব খেলা

লব ।— না দেয় খেলিতে কুশী সর্বদা চঞ্চল ।

মত্যা ।— শিখেছ যে সব বাণ মূনিব নিকটে,

ধাবিয় ময়ের মনে প'তল ভুবনে,

জাহ্নবীর কাছে ভাই শিখেছ যে সব,

অপূর্ব বাগেব খেলা খেল দুই জনে,

দেখি মোরা . বড় সাধ সে খেলা দেখিতে

বাগেতে জলদ স্রাষ্ট কবিয়া গগনে,

ঢাকি রবি-কর-জাল, নিবাবিতে যথা,

প্রাথর তপন তাপ । তাপিত হইয়া,

অমিতাম যবে সবে বন-বনাস্তবে,

পক্ষ ফল লক্ষ্য কবি উচ্চ স্বক্ষ শিরে,
 নিষ্ক্ষেপ কবিতা বাণ দিতে ফল পাড়ি ।
 পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়া কেশরী-শাবকে,
 কেশে ধরি আনি কত দেখাতে কৌতুক,
 খেল সেই খেলা দৌছে দেখি মোবা হবে
 লব ।—দেখিবে মেঘের সৃষ্টি করিব আকাশে । (অস্ত্র নিষ্ক্ষেপ)
 কুশী ।—(অস্ত্র নিষ্ক্ষেপ)
 লব ।—ঐ দেখ কুশী দিল উড়ায়ে বাতাসে ।

ভাল কুশী । নিব দেখি আলিঙ্গু অনল (অস্ত্রক্ষেপণ)
 কুশী —(অস্ত্রক্ষেপণ পূর্বক) ঐ দেখ হ'লো মেঘ, ঐ এলো
 জল

জ্ঞানানন্দ ।—আমরা ভিজ্জে মরি হবে ।
 কুশী —আগি নেচে নেই তবে (নৃত্য কবিত্তে করিতে) ছুও
 দাদা হেরে গেল

লব —বটে আগি হাবিলাম, কৈ চল দেখি,
 কে পাবে ধরিতে আগে দৌড়িয়া পশ্চাতে,
 পলাইত যুগশিশু ঐ—দেখ ধব ।

(উভয়ের দৌড়িয়া গমন)

কুশী —(নেপথ্য হইতে) ধবেছি ধবেছি, আগে আগিই
 ধরেছি ।

(উভয়ে যুগশিশু কোলে করিয়া প্রবেশ পূর্বক)

লব —(মুনি বালকগণের প্রতি) কে ধরেছে আগে যুগ ?
 সত্য বল তোরা ।

কুশী ।—ওরা কি বলিবে ? আগে ধরিয়াছি আগি ।
 বল যুগশিশু, কে তোরে ধরেছে আগে,

মত্য না বলিলে কিন্তু মারিব এখনি,
 বলিলি না মত্য কথা দেখ্ তবে মাঝি ।
 লব — তুমিই জিতেছ কুশী হাবিয়েছি আমি ।
 ছেড়ে দাও যুগশিশু পাইয়াছে ভয়
 চাহিছে সবার পানে চঞ্চল নয়নে
 কাঁপিছে আতঙ্কে, ওবে ছেড়ে দাও ভাই ।
 যাউক মায়েব কাছে নাচিতে নাচিতে,
 যথাকালে দৌহে মোরা না গেলে কুটীবে,
 কাঁদেন জননী মথা আকুল পবাণে,
 সেই মত কাঁদিতেছে জননী উহাব ।
 ছেড়ে দাও যাক্ চ'লে মায়েব নিকটে ।

(যুগশবক ত্যাগ)

মত্যানন্দ — ভাল কুশী এইবার গিটে যাবে গোল,
 পাড় দেখি পাকা ফল বাঁটা লক্ষ্য করি
 লব — বেশ কথা, কিন্তু ভাই পাকার সঙ্গেতে—
 কাঁচা ফল পড়ে যদি হার হবে তবে
 ঐ দেখ যক্ষশিবে পাতাব ভিতবে,
 একরঙে ঝুলিতেছে কাঁচা পাকা ফল,
 লক্ষ্য কর পত্র-বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া,
 বোঝা যাবে স্থিরলক্ষ্য কান কতদূর ।

কুশী — বড় শক্ত কথা এত । দেখ পাবি কিনা,

(লক্ষ্য স্থির করিয়া)

কেমন তবে পাড়ি ?

জানা — আমি আঁচল পেতে ধরি,

(অঞ্চল বিস্তার ও ফলপতন)

লব ব'লে'ত ক'টখ' রক্ত পাড়িয়াছ ফল
 সত্য বটে, কিন্তু কুশী হয় নাই তো'র
 স্থির লক্ষ্য, দেখ রক্ষশাখে, কাঁচা ফলে,
 লাগিয়া আঘাত কত বাবিছে নির্যাস ।

কুশী — যাও দাদা তুমি কিন্তু বড় মিথ্যাবাদী,
 কোথায় লেগেছে ফলে বাণের আঘাত ?

লব — লাগে নাই কাঁচা ফলে বাণের আঘাত ?
 থাকে চক্ষু—দেখ দেখি চেয়ে রক্ষপানে—
 সত্য কিন ? দেখ ভাই তোমবাও হবে
 আমিই মিথ্যাক কিবা কুশী মিথ্যাবাদী

কুশী দাদা । মিথ্যাবাদী তুমি বলিলে আমারে,
 থাক তুমি মাব কাছে বলিব এখনি,
 মিথ্যাবাদী ব'লে দাদা কাঁদায়েছে মোরে

(কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণ ও মীতাদেবীর কোলে বসিয়া
 এবং গঙ্গার সহ পুনঃ প্রবেশ)

মীতা । কেন লব কাঁদে ছে অবোধ কুশীবে ?
 ছোট ভাই আছে কিরে কাঁদাতে উহাবে,
 দেখ দেখি কেঁদে আঁখি ফুলেছে বাছাব,
 শুকায়েছে চাঁদ মুখ দেখে বুক ফাটে,
 দুঃখিনীর ধন তো'বা দুঃখেতে পালিত,
 দেখিয়ে তো'দেব মুখ, আঁধার কুটীরে,
 জুড়াই প্রাণেব জ্বালা হাসি হাসি আসি,
 মা ম ব'লে যবে তো'রা ডাকিস্ দুজনে
 দেখিলে মলিন মুখ কাঁদে'রে পরাণ,
 মনের আগুন মোর ওঠে'রে জ্বলিয়া ।

তাই বাপ কবে ধ'রে নিষেধি তোদের,
 কথা বাথ, ভাই ভাই ক'বোনা বিবাদ ।
 লব —কিসেব বিবাদ গাগো । কুশী ছোট ভাই,
 তোমাব স্নেহের ধন, আগাব কি নয় ?
 না খেয়ে খাওয়াই ওবে ক্ষুধিত দেখিলে,
 পত্রপুটে আনি জল তুষাব সমস,
 বনাই ব্লক্ষেব তলে আঁচল পাতিয়া,
 রতনে ব্যজন করি এবৌন পল্লবে,
 স্নেদবিন্দু যদি কভু দেখি চন্দ্রাননে
 হারে কুশী । বাগ কি ক'বেছ ভাই তুমি ?
 খেলিতে খেলিতে যদি ব'লে থাকি কিছু,
 আছে কি কবিত্তে বাগ, —আয় কোলে কবি ।
 (কোলে লইতে কর প্রসার)

কুশী —কে ধ'রেছে যুগ, আগে বল মাঝ ক'ছে ।

লব । —তুমিই ধ'রেছ যুগ, পাড়িয়াছ ফল,

তুমিই জিতেছ ভাই হা বিয়াছি আগি

সীতা —কিসেব হাব জিত লব ?

কি খেলা খেলেছ আজ বনে ?

লব —দেখিতে বাণেব খেলা চাহিল সকলে,

তাই সৃজিলাম মেঘ গগন ঘেরিষে ।

কুশী । —আগি মা পবন-বাণে দিয়েছি উডায়ে

সীতা —বেশ ক'রেছ । —তার পর ?

লব । —তারপর অগ্নিবাণে আলিছু অনল

কুশী —বরুণ-বাণেতে আগি নিবানু সকল

সীতা —তবে ত সকল অস্ত্র শিখিয়াছ কুশী ?

কুশী —দাদার অপেক্ষা আগি শিখিয়াছি বেশী

সীতা —তা-ত শিখবেই টাঁদ—সোনা ছেলে ভুগি
 ক্ষুধায় মলিন মুখ হ'য়েছে দৌহার,
 চল বাপ, কা'ল আবার আসিবে খেলিতে ।

কুশী —(সঙ্গীবালকগণের প্রতি)
 যাই ভাই গার সঙ্গে, এসেছেন নিতৈ,
 আসিব খেলিতে কা'ল, চলিলাম আজ
 (সীতার কোলে আবোহণ)

(দ্রুতগতিতে জনক বালকের প্রবেশ)

বালক।—আয় কুশী লব, আয় ভাই লব,
 দেখ'বি যদি আয় বে ভবা ।
 বড় চমৎকাব, এলো জানোয়াব,
 নাম না-কি তাব শুনলেম ঘোড়া ।
 দেখলে পবে লাগে ভয়,
 বাঘের মত শাস্ত নয়

কুশী —তবে মা আমরা বাবনা এখন,
 ছেড়ে দাও—বনে দেখিগে ঘোড়া

লব —অবোধ কুশী ধ'রেছে কোট
 দাও মা বিদায় আস'ব ভরা

সীতা । —(স্বগত) কথা শুনে বাছাদের ফেটে যায় বুক ।
 কোটী কোটী অশ্ব গজ রতনে ভূষিত—
 সাজে সদা পশুশালে যার জনকের,
 বিবিধ বিচিত্র অশ্বে আবোহণ কবি,
 ভ্রমে সদা শত শত কিস্কর যাদের,
 ঘোড়া দেখিবারে আজ ব্যাকুলিত তারা,
 এহ'তে বিধির বাদ আব কি অধিক ।

লব — নীরবে যা কি ভাবিছ, দাও অনুমতি !
 ঘোড়া দেখিবারে যাই কুশীবে লইয়
 মীতা । — বড় অভাগিনী আগি, দুঃখিনী'র ধন
 করিতে নয়ন ছাড়া না চাহে পরাণ
 বড়ই অশান্ত কুশী তাই ভয় মনে,
 বিপিনে বিরোধ পাছে ঘটে কারো মনে

লব — হউক অশান্ত কুশী, চিন্তা কি তোমার,
 আগি ত আছি মা সঙ্গে—দাও অনুমতি ।

কুশী — না-ই সঙ্গে থাক দাদা তাতেই কি ভয়
 বিবাদ কবিবে যে মা, তাকেই মা'বির

মীতা — এই মোর মহামন্ত্র মৃত্যু মঞ্জীবনী !
 প্রবোধে'র বাধ মো'র দুঃখে'র সাগরে ।
 হতাশ মরতে এই আগার তটিনী ।
 এই দেখে চেপে বাখি মনে'ব আগুন
 সিংহের কুমার আজ শিবা-শিশু মগ,
 পালিত অনন্ত দুঃখে । নাহি জানে মনে
 কাহার সম্ভান মো'র জনম কোথায়
 তথাপি হৃদয় মন পূর্ণ নিরন্তর—
 সিংহের স্বভাবমিষ্ট, সদ বীরভাবে

(কুশী'র প্রাতি)

কুশী যদি নিতান্তই না যাবি কুটীরে,
 দাদা'র সঙ্গেতে তবে যাও খেলিবারে,
 দে'খ যেন কারু সহ ক'র না বিবাদ—
 অকা'বণে , দুঃখিনী'র ধন তোরা দৌছে ।
 দুঃখীর মতই থেক, কি কাজ বিবাদে ?
 আয় কুশী । আয় লব বেঁধে দেই করে

বক্ষাসুত্র কুলদেবে পূজি ভক্তিভাবে,
 অ' নিয়াছি বিপদের পরম ঔষধি .
 নিবাপদে রবে সদা প্রসাদে ইহার
 (বক্ষাসুত্র বন্ধন করিতে কবিত্তে)
 যদি বাপ হও দোঁহে সতীৰ সন্তান,
 বতি মতি গতি নতি যদি পতি-পদে—
 থাকে মোর , কায়মনে পূজে থাকি যদি,
 সতীৰ সর্লক্ষ্মণ পতি-পদ কভু
 কদাপি না পরশিবে বিপদের ছায়া,
 সর্লক্ষ্মণী হবি তোবা মো'ব আশীর্বাদে
 সব — চিন্তা কি মা । পদধূলি দাও তামা দোঁহে,
 সতীর সন্তান মোবা, কারে কবি ভয়
 কুশী আজ যদি কারু সঙ্গে ঘটে মা বিবাদ
 দেখিবে শিখেছে কুশী কত অস্ত্র তবে
 গীতা ।—(কুশীর চিবুক ধবিয়া)

ক'বোনা বিরোধ যাকু । নির্দে যীব সনে ।
 শিখিয়াছ অস্ত্র শস্ত্র হ'য়েছ দীক্ষিত,
 বীৰত্বে, বীৰকার্য্যে হওনা বিমুখ
 নির্দে'ষীরে দণ্ড হেন দিওন' কদ'পি
 (করপুটে) সর্ল শুভক্ষরী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,
 দানবদলনী দশভুজে দয়াময়ী
 ক'রে দয়া ছুঃখিনীর কুমার যুগলে,
 সঙ্কটে পড়িয়ে যদি কভু সকা'তবে,
 মা মা ব'লে কাঁদে দোঁহে বিজন বিপিনে,
 কাতব দেখিয়া কোলে ক'বো কাত্যায়নী ।
 উদ্দেশে ম'পিছু পদে অনাথ যুগলে

গীত

কাতরে, মা তোর, ডাকিগে সর্বাত্মক সর্বমঙ্গল
সঙ্গেটে নাহী, বৈথ কৃপা কবি, কাতরা কিঙ্করী কুমার যুগল।
নীলকণ্ঠপ্রিয়ে, নৃমুণ্ডমানিকে, নাগেন্দ্র পবিত্রে, নগেন্দ্র বালিকে,
কৌশিকী-কালিকে, কপালমালিকে, প্রপন্নপালিকে প্রসীদ অকুলে
অঞ্চলের নিধি যুগল শুকতারা, সংসারের সম্বল নয়নের তারা,
মা বিনে যে তাবা জানেনা মা তাবা,
তাই সঁপিলাম তাবা, তোব পদকমলে

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃষ্ট

১ম — তপোবনস্থ অপরাধ

(অশ্ব বক্ষকদ্বয়ের পবেশ)

১ম — ভূই পেইলে অয় ভাই, পেইলে অয়। কড়া নেইলে
দিয়ে মজা দেখছে ছেড়া ছুট এসে ঘোড়াটাকে তেইড়ে
ধরে নিয়ে গেল। কাজ কি বাবা পবের দায়ে নাস্তা নাবুদ
হ'ওয়ায়। আত্মাবল হ'তে বেইরে আনবার কাছে মাথায় উপর
টীকটীকয়ে ছেল বাব ছুট কি ছেলে গো গর কোনো পুরুষে
ছেলে নয়। আদত বাজে ভরা মেঘের বাচ্চা, আচ্চা ভাই। নোকে
বলে ম্যাগে শালপ ত খায়—আর অভ্যার হাগে, এ শালাব
ম্যাগের বাচ্চা ছুট বনে শালপাতা খেতে এসেছেল—লয় ?

২য়। — আরে শালা। ওকি মেঘের বাচ্চা, নীল মানুষের ছানা
আচ্চা শক্তি বটে। ঘোড়ার কপালে লোকন খ না যাকন পড়েচে
তেকুনি এসে ধবেচে ছোট ছোড টা যেন কেউটের বাচ্চা।

নেউটে আগাম এসে খপ ক'বে ল গা। চেপে ধবধো, শেষে নত।
পাতা দিয়ে ঘোড়াটাকে গাছের সাথে বেঁধে তীব্র ধেনুক নিয়ে
রুকে ডাডাল, বুকের পাটা কত আচ্ছ ভাই। ও ন্যাকনটায় কি
ন্যাকা আছে বলতে পারিস ?

১ম —ওবে শালা, ঘোড়ার কপালে ন্যাকা যাই থাক, নিজের
কপালে কি ন্যাকা আছে আগে তাই ভাব। এখনি ছোট কত্তা
এসে ঘোড়া না দেখতে পেলে ছু'জনকেই মেরে গোহাড় বার
ক'রে দেবে

২য় —আঃ মাব্বে ৩ মনি ৩ মেসা অর কি ! এখনি
এসে ঘোড়া দেখে দেবো, থাকে ক্ষ্যামত কেড়ে নেবে, মোদের
মাব্বে কিসেব লেগে ?

১ম —তা বই কি ঘোড়া ঢুকল—বনে, খাবে ছুট মেখেব
ছানায়। শালপাতা খেয়ে অভ্যাব হ'গে—ঘোড়া খেয়ে গোহাড়
হেগে কুড় ক'রবে আমবা দেখে দিয়ে খ লাস। ঐ রে—ঐ—
ছোট কত্তা আসচে।

২য় —এঁরা আসচে ছোট কত্তা আসচে ? আগারও যে
বড় কত্তা দেখা দিয়েচেন বুজি কাপড়ে চোপড়ে হ'ল।

(*ক্রয়ের প্রবেশ)

*ক্রয় —কইলে অগ্ন-পালদ্রয় যজ্ঞ-ভুবঙ্গ কোন্ দিকে গেছে ?
এইত আমাব অগ্রে অগ্রেই তপোবনে প্রবেশ ক'রলে, তোবা বুঝি
মঞ্চে ছিলিনে ?

দ্বিতীয় —দোহাই কত্তা মাইবি মোবা,
একবারও নই মঙ্গ ছাড়া,
যেমন বনে ঢুকলো ঘোড়া,
কোথায় থেকে ছুটো ছোড়া —
ঠিক যেন গো মেখেব চাবা

তাড়িয়ে এসে ধবলে দড়া,
যেমন ধবা তেমনি কাড়া,
মেলান্স একটা বাঘা তাড়া,
তাড়ায় কি বাপ্ ডবায় তাবা ?

* ক্রয় কি বলিলি অশ্বপাল । তপোবনবানী—
ধবিল ছে যজ্ঞ-অশ্ব বালক যুগলে ?
জ্ঞানহীন অবোধ বালক, নাহি বোঝে ভবিষ্যৎ
সে কাবণে দৌছে বুঝি হ'য়েছে সাহসী—
ধবিলে যজ্ঞের অশ্ব । ভাল অশ্বপাল,
ক'বেছ কি কোনরূপ কটু উক্তি কেহ
বালক যুগল প্রাতি ?

১ম — বোধ হয় ঋষিপুত্র তারা
কত। ইষিপুত্র নযণে তাবা,
কালো কালো মেঘেব চাবা,
শোন নাই কি কালো মেঘে,
শালপাত খেয়ে অভ্যার হাগে
ঘোড়া খাবে বাগে বাগে
রা'শ ক'বে গোহাড় হে'গে
আমুছে কত ঐ দেখনা,
ঐ—সেই ছুটো মেঘের ছানা

(লব ও কুশীর প্রবেশ)

২য় — ও বাবা লক্ষ্মী ছেলে ।
ঘোড়াটা কেন দাওনা খুলে,
কেন বাবা এ কস্মভোগ,
কাদালের ছেলের ঘোড়া বোগ

১ম — এখন ধরুলে ঘোড় বোঁগে,
 শ'গ'গিব বাবা যাঁবে ভুগে ।
 বেঁধে বেখেছ গাছের তলে,
 ব'ল যদি ত আনি খুলে

শত্রু — কহ বৎস কে তোমবা, কাহার নন্দন ?

লব — যে হৈ সে হৈ মোবা, ধ'বেছি যজ্ঞের ঘোড়া
 পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন ?

শত্রু । — অশ্বশিবে জয়পত্র দেখ নাই প'ড়ে ?

লব — আগে তা দেখেছি প'ড়ে, ধবিযাছি তাব পবে,
 তোমাব ললাট লিপি পড়িবার তবে

শত্রু — বালকের এ স'হন উপযুক্ত নয়

লব । — সতীত্ব সন্তান কবে কাঁবে কবে ভয় ।

শত্রু — তবে কি সহজে অশ্ব দিবে না ছাড়িয়া ?

কুশী । — ভিক্ষা চাও, — মাগ ক্ষমা, মিনতি কবিয়া

১ম — ও বাবা এটার যে আজে পা দেবাব যো নাট গো ।

শত্রু — শুন বৎসদয় নাহি দিলে পরিচয়,

ধর্মপুত্র অনুমানি করিয়াছি ক্ষমা—

বার বাব, কিন্তু আব না করিব ক্ষমা,

নাহি উপেক্ষিব কভু বালক বলিয়া

বালকের কোমলাঙ্গে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত

অপৌরুষ বীৰকূলে, তাই সহিতেছি—

পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র মুখে কটু উক্তি এত ।

লব — না হবে সহিতে আর, ক্ষণেকের পবে,—

ভুলিবে সকলি, কবি ধবা-শয্যা-সার

শত্রু । — কি বল সম্মত করি পশিবে সমরে ?

লব । — সতীর চরণধূলি ধরিয়াছি শিরে

শত্রু — পদবজে হয় কিরে সময় বিজয় ?

লব — মাতৃ আশীর্বাদে বণে জিনিব নিশ্চয়

শত্রু — বিলম্ব কি এস তবে হও ব্রতী রণে,

কুশী — থাক দাদা আমি ওবে নাশি একবাণে

[কুশীর সহিত যুদ্ধ কবিত্তে কবিত্তে প্রস্থান

নিকষার প্রবেশ

নিকষা — হয়েছে সময় হয়েছে । নেব— আজ প্রতিশোধ
নেব । আমি নিকষা— রাবণের ম' নিকষা যে রাবণ সোনার লঙ্কায়
রাজ্য ইন্দ্র, চন্দ্র যাব দুয়ারে বাঁধা, লক্ষি লক্ষি বেটা— লক্ষি লক্ষি
নাতি । সেই রাবণের মা আমি । আর কেউ নাই— সোনার লঙ্কা
শ্মশান হয়েছে । বেটা পুত নাতি সব গিয়েছে— চক্ষে দেখেছি—
প্রাণে সংঘেছি বাজেব চেয়ে বাজের অ ষাতি বুক পেতে ধরেছি ।
প্রতিশোধ নেব বনে আজ তার সময় হয়েছে, মরবে— সব
মরবে । আমার বংশ,— সোনার বংশ যে ছারখার করেছে,
আমার স্মৃতি হাট যে ভেঙ্গে দিয়েছে— আনন্দের হাটে আগুন
দিয়েছে, সে মরবে । এই সিঁদূর পাতালে মহীরাবণের যবে
ছিল,— ভদ্রকালীর মন্দিরে ছিল, যত্ন কবে বেখেছি— কোটা ভরা
সিঁদূর অঁচলে ঝেঁপে রেখেছি ছেলে ছুটোকে পসিয়ে দেব,
গায়ে বল পাবে,— শিবের শক্তি পাবে আর সব মাঝে সব
মাঝে আমার মনের ক'লী যাবে ! বেশ হয়েছে । হিঃ হিঃ হিঃ
কি মজা । কি মজা ॥

[ভজি ক্রমে প্রস্থান ।

লব ও কুশীর প্রবেশ

কুশী । — আমাবই বানে মবেছে— নয় দাদা ?

লব — হুঁ তোমাবই বাণে— তুমি বেশ যুদ্ধ শিখেছ

নিকষাব পুনঃ প্রবেশ.

নিকষ। —বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে ।
 ছোট ভাইটে আগে মবেছে ।
 ফলুক—ফলুক বিধিব লেখা,
 মরুক ভরত বামা লখা
 বংশ নাশ মোর করলে যে,
 নির্কংশ হ'ক সে
 ঐ এসেছে ছেলে দুটো,
 আঁচল হ'তে খুলে কোটো
 পরিয়ে দিইগে সিঁদূর ভালে,
 রামা লখাকে মারবে ছেলে,
 যেমন রোগ তেমনি ওঝা,
 হিঃ হিঃ হিঃ কি মজা !
 (ভঙ্গিক্রমে লবকুশেব নিকট আগমন)
 আয়, আয় আয়বে দৌড়ে,
 এনেছি সিঁদূর কোটা ভবে,
 দিই পরিয়ে কপালে আয়
 শিবের শক্তি পারি গায়

[অলাটে সিঁদূর দান ও প্রস্থান

(ভবতের প্রবেশ)

ভরত — ওহো অসম্ভব কথা নাহি লয় মনে,
 অবোধ বালক এবং তপ-বনবাসী
 অনুমানি ঋষিপুত্র হবে দুই জনে
 তুর্জয় লবণ দৈত্য বিনাশি সংগ্রাসে,

বীরকূলে স্থিবকীর্তি বাখিল যে জন
সেই ভ্রাতা হত আজ শিশুর সংগ্রামে ?
ব ডবাগি নির্দোষিত সফরী ফুৎকারে ।
অসম্ভব অসম্ভব । বিধিব বিধান ।

২য় — ও কর্তা অমন ক'বে,
কি হবে আব ভাব্লে পবে,
মেবে ফেলগো যাক বালাই,
পুনকে শত্রু রাখতে নাই

ভরত । — তাপস কুমার দয়, কহ সত্য পবিচয়,
কাহার কুমার দৌহে কিবা নাম কাব ?

লব । — অম্ব পরিচয়ে আব কি কাজ এক্ষণে
ধনুর্কান ধরি রণে, পনিয়াছ যে কারণে,
তারি পরিচয় আগে হ'ক দুইজনে

ভরত — নবনীত বিনিদিত স্নেকোমল দেহে,
প্রহারিতে তীক্ষ্ণ শব নাহি সরে মন ।
হও যদি তাপস-কুমার, তবে ত্যজ বিসম্বাদ ।
যাও শিশু চলিয় স্বধামে —
শিখ গিয়া তপ-জপ যাগ-যজ্ঞ এত !
যুদ্ধ চর্চা নহে কভু ব্রাহ্মণের নীতি
একে ত এক্ষণে, তাহে শিশু স্নকুমার,
সাজেনা সমব সম্ভা তোমাদের মনে,
বালক, ব্রাহ্মণ, বালা অবধ্য সতত
লতা-পাশ-বন্ধ অশ্ব কবির মোচন,
জননী কোলে সুখে করগে বিশ্রাম

কুশী — শমনের কোলে আগে শোয়ায়ে তে মায়,
পরে জননী কোলে করিব বিশ্রাম

ভরত —বালকেন বাক্য বিধে জর্জরিত দেহ,
 কুশী —এ বিধে নিশ্চয় মৃত্যু নাহিক সন্দেহ
 ভরত —হেব সর্প । সম্মুখেতে গড়ুব তোমাব,
 কুশী —সম্মুখে মৃষিক-শিশু নাচিছে আগাব
 ভরত - উত্তপ্ত শোণিত স্রোত বহিছে শিরায়,—
 দহিছে সর্পিঙ্গ যেন ভীষণ অনলে
 কুশী —অমোঘ ঔষধ এই হের রথিবর
 এখনি হিমাঙ্গ হবে এ ঔষধ বলে ।

(অঙ্গভ্যাগ)

ভরত ।—তবেবে উন্মাদ শিশু । নাহিবক্ষা আব
 (অঙ্গ প্রায়ে গ)

কুশী —(অঙ্গ নিবারণ পূর্বক)—
 কে উন্মাদ বথিবর ।—
 এই শক্তি তোমার ?

(অঙ্গ প্রায়ে গ)

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ।

(নিকষার পুনঃ প্রবেশ)

নিকষা —বেশ হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে ।
 চারটে ছিল, দুটো গেল
 বেঁচে থাকবে দুটা ভাই
 বালাই নিয়ে ম'বে যাই
 ছিল সিঁদূর পাতাল পূবে—
 বেখেছিনু কোটা ভরে,
 দিয়েছি সিঁদূর পবিষে ভালে,
 থাকবি বেঁচে মায়ের কোলে,

লখা রামায় দেরে বলী,
 বুচে যাক্ মোর মনের কালী
 আমার বংশ নাশ্লে যে,
 নির্কংশ হ'ক সে,
 পূবাব আমার মনের আশা,
 তবে আম ব নাম নিকষা
 হা .—হা । —হা . —

[প্রস্থান

লব কুশীব প্রবেশ

কুশী ,— ও ভাই—ও ভাই—

এক বাণেতে ইনিও ত হৈ

এব ।—মেবে ফেলেছ ?

কুশী ।—হুঁ । আবার দু'জন জুটেছে । এস দৌড়ে এস

[প্রস্থান

নিকষার পুনঃ প্রবেশ

নিকষা —বেশ হ'লো, বেশ হ'লো

একটা—দুটো—তিনটে ম'লো

আমার মনের কালী গেল

বেঁচে থাকবে দুটী ভাই,

বালাই নিয়ে ম'বে যাই

ম'লো যুববাজ ম'বে রাজা,

হা-হা-হা কি মজা—কি মজা ।

(কুশীর পুনঃ প্রবেশ)

কুশী — বা বা ! বেশ একটা মুখ-পোড়া হনুমান মেরেছি
দাদাকে দেখাব

[আনন্দিত ভাবে ওহান

(রামচন্দ্রের সঙ্গে অঙ্গ নিষ্ক্ষেপ করিতে করিতে উভয়ের পুনঃ প্রবেশ)

রাম — প্রহাবো প্রহারে শিশু—

প্রাণপণে প্রহারো শায়ক—

পাষাণ হৃদয়ে মোব, সহি বুক পাতি

লব । কেন বধি ! নিরবে সহিবে বুকপাতি

উপজিল হৃদয়ে কি ভয় আচম্বিতে ?

রাম ভয় নয়, ভয় নয়, না পারি বুঝিতে,

হ'তে বণে অগ্রসর, খ'মে পড়ে ধনুঃ শর,

কে যেন কি দৃঢ় স্ত্রে টানিছে পশ্চাতে

লব . টানিছে আতঙ্ক স্ত্রে ভীরাতা তোমার,

কাজ নাই যাও ভ্রবা রণ তেয়াগিয়া।

বাম — যাব । যাব —

না করিব রণ

যাব রণ তেয়াগিয়া,—

কিন্তু চাহি পরিচয়,

কহ বৎস । কার পুত্র দৌছে

কোন ভাগ্যবতী সতী—

ধরিয়াছে গর্ভে হেন যুগল বতন ?

লব . সতী ব সন্তান মোবা বাস তপোবান,

নাহি জানি জনকের নাম

বাম । — পিতাব নাম জান না ?

কুশী । — না ।

রাম ।—জননীৰ নাম ?

কুশী ।—জননীৰ নাম “জননী” “মা” আগবাও বলি গা, আমাদেব গুৰুদেব ব’লি ক’ও ব’লেন, “ম” ক’জেই আগৰ’ জ’নি তাঁৰ নাম মা—জননী—মতী

রাম —তোমাদেব জননী কি করেন

কুশী —অত কথা কে তোমাকে বলবে মশায়

রাম ।—বলনা বাপ দুটো কথার উত্তর দিতে দোষ কি ?

তোমাদেব জননী—কি কবেন বল ?

কুশী ।—ক’ববেন আর কি—কাঁদেন ! খাওয়া নেই, ঘুমা নেই, আছে কেবল রাত দিন কাগ্না

রাম —কি ব’লে কাঁদেন ?

কুশী —আমাদেব সাক্ষাতে বড় একটা ফুকারে কাঁদেন না, কাছে না থাকলে চৈচিয়ে কাঁদেন, কাছে এলেই আবার চুপ করেন, সেই কাছে আস্‌বাব সময় যা শুন্তে পাই, দয়াগয়—প্রভু—রঘুনাথ, এম্‌নি এম্‌নি কত কি বলেন, আব চখের জলে বুক ভেনে যায়। আমরা কাছে গেলেই অম্‌নি চখের জল মুছে আমাদের কোলে নেন

লব —কুশী মা হয়ত কাঁদছেন, আব না চল ভাই কুটীরে যাই (বামেব প্রাতি) মহাশয় আগবা আপনার অশ্বের শিরে জয় পত্র দেখে যজ্ঞের অশ্ব ধ’রেছি, এখন আপনি যুদ্ধে জয়লাভ ক’রে অশ্ব নিয়ে গিয়ে আবদ্ধ যজ্ঞ পূর্ণ ক’রতে ইচ্ছা করেন কি ?

রাম —অশ্বমেধ—আজ আগাব শত অশ্বমেধ পূর্ণ ; আজ আমার শত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের—কোটি মহা যজ্ঞের যুগল কাম্যফল লাভ ক’রেছি। তোমরাই আমার কোটি মহাযজ্ঞের কাম্যফল, (স্বগতঃ) না না, জগতের কাছে পতিত হব। গীতা নির্কাসিতা,—অসতী অপব দে নির্কাসিত, সেই নির্কাসিতা

পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পুত্র ভাবে গ্রহণেও সমাজে পতিত হব,
হাঃ কঠোর রাজধর্ম

লব — অ'পনি যে দেখ্ছি দেখ্তে দেখ্তে প'ল'লেন মত
হ'য়ে উঠলেন একবার আমাদিগে কাম্যফল বলে কোলে নিতে
আস্ছেন আবার কি ভেবে দূরে নিক্ষেপ কর্ছেন। আপনি
কে, সত্য ক'বে বলুন দেখি ?

রাম । —অশ্ব শিবে জয় পত্রে কি লেখা আছে দেখেছ কি ?

লব । —দেখেছি বৈকি ?

রাম —তাতে কাব নাম লেখা আছে ?

লব । অযোধ্যার রাজা বামচন্দ্রের

রাম —আমিই অযোধ্যার রাজা সেই—বাম

লব —তুমি সেই রাম, গুরুদেব বাল্মিকীর কাছে রামায়ণে
যে রাম-চবিত্র গান শিখেছি, তুমি কি সেই বাম । যে রাম গুপ্ত
অস্ত্রে বানন বাজ বালীর প্রাণ বধ করেছিল,—তুমি কি সেই বাম
যে রাম, মিত্র-পুত্র তবণীকে বিনাশ ক'বেছিল, তুমি কি সেই
বাম ? যে রাম গর্ভবতী সতী পত্নীকে অনাথান মত বনবাস দিয়েছে
তুমিই সেই রাম ?

কুশ —দাদা ঐ বনবাস দেওয়ার সময়ের গান শিখবার
সময় আমাদের গুরুদেবও কাঁদেন—নয় ? দূব দূব নিষ্ঠুর রাম ।
তপোবন হ'তে চ'লে যাও

রাম —যাব—ভ্রাতৃগণ যে পথে, সেই পথে যাব । অসহ—
অসহ আর সয়না । হা দক্ষ হৃদয় ।——

(বাল্মিকীর প্রবেশ)

বাল্মিকী —মহাবাজ বামচন্দ্র । তোমার ভ্রাতৃগণের জন্ত
চিন্তা ক'বো না, আমার সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে সকলেই

পুনর্জীবন লাভ ক'রেছেন তুমিও যে, বালকেব যুদ্ধে মূর্ছিত হ'য়েছ—শিশুর সঙ্গে সমরে পবাভূত হ'য়েছ, তার কাবৎ, সময়ে স্মরণ করিয়ে দেব। এক্ষণে তোম'ব যজ্ঞ'স্থ ও অ'ভূগৎ সহ র'জ-ধানীতে গমন কবে সংকল্লিত অশ্রমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করগে, আমিও যথাসময়ে যজ্ঞ দর্শনার্থে শিষ্য নৈমিষারণ্যে যাত্রা করব, (লব কুশের প্রাতি) কুশী, লব

লব —আজ্ঞে .

বাল্মিকী —অশ্বৈব লত-বন্ধন মোচন ক'বে দাও, সে সচ্ছন্দে যদৃচ্ছা গমন করুক

লব —যে আজ্ঞে

কুশী —না দাদা, ঘোড়ার মাথায় যে জয়পত্র লেখা আছে। তাতে যে কঠিন দিনি দেওয়া আছে

বাল্মিকী —থাক দিনি দেওয়া, যিনি দিনি দিয়েছেন তিনিই তার ফল ভাগী হবেন, এদিকি দেওয়ায় পরিণাম ও দিব্য চক্ষু দেখলেন এখন আগ'ব আদেশ শোন অশ্ব মুক্তকবে দাও।

কুশী —বলেন—দিচ্চি, (রামের প্রাতি) যান্ গশায়, আমরা বীবের বেটার মত ঘোড়া ধরেছিলেম, বীরের বেটার মত ছেড়ে দিলেম, আপনি কাপুরুষের বেটার মত ঘোড়া নিয়ে গিয়ে যজ্ঞ সাজ করগে এস দাদা ঘোড়া ছেড়ে দিইগে।

বাল্মিকী --হাঁ এখনি ছেড়ে দাওগে (বামের প্রাতি) যাও মহারাজ। যথাসময়ে আপনার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হব আপনা-দেব কুল-পুত্রহিত বশিষ্ঠ মহাশয়কে বলবেন, আগ'ব আরক্ কার্য শেষ হ'য়েছে

বাম —যে আজ্ঞে

প্রস্থান।

বালিকী — কুশী । লব . তে'মরা'ও প্রস্তুত হওগে, বৈশ্য
নূতন তত্ত্ব সংযোগ ক'বে লওগে, তোমাদিগের জননীকেও বলগে
যেন প্রস্তুত থাকেন, আজ সকলেই তোমরা আমার সঙ্গে যজ্ঞ
দর্শনে যাবে । এখন যাও অগ্রে অশ্বেষ লতা বন্ধন গোঁচন করে
দাওগে ।

সকলের প্রস্থান





নবম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—নৈমিষারণ্য যজ্ঞস্থল

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ — ভগবানের অবতার গ্রহণের ষষ্টি সহস্র বর্ষ পূর্বে মহর্ষি বাল্মিকী যোগ বলে ভবিষ্যৎ ঘটনা পবম্পরা। যেরূপ লিপি বদ্ধ করে গিয়েছেন এক্ষণে সেইগুলি পর্য্যায় ক্রমে কার্যে পরিণত হ'য়ে আসছে, রামলীলা মহানটকের অভিনয় তা প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। এক্ষণে উত্তোগী হ'য়ে ভগবৎ-কীর্মা-নাট্যাংশেব অবশিষ্ট ভাগেব অভিনয় সমাধানান্তে ভগবানকে নিত্যধামে লয়ে গিয়ে বৈকুণ্ঠেব সিংহাসনে যুগলরূপ দর্শন ক'রতে পারলেই, দেবগণের বাসনা পূর্ণ হয়।

(দূতের প্রবেশ ।)

দূত । দেব বশিষ্ঠ । মহারাজ বামচন্দ্র আভূগণের সহিত মৈমৈশ্রে যজ্ঞের অশ্ব ল'য়ে প্রাত্যাগমন ক'রেছেন। আপনি যজ্ঞ পূর্ণ করবার আয়োজন করুন।

বশিষ্ঠ —ভাল, তুমি এই নৈমিষারণ্যে যে সকল ঋষিগণেব
আশ্রম আছে সমস্ত আশ্রমেব ঋষিগণকে সংবাদ দাওগে, যেন
ঋত্ব যজ্ঞ স্থলে অগমন কবে।

দূত ।—যে আজ্ঞা

প্রস্থান

(ঋষিগণ, দ্রাওগণ পবিত্রিত রামচন্দ্রের সভায় প্রবেশ)

রাম —কুলগুরু বশিষ্ঠদেব আমার সকলে আপনাকে প্রণাম
কবি

ঋষিগণ —(বশিষ্ঠের প্রতি) মহাশয় নমস্কাব । নমস্কা র ।
নমস্কার ।

বশিষ্ঠ —এাক্ষণেভ্যো নম সকলে আসন গ্রহণ করুন ।

রামচন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট, লক্ষণের ছত্র ধাবণ, ভরত ঋত্ব টামর ব্যাজনে
নিযুক্ত, দক্ষিণপার্শ্বে ঋষিগণ দণ্ডায়মান, বামভাগে জুম্র, বিভীষণ
ইত্যা দি সম্মুখে হনুমান উপবিষ্ট গান গাইতে গাইতে
লব কুশীমহ বাণিকীর প্রবেশ

গীত ।

ত্রাহি রঘুবব

সেঁত ত্রিপুর হব

নিদি নীল ইন্দিবব,

নিত্য নিধীশ্বর ।

নব নীল কাস্ত কাস্তি হে শাস্ত শাস্তি সাগব ॥

বিপু শাসন অচ্যুত

বপু চন্দন চর্চিত,

সদানন্দ অর্চিত, সচ্চিত সর্বেশ্বর

পাতকী উদ্ধারক,

শর কাশ্মুক ধারক,

কর্কর-কুল হারক, ভার্গব-গর্ভ হর

ভব-জলধি-ভেলক,

ভানুজ-কুল-বাণক,

দয়াল দীন-পালক, ত্রিলোক লোক জন্দব

লব, কুশী — গীত ।

দীননাথ দীন দয়াল, দেবেশ দীন তাবৎ
 দানব দল দর্প দলন, দাম্ভন্থী দুঃখ বাবণ
 জমনী জঠব, জনম বাবণ, জগত জনক জানকী জীবন,
 জাহ্নবী জন্মদ জয় জনাৰ্দ্দন, জগত জন শবণ
 নিকষা নন্দন নিধনকাবী, নব নীর ধব, নীলকান্তহরি,
 নিখিল নায়ক নবকনিবাবী, নরহরি রূপ ধারণ ।
 ভীক ভয়জাতা, ভুবনবজন, ভার্গব জেতা ভকতি ভাজন,
 ভব-ভয়-ভীত দীন অভাজন, ভুষণ-ভীতিহরণ

(সকলের প্রণাম ।)

রাম ।—ওকি মহর্ষে । আপ নি প্রণাম ক'ব্ছেন কা'কে ?
 বাল্মীকি —বামকে । যিনি আত্মাবাম রূপে সর্ব জীবে
 বিদ্যমান, আমি সেই জগদভিবাম বামকে প্রণাম ক'রছি ।

বাম ।—রাম চিরদিন ব্রাহ্মণেব দাস

বাল্মীকি ।—আবার ব্রহ্মকপে ব্রাহ্মণেব উপাস্ত দেবতাও
 তিনি, কৈ বশিষ্ঠদেব কৈ ?

বশিষ্ঠ ।—আমুন আমুন সকলেই উপস্থিত আছেন ।

বাল্মীকি ।—মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদানেব আর বিলম্ব কত ?

রাম ।—আপনার আগমনের অপেক্ষা মাত্র

বশিষ্ঠ ।—এ দুটী কে ?

বাল্মীকি —আমারি শিষ্য, কখনো বাজমতা দেখে নাই—
 রাজা কেমন জানেন না, তাই আমাব সঙ্গে এসেছে

বশিষ্ঠ —গুরুর উপযুক্ত শিষ্য তা বুঝতে পেরেছি । রাজা
 কেমন তা ওরা জানেন না, কখন জানবেও না । কেননা, সূর্য্য
 কিরণ সূর্য্যই বিকীরণ কবেন,—সূর্য্যই সংযত করেন । ডাল

এদের হস্তে বঁণায়ত্র কেন, সংগীত বিদ্যাও কিছু শিক্ষা দেওয়া
হ'য়েছে নাকি ?

বাল্মীকী —ই, বহু পূর্বে অগ্নি রামায়ণ নামক একখানি
কাব্য রচনা ক'বেছিলেন, সম্ভ্রতি সেই কাব্যখানি ওদেব শিক্ষা
দিয়েছি। বামচন্দ্রের রাজসভায় সেই গীতিকাব্যখানি শুনার
ব'লেই ওদের সঙ্গে আনা।

বশিষ্ঠ। বড়ই আনন্দের কথা ? রাজ আজ্ঞা গ্রহণ ক'বে
সংগীত আরম্ভ ক'রলে ভাল হয় না ?

বাল্মীকী।—ক্ষতি কি ?

বশিষ্ঠ।—মহারাজ কি আদেশ করেন ?

রাম।—(স্বগতঃ) আগ্নি যে কাকে চরিতার্থ ক'রবে, তা
বুঝতে পারছিনে, চক্ষু ত নিমিত্ত ত্যাগ ক'বেছে। যতই দেখছি,
দর্শন-ভ্রম ততই বলবতী হচ্ছে, তার উপর কর্ণও মধুময় বাক্য
শ্রবণে লালায়িত হউক চক্ষু কর্ণ উভয়েই ভুগু হ'ক, চিত্ত
চরিতার্থ হ'ক,—(প্রকাশ্যে) হ'ক সংগীত আরম্ভ হ'ক।

বাল্মীকী —বৎস লব, কুশী।

উভয়ে —আজ্ঞে।

বাল্মীকী।—কাব্য গীত আবস্তেব পূর্বে সেই রামরূপ বর্ণন
গীতটী গাও দেবি।

লব।—ছুজনে একএ গাইব ?

কুশী - তা কেন, সেই—তেমনি ক'রে, সে বেশ হবে,
আগে গোড়াটা ছুজনে গাই। তাব পব তুমি একটু গাইবে,
আমিও এবটু গাইব

বাল্মীকী —ভাল তাই হ'ক, কুশী যা বলবে তাই হবে

কুশী।—কেন দাদা সেত বেশ। গাইতেও কষ্ট হয় না।

বাল্মীকী।—তাই গাও

গীত ।

- লব, কুশী — নবীন নীল নীরধর, নীলকান্ত সুন্দর,
 মরি কি রামরূপ কাস্তি হির শাক্তিসাগর ।
- লব ।— নিম্নি নীল-ইন্দিবর, সুরবন্দিত চরণ,
 কুশী — দশ নখে দশধ শশী, দশ দিকে চালে কিরণ,
 লব — ধাইছে কত অগণন, যোগী ধ্যি তাপসীগণ,
 কুশী ।— প্রয়াসে সূধা পিয়াসে যেন আসে চকোব নিকর ।
- লব ।— বিচিত্র কার্ম্য কনে শোভে রাম নীলতম্বু,
 কুশী — নব জলদ কোলে যেন দোলেবে ইন্দ্রধনু,
 লব — প্রকটি প্রভা কোটী ভানু, পরশি কটি, উক, জাহু,
 কুশী — চুম্বিতে চরণরেণু, লবিত অগি মনোহর
 লব ।— দলিত কদলী তক চারু উক কি সুবলিত,
 কুশী ।— গতি হেরি গজেন্দ্র লাভে, সতত ধূলি ধূসবিত,
 লব — ভ্রমক জিনি কটি নেহাবি, সরমে বনে পশিন হরি,
 কুশী ।— রামরূপ ঠাম হেরি, কাগ ত্যজে কলেবর
 লব — ধবলিত পবিত কিবা মিলিত একাবলীতে,
 কুশী ।— সক্ষম রসনা কোথা সে শোভা একা বলিতে,
 লব — লবিত মুক্তাবলীতে, পরশে নাভি জিবলিতে,
 কুশী — নীল গগনে তারাবলীতে, যেন বিযুব সুন্দর
 লব ।— সুরক্ত চন্দন বিন্দু শোভিত সুন্দর ভালে,
 কুশী — যেন রে নব রবিচ্ছবি, হির নীল জলধিজলে,
 লব — নিরখি অঁখি যুগলে, শিহরি কণ্টকচ্ছলে,
 কুশী — সরমে শবণ জলে নিল বে ইন্দিবর
 লব ।— কি ছার কন্দর্প গর্জ, গন্দর্ভ অমর কত,
 কুশী ।— শিরসে উরসে বাসে, বাসে মণি মরকত ।
 লব — সভা কিবা অমরাজিত, শোভ অলকা পরাজিত,
 কুশী ।— রাজিত-রতনাসনে বিবাজিত রথুবর
 লব ।— যার তারক ব্রহ্মনামে শাক্তি ভব পিপাসারে,

কুশী — যারে ভক্তি, জীবন মুক্তি, শিব উক্তি তত্ত্বসাবে ।

লব । — যার নামে সংসার অসাবে, যায় জীবের যাওয়া আসা বে,

কুশী — নিরখি সেই সারাৎসাবে, মায়া নেশারে পরিহব

লব — ঐ মাধুবী হৃদে ধরি যেন জীবন অন্তকালে,

কুশী — জন্ম রাম বাঁধব ব'লে যায় প্রাণ জাহ্নবী জলে-

লব । — মুক্ত হয়ে মায়া ফাঁদে, মিথাবে কবে নিবাপদে,

কুশী — অহিভুষণ সেবিত পদে, অহিভুষণ কিঙ্কর

সবেগে কৌশল্যাব প্রবেশ

কৌশল্যা —রাম ! বাম আব যে থাকতে পারলেম না
(বাল্মিকীর প্রতি) প্রভু—অন্তর্যামি ঋষি আর কেন, অপবাধ
ক্ষমা করুন, আমি আপনাব ঋষি বালক দুটীকে চিনেছি আমাব
কুল-লক্ষ্মী—আমাব মা বাজবাজেশ্বরী ভিখাবিনী দীন দুঃখিনীর
বেশে আমার অন্তঃপূবে এসেছেন । আমাব বুকেব ভিতর কে
যেন এসে ব'লে দিচ্ছে, তোব বাজ রাজেশ্বরী—রাজলক্ষ্মী সতী-
কুলেশ্বরীর গর্ভেব ধন—তোব বাম নীলকান্তমণির অভেদ রূপ—
তোব কুলের কুলভুষণ সৌভাগ্য বৃক্ষেব কাঞ্চনফলদুটী বনের
ঋষিবালকবেশে তোব রামেব যজ্ঞসভায় উদয় হ'য়েছে, ঋষিরাজ ।
দয়া ক'বে অনুমতি দিন, আমি আমাব রামের অভেদ রূপ
নয়নাভিবাম দুটীকে কোলে কবে তাপিত হৃদয় শীতল কবি

বাল্মিকী —মা বাগবত্ত প্রসূতি । দ্বিতীয় অদিতীরূপিনী
কৌশল্যে । এ দুটী তোমাব সতীকুলেব আদর্শ লক্ষ্মীরূপিনী সীতার
গর্ভজাত তোমাব রামের পুত্র লোকাপবাদ ভয়ে প্রজারঞ্জক
রাজা রামচন্দ্র গর্ভবতী সতীকে বনবাসিনী কবার পব, যথাকালে
এই দীনহীন বাল্মিকীর তপশ্রমে মা আমাব এই রত্ন দুটী প্রসব
কবেন, আমি যথাসাধ্য ফল মূলে আর বৃক্ষবন্ধলে আসমুদ্র ধরার
অধীশ্বরেব পুত্রযুগলকে লালন পালন কবেছি । এখন তোমার ধন

তুমি কোলে লও বামচন্দ্র . ধর্মিবাক্যে অবিশ্বাস করো না.
 সীতাদেবী সতীকুলের আদর্শ প্রতিম . এই ছুটি অভেদ রামমূর্তি
 লব কুশী তোমার অঙ্গজ, সতী জানকীর গর্ভজাত পুত্র যাও
 ভাই লব—যাও ভাই কুশী তোমরা বনবাসী ধর্মিবাক্যে নও
 সমাগবা ধবান অধীশ্বর মহারাজা বামচন্দ্রের পুত্র। যাও বাজ-
 মাতা কৌশল্যা দেবীর কোলে যাও সূর্য্যকুলেব তরুণ অরুণ দ্বয়
 ঐ শ্বেত বসনা উষা দেবীর কোলে উদয় হওগে সকলে
 একবার মহাবাজ বামচন্দ্রের জয় শব্দ উচ্চারণ কর

লব কুশীকে অঙ্গে ধারণ পূর্ণক কৌশল্যাব উপবেশন

একপার্শ্বে ধর্মিগণ, অন্তর্দিকে ধর্মিবালকগণ দণ্ডায়মান

নর্তকীগণের প্রবেশ

গীত

সকলে ।—মরি কি সুন্দর শোভা কৌশল্যার কোলে।

কল্পলতা অঙ্গে যেন কাম্যফল দোলে।

ধর্মিগণ —নীলোজ্জ্বল রবিচ্ছবি উষা অঙ্গে থেলে।

বালকগণ —স্বচ্ছজলে যেন যুগল নীলবমল দোলে।

নর্তকীগণ —কিব নৈমিষে আনন্দের হাট (আজ) রাম-যজ্ঞচ্ছলে রে

(নৃত্য)

ধর্মিগণ । শান্তি, ধর্ম, রাজনীতি শিখাতে ভূতলে রে —

বালকগণ —চতুর্বাংশে পূর্ণ ব্রহ্ম উদয় সূর্য্যকূলে রে—

নর্তকীগণ —হয়ে ফুলচিত্ত, করো নৃত্য জয় জয় বাম বলে রে।

সমাপ্ত ।



